সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন

১ম খণ্ড : জ্ঞান

سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ سَنَدًا وَ مَتْنًا

اَلْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ : اَلْعِلْمُ

সংকলক

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

ড. মো. মিজানুর রহমান

মুহাম্মদ মুহসিন মাশকুর

অনুবাদ-সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

MBBS (DMC), FRCS (Glasgow)

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
অনলাইনে অর্ডার : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org
Account Name : Quran Research Foundation
Account No. : MSA-20503320200071105
IBBL, Moghbazar, Dhaka.

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২১

ISBN : 978-984-34-9779-6

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৭৯০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সম্পাদনায়

প্রফেসর ডা. মতিয়ার রহমান
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মো. মিজানুর রহমান
ড. মো. গোলাম মোর্শেদ
মুহাম্মদ মুহসিন মাশকুর

সহযোগিতায়

মুহতারেমা শামসুন নাহার
ডা. মো. রফিকুল ইসলাম
ডা. আব্দুল মোত্তালেব মতিন
ডা. মো. মনির হোসেন সোহেল
ডা. গাজী মো. রুবেল
এ এইচ এম সাজ্জাদ হোসাইন
মুহাম্মদ শায়েস্তা খান
মো. রাসেল আলম
ওয়াহিদ জামান
মো. রফিকুল ইসলাম
মোহাম্মদ মহসিন খান
মো. কামরুল হাসান রুবেল
মো. শামিম
মো. এনামুল হক
মো. তাইফুর রহমান
মো. কাওসার হোসেন
মো. মিজানুর রহমান শেখ
মো. মাসুদ রানা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

ইসলামে সুন্নাহ (হাদীস) জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। 'হাদীস বা সুন্নাহ' না হলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয়। শুধু কুরআন পড়ে ইসলাম পালন করতে যাওয়ার পরিণতি হবে ম্যানুয়াল পড়ে একটি জটিল যন্ত্র পরিচালনা করতে যাওয়ার পরিণতির অনুরূপ। বর্তমানে পৃথিবীর সকল কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বিক্রি করলে সেটির সাথে একটি ম্যানুয়াল (পরিচালনার পথনির্দেশিকা) এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার পাঠায়। ইঞ্জিনিয়ার জটিল যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। দেখানোর সময় ইঞ্জিনিয়ারকে ম্যানুয়ালের বাইরেও কিছু কথা বলতে হয়। সে কথাগুলো ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের অতিরিক্ত কিন্তু বিপরীত নয়। কোনো ভোক্তা যদি শুধু ম্যানুয়াল পড়ে জটিল যন্ত্রটি চালাতে যায় তবে সে তাতে কোনোভাবেই সফল হবে না বরং এটিতে তার ও যন্ত্রটির ক্ষতি হবে।

মহান আল্লাহ মানুষরূপী অত্যন্ত জটিল প্রাণী বানিয়ে তার পরিচালনার মূল পদ্ধতি ধারণকারী কিতাব ও সে কিতাব অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। ঐ কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন। আর কুরআন বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য রসূল হলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)। তাই, মানুষ যদি শুধু কুরআন পড়ে জীবন পরিচালনা করতে যায় তবে সে নিজের ও ইসলামের ক্ষতি করবে।

জীবন সম্পর্কিত আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও আকল (বোধশক্তি, বিবেক বা Common sense)। বিজ্ঞান (Science) হলো আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান। মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের তিনটি উৎসের মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য হলো– কুরআন, আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ, আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর আকল, জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। অন্যদিকে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যবহারিক (Practical) পার্থক্য হলো– কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা), মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী। সুন্নাহ (রসূল স.) মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। আর আকল মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান। উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়, গুরুত্বের দিক দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের তিনটি উৎসের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তবে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে উৎস তিনটির প্রত্যেকটির যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য।

বর্তমান মুসলিম সমাজে আকল জ্ঞানের উৎস হিসেবে চালু নেই। এর ফলে দারোয়ান না থাকায় ইসলামের ঘরের অনেক মূল তথ্য চুরি হয়ে গেছে। মানব সভ্যতার শত্রু ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা যে পদ্ধতিতে আকলকে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেওয়াতে সক্ষম হয়েছে তা হলো– প্রথমে মু'তাজিলা (প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা, জীবনকাল ৮০-১৩১ হি.) নামে একটি দল তৈরি করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে আকলকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করানো হয়। অর্থাৎ মু'তাজিলাদের মাধ্যমে প্রচার করানো হয়– কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আকলের দ্বন্দ্ব হলে কুরআন ও সুন্নাহর রায় বাদ দিয়ে আকলের রায়কে গ্রহণ করতে হবে। এ কথায় সকল মুসলিম যখন ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো তখন অন্যদের মাধ্যমে আকল জ্ঞানের কোনো ধরনের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়- কথাটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তা এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। এটি দুষ্টদের একটি অতিপ্রিয় কর্মনীতি। কর্মনীতিটি হলো- If you want to kill a good dog give him a bad name and then kill him. অর্থাৎ যদি তুমি কোনো ভালো কুকুরকে হত্যা করতে চাও, তবে তার নামে মন্দ কথা ছড়িয়ে দাও; পরে তাকে হত্যা করো।

একই কর্মনীতির মাধ্যমে ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা হাদীসকে ইসলামের জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আহলুল কুরআন নামের একটি দল দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। এরা কুরআন মানে কিন্তু হাদীস মানে না। বর্তমান মুসলিম সমাজে হাদীস সম্পর্কিত চালু দু'টি কথা আহলুল কুরআনদের সমর্থক সংগ্রহে দারুণভাবে সাহায্য করছে। কথা দু'টি হলো–

১. (প্রচলিত) সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে বা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না।
২. হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে।

এ কথা দু'টি যেকোনো আকলসম্পন্ন মুসলিমকে অবশ্যই হাদীসের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ করে তুলবে এবং তুলছে। আর এ মানুষগুলোর অনেকে আহলুল কুরআনদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। আহলুল কুরআনরা সফল হলে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির মানব কল্যাণমূলক অসংখ্য কথা হারিয়ে যাবে। ফলে মানব সভ্যতা অপরিসীমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই, হাদীস নিয়ে অতীতে আমাদের মনীষীগণ অনেক কাজ করেছেন এবং এ কাজের জন্য তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে যথাযথ পুরস্কার পাবেন। কিন্তু হাদীস নিয়ে আরও কাজ বাকি রয়েছে। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে **'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন'** হাদীসশাস্ত্রের সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। সে চিন্তা-ভাবনার চূড়ান্ত রূপের প্রকাশ হলো সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের এ খণ্ডটি (১ম খণ্ড)। এ কাজ চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

এ কাজ করার জন্য আমাদের চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তি মুসলিম বিশ্বে উপস্থিত আছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আশাকরি অনেকেই এখন এ কাজ করার জন্য এগিয়ে আসবেন। এ কাজ, হাদীসকে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন! সুম্মা আমিন!!

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা		
ক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	সম্পাদকীয়	৪
২	প্রারম্ভিকা	১০
৩	সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় বা নিরূপণের পদ্ধতি	১৪
৪	সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনের ইতিকথা	১৯
৫	সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনে কতিপয় প্রবীণ মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত নীতিমালা	২০
৬	আধুনিক যুগের কতিপয় মুহাদ্দিস ও হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান	৩৭
৭	সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় ও সংকলনে মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত নীতিমালার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	৪১
৮	সনদ সহীহ কিন্তু মতন সহীহ নয়-এরূপ কতিপয় হাদীস	৪৬
৯	মতন সহীহ কিন্তু সনদ সহীহ নয়-এরূপ একটি হাদীস	৫১
১০	পূর্ববর্তী হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে সনদ সংক্ষেপণমূলক হাদীসগ্রন্থ সংকলন	৫২
১১	সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের সাধারণ নীতিমালা	৫৫
১২	সহীহ হাদীসের সংজ্ঞার আলোকে সহীহ হাদীস নিরূপণের নীতিমালা	৫৭
১৩	হাদীসের বিভিন্ন পরিচয়, পরিভাষা ও শ্রেণিবিন্যাস সনদকেন্দ্রিক	৫৯
১৪	'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন' রচনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা	৬৫
১৫	'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ	৬৬
১৬	'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'- এ সংকলিত হাদীসসমূহের সনদ ও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনুসৃত নীতিমালা	৬৭

প্রথম অধ্যায় : জ্ঞান			
পরিচ্ছেদ	**উপ-পরিচ্ছেদ**	**বিষয়বস্তু**	**পৃষ্ঠা নম্বর**
১	**জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ**		৬৯
	১	‘কুরআন’ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস	৬৯
	২	‘সুন্নাহ’ কুরআনের ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত উৎস	৯৮
	৩	‘আকল’ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস	১১১
	৪	‘বিজ্ঞান’-আকলের আলোকে উদ্ভাবিত জ্ঞান	১২৯
২	**জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা**		১৪৩
৩	**কুরআনের জ্ঞান**		১৫৮
	১	কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের নীতিমালা	১৫৮
	২	কুরআনের জ্ঞান, কুরআনের জ্ঞানী এবং কুরআন শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা	১৬৭
	৩	কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন	২০৪
	৪	পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কুরআন অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করার যোগ্যতার পার্থক্য	২১১
	৫	কুরআন বুঝা সহজ	২২৩
	৬	কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব	২৩৫
	৭	সবচেয়ে বড়ো গুনাহ– শিরক না কুরআনের জ্ঞান না থাকা	২৪৭
	৮	কুরআন বুঝে (অর্থসহ) পড়ার আদেশ ও উপদেশ	২৭৩
	৯	কুরআন পড়া ও ধরার (স্পর্শ করা) সাথে ওজু ও গোসলের সম্পর্ক	২৯৩
	১০	অমুসলিমদের কুরআন পড়া ও ধরার (স্পর্শ করা) সাথে ওজু ও গোসলের সম্পর্ক	৩০৬
	১১	কুরআনের কতটুকু অংশের জ্ঞানার্জন করতে হবে	৩১৫
	১২	কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই	৩২১
	১৩	আল-কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকা না থাকা	৩২৯
	১৪	কুরআন পাঠের সুর	৩৪৬

	১৫	যে আমল/বিষয় কুরআনে সরাসরি নেই সেটি ইসলামের মৌলিক আমল/বিষয় নয়	৩৭১
	১৬	ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে কুরআনের সঠিক শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানী হারিয়ে যাওয়া এবং সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়	৩৮২
৪	**সুন্নাহর জ্ঞান**		৪০০
	১	সুন্নাহ (হাদীস) থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের মূলনীতি	৪০০
	২	সুন্নাহর জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সুন্নাহ শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা	৪১২
	৩	কুরআনের বিপরীত কথা ও কাজ সুন্নাহ (হাদীস) নয়	৪২৮
	৪	প্রচলিত হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা	৪৩৬
৫	**আকল**		৪৫৬
	১	আকলকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের নীতিমালা	৪৫৬
	২	আকল ও আকলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা	৪৬১
	৩	আকল উৎকর্ষিত বা অবদমিত হওয়া এবং তার মাত্রা	৪৭৪
	৪	পূর্ববর্তীদের আকল থেকে পরবর্তীদের আকল উৎকর্ষিত	৪৮০
	৫	আকল, নফস, ক্বলব, সদর ও হৃৎপিণ্ডের শারীরিক অবস্থান, কাজ ও পারস্পরিক সম্পর্ক	৪৮৭
	৬	'আকল'-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলা ও জ্ঞানার্জন করা	৫১৬
৬	**বিজ্ঞান**		৫২৬
	১	সার্বিকভাবে ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা	৫২৬
	২	তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব	৫৩৬
	৩	কুরআনের নির্ভুলতা (সত্যতা) প্রমাণের ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব	৫৪১

	৪	ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব	৫৫২
	৫	ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে মানব শরীর বিজ্ঞান/চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব	৫৬৬
	৬	ইসলামী সমাজ টিকে থাকার সহায়ক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব	৫৭৮
৭	**আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা**		৫৮৯
৮	**জ্ঞান প্রচার**		৬২৪
	১	সঠিক (সত্য) জ্ঞান প্রচার করার গুরুত্ব ও পুরস্কার এবং না করার শাস্তি	৬২৪
	২	শোনা কথা বিনা যাচাইয়ে বলা বা প্রচার করার গুনাহ ও শাস্তি	৬৪০
৯	**শিক্ষাদান পদ্ধতি**		৬৪৯
	১	শিক্ষকের কাজ জ্ঞান (তথ্য) গিলিয়ে দেওয়া নয়, বরং জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা	৬৪৯
	২	শেখানো, বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার সময় সত্য উদাহরণ (তথ্য) ব্যবহার করা	৬৫৮
	৩	শেখানো, বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার সময় সত্য উদাহরণ বা তথ্য ব্যবহার করার পদ্ধতি	৬৭০
	৪	শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া বা প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা	৬৭৬
	৫	শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থার দিকে খেয়াল রাখা এবং জোর-জবরদস্তি নয় বরং তথ্যের সত্যতা ও যৌক্তিকতার আলোকে শেখানো	৬৮৪
	৬	শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার সময় লজ্জা পরিহার করা	৬৯৩
১০	**আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণকারীর পরিণতি জাহান্নাম**		৬৯৭
	গ্রন্থপঞ্জি		৭০৫

প্রারম্ভিকা

আল কুরআনের বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। তথ্যটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

الم. ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

অনুবাদ : আলিফ লাম মীম, (এ হলো) সেই কিতাবটি, এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য একটি পথ-নির্দেশিকা।

(আল বাকারা/২ : ২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'(এ হলো) সেই কিতাবটি' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআন হলো সেই কিতাব যার ঘোষণা পূর্ববর্তী সকল কিতাবে দেওয়া আছে।

'এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই' অংশের ব্যাখ্যা : মানুষ সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে আকল/বিবেক/Common sense-এর বাইরের বিষয় নিয়ে। তাই এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল কুরআনে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) মানুষের আকলের চিরন্তনভাবে বাইরের কোনো বিষয় নেই।

'আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য একটি পথ-নির্দেশিকা' অংশের ব্যাখ্যা : স্বাস্থ্য-সচেতন কথাটির অর্থ হলো– স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা ও মানা। তাই আল্লাহ-সচেতন কথাটির অর্থ হবে– আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও মানা। যাদের আকল জাগ্রত আছে তারা মহান আল্লাহ সম্পর্কিত কিছু না কিছু তথ্য জানে ও মানে। তাই আলোচ্য কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যাদের আকল জাগ্রত আছে তাদের জন্য কুরআন একটি পথনির্দেশিকা তথা জীবন পরিচালনার পথনির্দেশ ধারণকারী একটি গ্রন্থ।

অন্যদিকে নাযিল হওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল কুরআনে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন/পরিমার্জন বা রহিতকরণ না হওয়ার বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হিফাজতকারী (পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিতকরণ থেকে সংরক্ষণকারী)।

(আল হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের আয়াতের কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন হবে না। আর এটি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই নিয়েছেন।

আল কুরআনের বক্তব্য সত্য ও নির্ভুল– এ কথা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত বহনকারী বা তিলাওয়াতকারীদের দোষ-গুণ বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্যদিকে কুরআন যে মানুষের প্রণয়ন করা নয়, আল্লাহর নিজের নাযিল করা কিতাব, এ তথ্যটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : আর যা আমাদের বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে অনুরূপ একটি সুরা তৈরি করে আনো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগীদের ডেকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(আল বাকারা/২ : ২৩)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : তারা কি বলে– এটা সে রচনা করেছে? বলো– তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৩৮)

আল কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সন্দেহবাদীদের ব্যর্থ প্রয়াস ও তারপর হাজার বছরের নীরবতা এবং এর ভাষাশৈলী আল কুরআন আল্লাহর নাযিল করা কিতাব হওয়ার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। তারপরেও আল কুরআন অবতীর্ণের সাথে সাথেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়।[১] সেইসাথে রসূলুল্লাহ (স.) স্বয়ং ও অনেক সাহাবী আল কুরআনের হাফিজ ছিলেন। এ সকল কারণে আল কুরআনে অন্য কারো বক্তব্য বা কথা অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না।

অন্যদিকে সংকলিত সকল হাদীসের ব্যাপারে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য; কেননা হাদীসের ভাষাশৈলী ও বক্তব্য বিষয়ের এমন কোনো একক বা সুনির্ধারিত রূপ নেই, যা নিশ্চিত করবে এটি মহানবীর হাদীস। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স.) বলার সাথে সাথে হাদীস লিপিবদ্ধ হয়নি।[২] তারপরেও সাহাবীগণের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

১. ইবন হাজার, আবুল ফযল আহমাদ ইবন আলী আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহুল বুখারী* (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১৮; ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ, মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ইবন আইয়ুব, *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরুল 'ইবাদ* (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০।

২. মহানবী (স.) বলেন, لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ - অর্থাৎ আমার কোনো কথাই লিখো না। আল-কুরআন ছাড়া আমার কাছ থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে সে যেনো

আর সাহাবীগণ বহু হাদীস বিশেষত ফে'লী ও তাকরিরী হাদীস নিজ বুঝ ও নিজস্ব শব্দ প্রয়োগে বর্ণনা করেছেন। আর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণনারীতির বৈধতাও রয়েছে। সর্বোপরি অনেক মুনাফিক ও স্বার্থান্বেষীমহল জাল বা বানোয়াট হাদীস রচনা করেছে।[৩] ফলে হাদীস যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। বলাবাহুল্য, এ প্রয়োজনের তাকিদেই সনদগত জ্ঞানের[৪] উৎপত্তি হয়। যুগে যুগে সনদগত জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনের ফলে সনদগত জ্ঞান এতটা উৎকর্ষিত হয় যে, সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে সনদ এক মৌলিক বিষয়ে পরিগণিত হয়। আর অধিকাংশ মুহাদ্দিস সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে সনদগত বিচার-বিশ্লেষণের ওপর বেশি নির্ভরশীল হন। অর্থাৎ সনদগত নানাদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সনদ সহীহ প্রমাণিত হলে হাদীসটি সহীহ, আর সনদ সহীহ না হলে হাদীসটি সহীহ নয় বলে সিদ্ধান্ত দেন। যদিও সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে সনদের পাশাপাশি মতন বা হাদীসের বক্তব্য বিষয় যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এমনটিই মুহাদ্দিসগণের অভিমত। তাদের মতে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় বা নিরূপণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন রিওয়ায়াত পদ্ধতি ও দিরায়েত পদ্ধতি।

এ কথা বলা খুবই প্রয়োজন যে, রিওয়ায়াত (সনদ) ও দিরায়েত (মতন)-এ উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ করা মুহাদ্দিসগণের শতসিদ্ধ মত হলেও বাস্তবতা হলো– সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ে অধিকাংশ মুহাদ্দিস কেবল রিওয়ায়াত পদ্ধতি তথা হাদীসের সনদ বা হাদীস বর্ণনাকারীদের ওপর নির্ভর করেছেন।[৫]

এদের মতে হাদীসের সনদ বা হাদীস বর্ণনাকারী ঠিক থাকলে এবং এর ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে রক্ষিত হলে হাদীসটি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।[৬] আবার কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসের সনদ ঠিক হওয়ার চেয়ে হাদীসের দিরায়েত তথা মতন বা বক্তব্য বিষয় যথাযথ ও

তা অবশ্যই মুছে ফেলে। -মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং-৭৭০২।

আল-কুরআনের সাথে হাদীস মিশে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রথমত হাদীস লেখা নিষিদ্ধ ছিল। তবে আল-কুরআন সংকলনের পর সাহাবীরা হাদীস লিপিবদ্ধকরণে গভীর মনোনিবেশ করেন।

৩. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪০৪ হিজরী/১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৯-৮৬।

৪. যে জ্ঞানের মাধ্যমে রাবী তথা বর্ণনাকারীদের সার্বিক অবস্থা অর্থাৎ জন্ম- মৃত্যু, তাদের চারিত্রিক ভালো-মন্দ ও স্মরণশক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাকে সনদগত জ্ঞান বলে। ফলে বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস সহীহ না দ'ঈফ তা নিরূপণ করা সহজ হয়।

৫. সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনে মুহাদ্দিসগণ যেসব শর্তসমূহ প্রয়োগ করেছেন বা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটি পরিষ্কার হয় যে– অধিকাংশ মুহাদ্দিস সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে মূলত সনদগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

৬. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৪৫৪।

যুক্তিসঙ্গত হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাদের মতে হাদীসের দিরায়েত তথা মতন বা বক্তব্য বিষয় ঠিক না হলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমনকি সনদ ঠিক হলেও বা সনদ বিচারে গ্রহণযোগ্য হলেও মতন বা বক্তব্য বিষয় যথাযথ না হলে তা হাদীস বলে বিবেচিত হতে পারে না।[৭]

প্রকৃত অর্থে মুহাদ্দিসগণের মতে এককভাবে এ দু'টি পদ্ধতিই ভারসাম্যহীন। কেননা এর একটি সনদ নির্ভর, সেখানে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় বিচার্য নয়। অর্থাৎ সনদ ঠিক বা নির্ভরযোগ্য হলেই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। অন্যটি নিরঙ্কুশভাবে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির বিচারে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় গ্রহণযোগ্য হলেই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে সনদের বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। মূলত সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে কেবল সনদকেন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যথেষ্ট নয়, যেমন যথেষ্ট নয় সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে কেবল হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় বা নিরূপণ। এক্ষেত্রে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতির (রিওয়ায়াত ও দিরায়েত পদ্ধতি) সুসমন্বিত প্রয়োগই হবে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণের যথার্থ ও সঠিক পদ্ধতি।

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস বা হাদীস সংকলক তাঁদের হাদীসগ্রন্থ এ সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনে সংকলন করেননি। আর যেসব মুহাদ্দিস সনদ ও মতন উভয়ের পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলন রচনা করেছেন, তাদের সংখ্যা এবং তাদের সংকলিত হাদীসগ্রন্থের সংখ্যা অপ্রতুল। আর এ কারণেই সমগুরুত্বের সাথে হাদীসের সনদ ও মতন উভয়টির যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও একটি বৃহৎ সংকলন রচনা হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। যাতে হাদীসের যেকোনো পাঠক ইসলামী জীবন-দর্শনের নানাবিধ বিষয়ে সহজেই সনদ ও মতন সহীহ তথা প্রকৃত সহীহ হাদীসের সাথে পরিচিত হতে পারেন। এ প্রয়োজনবোধ থেকেই **'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন'** সমগুরুত্বের সাথে সনদ ও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে **'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'** রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'-এ কেবল সেসব হাদীসই উল্লেখ করা হবে, যে হাদীসগুলোর সনদ ও মতন উভয়ই সহীহ।

মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা তিনি যেন 'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন' রচনার এ মহৎ প্রয়াসকে নিরঙ্কুশভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কবুল করে নেন। আমীন!

৭. প্রাগুক্ত।

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় বা নিরূপণের পদ্ধতি

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণের পদ্ধতি দু'টি- রিওয়ায়াত ও দিরায়াত। এ দু'টি পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ করা হয়–

১. রিওয়ায়াত পদ্ধতি

রিওয়ায়াত পদ্ধতি সনদের[৮] সাথে সম্পৃক্ত। একটি হাদীসের সনদে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাদীসের স্থান নির্ণয় করাই হলো রিওয়ায়াত পদ্ধতি।[৯] মূলত রিওয়ায়াত পদ্ধতি হলো– সনদগত সকল দিক তথা হাদীস বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, নির্ভরযোগ্যতা, স্মরণশক্তি, জ্ঞানের গভীরতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মন-মেজাজ ও সামগ্রিক আচার-ব্যবহার অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সহীহ বা দ'ঈফ হিসেবে হাদীসের মান নিরূপণ করা।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় হাদীসের রিওয়ায়াতগত বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন রসূলুল্লাহ (স.) উপস্থিত ছিলেন। সাহাবীদের কোনো বিষয় জানার প্রয়োজন হলে তা সরাসরি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ থেকে জেনে নিতে পারতেন। অন্যদিকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর উপস্থিতিতে কোনো কাফির বা মুনাফিকের পক্ষে কোনো হাদীস বানিয়ে বলার সুযোগ বা সাহস কোনোটিই ছিল না। কেননা তখন হাদীস বানিয়ে বললে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের পর হাদীস বর্ণনায় রিওয়ায়াতগত বা সনদগত বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিলো। যাতে কেউ কোনো হাদীস বানিয়ে বলতে না পারে। মূলত হিজরী প্রথম শতাব্দীতে রিওয়ায়াতগত বা সনদগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা ঘটে।

---

৮. শারহু নুখবাতিল ফিকর গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْإِسْنَادُ حِكَايَةٌ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتْنِ অর্থাৎ মতনের পূর্বের বর্ণনাসূত্রকে সনদ বলা হয়। -মোল্লা নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন সুলতান, *শাহরু নুখবাতিল ফিক্‌র*, (বৈরূত : দারুল আরকাম, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৬০।

ড. রাওয়াস কালা'জীর বলেন, هو سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- রসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাকেই সনদ বলা হয়। -ড. বাওয়াস কালাজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত : দারুল নাফাইস, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২২৪।

আল্লামা সাখাবী (রহ.) বলেন– هُوَ الطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ لِلْمَتْنِ.- হাদীসের মতন তথা মূল বক্তব্যে পৌঁছাবার বর্ণনা পরম্পরাকে সনদ বলা হয়। -সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দির রহমান ইবন মুহাম্মাদ, *আত-তাওযীহুল আবহুর লি তাযকিরাতি ইবন মুলাক্কিন* (রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩।

ড. মাহমূদ আত-তহ্‌হান বলেন, سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوْصِلَةُ لِلْمَتْنِ- মতন পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলা হয়। -*তাইসিরু মুসতলাহিল হাদীস* (করাচী : কাদিমী কুতুবখানা), পৃ. ১৬ ।

৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (স.) গবেষণাপত্র সংকলন*-২ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯৪।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় মুহাদ্দিসগণ সনদ ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। তাঁরা সনদকে হাদীসের অংশ মনে করতেন। তখন থেকেই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সনদের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[১০] তাবেঈদের যুগে সনদের ওপর ব্যাপকভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। কেউ কোনো হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম উক্ত হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। এতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোনোরূপ খারাপ মনে করতেন না।[১১] মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের যুগে সনদের সত্যতা বিচারের মাধ্যমে সহীহ বা দ'ঈফ হিসেবে হাদীসের মান নির্ণয় করতেন।

২. দিরায়াত পদ্ধতি

দিরায়াত পদ্ধতি মতনের[১২] সাথে সম্পৃক্ত। হাদীসসমূহ যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে রিওয়ায়াতের সাথে দিরায়াতের ব্যবহারও একটি সর্বসমর্থিত বিষয়। দিরায়াত অর্থ অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞান।[১৩] দিরায়াতগত পদ্ধতি হলো হাদীসের শব্দ ও অর্থ তথা মতন বা বক্তব্য বিষয় যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে রিওয়ায়েতের পাশাপাশি যথাযথভাবে দিরায়াতগত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন।[১৪]

রিওয়ায়াতগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি দিরায়াতগত বিচার-বিশ্লেষণের সূচনা হয় স্বয়ং সাহাবীদের আমলেই। ওমর ফারূক (রা.)-এর কাছে যখন ফাতেমা বিনত কায়স (রা.)-এর ইদ্দতকালীন খোরপোষ সম্পর্কীয় হাদীসটি বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ ফাতিমা বিনত কায়েস (রা.) তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তিনি তার ইদ্দতকালীন সময়ে বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যাপারে রসূল (স.)-এর শরণাপন্ন হলে রসূলুল্লাহ (স.) তার স্বামীকে বাসস্থান ও খোরপোষ প্রদানের ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেননি। একথা শুনে ওমর (রা.) বললেন, হাদীসটি আল কুরআন এবং অপর প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত। সম্ভবত ফাতেমা এটি ঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেনি। ফাতিমা বিনত কায়েস (রা.) বর্ণিত হাদীসটি আল কুরআনের বক্তব্যের পরিপন্থি হওয়ার

---

১০. ড. আকরাম দিয়া আল-'ওমরী, *বুহুসুন ফী তারীখস সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ* (বৈরুত : ৪র্থ সং, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৫৩।

১১. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪২।

১২. ড. মাহমূদ আত-তহ্‌হান বলেন, هُوَ مَا يَنْتَهِيْ اِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ - যেখানে সনদের ক্রমধারা পরিসমাপ্ত হয়, তাকে মতন বলে। - ড. মাহমূদ আত-তহ্‌হান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ১৬।

শায়খ আবদুল হক দেহলভী বলেন, اَلْمَتَنُ مَا اِنْتَهَى اِلَيْهِ الْإِسْنَاد - সনদসূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়। - দেহলভী, আব্দুল হক ইবন ইউসুফুদ্দীন, *মুকাদ্দামাহু ফী উসূলিল হাদীস* (বৈরূত : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪০।

১৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, পৃ. ৯৭।

১৪. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১২৭।

কারণে ওমর (রা.) তার হাদীসটি গ্রহণ করেননি। এখানে ফাতেমা বিনত কায়েস (রা.) হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য নন এ প্রশ্নটি আসেনি, বরং তার বর্ণিত হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সঠিক নয় বিধায় হাদীসটি গ্রহণ করা হয়নি।

এভাবে 'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যখন এ হাদীসটি বললেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য পরিবারস্থ লোকের ক্রন্দনের কারণে কবরে তার আজাব হয়ে থাকে।[১৫] তখন আয়েশা (রা.) বললেন, তা হতে পারে না। আল কুরআনে রয়েছে, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى - একের গুনাহর বোঝা অন্যে বহন করে না। সুতরাং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা 'আবদুল্লাহ বুঝতে পারেনি।[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে সকল মুহাদ্দিসের কাছে বিশ্বস্ত। কিন্তু আয়েশা (রা.) 'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি গ্রহণ করেননি। কারণ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের পরিপন্থি।

একবার আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন–

الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

---

১৫. মূল হাদীসটি নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بِشْرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

অনুবাদ : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, হাফ্‌সাহ্‌ (রা.) 'উমারের জন্য (ঘাতক কর্তৃক আহত হলে) কাঁদছিলেন। তখন 'উমার (রা.) বললেন, হে স্নেহের কন্যা! তুমি কি জানো না রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার স্বজনদের কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেওয়া হয়। - আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.) হাদীস নং-২১৮১।

১৬. মূল বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ لاَ وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ. وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قَالَ أَيُّوبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

-মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২১৯০।

“তোমরা আগুনের রান্না করা খাবার খেলে ওযূ করবে।”[১৭] একথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমরা কি তৈল ব্যবহার করলেও ওযূ করব, আমরা কি গরম পানি পান করলেও ওযূ করব?[১৮] (আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন) অথচ তা কেউ বলেনি; আপনি হয়তো মহানবীর কথা বুঝেননি অথবা তা ঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেননি। সুতরাং এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।[১৯]

---

১৭. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮১৪। এছাড়া বিস্তারিত মূল হাদীসটি নিম্নরূপ :

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

অনুবাদ : *‘আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম ইবনু কারিয (রহ.) থেকে বর্ণিত*, তিনি একদিন আবূ হুরায়রা (রা.)-কে মসজিদের সামনে ওযূ করতে দেখেছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন– আমি কয়েক টুকরো পনির খেয়েছি, তাই ওযূ করছি। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, “তোমরা আগুনের রান্না করা খাবার খেলে ওযূ করবে।” -মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮১৫।

১৮. মূল হাদীসটি নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ. قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً.

অনুবাদ : আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– “আগুনে রান্না করা খাদ্য খেলে ওযূ করতে হবে; তা পনিরের একটা টুকরাই হোক না কেন। ” (আবূ হুরাইরাকে এ কথা বর্ণনা করতে শুনে) ইবনু ‘আব্বাস (রা.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তৈল ব্যবহার করলেও ওযূ করব, আমরা কি গরম পানি পান করলেও ওযূ করব? আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, হে ভাইয়ের ছেলে! যখন তুমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কোন হাদীস শুনতে পাও তার সামনে উদাহরণ পেশ করো না। -তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৭৯।

১৯. বিস্তারিত মূল বর্ণনা নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ قَدْ أَوْصَتْ لَهُ بِهِ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بُسِطَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَجَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ فَرَفَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ إِلَى عَيْنَيْهِ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ رَأَيْتُ

আবূ হুরায়রা (রা.) রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে নিঃসন্দেহে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত 'তোমরা আগুনে পাক করা জিনিস খেলে ওজু করবে'-এ হাদীসটি গ্রহণ করেননি। এটি এজন্যে নয় যে, আবূ হুরায়রা (রা.) রাবী হিসেবে বিশ্বস্ত নন। বরং তার বর্ণিত হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি।[২০] যে কারণে তিনি হাদীসটি গ্রহণ করেননি। কারণ রসূলুল্লাহ (স.) বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি কোনো কথা কখনো বলেননি।

এ ধরনের আরও বহু ঘটনা রয়েছে। সাহাবীদের এসব সূত্র ধরে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ হাদীসের দিরায়াতগত তথা হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন বা নীতিমালা নির্ধারণ করেন।[২১] এ নীতিমালা মুহাদ্দিসগণ এজন্য প্রণয়ন করেন যে, আল কুরআন পরিপন্থি কোনো বক্তব্য বা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি অযৌক্তিক কোনো কথা যেন মহানবীর হাদীস হিসেবে প্রচলিত না হয়।

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ لِصَلاَةِ الظُّهرِ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ ثُمَّ دَعَا بِلاَلٌ إِلَى الصَّلاَةِ فَنَهَضَ خَارِجاً فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَقِيَتْهُ هَدِيَّةٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ وَوُضِعَتْ لَهُمْ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا مَعَهُ قَالَ ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ وَمَا مَسَّ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ مَاءً قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا عَقَلَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخِرَهُ.

-আবু আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (কায়রো : মুয়াস্‌সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.), হাদীস নং-২৩৭৭।

২০. কোনো হাদীস সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থি হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়-এ কথা যেমন সত্য, তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নে এটিই একমাত্র কারণ নয়। যে হাদীসটি বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি বলে মনে হচ্ছে তা আদৌ বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি কি না, তা গভীরভাবে গবেষণার দাবী রাখে। তাছাড়া এমন বহু হাদীস আছে, যেগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। যেমন– জান্নাত ও জাহান্নাম তথা মুতাশাবিহাত (অতীন্দ্রিয়) বিষয়ক হাদীস। এরূপ বিষয় কখনো বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তারপরেও এমন অনেক হাদীস আছে, যা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার বিষয় নয়। যেমন ফজরের সালাত দুই রাকা'আত, জোহরের ফরজ সালাত চার রাকা'আত, বিতরের সালাত এক রাকা'আত বা তিন রাকা'আত ইত্যাদি। অতএব এসব বিষয় বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই অর্থহীন। তাছাড়া এসব বিষয় বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করা না যুক্তিসঙ্গত, না বিবেকগ্রাহ্য। এরূপ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস নির্ণয়ের শতসিদ্ধ ও স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে হাদীসটি সহীহ না দ'ঈফ, তা নির্ণয় করতে হবে। যেসব হাদীস সহীহ হাদীস নির্ণয়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে, সেগুলো সহীহ হাদীস বলে বিবেচিত হবে।

২১. এ সম্পর্কে 'হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতিমালা' অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনের ইতিকথা

রসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন আঙ্গিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলন করেন। কেউ কেউ সরাসরি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কিছু বাণী সংকলন করেন। যেমন– আলী (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা.) সংকলিত সহীফাসমূহ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ দুটো সহীফা সাহাবীদের যুগে সংকলন করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম ও মর্যাদা অনুসারে হাদীস সংকলন করেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বর্ণিত একজন রাবীর সকল হাদীসকে একত্রিত করা হয়েছে। যেমন– আবূ বকর আল-ক্বত্ব'ঈ (রহ.) কর্তৃক সংকলিত 'মুসনাদে আহমদ'। আবার কেউ কেউ হাদীস সংকলন করেন বর্ণনাকারীদের নামের আক্ষরিক বিন্যাসে। যেমন– ইমাম তাবারানীর *'আল-মু'জাম আল-কবীর ও আল-মু'জাম আস-সগীর'*। এক্ষেত্রেও সহীহ ও দ'ঈফ হাদীসের যাচাই-বাছাই করা হয়নি। তার মানে ইমাম তাবারানী (রহ.) তাঁর সংকলিত গ্রন্থে সহীহ ও দ'ঈফ উভয় প্রকারের হাদীসই সংকলন করেছেন।

কেউ কেউ সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কেবল সহীহ হাদীসের সংকলন রচনা করেন। *'সহীহ আল-বুখারী'*, *'সহীহ মুসলিম'*, *'সহীহ ইবনে খুযাইমাহ'* ও *'সহীহ ইবনে হাব্বান'*-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আবার হাদীসের কোনো কোনো সংকলন এমন পাওয়া যায় যা সংক্ষেপণমূলক। অর্থাৎ এসব সংকলনে সনদ সংক্ষেপণ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– ইমাম নববী (রহ.)-এর *'রিয়াদুস সালিহীন'* ও ইমাম আল-খতীব আত-তিবরিযী (রহ.)-এর *'মিশকাতুল মাসাবীহ'*। এ দুটি হাদীসগ্রন্থেও সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস আলাদা করা হয়নি। তারপরেও সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মওদূ বা বানোয়াট হাদীসের ওপরও স্বতন্ত্র সংকলন রচিত হয়। যেমন ইমাম ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.) রচিত গ্রন্থ *'আল-মাওদূ'আত'*। ইমাম সুয়ূতী (৯১১ হি.) উক্ত গ্রন্থটিকে সংক্ষেপণ করে *'আল-লাআলী আল-মাসনূ'আহ ফিল আহাদীসিল মাওদূ'আহ'* রচনা করেন।

মূলত সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ের এ কার্যক্রম মুহাদ্দিসগণ এখনও অব্যাহত রেখেছেন। এ অব্যাহত প্রয়াসের অংশ হিসেবেই বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. সনদের মানগত অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীসের পৃথক দুটো সংকলন রচনা করেন। আর তাহলো :

১. সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা (سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وَشَيْءٌ مِنْ فِقْهِهَا وَ فَوَائِدُهَا)।

২. সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দঈফাহ ওয়াল মাওদূ'আহ ওয়া আসারুহা আস-সায়্যি'উ ফিল উম্মাহ (سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَ الْمَوْضُوْعَةِ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ)।

তাছাড়া আধুনিক যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামাহ, শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গোদ্দাহ বহু হাদীস গ্রন্থের তাহকীক ও তাখরীজ করেছেন। এমনি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অবলম্বনে বহু হাদীসগ্রন্থ সংকলিত, সম্পাদিত ও লিপিবদ্ধ হয়।

উপরিউক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে– মহানবীর (স.) যুগ থেকে অদ্যাবধি বহু হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এর কোনো কোনো সংকলনে সহীহ ও দ'ঈফ উভয় ধরনের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। কোনো কোনো সংকলনে কেবল সহীহ হাদীস সংকলন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো সংকলনে কেবল মওদূ' বা বানোয়াট হাদীসের সন্নিবেশ ঘটেছে।

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনে কতিপয় প্রবীণ মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত নীতিমালা

অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহ সংকলন ও সংরক্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, দ'ঈফ ও মাওদূ' বা বানোয়াট হাদীসের অনুপ্রবেশে সহীহ হাদীস যেন হারিয়ে না যায়, সে কারণে মুহাদ্দিসগণ সহীহ ও দ'ঈফ হাদীসের পৃথক পৃথক সংকলন রচনা করেন। এমনকি রসূলুল্লাহ (স.)-এর নামে যেসব বানোয়াট কথা সমাজে প্রচলিত আছে, তাও আলাদা করেন। এসব সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণ এক বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা অনুসরণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মুহাদ্দিসের নীতিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ক. ইমাম যুহরী (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম যুহরী (রহ.) ৫৮ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের শেষদিকে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মূল নাম মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে 'উবায়দিল্লাহ ইবনে শিহাব আয-যুহরী। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিজ; একজন প্রখ্যাত 'আবিদ ও যাহিদ। ইমাম যুহরী ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি মদীনায় লেখাপড়া করেন। অনেক সাহাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন ইমাম যুহরী (রহ.)। তাই তিনি একজন তাবে'ঈও বটে। ইমাম যুহরী (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইমাম যুহরী তাঁর সংগৃহীত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে ২ হাজার সহীহ হাদীসের সন্নিবেশে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যা পরবর্তীতে 'মুসনাদুয যুহরী' (مُسْنَدُ الزُّهْرِيِّ) নামে পরিচিতি লাভ করে। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে এটিই প্রথম সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি সংকলনে এবং সহীহ হাদীস নিরূপণে ইমাম যুহরী (রহ.) যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেন, তা নিম্নরূপ–

১. 'আমর ইবনে দীনার আল-মক্কী (রহ.) বলেন– مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ.
"ইমাম আয-যুহ্‌রী (রহ.) অপেক্ষা হাদীসের অধিক প্রামাণ্য ও অকাট্য দলীলরূপে আমি আর কাউকে দেখিনি।"[২২]

---

২২. তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ২৯৯।

হাদীসের সনদ বর্ণনায় যুহরী অপেক্ষা অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী আর কাউকে দেখিনি। ইমাম যুহরী (রহ.) সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। তিনি হাদীস গ্রহণে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

২. ইমাম যুহরী (রহ.) শুধু হাদীসের সনদের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেননি, বরং হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়েরও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করতেন। ইমাম যুহরী (রহ.) হাদীসের সনদ ও মতনের চুলচেরা বিশ্লেষক হওয়ায় তিনি সব রাবী বা বর্ণনাকারী থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি। রাবী বা বর্ণনাকারীর দ্বীনদারিতা, বিশ্বস্ততা, স্মৃতিশক্তির প্রবলতা এবং বর্ণিত হাদীসের মতন বা মূল ভাষ্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে যেটিকে সহীহ মনে করেছেন, কেবল সে হাদীসকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ জন্য ইমাম আশ-শাফেঈ (রহ.) বলেছেন–

لَوْلَا الزُّهْرِي لَذَهَبَ السُّنَّةَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ.

"ইমাম আয-যুহুরী (রহ.) না হলে মদীনায় নিঃসন্দেহে হাদীসসমূহ বিলীন হয়ে যেত।"[২৩]

খ. ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) খলীফা 'আব্দুল মালিকের শাসনামলে ইরাকের কূফা নগরীতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৭২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।[২৪] ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফাহ, উপাধি 'আল-ইমামুল আ'যম'। তাঁর পূর্ণ বংশ পরম্পরা হলো আবূ হানীফাহ নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যূতী আত-তাইমী আল-কূফী মাওলা বনী তাইমিল্লাহ ইবনে সা'লাবা।[২৫] ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্র উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) প্রায় ৪০ হাজার হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ১০৬৭টি হাদীস নিয়ে 'কিতাবুল আসার' নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন ও কঠোর শর্তারোপের মাধ্যমে তিনি হাদীস গ্রহণ করতেন। ফলে তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।[২৬] এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.)

---

২৩. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৩০৬।

২৪. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৯০; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (মিসর : মাতবাআতুস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.), খ. ১৩, পৃ. ৩২৩; 'আব্দুল করীম ইবন মুহাম্মদ আস-সাম'আনী, *আল-আনসাব* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), খ. ৬, পৃ. ৬৪।

২৫. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায* (আল-হিন্দ, তাবি), খ. ১, পৃ. ১৫৮; আল-আসকালানী, *আল-খায়রাতুল হিসান* (ইস্তাম্বুল : দারুস সা'আদাহ, তাবি), পৃ. ১৯; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯০।

২৬. প্রফেসর মুহাম্মদ আমীন, *মাসানীদুল ইমাম আবী হানীফাহ (রহ.)* (করাচী, তাবি), পৃ. ৪২।

বলেন, আমার কাছে কয়েক সিন্দুক পরিমাণ হাদীস ছিল, আমি তা থেকে অল্প পরিমাণ হাদীস গ্রহণ করেছি, যা ব্যাবহারিক জীবনে উপকার দেবে।[২৭] ইয়াহ্ইয়া ইবনে ম'ঈন বলেন,

كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ثِقَةً لاَ يُحَدِّثُ بِالحَدِيْثِ إِلاَّ بِمَا يَحْفَظُهُ.

"ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। তিনি মুখস্থ ছাড়া কোনো হাদীস বলতেন না।"[২৮]

ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণ ও হাদীস সংকলনে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করেন, তা নিম্নরূপ–

১. শরঈ বিধানের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। শরঈ বিধান বর্ণনায় এ দু'টো উৎস অনুসন্ধানের পর যেসব দলীল ইমাম আবূ হানীফার কাছে নির্ভরযোগ্য ছিল, তিনি মনে করতেন হাদীস অবশ্যই তার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। সে মতে যে হাদীসগুলো এসব দলীলের বিপরীত হয়েছে, তিনি সেসব হাদীস গ্রহণ করেননি। কেননা দু'টি দলীলের মধ্যে যেটি অধিকতর শক্তিশালী, তার ওপরই 'আমল করা উচিত।[২৯]
২. তিনি শক্তিশালী দলীলের ওপরই 'আমল করতেন; কিন্তু যদি হাদীস আল কুরআনের কোনো অস্পষ্ট হুকুমের বর্ণনা হত অথবা কোনো নতুন বিষয়াবলীর জন্য দলীল হত, যে বিষয়ে আল কুরআন নীরব, তবে তিনি সে হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হলেও গ্রহণ করতেন।[৩০]
৩. খবরে ওয়াহিদ হাদীস মাশহুরের বিপরীত হতে পারবে না, চাই সে হাদীস কাওলী কিংবা ফে'লী হোক। যদি খবরে ওয়াহিদ হাদীস মাশহুরের বিরোধী হতো, তবে তিনি শক্তিশালী দলীল হিসেবে মাশহুর হাদীস গ্রহণ করতেন এবং তার ওপরই 'আমল করতেন।[৩১]
৪. কোনো খবরে ওয়াহিদ অনুরূপ খবরে ওয়াহিদের বিপরীত হওয়া চলবে না। আর যদি দু'টি খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে বিরোধ হতো, তবে তিনি তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতেন, অপরটি পরিত্যাগ করতেন। যেমন উক্ত দু'টি হাদীসের রাবীদের মধ্যে উভয়ে সাহাবী হলে, যিনি ফকীহ হতেন অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ হতেন, তাঁর হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন।
৫. হাদীসের রাবীর 'আমল তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়া চলবে না। এমন হলে তিনি সে হাদীস গ্রহণ করতেন না।
৬. হাদীসের সনদ কিংবা মতনে কোনোরূপ পরিবর্ধন থাকা চলবে না। যদি এমন কিছু হতো, তবে তিনি পরিবর্ধিত হাদীস গ্রহণ ও তার ওপর 'আমল করতেন না।

---

২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫।
২৯. *মানহাজুল ইমাম আবী হানীফাহ ফিল ইসতিদলালিস সুন্নাহ*, ZANCO Journal of Humanity Science, 2014, P. 153.
৩০. *কাওয়ায়িদুল হাদীস ফুনূন মুস্তালাহ আল-হাদীস*, পৃ. ৫২।
৩১. যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৭০।

৭. খবরে ওয়াহেদে এমন কোনো হুকুম বর্ণিত হওয়া চলবে না, যা সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কারণ এমনটি হলে সে হাদীসটি মাশহুর অথবা মুতাওয়াতির হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং যখন হাদীসটি মাশহুর কিংবা মুতাওয়াতির হলো না, তখন বুঝা গেল যে, এতে নিশ্চয় কোনো দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং তার ওপর 'আমল করেননি।

৮. এমন খবরে ওয়াহিদ তিনি গ্রহণ করতেন না, যেটি মাত্র কোনো একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন বটে, তবে হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু সে হাদীস দিয়ে কোনো সাহাবীই দলীল গ্রহণ করেননি। সুতরাং বুঝা গেল যে, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। কেননা হাদীসটি প্রমাণিত হলে অবশ্যই কেউ না কেউ দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

৯. সলফে সালেহীনের (সাহাবী ও তাবেঈন) মধ্যে কেউ যে হাদীসটির বিষয়ে সমালোচনা বা আপত্তি করেননি, তিনি এমন হাদীসই গ্রহণ করতেন। আর সমালোচনা হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। কেননা সাহাবী ও তাবেঈন কর্তৃক সমালোচনার অর্থ হলো, হাদীসটি সহীহ নয়।

১০. যেসব হাদীসে হুদুদ ও শরঈ-সাজা বর্ণিত হয়েছে, সে সবে রাবীদের মতভেদ পাওয়া গেলে যে রিওয়ায়াতে সবচেয়ে হালকা সাজা বা শাস্তির বর্ণনা রয়েছে তিনি সেসব হাদীস গ্রহণ করতেন।

১১. হাদীসের রাবীর স্মৃতিশক্তি হাদীস শ্রবণ থেকে অপরের কাছে বর্ণনা পর্যন্ত একই রকম হতে হবে। স্মৃতিশক্তিতে কোনোরূপ ভ্রম হওয়া চলবে না। এরূপ হলে তিনি হাদীস গ্রহণ করেননি।

১২. হাদীস এমন কোনো সর্বজনীন নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া চলবে না, যা সাহাবী ও তাবেঈদের মধ্যে কোনো শহর কিংবা এলাকা বিশেষে প্রচলিত নয়, বরং সবাই সমানভাবে 'আমল করেছেন।

১৩. খবরে ওয়াহেদ-এর রাবী শুধু স্বীয় লেখার ওপরই নির্ভর করবে না; বরং তাঁকে অবশ্যই স্মৃতিতে হাদীসকে হিফয রাখতে হবে। যদি রাবী শুধু লেখার ওপরই নির্ভরশীল হতেন, তবে এমন হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন না।[৩২]

গ. ইমাম মালিক (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

অধিকাংশের মতে ইমাম মালিক (রহ.) ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মালিক, কুনিয়ত আবূ 'আব্দিল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ।[৩৩] তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো, মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আবী

---

৩২. ঝুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৭০।

৩৩. 'আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ ইবন 'আলী আল-ঈয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৭৩; ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৭৪; তাশ-কুবরা, *মিফতাহুস সা'আদাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তাবি), খ. ২, পৃ. ১২; 'আব্দুল

আমির নাফি ইবন আমর ইবনিল হারিস ইবন উসমান (মতান্তরে গাইমান) ইবন জুয়ায়ল ইবন আমর ইবনুল হারিস যিল আসবাহ আল-আসবাহী। ইমাম মালিক (রহ.) বড়ো বড়ো তাবিঈ পণ্ডিতদের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ইবনে শিহাব আয-যুহরীর কাছে দীর্ঘ সময় হাদীস ও মাগাযী অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বড়ো মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ ছিলেন। তিনি মদীনায় প্রায় ৫০ বছর ধরে হাদীস ও ফিকহের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) দীর্ঘ ৪০ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে দশ হাজার হাদীস নির্বাচন করেন। এরপর তিনি তাঁর নীতিমালার মানদণ্ডে উক্ত দশ হাজার হাদীসকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাত্র ১৭২০টি হাদীস নির্বাচন করে তাঁর অনন্য কীর্তি 'আল মুয়াত্তা' সংকলন করেন। ইমাম মালিক (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণ এবং হাদীস সংকলনে যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেন, তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মালিক (রহ.) হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের বলিষ্ঠতা ও মতন বা বক্তব্য বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করতেন।[৩৪]
২. তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য রাবী বা বর্ণনাকারী তথা সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী, ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ অনুসারী, সহীহ আকীদার অধিকারী ব্যক্তিদের হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি শিষ্টাচার বিবর্জিত, বিদ'আতী এবং দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বর্ণনাকারীর কাছ থেকে কোনো হাদীসই গ্রহণ করেননি।[৩৫]

ঘ. ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম শাফিঈ (রহ.) ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবূ 'আব্দিল্লাহ। উপাধি নাসিরুস সুন্নাহ। তিনি ইমাম শাফিঈ নামে পরিচিত। তার পূর্ণ বংশক্রম হলো– মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনে 'আব্বাস ইবনে 'ওসমান ইবনে শাফিঈ ইবনে সায়িব ইবনে ওবাইদ আল-কুরাইশী আল-হাশেমী আল-মুত্তালিবী।[৩৬] ইমাম শাফিঈ (রহ.) মাত্র সাত বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফয করেন এবং দশ বছর বয়সে ইমাম মালিকের 'মু'য়াত্তা' মুখস্থ করেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) সমকালীন হাদীসের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খ্যাতনামা

করীম ইবন মুহাম্মদ আস-সাম'আনী, *আল-আনসাব*, খ. ১, পৃ. ২৮৭; আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ* (করাচী : মাকতাবাতুন নূর মুহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১৩; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফীত তারীখ*, খ. ৬, পৃ. ১৪৭।

৩৪. আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন আবী আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন জামালুদ্দীন, *আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনুস সালাহ* (রিয়াদ : আদওয়াউস সালাফ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯৪।

৩৫. আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ২৮৮।

৩৬. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (মিসর : মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৫৬; ইবনু তাগরী বারদী, *আন-নুযূমুয যাহিরাহ* (মিসর : ওয়ারাসাতুস সাকাদাহ, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান (বৈরুত : দারুস সাকাফাহ, ১৯৬৮ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

মুহাদ্দিসগণের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। তিনি সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ, ইলমুর রিজাল, ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল সম্পর্কে অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ১৬৭৫টি হাদীস সন্নিবেশিত 'মুসনাদ' নামক একটি হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন।[৩৭] সহীহ হাদীস নিরূপণ এবং হাদীস সংকলনে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা নিম্নরূপ–

১. হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে বর্ণনার ধারাটি রাসূল (স.) পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।[৩৮]
২. তাদলীস হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন না।[৩৯]
৩. অধিক ভুলকারীর হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন না।[৪০]
৪. ইমাম শাফিঈ শাযকে[৪১] হাদীস মনে করতেন না। যে কারণে তিনি শায হাদীস গ্রহণ করেননি।
৫. হাদীস গ্রহণে তিনি সনদের অবিচ্ছিন্নতাকে শর্ত হিসেবে আরোপ করেন। অর্থাৎ তিনি সনদ বিচ্ছিন্ন হাদীস গ্রহণ করেননি।[৪২]
৫. ইমাম শাফিঈ মুরসাল হাদীস[৪৩] গ্রহণ করতেন না। তাঁর মতে সহীহ হাদীস নিরূপণে সনদের বলিষ্ঠতা অতিশয় জরুরী। তাই কোনো বর্ণনাকারী ইরসাল করলে তাঁর বর্ণিত উক্ত হাদীস কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ তিনি যদি তার ঊর্ধ্বতন শায়খকে বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন, তাহলে তিনি হাদীসের মূল ভাষ্যের ব্যাপারেও হেরফের করতে পারেন।

ঙ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন[৪৪] এবং ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো, আবূ 'আব্দিল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ ইবনে

৩৭.আব্দুল গণী আদ-দাকার, *আল-ইমামুশ শাফিঈ* (দামিস্ক : দারুল কলম, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২০৭।

৩৮. শাফি'ঈ, *আল-উম্মু*, খ. ৭, পৃ. ২০১।

৩৯. শাফি'ঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ২২৫।

৪০. শাফি'ঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ৩৮২-৩৮৩।

৪১. ঐ হাদীসকে শায বলে যার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বটে, কিন্তু হাদীসটি তার চাইতে অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত। -ড. মাহমূদ আত-তহ্হান, *তাইসিরু মুসতলাহিল হাদীস*, পৃ. ৯০

৪২. শাফি'ঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ২২৫।

৪৩. যে হাদীসের সনদের 'ইনকেতা' বা বিচ্ছিন্নতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবেঈ রসূলুল্লাহ (স.)-এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল হাদীস বলে। -মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ৫।

৪৪. হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনুন* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৮; জালালুদ্দিন সুয়ূতী, *আল-লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব*, খ. ১, পৃ. ৩২৪।

ইদরীস আস-সুদূসী আশ-শায়বানী আয-যুহলী।[৪৫] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সমকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের কাছে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি কুফা, মক্কা, মদীনা, বসরা, সিরিয়া, ইয়ামান ও জাযীরাহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করেন।[৪৬] তিনি তাঁর সংগৃহীত সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে ত্রিশ হাজার হাদীস নির্বাচন করে 'আল-মুসনাদ' নামক হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে হাদীস সংযোজনের ফলে শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার।[৪৭] মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের পরে সর্বাধিক সহীহ হাদীসগ্রন্থ।[৪৮]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সহীহ হাদীস নিরূপণ ও হাদীস সংকলনে যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেন তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম আহমাদ (রহ.) হালাল-হারামের ক্ষেত্রে সনদগত দিক দিয়ে খুব কঠিনতা আরোপ করতেন।

২. তিনি ফযীলতের হাদীসের ক্ষেত্রে তেমন সনদগত যাচাইয়ে কঠিনতা করতেন না।[৪৯]

২. তিনি তিন রাবী বিশিষ্ট হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারণ রসূলুল্লাহ (স.) ও বর্ণনাকারীর মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনজন হলে হাদীসটি সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস গ্রহণ করবেন না।[৫০]

৩. কোনো রাবীর হাদীস সংযুক্ত করার পর যদি উক্ত রাবী অথবা তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় না হওয়া অনুমেয় হয় তাহলে ইমাম আহমদ তা পরিত্যাগ করেছেন।

চ. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীন-এর শাসনামলে ১৯৪ হিজরী সালে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরীতে সমরকন্দ থেকে ২ ফারসাখ দূরে 'খরতংক' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তাঁর পূর্ণ বংশ পরম্পরা হলো, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ

---

৪৫. ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, খ. ৪, পৃ. ৪৮; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ৪, পৃ. ৪১৫; ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাবি), খ. ১, পৃ. ১১০।

৪৬. ড. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম* (কায়রো : মাকতাবাতুন নাহ্দা, ১৯৫৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৫; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

৪৭. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১১১।

৪৮. আহমাদ আব্দির রহমান, *বুলুগুল আমানী মিন আসরারিল ফাতহির রব্বানী*, খ. ১, পৃ. ৯।

৪৯. আবূ শাহবাহ, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৭৩-৭৪।

৫০. আল-কুনুযী, *আবূ আত-ত্বয়্যিব আস-সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিত তা'লীমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৩।

আল-বুখারী আল-জু'ফী।[৫১] হিজরী তৃতীয় শতকে যে সব মুহাদ্দিস হাদীসশাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিয, হাদীসের সনদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ('ইলমুল জারহু ওয়াত তা'দীল) সম্পর্কে সুপণ্ডিত, 'আবিদ, যাহিদ, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ। হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হাদীসের বিশ্বনন্দিত এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ছোটোবেলা থেকেই হাদীসের প্রতি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছিল গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা। হাদীসের প্রতি তাঁর এ গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহাই তাঁকে পরবর্তীতে হাদীসের জগতে সবোর্চ্চ আসনে সমাসীন করেছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দুর্গম ও গিরিসংকুল পথ অতিক্রম করে তিনি ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৭২৭৫টি (পুনরুক্তিসহ) বা ২৭৬১টি (পুনরুক্তি ছাড়া) হাদীস নিয়ে সহীহ বুখারী সংকলন করেন। আল-ইরাকী বলেন,

أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ وَخَصَّ فِي التَّرْجِيحِ.

অর্থাৎ একমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম রচনা করেন ইমাম মুহাম্মদ বুখারী (রহ.)।[৫২] ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনে কতিপয় শর্ত আরোপ করেন। যেসব হাদীস এসব শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকেই তিনি সহীহ হাদীস মনে করেন এবং তাঁর গ্রন্থে তা সংকলন করেন। সহীহ হাদীস নিরূপণ ও সহীহ বুখারী সংকলনে ইমাম বুখারী (রহ.) যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেছেন, তা নিম্নরূপ–

১. হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (ধারাবাহিক) হতে হবে। অর্থাৎ সনদের কোনো স্তর থেকে কোনো রাবীর নাম বাদ যাবে না।[৫৩]
২. বর্ণনাকারীকে মুসলিম, সত্যবাদী হতে হবে এবং তিনি মুদাল্লিস[৫৪] বা মুখতালিত[৫৫] হবেন না।[৫৬]
৩. রাবী বা বর্ণনাকারীকে ন্যায়পরায়ণ ('আদেল), সংরক্ষণকারী, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন[৫৭], জ্ঞানী, অল্প ভুলকারী ও সহীহ আকীদার অধিকারী হতে হবে।[৫৮]

---

৫১. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২ তম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।
৫২. আস-সাখাভী, শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দির রহমান, *ফাতহুল-মুগীস* (লেবানন : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.), খ. ১, পৃ. ২৭-২৮।
৫৩. ড. আশ-শরীফ হাতিম ইবন আরিফ আল-আওনী, *মাসাদিরুস সুন্নাহ ওয়া মানাহিজু মুসান্নাফিহ* (মাকতাবাতুশ শমিলাহ, ২০১১ হি.), পৃ. ৩।
৫৪. হাদীস তাদলীসকারী। এরূপ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মুদাল্লাস হাদীস বলে বিবেচিত। মুদাল্লাস হাদীস হলো সে হাদীস, যে হাদীসের সনদের দোষ গোপন রেখে বাহ্যিক দিকটিকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। -ড. মাহমুদ আত-তহ্হান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ৭৮।
৫৫. মুখতালাত হাদীস হলো সে হাদীস যে হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীর মধ্যে জীবনের কোনো একটা সময় ভ্রান্তি, উদাসীনতা অথবা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়।
৫৬. অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন* (মিশর : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১২০।

৪. রাবী বা বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে ন্যায়পরায়ণ (‘আদেল) হতে হবে।[৫৯]
৫. রাবী বা বর্ণনাকারী ফাসিক ও বিদ‘আতী হবে না।
৬. রাবী বা বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে একই যুগের হতে হবে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে হবে।[৬০]
৭. তিনি কোনো রাবীর জন্ম সন, মৃত্যু সন, বসবাসস্থান সম্পর্কে অবগত না হয়ে কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না।[৬১]

ছ. ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুর নামক স্থানে ২০২ হিজরী,[৬২] মতান্তরে ২০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন[৬৩] এবং ২৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হুসাইন, উপাধি ‘আসাকিরুদ্দীন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বংশ পরম্পরা হলো– মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ ইবনে কুশায আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী।[৬৪]

ইমাম মুসলিম (রহ.) ছিলেন ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে সব মুহাদ্দিস হাদীসের জগতে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তিনি তাদের মধ্যে অনন্য। হাদীস সমালোচনা ও রিজালশাস্ত্রে তাঁর ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, হুজ্জাহ এবং হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তিনি ইমাম বুখারীসহ তৎকালীন খ্যাতিমান অনেক মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ ‘সহীহ মুসলিম’ বিশ্বময় সমাদৃত ও সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর স্বীয় ওস্তাদদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-

---

৫৭. আবূ বকর কাফী, *মানহাজুল ইমামিল বুখারী ফী তাসহীহিল আহাদীসি ওয়া তা‘লীমিহা*, (বৈরূত : দারু ইবন হাজম, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১২৮।
৫৮. প্রাগুক্ত।
৫৯. আবূ বকর কাফী, *মানহাজুল ইমামিল বুখারী ফী তাসহীহিল আহাদীসি ওয়া তা‘লীমিহা*, পৃ. ৭৬।
৬০. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *হুদা আস-সারী* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.), পৃ. ৯।
৬১. আবূ শাহবাহ, *আ‘লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১১৩-১১৪।
৬২. ইবন কাসীর, *জামি‘উল-মাসানীদ ওয়াস-সুন্নাহ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৯।
৬৩. ইবনুল আসীর আল-জাযেরী, *জামি‘উল উসূল ফী আহাদীসির রসূল* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত-তুরাসিল ‘আরাবী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৮৪।
৬৪. ড. হামিদ ইবন নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ‘লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ৫১; নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৭; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতিল আ‘ইয়ান*, খ. ৩, পৃ. ৯৮।

বাছাই করে মাত্র ৪,০০০ (পুনরুক্তি ছাড়া) হাদীস নিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করে *'সহীহ মুসলিম'* গ্রন্থটি সংকলন করেন।[৬৫]

সহীহ মুসলিম সংকলন এবং সহীহ হাদীস নিরূপণে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নীতিমালা নিম্নরূপ–

১. তিনি কেবল সে সকল হাদীস গ্রহণ করেছেন যা রসূলুল্লাহ (স.) থেকে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। যা শায ও 'ইলাল হবে না।[৬৬] এ পর্যায়ে তিনি রাবীদের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন :

প্রথম স্তর : তিনি এমন সব হাদীস গ্রহণ করেছেন, যা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় অধিকতর ত্রুটিমুক্ত ও নিরাপদ। কেননা এ শ্রেণির হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সহীহ বর্ণনা এবং দৃঢ়ভাবে হাদীস মুখস্থ করার অধিকারী। তাদের বর্ণিত হাদীসে বড়ো রকমের কোনো মতানৈক্য কিংবা মারাত্মক ধরনের গরমিল নেই।[৬৭]

দ্বিতীয় স্তর : এই স্তরের রাবী বা বর্ণনাকারীরা মুখস্থশক্তি ও দৃঢ়তার গুণে প্রথম শ্রেণির রাবী বা বর্ণনাকারীদের মতো গুণান্বিত নয়। আর যদিও তারা উল্লিখিত গুণাবলির দিক দিয়ে প্রথম স্তরের রাবী বা বর্ণনাকারীদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের; কিন্তু প্রকাশ্যে তারা দোষমুক্ত ও ত্রুটিহীন।[৬৮]

তৃতীয় স্তর : যে সব রাবী বা বর্ণনাকারী অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত, ইমাম মুসলিম তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে যে সব রাবী বা বর্ণনাকারীর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস মুনকার ও সহীহ না হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাদের হাদীসও গ্রহণ করেননি। কোনো রাবীর হাদীস মুনকার হওয়ার নিদর্শন হলো, তার রিওয়ায়াত নির্মল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও সর্বজনমান্য অন্য কোনো রাবীর রিওয়ায়াতের সামনে উপস্থাপিত হলে এটি তার রিওয়ায়েতের পরিপন্থি হয়। উক্ত রাবীর অধিকাংশ হাদীসের অবস্থা যখন এরূপ সাব্যস্ত হয় তখন তাঁর হাদীস বর্জিত হবে।[৬৯]

২. যে সব রাবী বা বর্ণনাকারী নিজেদের মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের অনেকেই দুর্বল ও মুনকার রিওয়ায়াতসমূহ বর্জনে ত্রুটি করেছেন, এমনকি সততা ও আমানতের গুণে খ্যাত, নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদীসসমূহ বর্ণনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা পরিহার করেছেন, অথচ তাঁরা এ বিষয়ে অবগত আছেন, ইমাম মুসলিম তাদের কোনো রিওয়ায়াতই গ্রহণ করেননি।[৭০]

৩. হাদীসের উৎস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ইমাম মুসলিম হাদীস গ্রহণ করেছেন।

---

৬৫. হুযাইফা শরীফ, আশ-শাইখ সালিহ আল-খতীব, *মানহাজুল ইমাম মুসলিম ফিত তা'লীল ফিল জামি'ইস সহীহ* (অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৫-৪৬।

৬৬. আবূ শাহবাহ, আ'লামুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১৭৮।

৬৭. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।

৬৮. আন-নববী, *শারহুন নববী আস-সহীহ মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ৪৮-৪৯।

৬৯. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।

৭০. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।

৪. রাবী বা বর্ণনাকারীর আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং রাবী বিদ'আতী না হওয়া, পূর্ণ স্মৃতি-শক্তির অধিকারী হওয়া- এসব বিষয় নিশ্চিত হয়ে ইমাম মুসলিম হাদীস গ্রহণ করেছেন।

৫. হাদীসের রিওয়ায়াত ও সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় হওয়ার জন্য কোনো কোনো শর্তের মিল না থাকলেও অধিকাংশ শর্তে উভয়ের মধ্যে মিল আছে, এমতাবস্থায় যেখানে যার সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় নয়, সেখানে তার রিওয়ায়াতও গ্রহণীয় হবে না। ইমাম মুসলিম মনে করেন, সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় না হওয়ার দলীলই রিওয়ায়াত গ্রহণীয় না হওয়ার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।[৭১]

৬. ইমাম মুসলিমের শর্তমতে, রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই মুসলিম, বিবেকবান, ন্যায়পরায়ণ, শালীন, প্রাপ্ত বয়স্ক ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে। [৭২]

৭. হাদীসের সনদে فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ উল্লিখিত হলে এবং উভয়ে একই যুগের লোক কিন্তু একজন অপর জনের সাথে মিলিত হয়েছে কি না এবং সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না তা সুনিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে عَنْعَنَةٌ পদ্ধতিতে বর্ণনা করা রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।[৭৩]

৮. কোনো রাবী বা বর্ণনাকারী শুধু একা কোনো হাদীস বর্ণনা করলে উক্ত হাদীস গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীকে আহলুল 'ইলম ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে এবং অপর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে হাদীস বর্ণনায় শরীক থাকতে হবে। এমনকি তাঁর হাদীস বর্ণনার সাথে অপরাপর বর্ণনাকারীদের সামঞ্জস্যতা অতীব প্রয়োজন; কিন্তু সে বর্ণনাকারী পরবর্তীতে এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনা করে যা তার নির্ভরযোগ্য শরীক রাবীরা বর্ণনা করেননি তখন তার অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণীয় হবে না।[৭৪]

৯. তিনি পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসদের দিয়ে হাদীস যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রহণ করেছেন।[৭৫]

১০. তিনি বিদআতী কোনো লোকের হাদীস গ্রহণ করেনি।[৭৬]

১১. তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী যাদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই তাদের হাদীস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সন্দেহমূলক কোনো রাবীর হাদীসও তিনি গ্রহণ করেননি।[৭৭]

---

৭১. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।

৭২. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।

৭৩. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।

৭৪. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।

৭৫. আশ-শায়খ রবী' ইবন হাদী, *মানহাজুল ইমাম মুসলিম ফী তারতীবি কিতাবিহিস সহীহ* (সৌদিআরব : মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি থিসিস, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৪।

৭৬. 'আশুর দুহনী, *মানহাজুল ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ফী যিকরিল আখবার আল-মুআল্লালা* (জাযায়ের : জামিআতুল আকীদা হজ্জ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৯।

৭৭. আবূ বকর মুহাম্মাদ আল-হাজিমী, *শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৮।

জ. ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম নাসাঈ (রহ.) ২১৫ হিজরীতে খুরাসান প্রদেশের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৮] তাঁর নাম আহমদ। উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো– আহমদ ইবনে শু'আয়ব ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ।[৭৯] ইমাম নাসাঈ (রহ.) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, হাদীসের সমালোচক এবং ইসলামের নানাবিধ বিষয়ের এক সুমহান পণ্ডিত। তিনি তাঁর সমসাময়িক যুগে ইসলামী বিশ্বের নানা দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। হাদীস ছাড়াও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সংকলিত ও রচিত হাদীস গ্রন্থ 'আস-সুনান' মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছে।

ইমাম নাসাঈ (রহ.) দীর্ঘকাল হাদীস সংগ্রহের পর প্রথম 'আস-সুনান আল-কুবরা' নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু এ হাদীস গ্রন্থে সহীহ ও দ'ঈফ উভয় প্রকারের হাদীস বিদ্যমান ছিল। 'আস-সুনান আল-কুবরা' সংকলনের পর রামলার তৎকালীন আমীর হাদীসের সংকলনটি দেখার ইচ্ছা পোষণ করলে ইমাম নাসাঈ তা আমীরের সামনে পেশ করেন। তখন আমীর তাকে জিজ্ঞেস করেন, أَكُلُّ مَا فِيْهَا صَحِيْحٌ- অর্থাৎ এতে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস কি সহীহ? ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর জবাবে বলেন, এতে সহীহ, হাসান এবং এ দুটোর কাছাকাছি হাদীস রয়েছে। এতে আমীর তাঁকে বলেন, আপনি আমার জন্য শুধু সহীহ হাদীসকে পৃথক করে একটি গ্রন্থ সংকলন করুন। তখন তিনি 'আস-সুনান আল-কুবরা' থেকে দ'ঈফ হাদীসগুলো ছাটাই করে ৫৭৫৪ টি হাদীস নিয়ে 'আস-সুনান আস-সুগরা' সংকলন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'আল-মুজতবা মিনাস-সুনান'(اَلْمُجْتَبَى مِنَ السُّنَنِ)।[৮০]
ইমাম নাসাঈ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি হাদীস গ্রহণে যেসব শর্ত আরোপ করেন তা ছিল অত্যন্ত কঠোর। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আবূ যাহুর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন–

فَشَرْطُ النَّسَائِيِّ فِي الْمُجْتَبَى هُوَ أَقْوَى الشُّرُوْطِ بَعْدَ الصَّحِيْحَيْنِ مِمَّا جَعَلَهُ عَظِيْمًا فِيْ نَظَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
-অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে 'আল-মুজতবা' গ্রন্থে হাদীস সংকলনে ইমাম নাসাঈর অনুসৃত শর্তাবলী অধিক শক্তিশালী ও কঠোর, যা সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তাবলীর পরেই অধিক মর্যাদার অধিকারী।[৮১]

---

৭৮. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১৪, পৃ. ১২৫।

৭৯. প্রাগুক্ত।

৮০. মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ* (মিসর : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭৯; ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন-নববী* (আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৬ হি./১৯৮২খ্রি.), পৃ. ৩৮৭।

৮১. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১০।

ইমাম নাসাঈ রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীদের নানাদিক অত্যন্ত গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। যেসব হাদীস তাঁর স্বীয় অনুসৃত নীতিমালার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি কেবল সেসব হাদীসই গ্রহণ করেন। অপরদিকে তিনি যে সব হাদীস পরিত্যাগ করেছেন, সেগুলো আবার ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযীর আরোপিত শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে।[৮২] সহীহ হাদীস নিরূপণ ও হাদীস সংকলনে ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা নিম্নরূপ–

১. তিনি সহীহাইন সূত্রে বর্ণিত সব হাদীস গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আরোপিত শর্তাবলীর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সব হাদীসকে তিনি গ্রহণ করেছেন।[৮৩] এক্ষেত্রে হাদীস প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হতে হবে। প্রত্যেক স্তরের রাবী বা বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হতে হবে। কোনো স্তরের কোনো রাবী বা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোনো প্রকার মতানৈক্য থাকবে না এবং সনদটি হবে মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন।[৮৪]
২. হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীরা হাদীস বর্ণনায় স্বীকৃত গুণাবলির অধিকারী হবেন। যেমন সংরক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকা। এ উদ্দেশ্যে ইমাম নাসাঈ রাবীদের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন। তিনি যে সব রাবীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন, তাদের সম্পর্কে তিনি ইস্তিখারা করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন–

لَمَّا عَزَمْتُ عَلَى جَمْعِ السُّنَنِ اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَى فِي الرِّوَايَةِ عَنْ شُيُوخٍ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُمْ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَوَقَعَتِ الْخِيَرَةُ عَلَى تَرْكِهِمْ فَنَزَلْتُ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ كُنْتُ أَعْلُو فِيهَا عَنْهُمْ.

অর্থাৎ যখন আমি আমার সুনান গ্রন্থটি সংকলনের সংকল্প করি তখন শায়খের সূত্রে বর্ণিত এমন কিছু বর্ণনাকারীর ব্যাপারে আমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হলে আমি তাদের বিষয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করতাম। সে অনুযায়ী যে হাদীসগুলো সহীহ মনে হতো সেগুলো গ্রহণ করি এবং অবশিষ্টগুলো বর্জন করি।[৮৫]
৩. যে সব হাদীস মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিত্যাজ্য হয়নি কিন্তু হাদীসগুলোর সনদ মুত্তাসিল সেগুলোকে তিনি সহীহ হিসেবে গণ্য করতেন। ইমাম নাসাঈ (রহ.) এ শর্তের মাধ্যমে প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। সনদের বিচ্ছিন্নতা অথবা অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকলে তিনি সেসব হাদীস পরিত্যাগ করেছেন।

---

৮২. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১০।
৮৩. আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ*, খ. ৩, পৃ. ৮৭।
৮৪. মুহাম্মাদ মুসলিহ মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, *আহকামুল ইমাম আন-নাসাঈ আল-হাদীসিয়্যাতু ফিস সুনানিল কুবরা দিরাসাতুন মুকারানাহ* (অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, জামি'আতু ইয়ারমুক, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৭।
৮৫. ইবন কাসীর, জামি'উল মাসানীদ ওয়াস সুনান, *মুকাদ্দামাহ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.), পৃ. ১৮৯।

৪. হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের চতুর্থ স্তরের রাবীদের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারীদের কথাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে বলে ইমাম নাসাঈ মনে করেন। তিনি এ স্তরের রাবীদের মধ্যে যাদের ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কোনো আপত্তি তুলেননি, ইমাম নাসাঈ শুধু তাদেরই হাদীস গ্রহণ করেছেন।
৫. তিনি হাদীসের বর্ণনায় শব্দকে যথাযথভাবে বর্ণনা করার জন্য অধিক সচেতন থাকতেন। এমনকি তিনি কখনও أَخْبَرَنَا এর স্থলে حَدَّثَنَا বা কখনও حَدَّثَنَا এর স্থলে أَخْبَرَنَا উল্লেখ করেননি।[৮৬]
৬. রাবী বা বর্ণনাকারী দ'ঈফ হলেও সহীহ হাদীসের সূত্রে অপর বর্ণনায় তার সমর্থন (শাহেদ) পাওয়া গেলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে ইমাম নাসাঈ মনে করতেন।
৭. হাদীস বর্ণনায় ইমাম নাসাঈ (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর চেয়েও অধিক কঠোরতা অবলম্বন করতেন বলে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত।[৮৭]
৮. তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রাবীকে পরিত্যক্ত বলেননি, যতক্ষণ না সকল মুহাদ্দিস তাকে পরিত্যক্ত না বলেছেন।[৮৮]

ঝ. ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ২০২ হিজরীতে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন[৮৯] এবং ২৭৫ হিজরীতে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।[৯০] তাঁর নাম সুলায়মান, উপনাম আবূ দাউদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো– সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে 'আমর ইবনে 'ইমরান। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের ইমাম, হাদীস সমালোচক, মুফাসসির ও ফকীহ। হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং অসংখ্য শিক্ষকের কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাদীস বিষয়ে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী (রহ.) ও ইবরাহীম আল-হারবী (রহ.) বলেন–

لَمَّا صَنَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْكِتَابَ أُلِينَ الْحَدِيثُ كَمَا أُلِينَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَدِيدُ.

"ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) যখন এই (সুনান) গ্রন্থ সংকলন করেন, তখন তাঁর জন্য হাদীসকে নরম তথা সহজ করা হয়েছিলো, যেমন নরম করে দেওয়া হয়েছিলো (আল্লাহর নবী) দাউদ (আ.)-এর জন্য লোহাকে।"[৯১]

---

৮৬. আবূ শাহবাহ, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৬৪।
৮৭. আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ*, খ. ১, পৃ. ৮৫।
৮৮. সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ*, খ. ১, পৃ. ৮৪।
৮৯. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ৫৫।
৯০. ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, খ. ১১, পৃ. ৪৭; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াল আ'ইয়ান*, খ. ২, পৃ. ৪০৫।
৯১. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআশ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৪।

তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস নিয়ে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থটি সংকলন করেন।[৯২] ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তথা সহীহ হাদীস নির্ণয়ে যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেছেন, তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) যে সকল হাদীসকে সহীহ বলেছেন, ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)ও সেসকল হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[৯৩]
২. যে সব হাদীস মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত নয়, সে হাদীসগুলো মুরসাল বা মুনকাতি' না হলে তা সহীহ হাদীস হিসেবে গ্রহণীয় বলে ইমাম আবূ দাউদ মনে করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন–

مَا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي حَدِيثًا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى تَرْكِهِ.

"মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যক্ত কোনো হাদীসই আমি আমার (সুনান) গ্রন্থে উল্লেখ করিনি।"[৯৪]
৩. তিনি সহীহ হাদীস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরাকে শর্তারোপ করেছেন। আর সনদের ধারাবাহিকতায় ব্যত্যয় ঘটলে উক্ত হাদীস তিনি গ্রহণ করেননি।[৯৫]
৪. রাবী বা বর্ণনাকারী দ'ঈফ হলেও আপরাপর হাদীসে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সমর্থন (শাহেদ) পাওয়া গেলে তা সহীহ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে ইমাম আবূ দাউদ মনে করেন।
৫. হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের চতুর্থ স্তরের রাবীদের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারীদের- যাদের আদালত ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কোনোরূপ মতানৈক্য নেই, তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে বলে ইমাম আবূ দাউদ মনে করেন।

ঞ. ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৯ হিজরীতে তিরমিয শহরের 'বুগ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন[৯৬] এবং ২৭১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। কুনিয়ত আবূ ঈসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো– মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহ্হাক আস-সুলামী আল-বুগী আত-তিরমিযী। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে সব মুহাদ্দিস হাদীসের জগতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, ইমাম তিরমিযী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাদীসের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সুপণ্ডিত, ফিকহ ও ইসলামী নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। হাদীসের জ্ঞান আহরণে ইসলামী দুনিয়ার নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত 'আল-জামি' হাদীস গ্রন্থটি সব স্তরের পাঠকের কাছে সমাদৃত ও

---

৯২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪।
৯৩. আল-হাজমী, *শুরুতুল আয়িম্মাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ১৯।
৯৪. আল-খাত্তাবী, আবূ সুলাইমান হামদ ইবন মুহাম্মাদ, *মা'আলিমুস সুনান* (হালব : মাতবা'আতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫২ হি.), পৃ. ২।
৯৫. আল-হাজমী, *শুরুতুল আয়িম্মাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ১৯।
৯৬. আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৬০।

অতীব সহজবোধ্য। এ গ্রন্থ সংকলন এবং সহীহ হাদীস নিরূপণে ইমাম তিরমিযী (রহ.) যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেছেন, তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যেসব হাদীসকে সহীহ বলেছেন সেগুলো সহীহ হিসেবে গ্রহণীয় বলে তিনি মনে করেন।[৯৭]
২. ইমাম তিরমিযী মনে করেন, সমালোচিত রাবী বা বর্ণনাকারীদের বিষয়ে কৃত সমালোচনাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য।
৩. হাদীস সমালোচনা-বিজ্ঞানের নিরিখে রাবী বা বর্ণনাকারীদের চরিত্র বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ যে সব হাদীস গ্রহণ করেছেন সেগুলো সহীহ হাদীসের পর্যায়ভূক্ত বলে ইমাম তিরমিযী মনে করেন।
৪. বিভিন্ন ফকীহ যে সব হাদীসের ওপর আমল করেছেন সেগুলো গ্রহণযোগ্য।[৯৮]
৫. যে সব রাবী বা বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসসমূহের সমালোচনা করা হয়েছে, সেসব হাদীস পরবর্তীতে সহীহ প্রমাণিত হলে সেগুলো গ্রহণযোগ্য বলে ইমাম তিরমিযী মনে করেন।
৬. যদি দ'ঈফ হাদীসের সমর্থনে অপরাপর ক্রটিমুক্ত হাদীস (সাক্ষ্য) থাকে, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য বলে ইমাম তিরমিযী মনে করেন।[৯৯]

ট. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ২০৯ হিজরীতে ইরাকের কাযভীন নামক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন[১০০] এবং ২৭৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[১০১] তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তাঁর বংশ পরম্পরা হলো– মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে 'আব্দিল্লাহ আর-রবয়ী আল-কাযভীনী। তিনি ইবনে মাজাহ নামেই সমাধিক পরিচিত। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ মুহাদ্দিস ও হাদীস সমালোচক। তিনি হাদীসের জ্ঞানার্জন ও হাদীস সংগ্রহের জন্য তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার হাদীসসমৃদ্ধ স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) লক্ষাধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে প্রায় ৪০০০ হাদীস সংকলনের মাধ্যমে তাঁর 'সুনান গ্রন্থ' রচনা করেন। তিনি হাদীস গ্রহণ এবং সহীহ হাদীস নির্ণয়ে যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেন তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম ইবনে মাজাহ মনে করেন, রাবী বা বর্ণনাকারীকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ এবং আদব-শিষ্টাচার ও সহীহ আকীদার অধিকারী হতে হবে।

---

৯৭. আল-হাজমী, *শুরুতুল আয়িম্মাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২১।
৯৮. আল-হাজমী, *শুরুতুল আয়িম্মাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২১।
৯৯. হিশাম ফারিস ইয়াকূব হাসুনাহ, *মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাযাহ ওয়া মানহাজুহু ফী সুনানিহি*, পৃ. ২৬।
১০০. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬; ইবন কাসীর, *জামি'উল মাসানীদ ওয়াস সুনান*, মুকাদ্দমাহ, পৃ. ১১১।
১০১. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ২০৯।

২. রাবী বা বর্ণনাকারী অবশ্যই ফাসিক ও বিদ'আতী হবে না।
৩. রাবীদের বিশ্বস্ততা ও দোষ-গুণ বিশ্লেষণপূর্বক হাদীস গ্রহণীয়।
৪. সনদের বলিষ্ঠতা দিয়ে প্রমাণ পাওয়া গেলে অপর বর্ণনাসূত্রে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলেও তা গ্রহণযোগ্য।
৫. ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত সব হাদীসকে তিনি সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
৬. খ্যাতনামা 'আলিম ও ফকীহরা যে সব হাদীসের ওপর 'আমল করেছেন সেসব হাদীস গ্রহণযোগ্য।
৭. চতুর্থ স্তরের হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত যেসব হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, সেসব হাদীসও গ্রহণযোগ্য।
৮. দ'ঈফ হাদীস অপরাপর সহীহ হাদীস দিয়ে সমর্থিত হলে (সাক্ষ্য থাকলে) তা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে ইমাম ইবনে মাজাহ মনে করেন।[১০২]

ঠ. ইমাম আল হাকিম আন-নিশাপুরী (রহ.)-এর অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রহ.) ৩২১ হিজরীতে নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন[১০৩] এবং ৪০৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তাঁর বংশ পরম্পরা হলো– আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে 'আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদূইয়্যাহ ইবনে মু'আইস ইবনে হাকাম আদ-দাব্বী আত-তাহমানী আন-নিশাপুরী।[১০৪] ইমাম হাকিম আন-নিশাপুরী নয় বছর বয়সে হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করেন। বিশ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইরাক ভ্রমণ করেন। তিনি সহস্রাধিক শিক্ষকের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। ইমাম আল-হাকিম হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' নামক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আল-হাকিম সহীহ হাদীস নিরূপণ এবং 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থটি সংকলনে যে নীতিমালা অনুসরণ করেন তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম আল-হাকিম হাদীস সংকলনে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুসরণ করেন।
২. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাদের অনুসৃত শর্তাবলীর আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক হাদীস পরিত্যাগ করেন। ইমাম আল-হাকিম তাঁদের পরিত্যাজ্য হাদীসসমূহ যাচাই বাছাই করে এগুলোর সমন্বয়ে 'আল-মুসতাদরাক' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি সংকলন করেন।

---

১০২. অধ্যাপক ড. শারফুল কুজাত, *ইলমু মুখতালাফিল হাদীস : উসূলু ওয়া কাওয়া'য়িদুহু* (ওমান : আল-জামি'আতুল আরদিনিয়্যাহ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১১।
১০৩. আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ* (করাচী : মাকতাবাতু নূর মুহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ২১; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, পৃ. ৪৭৩।
১০৪. যিরাকলী, *আল-লুবাব* (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯৮।

আধুনিক যুগের কতিপয় মুহাদ্দিস ও হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান

ক. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) ১৩৩২ হিজরী (১৯১৪ খ্রি.) সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪২০ হিজরী (১৯৯৯ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।[১০৫] তিনি আধুনিক যুগে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনে এক অভূতপূর্ব অবদান রাখেন। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী **'সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ'** নামক একটি সহীহ হাদীসের সংকলন রচনা করেন। তাছাড়া তিনি **'আস-সুনান আল-আরবা'আহ'**সহ আরও কতিপয় হাদীসগ্রন্থের সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস পৃথক করে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীসের পৃথক সংকলন রচনা করেন। সর্বোপরি দ'ঈফ ও মওদূ' হাদীসের সন্নিবেশে **'সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যঈফাহ ওয়াল মাওদূ'আহ'** নামক একটি সংকলন রচনা করেন। এসব সংকলন রচনায় এবং সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে তিনি মূলত পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুসরণ করেছেন। সুনানুন নাসাঈর বিখ্যাত ভাষ্যকার শায়খ মুহাম্মদ 'আলী আদম আল-আছিউবী বলেন, হাদীসের সহীহ ও দ'ঈফ নিরূপণে শায়খ আল-আলবানীর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। এ যুগে পারদর্শিতার দিক দিয়ে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি কমই আছেন, যিনি এই শাস্ত্রে অজ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য নেতৃত্ব দিতে পারেন।[১০৬] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) হাদীস তাখরীজ ও সংকলন রচনায় যে নীতিমালা অনুসরণ করেন তা নিম্নরূপ–

১. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের রাবীকে সিকাহ বলেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিও তাদের মতকে গ্রহণ করেছেন।[১০৭]
২. তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক যৌথভাবে বর্ণিত হাদীসকে তিনি সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১০৮]
৩. তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) অথবা ইমাম মুসলিম (রহ.) দু'জনের যে কোনো একজন কোনো হাদীসকে সহীহ বললেও তিনি সে হাদীসকেও সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন।[১০৯]
৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বাইরে বর্ণিত তিনস্তর তথা ثُلاثِي হাদীসকেও তিনি সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১১০]

---

১০৫. ড. মো. মিজানুর রহমান, বিংশ শতাব্দীর বিশ্বনন্দিত হাদীসবিশারদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) (ঢাকা : আতিফা পাবলিকেশন্স, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১০৮।

১০৬. মুহাম্মদ ইবরাহীম আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী (কুয়েত : দারুস সালাফিয়া, ১৪১৯ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

১০৭. *মাহাজুল আলবানী ফী তাসহীহিল হাদীসি ওয়া তাদ'ঈফিহি*, পৃ. ২২৪।

১০৮. আনাস সুলাইমান আল-মিসরী, *মানহাজুল আলবানী ফী তাসহীহিল হাদীসি আলা শারতিশ শায়খাইন*, (IUG Journal of Islamic Studes, Gajha), পৃ. ২৪৯।

১০৯. আলবানী, *সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৮২।

৫. শায়খ আল-আলবানী (রহ.) প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করে প্রথমেই সংক্ষেপে হাদীসটির হুকুম বিধৃত করেন। অতঃপর হাদীসটির উৎস নির্দেশ করেন। অর্থাৎ হাদীসটি কোন কোন গ্রন্থে রয়েছে বা ব্যবহৃত হয়েছে, তা উল্লেখ করেন। হাদীসটির সমর্থনে কিংবা আংশিক শাব্দিক পরিবর্তনে যে সব হাদীস পাওয়া যায়, তাও তিনি উল্লেখ করেন। হাদীসটির মতন কম-বেশি হলে তার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন এবং কোনো কোনো হাদীসের সনদ সম্পর্কে কখনো ব্যাপক আলোচনার অবতারণা করেছেন।
৬. তাঁর গ্রন্থে কোনো একটি হাদীসের একই মতনের একাধিক ভাব-ব্যঞ্জনা তুলে ধরেছেন। আবার হাদীসটির একাধিক সনদও উল্লেখ করেছেন এবং সেইসাথে সনদটির উৎসও নির্দেশ করেছেন। কখনো বা তাঁর বিবেচনা মতে একটি সনদকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।
৭. শায়খ আল-আলবানী (রহ.) প্রত্যেকটি হাদীস সনদসহ উল্লেখ করেন এবং সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার পর হাদীস কেন সহীহ বা কেন সহীহ নয়, তার কারণ তুলে ধরেন।
৮. দ'ঈফ ও মওদূ' হাদীস নির্ণয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে লিখিত পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থাদি উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থটির নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।
৯. হাদীসটির ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখ করার পর নিজস্ব মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।
১০. সনদের আলোচনার পাশাপাশি শায়খ আল-আলবানী কখনো কখনো হাদীসের শব্দগত ও ভাবগত আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং এ ব্যাপারে তার আপন মন্তব্য তুলে ধরেছেন।

খ. শায়খ শু'আইব আরনাউত (রহ.)

শায়খ শু'আইব আরনাউত বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ছিল একানব্বই বছরের কিছু বেশি। শু'আইব আরনাউত 'মাদরাসায়ে ইলমিয়া' থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ওস্তাদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। শায়খ শু'আইব আরনাউত আপন চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও আরবী সাহিত্যে সুগভীর জ্ঞানার্জন করেন এবং নিজেকে একজন খ্যাতিমান 'আলিম হিসেবে গড়ে তুলেন। শায়খ শু'আইব আরনাউত তাফসীর, ফিকহ ও আরবী সাহিত্যের অনেক মৌলিক গ্রন্থের তাহকীক-তা'লীক তথা নিরীক্ষণ, সম্পাদনা ও টীকা রচনার কাজ করেন। তিনি বহু হাদীস গ্রন্থের তাহকীক ও তাখরীজ করেন অর্থাৎ তাহকীকুন নুসূস-

---

১১০. হাদী, *মাজমাউল বাহারাইন*, পৃ. ৯।

এর পাশাপাশি নিরীক্ষণ, সূত্রনির্দেশ ও হাদীসের সনদগত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীসের মান নির্ণয় করেন। প্রথমত তিনি মুসনাদে আহমাদ, শরহু মুশকিলিল আসার এবং সহীহ ইবনে হিব্বান-এর তাহকীক ও তাখরীজ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সুনানু আবী দাউদ, জামে' আত-তিরমিযী, সুনান আন-নাসায়ী ও সুনান ইবনে মাজাহ-এর তাহকীকের কাজ করতে প্রয়াস পান। পরবর্তীতে সহীহ বুখারী এবং ফাতহুল বারী-এর তাহকীকও সম্পন্ন করেন।

গ. শায়খ আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ

আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত গবেষক ও আলেম-এ-দ্বীন শায়খ আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ। তিনি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার হালব নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ মহান মনীষী ৯ শাওয়াল ১৪১৭ হিজরী (১৯৯৬ খ্রি.) রোববার ভোরে সাউদি আরবের জেদ্দায় ৮১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রথমে 'মাদরাসাহ খুসরুওয়িয়্যহ'-তে পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে ১৯৪৪ সনে তিনি মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদে ভর্তি হন। একাডেমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি মিশর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬২ সালে সিরিয়ার সংসদীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৮৫ হিজরীতে (১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি সাউদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৪১১ হিজরীতে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ) অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়াও তিনি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে সুদানের উম্মে দারদা ইউনিভার্সিটি, ভারতের দারুল উলূম নদওয়া ও ইয়ামানের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করেন। তিনি ইরাকের মজলিসে ইলমী, মক্কার রাবেতা 'আলম আল-ইসলামী'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। শায়খ আবূ গুদ্দাহ ইলমে হাদীসে বিশাল অবদান রাখেন। তিনি শায়খ আবদুল হাই লাখনবীর লিখিত হাদীসের কিতাব 'আর-রাফউ ওয়াত তাকমীলু ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল', শায়খ জাফর আহমাদ থানভী লিখিত হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক কিতাব 'কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস' ও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী লিখিত হাদীসের কিতাব 'আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুজুলিল মাসীহ'-এর ব্যাখ্যা লিখেন বা তাহকীক কর্ম সম্পাদন করেন। 'কালিমাত ফী কাশফি আবাতীল ওয়া ইফতিরাআত'-এটি জুহাইর আশ-শাউইশ লিখিত শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীর কিছু বক্তব্যের খণ্ডন সম্পর্কিত একটি কিতাব। শায়খ আবূ গুদ্দাহ এ কিতাবটির তাহকীক করেছেন।

তাছাড়া শায়খ আবূ গুদ্দাহ হাদীসের ওপর 'উমারাউল মু'মিনিনা ফিল হাদীস' ও আল-ইসনাদু মিনাদ দ্বীন' নামক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তারপরেও শায়খ আবূ গুদ্দাহ শিক্ষা সম্পর্কিত 'আর-রসূলুল মুয়াল্লিম (স.) ওয়া আসালিবুহু ফী তা'লীম', হানাফী মাযহাব-এর ওপর 'ফাতহু বাবিল ঈনায়া বি-শারহি কিতাবিন নিকায়া', জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের জন্য 'সাফাহাতিম মিন সাবরিল উলামা আ'লা শাদাইদিল 'ইলমি ওয়াত তাহসীল' ও 'কিমাতুজ জামানি 'ইনদাল 'উলামা' এবং ইসলামী আদব-শিষ্টাচারের ওপর 'মিন আদাবিল ইসলাম' নামক কতিপয়

মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এভাবে ইসলামের নানা বিষয়ে জ্ঞানগত রচনার এক ব্যাপক খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ।

ঘ. শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামাহ

শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামাহ ১৯৪০ সালে পহেলা জানুয়ারী সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামাহ প্রথমত শায়খ আল্লামা আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দীনের কাছে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি শায়খ আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৩৮২ হিজরি মোতাবেক ১৯৬২ সালে সিরিয়ার কুল্লিয়াতুশ শরী'আহ-তে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষে তিনি তাঁর শিক্ষক আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দিন কর্তৃক সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুশ শা'বানিয়া'তে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি লেখালেখি ও গবেষণা করছেন। ইলমে হাদীসের ওপর তার অবদান অসামান্য। তিনি হাদীসের বড়ো বড়ো কিতাবসমূহের তাহকীক ও তা'লীক অর্থাৎ সম্পাদনা ও টীকা রচনার কাজ করেছেন এবং এ কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি সুনান আবূ দাউদ ও মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার তাহকীক কর্ম সুসম্পন্ন করেন। ইতোমধ্যেই তার এ তাহকীক কর্ম খ্যাতিমান আলেম সমাজের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামার আরেকটি বড়ো কাজ হলো তিনি উসূলে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা বিষয়ে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর সুপরিচিত গ্রন্থ 'তাদরীবুর রাবী'-এর তাহকীক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখেছেন। তার এ কাজটি মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি হাদীস গ্রন্থের তাখরীজ করেন; হাদীসের সনদগত মান বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীসের মান নির্ণয় করেছেন।

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, কিছুটা ব্যতিক্রম ও ভিন্নতা ছাড়া প্রায় একই নীতিমালার আলোকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় করেন। হাদীসের ইমামগণ সহীহ হাদীস নিরূপণে কতিপয় শর্ত ও নীতিমালা প্রয়োগ করেন। এসব শর্ত ও নীতিমালার বিচারে যেসব হাদীস উত্তীর্ণ হয়েছে, সে হাদীসগুলোকেই মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন। এসব শর্তে যেসব হাদীস উত্তীর্ণ হয়নি, সে হাদীসগুলোর মধ্যেই ত্রুটি-বিচ্যুতির মাত্রা বিবেচনায় এনে কোনো হাদীসকে দ'ঈফ আবার কোনোটিকে মওদূ' বলেছেন। এ দ'ঈফ হাদীস কিংবা মওদূ' তথা বানোয়াট বা জাল হাদীস নিরূপণে মুহাদ্দিসগণ প্রথমত সনদভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করেছেন। সনদগত ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কোনো কোনো হাদীসকে দ'ঈফ কিংবা গুরুতর ত্রুটির কারণে কোনো কোনো হাদীসকে মওদূ' বলেছেন।

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় এবং সংকলনে মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত নীতিমালার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস গ্রন্থ সংকলন শুরু হয়। সর্বপ্রথম যিনি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন, তিনি হলেন ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) (৫৮-১২৪ হি.)। ইমাম যুহরী তাঁর সংগৃহীত বহু হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ২০০০ সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত করে 'মুসনাদুয যুহরী' নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন। সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ এবং হাদীস গ্রহণ ও সংকলনে ইমাম যুহরী (রহ.) সনদ ও মতন উভয়টিই গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন বলে জানা যায়।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) (৭২-১৫০হি.) ৪০ হাজার হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ১০৬৭টি হাদীস নিয়ে 'কিতাবুল আসার' নামক একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। হাদীস গ্রহণ ও সংকলনে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যেসব শর্ত ও নীতিমালা অনুসরণ করেছেন, তাতে এটি সহজেই অনুমেয় যে– তিনি সনদ ও মতন উভয়টিই অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বিপরীতধর্মী বক্তব্য সম্বলিত দু'টি হাদীসের মধ্যে কোনো একটি হাদীসের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি রাবীর গুণাগুণকে (ফিকহী জ্ঞান ও বয়োজ্যেষ্ঠতা) বিবেচনায় এনেছেন। তাঁর এ কাজটি মূলত সনদকেন্দ্রিক।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর আরেকজন হাদীসের ইমাম হলেন ইমাম মালিক (রহ.) (৯৩-১৭৯হি.)। তিনি প্রায় এক লক্ষাধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ১৭২০টি হাদীস নিয়ে 'আল-মুয়াত্তা' নামক তাঁর অনবদ্য সংকলনটি রচনা করেন। হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ ও মতনের যথার্থতা যাচাই করতেন ইমাম মালিক (রহ.)।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেসব মুহাদ্দিস হাদীস সংকলন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) (১৬৪-২৪১ হি.)। তিনি তাঁর সংগৃহীত সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে ত্রিশ হাজার হাদীস নির্বাচন করে 'আল-মুসনাদ' নামক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মৃত্যুর পর তার পুত্র আরও দশ হাজার হাদীস সংযোজন করেন। ফলে এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০,০০০। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণে সনদকেন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করেছেন।

এ শতাব্দীর আরেকজন খ্যাতনামা হাদীস সংকলক হলেন ইমাম শাফিঈ (রহ.) (১৫০-২০৪)। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ১৬৭৫টি হাদীস সন্নিবদ্ধ করে 'মুসনাদ' নামে একটি হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম শাফেঈ (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তা পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, তিনি সনদকেন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ হাদীস নিরূপণ করেছেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হাদীস সংকলনের সোনালী যুগ। এ যুগে হাদীস সংকলনের মাধ্যমে যিনি সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন এবং যার সংকলন সবচেয়ে সহীহ বলে মুসলিম উম্মাহর কাছে সম্মানের সাথে গৃহীত তিনি হলেন ইমাম বুখারী (রহ.)। তিনি ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ২৭৬১টি (পুনরুক্তি ছাড়া) হাদীস নিয়ে 'সহীহুল বুখারী' সংকলন করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণে সনদের ধারাবাহিকতা, রাবী মুসলিম হওয়া এবং রাবী মুদাল্লিস ও মুখতালিত না হওয়া শর্ত হিসেবে আরোপ করেছেন। সেইসাথে রাবী এবং রাবীর শায়খের স্মৃতিশক্তি, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে আবশ্যিক করেছেন। তারপরেও রাবী ও তার শায়খ একই যুগের হবেন এবং তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ অপরিহার্য বলে তিনি মনে করতেন। এরূপ শর্তাবলীর আলোকে পরীক্ষার-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণ করেছেন। তাঁর এসব শর্ত মূলত সনদের সাথে সম্পৃক্ত। হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি কোনো শর্ত আরোপ করেননি।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর আরেকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হলেন ইমাম মুসলিম (রহ.) (২০২-২৬১ হি.)। ইমাম মুসলিম (রহ.) দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে তাঁর ওস্তাদদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৪০০০ হাদীস নিয়ে 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থটি সংকলন করেন। সহীহ হাদীস নিরূপণে ইমাম মুসলিম (রহ.) যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেছেন, তা মূলত সনদকেন্দ্রিক।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে ছয়জন মনীষী হাদীসের জগতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম নাসাঈ (রহ.) (২১৫-৩০৩ হি.)। ইমাম নাসাঈ 'আল-মুজতবা মিনাস-সুনান' নামক হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। ইমাম নাসাঈ যেসব শর্তাবলীর আলোকে সহীহ হাদীস নিরূপণ করেন, তা পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, সহীহ হাদীস নিরূপণে তিনি সনদকেন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করেছেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর হাদীস সংকলকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) (২০২-২৭৫ হি.)। তিনি লক্ষ লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশত হাদীস নিয়ে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থটি সংকলন করেন। হাদীস গ্রহণ এবং সহীহ হাদীস নিরূপণে ইমাম আবূ দাউদের আরোপিত শর্তসমূহও সনদের সাথে সম্পৃক্ত।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংকলনে এক অনবদ্য অবদান রাখেন ইমাম তিরমিযী (রহ.) (২০৯-২৭১ হি.)। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর সংগৃহীত হাদীস যাচাই বাছাই করে মাত্র ৩,৮১২টি হাদীস সংকলনের মাধ্যমে 'আল-জামি' গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) সহীহ হাদীস নিরূপণে যেসব শর্তসমূহ আরোপ করেছেন, তা সনদের সাথে সম্পৃক্ত।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীসের জগতে যাদের অবদান চিরস্মরণীয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) (২০৯-২৭৩ হি.)। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) লক্ষাধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে প্রায় ৪,০০০ হাদীস সংকলনের মাধ্যমে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) যেসব শর্তাবলীর আলোকে সহীহ হাদীস নিরূপণ করেন, সেসব শর্তসমূহ মূলত বর্ণনাকারী তথা সনদের সাথে সম্পৃক্ত।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে যেসব ইমাম হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রহ.)। ইমাম আল হাকিম আন-নিশাপুরী (রহ.) 'আল-মুসতাদরাক' নামক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আল-হাকেম আন-নিশাপুরী সহীহ হাদীস নিরূপণে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুসরণ করেন। অর্থাৎ সনদকেন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহীহ হাদীস নির্ণয় করেন। ইমাম আল হাকেম আন-নিশাপুরী মূলত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের পরিত্যাজ্য হাদীসের সমন্বয়ে 'আল-মুসতাদরাক' নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন। মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ বলেন–

إِنَّ الحَاكِمَ قَدِ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمَا الصَّحِيْحَيْنِ أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا مقال.

"ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের পরিত্যাজ্য যেসব হাদীসের সমন্বয়ে ইমাম হাকেম সংকলন করেন এর কিছুসংখ্যক হাদীস ছিল সমালোচিত।"[১১১]

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, এ গ্রন্থের অর্ধাংশ হাদীসই সহীহ সূত্রে বর্ণিত। আর অবশিষ্ট মুনকার ও দ'ঈফ হাদীস, যেগুলো সহীহ নয়। এছাড়া এতে কিছু মওদূ' বা বানোয়াট হাদীসও রয়েছে।[১১২] হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে আজও পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার আলোকে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ে তাদের গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুসরণ করে সনদের ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় করেন। যদিও কোনো কোনো হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেন এ উদ্দেশ্যে যে, বক্তব্য বিষয়টি যেন অধিকতর স্পষ্ট হয়।

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ এবং হাদীস সংকলনে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীস সংকলকদের অনুসৃত নীতিমালা ও পদ্ধতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে– ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.), ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে সনদের পাশাপাশি হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি শর্ত হিসেবে আরোপ করলেও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম শাফেঈ (রহ.),

---

১১১. ড. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবূ শাহবাহ, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন* (মিসর : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তাবি), পৃ. ৩২৮।

১১২. এ বিষয়ে বিস্তরিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

في المستدرك جملة وافرة على شرطهما أو على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب. وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض شيئ وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات.

-ড. আবূ শাহবাহ, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৩২৮।

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম নাসাঈ (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)-সহ অনেক মুহাদ্দিস সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে কেবল সনদকেন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বিচার-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করেছেন বলে মনে হয়। কেননা হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে তাদের কোনো শর্ত বা নীতিমালা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

হাদীস সংকলনের পরিসংখ্যান চিন্তা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে– ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী সনদ ও মতন যাচাই বাছাই করে তাঁর 'মুসনাদুয যুহরী'তে মাত্র ২০০০ হাদীস, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাঁর 'কিতাবুল আসার'-এ মাত্র ১০৬৭টি হাদীস এবং ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর রচিত 'মুয়াত্তা' নামক গ্রন্থে ১৭২০টি হাদীস সংকলন করেন। উপরিউক্ত এ তিনজন ইমামের সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহে প্রায় চার সহস্রাধিক হাদীসের সন্নিবেশ রয়েছে। এ হাদীসগুলোর সনদ ও মতন উভয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাদীসের মানগত অবস্থান নিরূপণ করা হয়েছে বলে হাদীস সংকলনে তাঁদের অনুসৃত নীতিমালা থেকে জানা যায়। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের হাদীসের মান নিরূপণ ও সংকলনের নীতিমালা পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে– তাঁরা হাদীসের মানগত অবস্থান নির্ণয় করেছেন কেবল সনদগত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

তবে মতনকেন্দ্রিক কোনো কাজ মুহাদ্দিসগণ করেননি, বিষয়টি তাও নয়। এসব হাদীসের কোনো কোনো সংকলক হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়কে বিবেচনায় রেখে হাদীস সংকলনগুলোর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। কেউ কেউ হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে পাঠক হাদীসের মর্ম সহজেই বুঝতে পারেন। কেউ কেউ কোনো হাদীসের বক্তব্যকে অন্য কোনো সহীহ হাদীসের বক্তব্য দিয়ে রহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ পরস্পর বিরোধী হাদীস উল্লেখের মাধ্যমে হাদীসবিজ্ঞানের নীতিমালার আলোকে কোনো একটি হাদীসের বক্তব্যকে সঠিক এবং অপরটির বক্তব্যকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা লিখেছেন। আবার কেউ কেউ হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় গবেষণা করে ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল প্রদান করেছেন। এরকম নানাবিধ মতনভিত্তিক কাজ করেছেন মুহাদ্দিসগণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সনদ ও মতন উভয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খুব অল্প সংখ্যক হাদীসের মান নিরূপণ করা হয়েছে। অধিকাংশ হাদীসের মানগত অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে কেবল সনদগত বিশ্লেষণের ওপর। এর একটি বড়ো কারণ হলো– মুহাদ্দিসগণ প্রথমত এটি নিশ্চিত হতে চেয়েছেন যে, মহানবীর (স.) যে কথাটি তাদের সামনে বলা হলো, তা রসূলুল্লাহ (স.) আদৌ বলেছেন কি না বা মহানবীর (স.) যে 'আমলটির কথা বর্ণনা করা হলো, তা তিনি আদৌ করেছেন কি না। আর এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সনদগত বিশ্লেষণের কোনো বিকল্প ছিল না। তাছাড়া অধিকাংশ মুহাদ্দিস মনে করেন যে– সনদ সহীহ হলে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়ও সহীহ হবে। এ কথা সত্য যে, সনদ সহীহ হলে

হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সাধারণত সহীহ হয়। কারণ সনদগত বিশুদ্ধতার মূল উদ্দেশ্য মতন বা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা। তবে কোনো কোনো জায়গায় এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সনদ সহীহ কিন্তু নানাবিধ কারণে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সনদ ও মতন উভয়টির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ করলে মতন সহীহ নয়, এরকম কোনো হাদীস সহীহ হাদীস হিসেবে জায়গা পাওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। মূলত হাদীস সংকলনের সোনালী যুগ বা মুতাকাদ্দেমীন মুহাদ্দিসগণের সময়ে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতিমালাগুলো ছিল অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন। তার মানে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় বিচার-বিশ্লেষণের একটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক নীতিমালা মুতাকাদ্দেমীন মুহাদ্দিসগণের সামনে উপস্থিত ছিল না। তবে এমনটি সনদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। কেননা হাদীস সংকলনের সোনালী যুগে সনদ পরীক্ষা-নীরিক্ষার পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা অবিচ্ছিন্নভাবে মুহাদ্দিসগণের হাতে ছিল। তারপরেও হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা সামনে রেখে সনদ ও মতন উভয়কে সমগুরুত্বের সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণের নীতিমালা অবলম্বন করে হাদীসের কোনো সংকলন রচিত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়নি।

বাস্তবতা হলো হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও বহুবিধ নীতিমালা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর পরে তথা মুতাকাদ্দেমীন মুহাদ্দিসগণের (পূর্ববর্তী হাদীসবিশারদ) মাধ্যমে হাদীসগ্রন্থগুলো সংকলনের পর। অতএব এ কথা সহজেই বলা যায়, সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনে মুতাকাদ্দেমীন মুহাদ্দিসগণ বহুলাংশে সনদগত বিচার-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করেছেন। তবে মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে মুহাদ্দিসগণ সনদগত বিশ্লেষণে এমন এক সূক্ষ্ম নীতিমালা বা পদ্ধতি তৈরি করেছেন যে, এ নীতিমালার আলোকে কেবলমাত্র সনদগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মুতাকাদ্দেমীন মুহাদ্দিসগণ যেসব সহীহ হাদীসের সংকলন রচনা করেছেন, তার অধিকাংশ হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ। তবে কোনো কোনো সনদ সহীহ হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ নয়, আবার কোনো কোনো সনদ দ'ঈফ হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ বলে পরিলক্ষিত হয়। যদিও এরূপ হাদীসের সংখ্যা নগণ্য। এসব হাদীসের সনদ ও মতন উভয়টি সমগুরুত্বের সাথে মুহাদ্দিসগণের প্রণীত ও স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে হাদীসগুলোর যথার্থ অবস্থান নিরূপণ করা সম্ভব এবং এটি খুবই প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

আগেই বলা হয়েছে যে, মুহাদ্দিসগণের সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ এবং সংকলন পদ্ধতি ও নীতিমালা পর্যালোচনার পর এটি প্রমাণিত হয় যে, মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা সামনে রেখে সনদ ও মতন উভয়কে সমগুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলন রচিত হয়নি এখনো বা এরূপ সংকলনের দাবীও কেউ করেননি আজও। অতএব ইলমে হাদীসের জগতে হাদীসের মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক নীতিমালা সামনে রেখে সমগুরুত্ব দিয়ে সনদ ও মতন উভয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলন রচনার একটি বড়ো গবেষণার জায়গা খোলা আছে

বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। মূলত সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত। এ দ্বার উন্মুক্ত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। যেকোনো যুগে ইলমে হাদীসের যেকোনো বিশেষজ্ঞ বা পণ্ডিত বা হাদীসের একনিষ্ঠ খাদিম হাদীসের সনদ ও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ করার গবেষণা পরিচালনার অধিকার সংরক্ষণ করেন। এতে মুহাদ্দিস ও উলামাদের কোনো দ্বিমত নেই। আর এটি এ কারণে যে, হাদীসের চর্চা ও গবেষণা যেন অব্যাহত থাকে এবং সময়ের বিবর্তনে যেন কোনো হাদীস মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে হারিয়ে না যায় কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রকারী হীন মানসিকতায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যেন হাদীস নয়-এমন কোনো বিষয়কে হাদীস হিসেবে সমাজে প্রচার-প্রসার ও প্রচলন করতে না পারে।

সনদ সহীহ কিন্তু মতন সহীহ নয়-এরূপ কতিপয় হাদীস

১. ফাতেমা বিনত কায়েস-এর ইদ্দতকালীন খোরপোষ সম্পর্কীয় হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ. فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

অনুবাদ : শা'বী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি ফাতিমাহ বিনত কায়স-এর কাছে গেলাম এবং তার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিয়েছেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বাসস্থান ও খোরপোষের জন্য তার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হলাম। তিনি বলেন, তিনি আমার পক্ষে বাসস্থান ও খোরপোষের রায় দেননি। উপরন্তু তিনি আমাকে ইবনু উম্মু মাকতূম-এর ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন।[১১৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّى عِنْدَهُ.

১১৩. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৭৭৮।

অনুবাদ : শা'বী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি ফাতিমা বিনত কায়েস হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ফাতিমা বিনত কায়েস) বলেন– আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলেন; ফলে আমি তার ঘর থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। অতঃপর আমি নবী (স.)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার চাচাতো ভাই আমর ইবনে উম্মু মাকতুম-এর বাড়িতে চলে যাও এবং তার ঘরেই ইদ্দত পালন করতে থাক।[১১৪]

মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা.) ও মহানবীর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা.), ফাতিমা বিনত কায়েস বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসটি গ্রহণ করেননি। ফাতিমা বিনত কায়েস যখন ওমর (রা.)-এর সম্মুখে বললেন– রসূলুল্লাহ (স.) জীবিত থাকতে আমাকে তিন তালাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) আমার স্বামীকে ইদ্দতকালীন খোরপোষ দেওয়ার নির্দেশ দেননি এবং আমাকে তার বাড়ীতেও থাকতে দেননি। তখন ওমর (রা.) ফাতিমা বিনত কায়েস (রা.)-এর এ বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন একথা বলে যে– আমরা একজন নারীর কথায় আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করতে পারি না। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের বক্তব্য হলো–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا.

অনুবাদ : হে নবী! (মু'মিনদের বলে দিন) তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে তখন তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দতের জন্য (ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে) এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রেখো। আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে তোমরা তাদেরকে (ইদ্দত পালনের সময়) তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়; আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজের ওপরই জুলুম করে। তুমি জানো না হয়তো (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ এরপর (মিল-মিশের) কোনো উপায় বের করে দেবেন {তুমি জানো না হয়তো আল্লাহর তৈরি মিল-মিশের প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী এরপর মিল-মিশের কোনো উপায় বের হয়ে যাবে।}

(সুরা আত তালাক/৬৫ : ১)

সুরা আত-তালাকে অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ.

---

১১৪. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩৭৮২১।

অনুবাদ : তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন ঘরে বাস করো তাদেরকেও তেমন ঘরে বাস করতে দেবে, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করবে না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে; অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদের দুধপান করায় তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে। আর (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; আর তোমরা যদি জটিলতায় পড়ো তা হলে অন্য নারী তার পক্ষে (স্বামীর পক্ষে) দুধপান করাবে।

(সুরা আত তালাক/৬৫ : ৬)

উপরিউক্ত প্রথম আয়াতটিতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইদ্দতকালীন সময়ে ঘর থেকে বের করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের খোরপোষ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এমনকি তালাকপ্রাপ্তা কোনো নারী যদি তার সন্তানকে স্তন্য পান করায় তবে স্বামীকে তার পারিশ্রমিক দিতে বলা হয়েছে।

অতএব ইদ্দতকালীন সময়ে নারী খোরপোষ পাবে না, এ সম্পর্কীয় হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে ওমর (রা.) মনে করেন। আর আয়েশা (রা.) বলেন, ফাতিমার কী হলো? সে কেন আল্লাহকে ভয় করছে না। অর্থাৎ ফাতিমার কী হলো সে কেন 'তালাকপ্রাপ্তা নারী (তার স্বামীর থেকে) খাদ্য ও বাসস্থান কিছুই পাবে না' এ কথা বলতে আল্লাহকে ভয় করছে না।[১১৫]
ফাতিমা বিনত কায়েস (রা.)-এর ইদ্দতকালীন খোরপোষ সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস সনদগতভাবে সহীহ। হাদীসটি সহীহাইনসহ 'আস-সুনান আল-আরবা'আহ-তে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মতন বা বক্তব্য বিষয় বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের পরিপন্থি। আর এ কারণেই ওমর (রা.) ও আয়েশা (রা.) হাদীসটি গ্রহণ করেননি।

২. 'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস :

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عن عَبْد اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ : تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ : أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ،

---

১১৫. মূল হাদীসটি নিম্নরূপ– عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ. - বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, আস-সহীহ (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-৫০১৬।

অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ মুলাইকাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– মক্কায় ওসমান (রা.)-এর জনৈক কন্যার মৃত্যু হলো। আমরা সেখানে (জানাযায়) অংশগ্রহণ করার জন্য গেলাম। ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাসও (রা.) সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি তাদের দুজনের মধ্যে বসা ছিলাম। অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলাম, পরে অন্যজন এসে আমার পাশে বসলেন। (ক্রন্দনের শব্দ শুনে) ইবনে ওমর (রা.) 'আমর ইবনে ওসমানকে বললেন, তুমি কেন ক্রন্দন করতে নিষেধ করছো না? কেননা, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনের কান্নার কারণে আজাব দেওয়া হয়।[১১৬]

আয়েশা (রা.) এ হাদীসটি গ্রহণ করেননি। এ হাদীসটি যখন আয়েশা (রা.)-এর কাছে পেশ করা হয়, তখন তিনি বললেন, এমনটি হতে পারে না। কেননা আল কুরআনের বক্তব্য হলো– وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - অর্থাৎ একের গুনাহর বোঝা অন্য বহন করে না (সুরা আল-ইসরা/১৭ : ১৫, আল-আন'আম/৭ : ১৬৪)।[১১৭] এ হাদীসটি সনদগতভাবে সহীহ। কিন্তু মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ নয়। কেননা হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্য পরিপন্থি।

৩. আগুনে রান্না করা জিনিস খেলে ওজু নষ্ট হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

অনুবাদ : যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে ওজু করতে হবে।[১১৮]

এ হাদীসটি সনদগতভাবে সহীহ। কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এটি গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

১১৬. বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২২৬।

১১৭. মূল হাদীসটি নিম্নরূপ :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

-বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২২৬।

১১৮. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩১৪।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ. قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ .

অনুবাদ : আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– "আগুনে রান্না করা খাদ্য খেলে ওযূ করতে হবে; তা পনিরের একটা টুকরাই হোক না কেন। " (আবূ হুরাইরা (রা.)-কে এ কথা বর্ণনা করতে শুনে) ইবনু 'আব্বাস (রা.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তৈল ব্যবহার করলেও ওযূ করব, আমরা কি গরম পানি পান করলেও ওযূ করব?[১১৯] (আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন) অথচ তা কেউ বলেনি; আপনি হয়তো মহানবীর কথা বুঝেননি অথবা তা ঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেননি। সুতরাং এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।[১২০]

এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এরূপ মন্তব্য করার কারণ হলো, হাদীসটির বক্তব্য সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি। আর রসূলুল্লাহ (স.) বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি কোনো কথা বলতে পারেন না।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহের মধ্যে ফাতিমা বিনত কায়েস (রা.)-এর ইদ্দতকালীন খোরপোষ সম্পর্কিত হাদীসটি আল কুরআনের বক্তব্যের পরিপন্থি হওয়ার কারণে ওমর (রা.) ও আয়েশা (রা.) গ্রহণ করেননি। আবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত 'মৃত ব্যক্তিকে তার

---

১১৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৭৯।

১২০. বিস্তারিত মূল বর্ণনা নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِغَدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ قَدْ أَوْصَتْ لَهُ بِهِ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بُسِطَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَجَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ فَرَفَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ إِلَى عَيْنَيْهِ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ ثُمَّ دَعَا بِلاَلٌ إِلَى الصَّلاَةِ فَنَهَضَ خَارِجاً فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَقِيَتْهُ هَدِيَّةٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ وَوُضِعَتْ لَهُمْ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا مَعَهُ قَالَ ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ وَمَا مَسَّ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ مَاءً قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا عَقَلَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخِرَهُ.

-আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-২৩৭৭।

পরিজনের কান্নার কারণে আজাব দেওয়ার' হাদীসটি আল কুরআনের বক্তব্য পরিপন্থি বিধায় আয়েশা (রা.) তা গ্রহণ করেননি। সেই সাথে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বর্ণিত, 'আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে ওজু করতে হবে'-এ হাদীসটি সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থি বলে 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তা গ্রহণ করেননি। উপরিউক্ত হাদীসসমূহ পরবর্তীতে সহীহ সনদে হাদীসগ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সাহাবীদের 'আমলেই অতি মর্যাদাবান কতিপয় সাহাবী নানাবিধ কারণে এ হাদীসগুলো বর্জন করেছেন। যদিও রসূলুল্লাহ (স.)-এর মর্যাদাবান সাহাবীগণই এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেসব সাহাবী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন, তারা মুহাদ্দিসগণের কাছে রাবী হিসেবে সিকাহ বা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এ কথা সাহাবীদের 'আমল থেকেই প্রতিষ্ঠিত যে, কেবল সনদ সহীহ হলেই হাদীস সহীহ নাও হতে পারে। বরং হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যে হাদীসের সনদ ও মতন উভয়টিই সহীহ হওয়া দরকার।

মতন সহীহ কিন্তু সনদ সহীহ নয়- এরূপ একটি হাদীস

أخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه 'التوبة' حدثنا الحكم بن موسى ، ثنا غسان بن عبيد ، عن أبي عاتكة عن أنس مرفوعا "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَ التَّائِبَ"

অনুবাদ : আনাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী যুবককে ভালোবাসেন।

শায়খ আল-আলবানী বলেন, হাদীসটি সনদগতভাবে দঈফ।[১২১]
তবে এ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য আল কুরআন ও অন্য সহীহ হাদীস সমর্থিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারীদের।

(সুরা আল বাকারা/২ :২২২)

তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স.) বলেন–

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ .

অর্থাৎ প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। তবে উত্তম ভুলকারী হলো তারা, যারা তওবাকারী।[১২২]

---

১২১. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দঈফাহ* (রিয়াদ : মাকতাবুল মাআরিফ, তা.বি.), ১ খ., পৃ. ২১৫।
১২২. ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৪২৫১।

অতএব ইবনু আবিদ-দুনিয়া লিখিত 'আত-তওবাহ' গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসটি সনদগতভাবে দঈফ হলেও এর মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ। তিরমিযী, ইবন মাজাহ, ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, রওজাতুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে হাদীসটিকে শক্তিশালী বলা হয়েছে। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১২৩]

এরকম আরও অনেক হাদীস রয়েছে, যা সনদগতভাবে দ'ঈফ। কিন্তু মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ। মুহাদ্দিসগণ মনে করেন, হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ হলেই হাদীসটি সহীহ হবে না বরং তার সনদও সহীহ হতে হবে। একইভাবে হাদীসটির সনদ সহীহ হলেও হবে না, এর মতন বা বক্তব্য বিষয়ও সহীহ হতে হবে। অতএব সে হাদীসটিই সন্দেহাতীতভাবে সহীহ যে হাদীসটির সনদ ও মতন উভয়টি সহীহ। তবে কোনো হাদীসের মতন যদি সহীহ হয়, আর সনদগত দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি গুরুতর না হয় বা ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি এমন হয়, যা অন্য কোনো সঠিক উপায়ে অপনোদন করা সম্ভব-এমন হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে কোনো কোনো মুহাদ্দিস মন্তব্য করেছেন।

পূর্ববর্তী হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে সনদ সংক্ষেপণমূলক হাদীসগ্রন্থ সংকলন

রসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগ থেকে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে মহানবীর সব হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর এমন কতিপয় হাদীসগ্রন্থের সংকলন পাওয়া যায়, যেগুলোতে মূলত পূর্ববর্তী হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে সনদ সংক্ষেপ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এসব সংকলনের অধিকাংশ হাদীস সহীহ হলেও এতে কিছু দ'ঈফ, এমনকি কিছু মওদূ' বা বানোয়াট হাদীসও রয়েছে। এ পর্যায়ে এরূপ কতিপয় হাদীসগ্রন্থ নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হবে।

ক. ইমাম আব্দুল আযীম ইবনে আব্দুল করীম ইবনে মুনযিরী (রহ.)-এর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ 'আত-তরগীব ওয়াত-তারহীব'

ইমাম আব্দুল আযীম ইবনে আব্দুল করীম ইবনে মুনযিরী (রহ.) সপ্তম হিজরী শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ৬৫৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সংকলিত 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' বিশ্বময় সমাদৃত এক অনবদ্য হাদীসগ্রন্থ। এ গ্রন্থে মোট ৭০২৩টি হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। শায়খ মুনযিরী পূর্বে সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত সনদে হাদীস সংকলন করেন। তিনি এসব হাদীসের কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি বা মান নির্ণয় করেননি। তবে পরবর্তীতে অনেক মুহাদ্দিস এসব হাদীসের উৎস ও সনদ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে হাদীসের সঠিক অবস্থান নিরূপণ করেছেন।

১২৩. আলবানী, *সহীহ ওয়া দ'ঈফ আল-জামি'উস সগীর ওয়া ঝিয়াদাহ*, পৃ. ৮৬৫।

খ. ইমাম নববী (রহ.)-এর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ ‘রিয়াদুস সালেহীন’

মুতাআখ্খেরীন অর্থাৎ পরবর্তী যুগের কোনো কোনো মুহাদ্দিস বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে বিষয়ভিত্তিক হাদীস সংকলন করেন। এসব সংকলনে হাদীসসমূহ সংক্ষিপ্ত সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ একটি অনন্য সংকলন হলো ইমাম নববীর (৬৩১-৬৭৬ হি.) ‘রিয়াদুস সালেহীন’। দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম, গভীর সাধনা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে ইমাম নববী (রহ.) এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। ইমাম নববীর পুরো নাম হলো, মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মারী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জুম'আ ইবনে হিশাম আন-নববী। তাঁর মূল নাম ইহইয়া, ডাক নাম আবূ যাকারিয়া এবং উপাধি মুহিউদ্দীন। ৬৩১ হিজরীতে দামিশকের পশ্চিমে ‘নাওয়া’ নামক এক জনপদে এ মহান মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। ৬৭৬ হিজরী সনে বায়তুল মাকদিস সফর শেষে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামে ফিরার পরপরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অবস্থায় ১৪ রজব বুধবার মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম নববীর ‘রিয়াদুস সালেহীন’ গ্রন্থটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি উক্ত গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করার পূর্বে হাদীসটির বিষয়বস্তুর ওপর কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এতে হাদীস যে কুরআনের ব্যাখ্যা তা পরিস্ফুটিত হয়। হাদীস অধ্যয়নকারী বা হাদীসের সাধারণ পাঠকের জন্য এটি একটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল হাদীসগ্রন্থ। যে কারণে মুসলিম বিশ্বে এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটিতে ‘সহীহাইন’ ও ‘আস-সুনান আল-আরবা'আহ’সহ আরও কয়েকটি নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থের হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইমাম নববী (রহ.) তাঁর গ্রন্থটিতে সনদ সংক্ষেপ করে হাদীস সংকলন করেছেন এবং তিনি দাবী করেন যে, তাঁর গ্রন্থে সংকলিত সব হাদীস সহীহ।[১২৪] ইমাম নববী সহীহ হাদীস বলতে মূলত শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীস উদ্দেশ্য করেছেন। ইমাম নববী (রহ.) হাদীসের হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রধানত ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবূ দাউদের ওপর নির্ভর করেছেন। ইমাম তিরমিযী যে হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলেছেন, ইমাম নববী সেই হাদীসকে সহীহ হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার ইমাম আবূ দাউদ যে হাদীসের হুকুমের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, ইমাম নববী সেটিকেও সহীহ হাদীস হিসেবে সংকলন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। যে কারণে ‘রিয়াদুস সালেহীন’ গ্রন্থে কতিপয় দ'ঈফ ও মুনকার হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুতাআখ্খেরীন ফকীহগণের মধ্যে যারা হাদীসশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন, তাদের অধিকাংশই হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম নববীর এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নিজ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক করেছেন।

---

১২৪. আন-নববী, *রিয়াদুস সালেহীন (মুকাদ্দিমা)*, পৃ. ১০।
যদিও শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন, তাঁর এ দাবী যথার্থ নয়। কারণ ‘রিয়াদুস সালেহীন’ এ কতিপয় দ'ঈফ ও মুনকার হাদীসও রয়েছে। শায়খ আল-আলবানীর মতে, ইমাম নববীর এ সংকলনটি সহীহ হাদীসের সংকলন না বলে সহীহ প্রধান হাদীসের সংকলন বলা যেতে পারে।

গ. ইমাম ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব আন-নিসবতী আত-তিবরীযী (রহ.)-এর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবীহ'

'মিশকাতুল মাসাবীহ' মুসলিম বিশ্বে একটি গ্রহণযোগ্য হাদীসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। এটি সংকলন করেন ইমাম ওলী উদ্দীন আল-খতীব আত-তিবরীযী (রহ.)। এটি মূলত মহিউস সুন্নাহ ইমাম আবূ মুহাম্মদ আল-বাগবী (রহ.) রচিত 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' নামক গ্রন্থের পরিমার্জিত রূপ। ইমাম ওলী উদ্দীন আত-তিবরীযী (রহ.)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে জানা যায় না। তবে জানা যায় যে, তিনি হিজরী ৭৩৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন। শায়খ আত-তিবরীযী (রহ.)-এর রচিত 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং এর বহু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, টীকা লেখা হয়েছে। হিন্দুস্তান ও রাশিয়াসহ সারা মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। এসব বিবেচনায় গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থটিতে ৬২৯৪টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। শায়খ আত-তিবরীযী সংক্ষিপ্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করে হাদীসটির উৎস নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ যে গ্রন্থ থেকে হাদীসটি নেওয়া হয়েছে, সেই গ্রন্থের লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে কোনো কোনো হাদীসের ব্যাপারে তিনি উৎস নির্দেশ করেননি। পূর্বে সংকলিত হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থটি সংকলন করা হয়। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি ইমাম ওলী উদ্দীন আত-তিবরীযী (রহ.)। পরবর্তীতে মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি হাদীসের সনদ বিচার-বিশ্লেষণ করে হাদীসের যথার্থ অবস্থান নিরূপণ করেছেন।

ঘ. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.)-এর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ 'আল-জামিউস সগীর'

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) ৮৪৯ হিজরী সনে মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতীর অবদান অসামান্য। তিনি হাদীসের এক বিশাল সংকলন রচনা করেন। যার নাম রাখেন, 'আল-জামিউল কবীর' বা 'জামউল জামি'। কিন্তু সংকলনটির কলেবর বড়ো হওয়ায় পাঠকদের জন্য অধ্যয়ন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে ইমাম সুয়ূতী (রহ.)-এর কলেবর সংক্ষেপণ করে আরেকটি সংকলন তৈরি করেন। যার নাম 'আল-জামিউস সগীর মিন আহাদীসিল বশীর আন-নযীর'। তবে এ সংকলনটি সম্পন্ন করার পর তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেন যে, এ থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বাদ পড়ে গেছে। আর এ কারণে বাদ পড়ে যাওয়া হাদীসগুলো নিয়ে একই পদ্ধতিতে তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম রাখেন 'আয-যিয়াদাতু 'আলাল জামিঈস সগীর'।

'আল-জামিউস সগীর' গ্রন্থে ১৪,৭০০টি হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পূর্বে সংকলিত বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত সনদে আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। যদিও পরবর্তীতে অনেক মুহাদ্দিস হাদীসগুলোর উৎস ও সনদ যাচাই-বাছাই করে এর যথার্থ অবস্থান নির্ণয় করেছেন।

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের সাধারণ নীতিমালা

মুহাদ্দিসগণ মনে করেন– সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে সনদ ও মতন উভয়ই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। আর সে কারণেই মুহাদ্দিসগণ গভীর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সনদ ও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগ্রাহ্য কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

ক. সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতিমালা

সনদের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণ রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীর 'আদালত গুণসম্পন্ন হওয়া এবং যবত বা পূর্ণ ধারণ ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। সেইসাথে প্রত্যেক রাবী অবিচ্ছিন্নভাবে উর্ধ্বতন রাবী থেকে হাদীস শুনবেন এবং এভাবে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছাবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন হতে হবে। তাছাড়া মতবিরোধপূর্ণ বক্তব্যের ক্ষেত্রে অধিকতর সেকাহ বা বিশ্বস্ত রাবীর বক্তব্যকে সহীহ বলে গ্রহণ করা হবে বলে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন।

মূলত সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতিমালা হিসেবে মুহাদ্দিসগণ রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন ও জীবন চরিত্রের নানাদিক অতি সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করার এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন– রাবী কী ধরনের মন-মস্তিষ্কের মানুষ, রাবীর চারিত্রিক দোষ-গুণ কেমন, ইসলাম সম্পর্কে রাবীর জ্ঞান কতটুকু, রাবীর উপলব্ধি ও বোধশক্তি কতটুকু প্রখর ও উন্নত, স্মরণশক্তি ও প্রতিভা কেমন, রাবীর আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-গবেষণা ও মতবাদ নির্ভুল কি না, রাবীর সব কর্মকাণ্ড ইসলামী বিধান মোতাবিক পরিচালিত হয়েছে কি না, রাবী সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নাকি বিকার বা ব্যাধিগ্রস্ত, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা রাবীর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য কি না, কখনও মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল কি না, রাবী সৎ চরিত্রবান কি না, চরিত্রহীনতা তাকে কখনও স্পর্শ করেছে কি না, রাবী কোথায় এবং কার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও শিক্ষা করেছেন, রাবী সত্যিই কি ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীস গ্রহণ করেছিলেন, রাবীর তখন বয়স কত ছিল, কোথায়, কীভাবে, কখন তিনি হাদীস শিখলেন। রাবীর জীবন ও জীবনাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ নানাবিধ বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মুহাদ্দিসগণ সনদগত বিশুদ্ধতা নিরূপণের এক নিখুঁত নীতিমালা অনুসরণ করেন। কিছুটা ভিন্নতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া উপরিউক্ত নীতিমালার আলোকে সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মুহাদ্দিসগণ সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও এর সংকলন রচনা করেন।

খ. মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতিমালা

সনদ বিচার-বিশ্লেষণের পাশাপাশি হাদীসের মতন বা মূল বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মুহাদ্দিসগণ বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা নিম্নরূপ–

১. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় কখনো কুরআনের স্পষ্ট অর্থের বিপরীত হবে না।
২. হাদীসের মতন বা বক্তব্য মুতাওয়াতির সুন্নাহ বা প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত হবে না।
৩. হাদীসের মতন বা বক্তব্য শরী'আতের কোনো সুস্পষ্ট উসূল বা নীতির বিপরীত হবে না।

৪. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি বা আকল পরিপন্থি হবে না।
৫. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় রসূল (স.)-এর যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থি হবে না।
৬. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞান ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম-নীতির পরিপন্থি হবে না।
৭. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থি হবে না।
৮. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় চিকিৎসা বিষয়ে স্বাভাবিকতার পরিপন্থি হবে না।
৯. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় এমন কোনো নোংরা বা নিকৃষ্টতার দিকে আহবানমূলক হবে না, যা থেকে দুনিয়ার সব মত-পথের মানুষ নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করে।
১০. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিফাত বা গুণাবলিতে বিশ্বাসের মূলনীতির যৌক্তিকতার পরিপন্থি হবে না।
১১. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সৃষ্টি জগত ও মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাহ তথা রীতি-পদ্ধতির (বিজ্ঞান) পরিপন্থি হবে না।
১২. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় এমন নির্বুদ্ধিতা ও স্থুল-ভাবসম্পন্ন হবে না, যা থেকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানুষ পরিচ্ছন্ন থাকে।
১৩. হাদীসের ভাষা এমন দুর্বল হবে না যে, তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ আরবী ভাষীর মুখের ভাষা বলে মনে হয় না।
১৪. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় ছোট্ট একটা আমলের জন্য বিরাট সাওয়াব বা প্রতিদানের কথা সম্বলিত অথবা সামান্য একটা অপরাধের জন্য চরম শাস্তির ভাবপূর্ণ হবে না।
১৫. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় বাস্তব অভিজ্ঞতার (সত্য উদাহরণ) বিপরীত হবে না।
১৬. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় বা বর্ণনা অতিরঞ্জিত হবে না।
১৭. কুরআনের বিশেষ বিশেষ সুরার বিশেষ বিশেষ ফজীলত সম্পর্কীয় বর্ণনা হাদীস হতে পারে না।[১২৫]

মুহাদ্দিসগণের মতে, সনদ ও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরিউক্ত নীতিমালা অনুযায়ী সনদ ও মতন উভয়ই যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ করাই হবে নীতিসিদ্ধ কাজ। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতিমালাসহ হাদীস বিজ্ঞানের মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞান (উলূমুল হাদীস) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। আর এ জ্ঞানের আলোকে তৎকালীন মুহাদ্দিসগণ সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলন রচনা করেন। কিন্তু তৎসময়ে মতন বিচার বিশ্লেষণের নীতিমালা ছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও আংশিক। এ নীতিমালা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের গবেষণার মাধ্যমে। অতএব বলা যায় যে– মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপক নীতিমালা সামনে রেখে সনদ ও মতন সমগুরুত্ব দিয়ে যাচাই-বাছাই করে কোনো হাদীসের সংকলন রচিত হয়নি। আর এমনটি কেউ দাবীও করেননি।

---

১২৫. ড. সালাহুদ্দীন ইবন আহমদ আদলাভী, *মানহাজু নাকদিল মাতান 'ইনদা উলামাইল হাদীস* (বৈরুত : দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১০৬।

সহীহ হাদীসের সংজ্ঞার আলোকে সহীহ হাদীস নিরূপণের নীতিমালা

সহীহ হাদীসের সংজ্ঞায় আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) বলেন–

اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَ لَا عِلَّةٍ.

“যে হাদীস ধারাবাহিকসূত্রে বর্ণিত (সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিকভাবে উল্লিখিত), বর্ণনাকারীরা সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত বা সিকাহ, তাঁদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যা শায ও মু'আল্লাল নয় তাকেই সহীহ হাদীস বলে।”[১২৬]

ইমাম নাববী (রহ.) সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–

الصَّحِيْحُ فَهُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلةٍ فَهَذَا مُتَفَقٌ عَلَى أَنَهُ صَحِيْح .

“সহীহ হাদীস ঐ হাদীসকে বলে, যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারীদের সংযোজনে পরম্পরা পূর্ণ এবং যা শাজ ও মু'আল্লাল নয়। আর এইগুলোর ব্যাপারে একমত হলেই কেবল সেই হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে।”[১২৭]

ড. মাহমূদ আত-তহ্হান বলেন–

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ .

“যে হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন, যে হাদীসের রাবী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, ধী-শক্তিধর এবং যা শায নয়, মু'আল্লালও নয়, তাই সহীহ হাদীস।”[১২৮]

ইবনুস সালাহ বলেন–

اَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلصَّحِيحُ فَهُوَ اَلْحَدِيثُ اَلْمُسْنَدُ اَلَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ عَنْ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ, وَلَا يَكُونَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا

“সহীহ হাদীস হলো সে হাদীস যার বর্ণনাসূত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে (কোনো স্তরে ছেদ ছাড়া রসূল স. পর্যন্ত পৌঁছেছে), রাবীগণ পূর্ণ ‘আদালাত’ ও ‘যব্ত’ গুণ সম্পন্ন এবং ‘শায’ ও ‘মুয়াল্লাল’ হবে না।”[১২৯]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, একটি হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যে পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হওয়া অপরিহার্য।

---

১২৬. আস-সুয়ূতী, আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর, *তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নবভী* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৬৩।

১২৭. ইমাম আন-নববী, আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন শারফ, *শারহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরবী, ১৩৯২ হি.), খ. ১, পৃ. ২৮।

১২৮. ড. মাহমূদ আত-তহহান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস* (করাচী : কাদিমী কুতুবখানা), পৃ. ৩৩

১২৯. আবূ আমর উসমান ইবন আব্দুর রহমান (ইবনুস সালাহ), *মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ* (মাকতাবাতুল ফারাবী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৯; আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *তামামুল মিন্নাহ ফী তা'লীকি 'আলা ফিকহিস সুন্নাহ* (আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৯ হি.), পৃ. ১৫।

১. ইত্তিসালুস সনদ (সনদ মুত্তাসিল হওয়া)

সনদের প্রথম থেকে শেষ অবধি কোনো স্তর হতে কোনো রাবী বাদ না পড়া এবং প্রত্যেক রাবী তাঁর ওপরস্থ রাবী হতে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করা।[১৩০] যদি সনদের কোনো স্তরে এমন বর্ণনাকারী থাকেন, যিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন শায়খ হতে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেননি, তাহলে এরূপ সনদে বর্ণিত হাদীস সহীহ হাদীস বলে গণ্য হবে না।

২. 'আদালাতুর রুওয়াত (বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা)

এর মাধ্যমে সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীদের স্বীকৃত গুণাবলির অধিকারী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলিম, সহীহ আকীদার অধিকারী, আদালত বা সাধুতা এবং ন্যায়-নিষ্ঠা ও ধর্মভীরুতার গুণে গুণান্বিত হওয়া। কোনো অবস্থাতেই বর্ণনাকারীকে শিরক, বিদ'আত এবং ফিসকী কাজে লিপ্ত হওয়া চলবে না। সেই সাথে নীচ প্রকৃতি, রুচিহীনতা এবং এ জাতীয় সর্ব প্রকার ঘৃণ্য কাজ ও জঘণ্যভাব হতে তাঁকে দূরে থাকতে হবে।[১৩১]

৩. যবতুর রুওয়াত (বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তি)

প্রত্যেক রাবীকেই তাম্মুয যবত (تَامُّ الضَّبْطِ) তথা পূর্ণমাত্রায় প্রখর স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। তাম্মুয যবত (تَامُّ الضَّبْطِ) আবার দু'প্রকার–

ক. যবতুল হিফয (স্মৃতিপটে পূর্ণ সংরক্ষণ) : বিবরণগুলোকে এমন সতর্কতার সাথে স্মরণ করে রাখার পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে প্রয়োজনবোধে তিনি পূর্ণ বিবরণটা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারেন।

খ. যবতুল কিতাবাহ (লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ) : হাদীস শ্রবণের সময় নিজ দায়িত্বে এমন সতর্কতা ও যোগ্যতার সাথে সেগুলোকে লিখে রাখা, যেন বর্ণনা করার সময় কোনো প্রকার ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হওয়ার কোনো সংশয়-সন্দেহ না থাকে এবং রাবী যেন এ আমানত অবিকৃতভাবে অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারেন।[১৩২]

৪. গাইরু মু'আল্লাল (বর্ণনাটি মু'আল্লাল না হওয়া)

মু'আল্লাল বলা হয় এমন হাদীসকে, যার সনদে প্রকাশ্য কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্ট হয় না কিন্তু তাতে এমন কিছু সূক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে যা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ছাড়া অন্যেরা অনুধাবন করতে পারেন না। যেমন কোনো হাদীসের বর্ণিত বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সাহাবীর উক্তি (মাওকূফ) কিন্তু পরবর্তী রাবী ভুলক্রমে বা অন্য কোনো কারণে তা রসূলুল্লাহ (স.)-এর উক্তি বলে চালিয়ে দেওয়া।[১৩৩]

---

১৩০. ড. মাহমূদ আত-তহহান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ৩৩; ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৩০।

১৩১. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৩১।

১৩২. মুহাম্মাদ আদীব সালিহ, *লামহাত ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১১৩।

১৩৩. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী* (মিসর : মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, তাবি), পৃ. ১৬১।

৫. গাইরু শুযূয (রিওয়ায়াত শায না হওয়া)

রাবীর বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য (মতন) অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের বিপরীতে না হওয়া।[১৩৪]

সহীহ হাদীস নিরূপণে মুহাদ্দিসগণ উপরিউক্ত যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, একটু চিন্তা করলেই এটি পরিষ্কার হয় যে, এর সব কয়টি শর্ত হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী তথা সনদের সাথে সম্পৃক্ত। হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার শর্ত এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং এ কথা পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে– সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ করা হয়েছে মূলত সনদকেন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যদিও সনদকেন্দ্রিক এ বিচার-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কেবল সনদের বিশুদ্ধতা নিরূপণ নয়। বরং হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ কি না-তা নিরূপণই এর মূল উদ্দেশ্য। অতএব সনদকেন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের পাশাপাশি মতনকেন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণও সমগুরুত্বের দাবীদার।

হাদীসের বিভিন্ন পরিচয়, পরিভাষা ও শ্রেণিবিন্যাস সনদকেন্দ্রিক

সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ প্রক্রিয়া যে সনদনির্ভর, তা হাদীসের বিভিন্ন পরিচয়, পরিভাষা ও শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করলে অধিকতর স্পষ্ট হয়। কেননা হাদীসের নানাবিধ পরিচয়, পরিভাষা ও শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ করা হয়েছে, মূলত হাদীসের সনদ বা বর্ণনাক্রমের নানাদিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এ বিন্যাসগুলো হলো–

১. সনদের শেষ স্তর বিচারে হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস

সনদের শেষ স্তর বিচারে হাদীসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

ক. মারফূ'

খ. মাওকূফ

গ. মাকতূ'।

মারফূ' বলা হয় সে হাদীসকে যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনা ধারা রসূল (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে[১৩৫] মাওকূফ বলা হয় সে হাদীসকে যে হাদীসের সনদ কোনো সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে আর মাকতূ' হাদীস হলো সে হাদীস যে হাদীসের সনদ কোনো তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১৩৬] এটি পরিষ্কার যে, এসব হাদীসের পরিচয় নির্ণয়ে সনদের শেষ স্তর তথা সনদের একটি দিক বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

---

১৩৪. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৩৪।

১৩৫. ড. মাহমূদ আত-তহহান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ১২৭; জামাল উদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়াইদুত তাহদীস ফী ফুনুনি মুসতালাহিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৩৯৯ হিজরী), পৃ. ১০৪।

১৩৬. শীহাবুদ্দিন আস-সারোয়ার্দী, *আল-লামহাত*, পৃ. ২২৩।

২. রাবী বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক থেকে হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস

রাবী বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক থেকে হাদীসকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মুতাওয়াতির ও খবরে আহাদ। মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যার প্রতি স্তরে অনেক বর্ণনাকারী আছে।[১৩৭] আর খবরে আহাদ হলো সে হাদীস যেসব হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছায়নি।[১৩৮] খবরে আহাদ তিন প্রকার। যথা–

ক. মাশহুর
খ. আযীয
গ. গরীব।

মাশহুর বলা হয় সে হাদীসকে যে হাদীসের কোনো যুগে বর্ণনাকারী তিনজন[১৩৯], আযীয বলা হয় সে হাদীসকে যে হাদীসের কোনো স্তরে বর্ণনাকারী দু'জন।[১৪০] আর গরীব বলা হয় সে হাদীসকে যে হাদীসের কোনো যুগে বর্ণনাকারী একজন।[১৪১]

উপরিউক্ত হাদীসসমূহের পরিচয় নির্ধারণে রাবীদের সংখ্যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। আর যেহেতু মুতাওয়াতির হাদীসের রাবীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে অনেক, সেহেতু মুতাওয়াতির হাদীসকে নির্ভুল বলে গণ্য করা হয়। কারণ তৎকালীন যুগে নানাবিধ অঞ্চলের এত অধিক সংখ্যক মানুষের কোনো একটি ভুল বা মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব।

আর খবরে আহাদ হাদীসের রাবীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদীসের তুলনায় কম। সুতরাং খবরে আহাদ হাদীস নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির হাদীসের তুলনায় কম হবে- এটিই স্বাভাবিক। তবে খবরে আহাদ হাদীসের সনদে উল্লিখিত রাবীদের অবস্থান নিরীক্ষণ করে মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীসের মান তথা সহীহ বা দ'ঈফ নির্ণয় করেছেন। অতএব বলা যায় যে– সংখ্যারভিত্তিতে এসব হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ এবং রাবীদের অবস্থান বিশ্লেষণ করে হাদীসের মান তথা সহীহ বা দ'ঈফ নিরূপণ মূলত সনদকেন্দ্রিক কাজ।

৩. সহীহ ও দ'ঈফ হিসেবে হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এবং অধিকাংশ প্রবীণ মুহাদ্দিসগণ প্রথমত– হাদীসকে সহীহ ও দ'ঈফ হিসেবে বিভাজন করেছেন। তবে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণেও মুহাদ্দিসগণ মূলত সনদের ওপর নির্ভর করেছেন। সহীহ ও দ'ঈফ হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করলে এ কথা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

---

১৩৭. মুফতী আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার* (ঢাকা : আল-বারাকাহ লাইব্রেরী)।
১৩৮. মুহাম্মাদ আদীব সালেহ, *লামহাত ফী উসূলিল হাদীস*, পৃ. ৯৩।
১৩৯. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৮৩; শীহাবুদ্দিন আস-সারোয়ার্দী, *আল-লামহাত*, পৃ. ৯৪।
১৪০. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৮।
১৪১. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৮৩।

ক. সহীহ হাদীস

যে হাদীস ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত, সনদের প্রত্যেক স্তরের রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম সঠিকভাবে বিধৃত, বর্ণনাকারীরা সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত বা সিকাহ, তাঁদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যেটি শায ও মুয়াল্লাল নয় সেটিই সহীহ হাদীস।[১৪২] সহীহ হাদীসকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সহীহ লিযাতিহী ও সহীহ লিগাইরিহী। যে হাদীস পূর্ণ ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত, বর্ণনাকারীরা সব দিক থেকে বিশ্বস্ত ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন এবং যা মু'আল্লাল ও শায নয়, তাই সহীহ লিযাতিহী।[১৪৩] আর যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে স্মরণশক্তির কিছুটা স্বল্পতা রয়েছে, তবে এ স্বল্পতা অধিক বর্ণনা এবং অন্যান্য উপায়ে তা পূর্ণ হয়ে যায়, এরূপ হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলে।[১৪৪]

খ. হাসান হাদীস

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের মানগত অবস্থান নির্ণয়ে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীসের মাঝখানে হাদীসের আরেকটি শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। আর তা হলো হাসান হাদীস। হাসান হাদীস হলো সে হাদীস, যে হাদীসে সহীহ হাদীসের সব শর্ত বিদ্যমান, তবে বর্ণনাকারীর মাঝে (تَامُّ الضَّبْطِ) তথা পূর্ণ মাত্রায় স্মৃতিশক্তির কিছুটা অভাব রয়েছে এবং সে অভাব দূর করার অন্য কোনো পন্থা থাকে না।[১৪৫] ইমাম খাত্তাবী বলেন, হাসান হাদীস ঐ হাদীসকে বলে যার নির্গমন স্থল সুপরিচিত, বর্ণনাকারীরা প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ হাদীস এর ওপরই নির্ভরশীল। অধিকাংশ আলিম একে গ্রহণ করেন এবং ফকীহরা এর প্রয়োগ করে থাকেন।[১৪৬] হাসান হাদীস আবার দু'ভাগে বিভক্ত। হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগাইরিহী। যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর মাঝে স্মৃতিশক্তি কিছুটা কম, আর এ স্বল্পতা দূর করার কোনো পন্থা নেই; এরূপ হাদীস হাসান লিযাতিহী।[১৪৭] আর হাসান লিগাইরিহী হলো ঐ দ'ঈফ হাদীস যে দ'ঈফ হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়, ফলে বর্জনের স্তর হতে গ্রহণের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়।[১৪৮] একটু চিন্তা করলেই এটি পরিষ্কার হয় যে, উপরিউক্ত হাদীসসমূহের পরিচয় নির্ধারণে মাপকাঠি হিসেবে মূলত সনদের নানাদিক ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণ যে সনদের ওপর নির্ভর করেছেন- এ কথা সহজেই বলা যায়।

---

১৪২. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; ইবনু কাসীর, *আল-বা'ইসুল হাসীস ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস* (পাকিস্তান : মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৩ হি./ ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৬।

১৪৩. ড. মাহমূদ আত-তহহান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ৪৪-৪৫।

১৪৪. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৩৬।

১৪৫. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, পৃ. ১৫৩।

১৪৬. আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

১৪৭. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *নুযহাতুন নযর শরহি নুখবাতিল ফিকর* (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানভী, তাবি), পৃ. ৩৪।

১৪৮. শায়খ আলিয়াভী, *চার পাঁচ শো হিজরীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উসূলুল হাদীস* (কলকাতা : কওমী প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১২৮।

গ. দ'ঈফ হাদীস

যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ (আংশিক বা পূর্ণ মাত্রায়) অনুপস্থিত, তাকেই দ'ঈফ হাদীস বলে।[১৪৯] যে হাদীসে যত অধিক সংখ্যক শর্তের অভাব হবে, সে হাদীস তত অধিক পরিমাণে দ'ঈফ বলে গণ্য হবে। দ'ঈফ হাদীস বহুভাগে বিভক্ত। ইবনে হিব্বান ৪৯ ভাগে আর হাফিয আল-ইরাকী দ'ঈফ হাদীসকে ৪২ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন।[১৫০] নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েক প্রকার দ'ঈফ হাদীসের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

মুরসাল হাদীস : যে হাদীসের সনদে সাহাবীর নাম বাদ পড়ে গিয়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।[১৫১] এতে সহীহ হাদীসের প্রথম শর্ত 'ইত্তিসালুস সনদ' (রাবীদের বর্ণনা পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন হওয়া) অনুপস্থিত। সহীহ হাদীস নিরূপণে এরূপ অবস্থা দোষণীয়।

মুনকাতি' হাদীস : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, এর সনদের মধ্যে কোনো স্তরে একজন রাবী বা বিভিন্ন স্তরে একাধিক রাবী বাদ পড়েছে, এরূপ হাদীসকে মুনকাতি' হাদীস বলে।[১৫২] এরূপ হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে দ'ঈফ। কারণ বাদ পড়ে যাওয়া বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

মু'দাল হাদীস : সনদের যেকোনো স্তর হতে পর পর দু'জন রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়াকে মু'দাল হাদীস বলে।[১৫৩]

মুদাল্লাস হাদীস : ড. মাহমূদ আত-তহ্হান বলেন, যে হাদীসের সনদের দোষ গোপন রাখা হয়েছে এবং বাহ্যিক দিকটিকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে-এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস বলে।[১৫৪]

কেউ কেউ বলেন, মুদাল্লাস হাদীস হলো সে হাদীস যে হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী যে শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর নাম উহ্য রেখে ঊর্ধ্বতন কোনো শায়খের নাম উল্লেখ করে এমন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, যা দিয়ে হাদীস শ্রবণ করার ধারণা করা যায়। তবে মিথ্যার ধারণা উদ্ভূত হয় না।

---

১৪৯. মুহাম্মাদ আদীব সালেহ, *লামহাত ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৯২।

১৫০. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নববী*, পৃ. ১৭৯।

১৫১. هُوَ مَا سَقَطَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ -হাকিম আন-নিশাপুরী, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস* (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১ম সং, ১৪০৯ হি/১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ২৫।

১৫২. اَلْمُنْقَطِعُ هُوَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ انْقِطَاعُهُ - মুহাম্মাদ আদীব সালেহ, *লামহাত ফী উসূলিল হাদীস*, পৃ. ২৩৫।

১৫৩. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৫৮।

১৫৪. ড. মাহমূদ আত-তহ্হান, *তাইসীরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ৭৭৮।

মুদত্বারিব হাদীস : কোনো হাদীস যদি এক বা একাধিক বর্ণনাকারী হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হয় এবং ঐগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তবে এরূপ হাদীসকে মুদতারিব হাদীস বলে।[১৫৫] এরূপ ইযতিরাব বা গোলযোগ হাদীসের সনদ বা মতন কিংবা উভয় ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে সনদে বেশি হয়ে থাকে। যবত বা স্মরণশক্তির অনুপস্থিতির কারণে এ ধরনের ইযতিরাব হয়। আর এ কারণে এ ধরনের হাদীস দ'ঈফ হাদীস বলে পরিচিত।

মাক্লূব হাদীস : হাদীসের সনদ কিংবা মতনের মধ্যে এক শব্দকে অন্য শব্দের মাধ্যমে পরিবর্তন করা কিংবা অগ্র-পশ্চাত করাকে মাকলূব হাদীস বলে।[১৫৬] ড. সুবহী সালিহ বলেন, যে হাদীসের সনদ ও মতনে কোনো শব্দ বা ব্যক্তির নাম, বংশ পরিবর্তন করা হয়েছে কিংবা যা পরে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল, বর্ণনাকারী তা পূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং যা পূর্বে উল্লেখ করা দরকার ছিল, তা পরে উল্লেখ করেছেন, এরূপ হাদীসকে মাকলূব হাদীস বলে।[১৫৭] সনদ ও মতনে পরিবর্তন করা মারাত্মক অপরাধ। এরূপ হাদীস পরিত্যাজ্য।

মুদরাজ হাদীস : হাদীসের সনদের ধরনকে পরিবর্তন করা কিংবা ব্যবধান ছাড়াই মতনে কিছু শব্দ সংযোজন করাকে মুদরাজ বলে।[১৫৮] হাদীসের মতনে এমন কিছু শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া, যা শ্রোতা শুনলে হাদীসের অংশ বলে মনে করবে, এরূপ হাদীসকে মুদরাজ বলে।

মুনকার হাদীস : কোনো দ'ঈফ রাবীর বর্ণিত হাদীস যদি সিকাহ রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হয়, তবে তাকে মুনকার হাদীস বলে।[১৫৯]
ইবনে হাজার আল আসকালানী বলেন, যে হাদীসে এমন রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি অধিক অমনোযোগী এবং যার ফাসিকী প্রকাশিত হয়েছে কিংবা স্মৃতিশক্তি অধিক মাত্রায় লোপ পেয়েছে, এরূপ হাদীসকে মুনকার হাদীস বলে।[১৬০]

মাতরূক হাদীস : যে হাদীসের রাবী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নয় বরং কথা-বার্তায় মিথ্যাবাদী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক তথা পরিত্যাজ্য হাদীস বলা হয়।[১৬১]
ড. মাহমূদ আত-ত্বহ্হান বলেন, যে হাদীসের সনদে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, সে হাদীসকে মাতরূক বলে।[১৬২]

---

১৫৫. মুহাম্মাদ আদীব সালেহ, *লামহাত ফী উসূলিল হাদীস*, পৃ. ২৪৭; ড. মাহমূদ আত-তহ্হান, *তাইসীরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ১১১।

১৫৬. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীস আন-নববী*, পৃ. ২৬৫। পৃ. ১৯১।

১৫৭. *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসত্বলাহুহু*, পৃ. ১৯১।

১৫৮. ড. মাহমূদ আত-তহ্হান, *তাইসীরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ১০৩।

১৫৯. শায়খ আলিয়াভী, *উসূলুল হাদীস*, পৃ. ১২৪; ড. মাহমূদ আত-তহ্হান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ৯৫।

১৬০. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *শরহু নুখবাতিল ফিকর*, পৃ. ৪৭।

১৬১. মুহাম্মাদ আদীব সালেহ, *লামহাত ফী উসূলিল হাদীস*, পৃ. ২৬৩-২৬৪।

মওদূ' বা বানোয়াট হাদীস

মিথ্যা হাদীস তৈরি করে তা রসূলুল্লাহ (স.)-এর নামে চালিয়ে দেওয়াকে মওদূ' বা বানোয়াট হাদীস বলে।[১৬৩]

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী বলেন, যে রাবী মিথ্যা বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত, তার বর্ণিত হাদীসকেই মওদূ' বা বানোয়াট হাদীস বলে।[১৬৪]

মূলত মওদূ' বা বানোয়াট হাদীস কোনো হাদীসই নয়। এটি মহানবীর নামে চালিয়ে দেওয়া এক মিথ্যা বা জাল বক্তব্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে– হাদীসের বিভিন্ন পরিচয়, পরিভাষা ও শ্রেণিবিন্যাস মূলত সনদকেন্দ্রিক। সনদকে নানাদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে হাদীসের নানাবিধ পরিচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সনদ তথা রাবীদের দোষ-গুণ বিচার-বিশ্লেষণ করে সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে– সনদে উল্লিখিত রাবীর গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সনদের বিশুদ্ধতা নিরূপণের মূল উদ্দেশ্য হলো, হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সহীহ কি না-তা নির্ণয় করা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাদীসের নানাবিধ পরিচয় নির্ধারণ এবং সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ে হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়কে বিবেচনায় আনা হয়নি। যদিও হাদীসের মতনে শব্দগত পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হলে সে হাদীসকে মাকলূব এবং কোনো হাদীসের মতনে কোনো রাবীর নিজস্ব কথা সংযোজন হলে বা হাদীসের অংশ নয় এমন অংশ মতন হিসেবে সংযোজন হলে তাকে মুদরাজ হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাদীসের মতনে শব্দগত এরূপ পরিবর্তন এবং হাদীসের অংশ নয় এমন বক্তব্যকে মতন হিসেবে সংযোজন বা কোনো রাবীর নিজস্ব কথাকে হাদীসের মতনে সংযোজন-এরূপ দোষণীয় বিষয় চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে মুহাদ্দিসগণের হাদীসের মতনকেন্দ্রিক একটি সূক্ষ্ম কাজ। তবে একথা সত্য যে, মুহাদ্দিসগণের মতনকেন্দ্রিক এ সূক্ষ্ম কাজ সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে সব হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণের প্রমাণ বহন করে না।

---

১৬২. ড. মাহমূদ আত-তহ্হান, *তাইসীরু মুসত্বলাহিল হাদীস*, পৃ. ৯৩।

১৬৩. কাওয়ায়েদুত তাহদীস, পৃ. ১৫।

১৬৪. ইবন হাজার আল-আসকালানী, শরহু নুখবাতিল ফিকর, পৃ. ৫৬।

‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’ রচনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা

যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ :

১. হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ইতিহাস, হাদীস-বিজ্ঞানের মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞান, হাদীসের নানাবিধ পরিভাষা ও শ্রেণিবিন্যাস এবং সহীহ-দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত পদ্ধতি ও নীতিমালা অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণে কেবল সনদের ওপর নির্ভর করেছেন। ফলে সিংহভাগ হাদীসের মানগত অবস্থান তথা সহীহ বা দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় করা হয়েছে সনদকেন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অতএব সনদের পাশাপাশি প্রতিটি হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় মুহাদ্দিসগণের প্রণীত বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয় তথা ‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’ রচনার বৃহৎ একটি গবেষণার দুয়ার খোলা রয়েছে। আর এ ধরনের হাদীস সংকলন রচনা গোটা মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত গভীরের একটি আবেদনও বটে। সুতরাং ইলমে হাদীসের এ খোলা জায়গায় জ্ঞানগত বিচরণ এবং মুসলিম উম্মাহর আবেদন পূরণে ‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’ রচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

২. ‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’ রচিত হলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান হাদীসকেন্দ্রিক মতপার্থক্য অনেক কমে আসবে। ফলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

৩. মুসলিম জাতি সহীহ হাদীসের জ্ঞানার্জন ও তার ওপর নিজেদের ‘আমল সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। ‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’ রচিত হলে মুসলমানদের সে চাহিদা পূরণ হবে এবং সঠিক হাদীসের ওপর মুসলিম উম্মাহর ‘আমল প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

৪. সময়ের ব্যবধান ও বিবর্তনে কোনো হাদীস যেন হারিয়ে না যায় বা কোনো ষড়যন্ত্রকারী হীন মানসিকতায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হাদীস নয় এমন কোনো বিষয়কে যেন হাদীস হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রচার-প্রসার ও প্রচলন করতে না পারে কিংবা হাদীসের জ্ঞানগত অভাবের কারণে মুসলিম উম্মাহর জীবনাচরণে যেন কোনো ভুল হাদীসের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সে জন্য সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নির্ণয়ের জ্ঞানার্জন ও এ বিষয়ক গবেষণা অব্যাহত রাখা মুহাদ্দিসগণের মতে নীতিসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কাজ।

৫. ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিদ'আতপন্থিদের বিভ্রান্তিকর তথ্যের অপনোদনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৬. ‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’ প্রকাশিত হলে মুসলিম উম্মাহর কাছে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ইসলামের যৌক্তিকতা ও চিরন্তন বিধান প্রমাণে সহায়ক হবে।

সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. 'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'-এর প্রথম খণ্ডের শুরুতেই প্রারম্ভিকা শিরোনামে সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা, সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনের ইতিহাস, সহীহ ও দ'ঈফ হাদীস নিরূপণ পদ্ধতি ও নীতিমালা এবং হাদীসবিজ্ঞানের নানাবিধ মৌলিক বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

২. 'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'-এর প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিষয়ভিত্তিক সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

৩. প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর ওপর প্রথমে আকলের বক্তব্য, তারপর আল কুরআনের আয়াত, প্রয়োজন মতো আয়াতের ব্যাখ্যা এবং শেষে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ, ব্যাখ্যা বা সম্মিলিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যের এ ধরনের ক্রমিক নির্ধারণের কারণ হলো–

   ক. আকল (বিবেক/Common sense) হলো আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারওয়ান। বাড়িতে অপরিচিত লোক আসলে প্রথমে দারোয়ান আটকায়/জিজ্ঞাসাবাদ করে। মালিক নয়। এ বিষয়ের কুরআন ও হাদীসের তথ্য গ্রন্থের যথাস্থানে পাওয়া যাবে।

   খ. কুরআন তথা আল্লাহ তা'য়ালা হলেন ইসলামের ঘরের মালিক।

   গ. সুন্নাহ (হাদীস) তথা রসূল (স.) হলেন আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।

৪. প্রতিটি হাদীসের তথ্য সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে হাদীসের মূলগ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশনার সন ও হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে পাঠক ও গবেষক সহজেই হাদীসটির মূলসূত্র খুঁজে পান এবং গবেষণাকর্মে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

৫. এ সংকলনে সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম গ্রন্থে উল্লেখ থাকা হাদীসকে সনদ সহীহ হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসগুলোর সনদের ব্যাপারে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণের তাখরীজকে অনুসরণ করে সহীহ হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে হাদীসের সনদের সঠিকত্বের বিষয়ে মুতাকাদ্দেমীন (পূর্ববর্তী) ও মুতাআখ্খেরীন (পরবর্তী) কোনো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস দ্বিমত করেছেন সে হাদীস গ্রহণ করা হয়নি। তবে এরূপ হাদীস অনিবার্য কারণে কোনো জায়গায় উল্লেখ করা হয়ে থাকলে ইলমী আমানতের সাথে তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৬. প্রতিটি হাদীসের আরবী অংশটুকু পূর্ণাঙ্গ সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. প্রতিটি হাদীসের বাংলা অনুবাদে সনদকে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হাদীসের মূল গ্রন্থকার যে রাবী বা বর্ণনাকারীর কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন শুধু তার

নাম, বর্ণনাধারায় তার অবস্থানের ক্রমিক নম্বর এবং সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন হারব (রহ) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : ... ...।

৮. একাধিক বিষয় সম্বলিত বড়ো হাদীসের যে অংশটুকু পরিচ্ছেদের বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সে অংশকে বোল্ড করা হয়েছে।

৯. যে হাদীসে একাধিক বিষয়ের তথ্য আছে সে হাদীসকে একাধিক পরিচ্ছেদ বা উপ-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. 'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'-এ উল্লিখিত কিছু কিছু হাদীসের নম্বর ও তাখরীজের তথ্যসূত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বসমাদৃত 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ'-এ অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন কিতাব ব্যবহার করা হয়েছে।

১১. 'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'-এর প্রথম খণ্ড থেকে নিয়ে শেষ খণ্ড পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ইলম, ঈমান, আখিরাত, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, নবী-রসূল (স.) প্রেরণের উদ্দেশ্য, ইবাদত, মু'আমালাত ও আখলাকসহ ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসগুলোর সংকলন করা হবে।

১২. এটি একটি বৃহৎ সংকলন। অতএব প্রয়োজনীয় সংখ্যক খণ্ডের মাধ্যমে এ সংকলনের কাজ পরিসমাপ্ত করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'-এ সংকলিত হাদীসসমূহের সনদ ও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনুসৃত নীতিমালা

ক. সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা

এ সংকলনে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে উল্লেখ থাকা হাদীসকে সনদ সহীহ হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ থেকেও সনদ সহীহ হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিটি হাদীসের সনদগত মান নির্ণয়ে মুতাকাদ্দেমীন (পূর্ববর্তী) ও মুতাআখ্খেরীন (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণের মতামতের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

খ. হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা

প্রতিটি হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মুহাদ্দিসগণের প্রণীত বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা [১৬৫] অনুসরণ করা হয়েছে। তবে এ সংকলনে প্রতিটি হাদীসের মতন বা বক্তব্য

---

১৬৫. হাদীসের মতন বা মূল বক্তব্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মুহাদ্দিসগণ বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। যেমন– হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় কখনো কুরআনের স্পষ্ট অর্থের বিপরীত হবে না, মুতাওয়াতির সুন্নাহ বা প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত হবে না, শরী'আতের কোনো সুস্পষ্ট উসূল বা নীতির বিপরীত হবে না, স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি বা আকল পরিপন্থি হবে না, রসূল

বিষয় যাচাই-বাছাইয়ে অন্যান্য মূলনীতির সাথে যে তিনটি মূলনীতিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ–

১. হাদীসের বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনো পরিপন্থি হবে না।

২. হাদীসের বক্তব্য সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনো পরিপন্থি হবে না।

৩. হাদীসের বক্তব্য সর্বসম্মত আকল (আকলে সালিম) বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সম্পূরক হবে, পরিপন্থি হবে না।

(স.)-এর যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থি হবে না, বিজ্ঞান ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম-নীতির পরিপন্থি হবে না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থি হবে না, চিকিৎসা বিষয়ে স্বাভাবিকতার পরিপন্থি হবে না, কোনো নোংরা বা নিকৃষ্টতার দিকে আহবানমূলক হবে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিফাত বা গুণাবলিতে বিশ্বাসের মূলনীতির যৌক্তিকতার পরিপন্থি হবে না, সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাহ তথা রীতি-পদ্ধতির পরিপন্থি হবে না, নির্বুদ্ধিতা ও স্থুল-ভাবসম্পন্ন হবে না, রাবী ইসলাম বিরোধী কোনো মত-পথে বিশ্বাসী হলে তিনি যে দিকে মানুষকে আহবান জানান, হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, ছোট্ট একটা আমলের জন্য বিরাট সাওয়াব বা প্রতিদানের কথা সম্বলিত অথবা সামান্য একটা অপরাধের জন্য চরম শাস্তির ভাবপূর্ণ হবে না, বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত হবে না, হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয় বা বর্ণনা অতিরঞ্জিত হবে না, কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরার বিশেষ বিশেষ ফজীলত সম্পর্কিত বক্তব্য হাদীস হতে পারে না এবং হাদীসের ভাষা এমন দুর্বল হবে না যে, তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ আরবী ভাষীর মুখের ভাষা বলে মনে হয় না। কেননা মহানবী (স.) বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন।

প্রথম অধ্যায় : জ্ঞান

পরিচ্ছেদ-১ : জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

উপ-পরিচ্ছেদ ১ : ‘কুরআন’ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা আল-বাকারা/২ : ২৬)
বর্তমানে কোনো কোম্পানি একটি যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির সাথে তার পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী একটি পুস্তিকা (Manual) দেয়। পুস্তিকাটিতে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির সকল মৌলিক বিষয় সরাসরি উল্লেখ থাকে এবং অমৌলিক বিষয় তেমন থাকে না। পুস্তিকাটি যেহেতু যন্ত্রটি উদ্ভাবনকারী সত্ত্বা (কোম্পানি) কর্তৃক লেখা, তাই তাতে কোনো ভুল বিষয় থাকে না।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠানোর সময়, মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী গ্রন্থ (কিতাব) সাথে পাঠাবেন এটিই স্বাভাবিক তথা আকলসম্মত। আর ঐ কিতাব যেহেতু মানুষের সৃষ্টিকর্তার পাঠানো, তাই এর সকল বক্তব্য নির্ভুল হবে- এটিও স্বাভাবিক। অন্যদিকে আল্লাহর কিতাব যেহেতু মানবজীবনের ম্যানুয়াল, তাই তাতে মানবজীবনের সকল মৌলিক বিষয় সরাসরি উল্লেখ থাকা এবং অমৌলিক বিষয় তেমন না থাকাও স্বাভাবিক। কুরআন হলো আল্লাহর পাঠানো কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ। তাই, আকল অনুযায়ী সহজে বলা যায়–

- কুরআন হলো জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল ও প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।
- কুরআনে মানবজীবনের সকল মৌলিক বিষয় সরাসরি উল্লেখ আছে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : আর এভাবে আমরা প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত রূহ (কিতাব)। (এর পূর্বে) তুমি জানতে না কিতাব ও ঈমান কী, কিন্তু আমরা একে বানিয়েছি

একটি আলো (জ্ঞানের আলো/উৎস) যা দিয়ে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় তুমি স্থায়ী পথে আহ্বান করছো।

(সুরা আশ-শূরা/৪২ : ৫২)

ব্যাখ্যা : একটি কাজ সম্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত 'ইচ্ছা' দু'ধরনের হতে পারে–

১. 'তাৎক্ষণিক (Instantaneous) ইচ্ছা'। এ ধরনের 'ইচ্ছা' করা হয় কাজ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্তে।
২. 'অতাৎক্ষণিক (Non-inistantaneous) ইচ্ছা'। এ ধরনের 'ইচ্ছা' করা হয় কাজ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে। আর এটি প্রয়োগ করা হয় প্রোগ্রামের (বিধি-বিধান, আইন-কানুন, দিক-নির্দেশনা, প্রাকৃতিক আইন, পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি) মাধ্যমে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। একটি কম্পিউটার। কম্পিউটার চালু বা বন্ধ করার বোতাম (On/Off Button) আছে। এক ব্যক্তি চায় কম্পিউটারটি চালু করতে। এ জন্যে সে বন্ধ করার বোতামে চাপ দিচ্ছে। এতে কম্পিউটারটি চালু হচ্ছে না। কার ইচ্ছায় এমনটি হচ্ছে? নিশ্চয় ঐ ব্যক্তির ইচ্ছায় নয়। কারণ, সেতো কম্পিউটারটি চালু করতে চায়। কম্পিউটারটি চালু হচ্ছে না সেটির প্রস্তুতকারী প্রকৌশলীর (Engineer) ইচ্ছায়। কিন্তু প্রকৌশলী তাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছাটি করছেন না। এটি হচ্ছে তার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অর্থাৎ তার পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা পরিচালনা পদ্ধতি বা প্রোগ্রামের (Program) কারণে। কম্পিউটার তৈরি করার সময় প্রকৌশলী ঐ প্রোগ্রাম কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করে নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করে রেখেছেন। তাই–

- কোনো ব্যক্তির সঠিক বোতামে চাপ দেওয়ার পর কম্পিউটার চালু হওয়ার অর্থ হচ্ছে– প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা এবং ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা মিলে কম্পিউটারটি চালু হওয়া।
- কোনো ব্যক্তির ভুল বোতামে চাপ দেওয়ার পর কম্পিউটারটি চালু না হওয়ার অর্থ হচ্ছে– প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী না হওয়ার কারণে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা বাস্তবায়িত না হওয়া।

মহান আল্লাহ মহাবিশ্ব তৈরি করে সকল কিছুর জন্যে একটি প্রোগ্রাম (Program) তথা পরিচালনা পদ্ধতি, বিধি-বিধান, নীতিমালা, প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) নির্ধারণ করে রেখেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ সৃষ্টির শুরুতে সকল বিষয়ে তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে রেখেছেন। ঐ প্রাকৃতিক আইনে কার্য সম্পাদনের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ আছে–

- মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা, ত্যাগ, একতা, সংঘবদ্ধতা, জন্মসূত্রে পাওয়া গুণাগুণ ইত্যাদি; ও
- আল্লাহর নির্দিষ্ট করা ও জানা কিন্তু মানুষের অজানা বা জানা অসংখ্য বিষয়। তাই, মানুষের কোনো কাজ করার ইচ্ছা ও চেষ্টা করে ঐ কাজে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হলো–

সফল হওয়ার অর্থ : আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজটি করার দরুণ সফল হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর সফলতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োগ হওয়ায় কাজটি সফল হওয়া।

ব্যর্থ হওয়ার অর্থ : আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজটি করার দরুণ ব্যর্থ হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর ব্যর্থতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োগ হওয়ায় কাজটি ব্যর্থ হওয়া।

তাই এ আয়াতের বক্তব্য হলো–

- কুরআন আল্লাহর পাঠানো জ্ঞানের আলো/কিতাব।
- কুরআন আসার আগে রসূলুল্লাহ (স.) জানতেন না কিতাব ও ঈমান কী?
- কুরআনে মানব জীবন পরিচালনার সঠিক পথ উপস্থিত আছে। তবে সে পথ পেতে হলে আল্লাহর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/ বিধান/ নীতিমালা অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

আর তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন হলো মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্য ধারণকারী আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত কিতাব।

আয়াত-২

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : আর তোমার প্রতি যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– রসূল মুহাম্মদ (স.) ছিলেন কুরআনের ব্যাখ্যাকারী তথা শিক্ষক। আর তিনি কুরআন ব্যাখ্যা করতেন তথা শিক্ষা দিতেন– কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে। রসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের নির্ভুলরূপ হলো সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস)। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন হলো জ্ঞানের মূল উৎস। আর সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।

আয়াত-৩

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

অনুবাদ : রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা, পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– কুরআন মানব জাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা। পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। তাই, আয়াতটি থেকে উপ-পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায় যে–

- জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন হলো মূল, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা মানদণ্ডমূলক উৎস।
- কুরআন না জেনে হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো গ্রন্থ পড়লে ঐ গ্রন্থে কোনো ভুল তথ্য থাকলে সেটি মানুষ বুঝতে বা ধরতে পারবে না। আর বিষয়টি যদি মৌলিক হয় সেটি অনুযায়ী কাজ করলে মানব জীবন ব্যর্থ হবে।

আয়াত-৪

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ .

অনুবাদ : এটি সেই কিতাব (আল কুরআন) যাতে কোনো সন্দেহ (ভুল) নেই।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

আয়াত-৫ (আয়াতগুচ্ছ)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا . وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

অনুবাদ : (২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। (৩০) আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা আল-ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

২৭ নম্বর আয়াতের (আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, হায়! আমি যদি রসূলের সাথে পথ গ্রহণ করতাম) ব্যাখ্যা– আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রসূল (স.)-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারাত্মক ভুল করেছে।

২৮ নম্বর আয়াতের (হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম) ব্যাখ্যা– উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নম্বর আয়াতের (অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)-এ অংশের ব্যাখ্যা– জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরুদ্ধ পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নম্বর আয়াতের (আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)-এ অংশের ব্যাখ্যা– শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও তা আমল করা থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নম্বর আয়াতের (আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল) ব্যাখ্যা– রসূল (স.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (বিপরীত শাফায়াত) করছি।

আয়াতগুলোর শিক্ষা

আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কিয়ামতের দিন রসূল (স.) তাঁর উম্মতের কিছু লোককে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য আবেদন তথা বিপরীত শাফায়াত করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা, যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দেবে।

আর যে কারণে রসূল (স.) ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির জন্য শাফায়াত করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল বা মিথ্যা তথ্য তারা সত্য মনে করেছে। আর সেগুলোর ওপর আমল করে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক উল্লিখিত আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

১. কুরআন হলো জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।

২. কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের উৎস।

৩. কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।
৪. কুরআন পরিত্যাগ করলে তথা কুরআন না পড়ে হাদীস বা অন্যগ্রন্থ পড়লে অথবা কুরআনের চেয়ে হাদীস বা অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দিলে জাহান্নামে যেতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صَحِيْحِهِ' حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আয়াতসমূহ (শিক্ষণীয় বিষয়) হতে যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, সে পরিমাণের প্রতি মানুষ ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে প্রদান করা হয়েছে একটি ওহী (পূর্ণাঙ্গ কিতাব)। সুতরাং কিয়ামাতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আশা রাখি।

- ♦ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং-৪০২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অন্য নবীগণের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে যে কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছিল তা পরিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ ওহী আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। তাই, শেষ নবীর অনুসারীদের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি হবে।

সুতরাং হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়– আল কুরআন আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে আসা জ্ঞানের একটি নির্ভুল উৎস। হাদীসটি থেকে আরও জানা যায়– এটি পরিপূর্ণ কিতাব। অর্থাৎ এটিতে– মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতির সাথে পরিচালনা করে পরকালের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা আছে।

হাদীস নং- ২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ' أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ **إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ** وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ. ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। **নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব**, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। অতঃপর বলতেন– আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙুল তর্জনী ও মধ্যমার মতো (তর্জনী ও মধ্যমার মতো আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না)। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোনো সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন– শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

- ♦ আবু আব্দির রহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং-**১৫৮৯**।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৬৬]

১৬৬. নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুন নাসাঈ* (ইস্কান্দার : মারকাজু নূরুল ইসলাম, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ২২২।

- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল (সত্য) কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশ থেকে জানা যায়– মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবন সম্পর্কিত মূল ও একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস। আর সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস। কথাটি নিশ্চয়তাসহ বলা হয়েছে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবন সম্পর্কিত মূল ও একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।

হাদীস নং- ৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صحيحه' حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ **فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ** وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি (স.) আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দু'টির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন। তিনি (স.) আরও বলতেন– **অতঃপর নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব** এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও বলতেন– আমি প্রত্যেক মু'মিন

ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের শব্দ ২ নং হাদীসটি থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও ব্যাখ্যা ও চূড়ান্ত শিক্ষা অভিন্ন। তাই, এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবন সম্পর্কিত মূল ও একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।

হাদীস নং- ৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–* আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– ক্ষতিপূরণ, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।'

- ◆ বুখারী, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম, *আল-জামিউস সহীহ (সহীহুল বুখারী)* (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১৯৮৭ খ্রি.), হাদীস নং-১১১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল–

১. আল্লাহর কিতাব।

২. মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে।

৩. কিছু হাদীস।

মানব ব্রেইনের অবস্থান

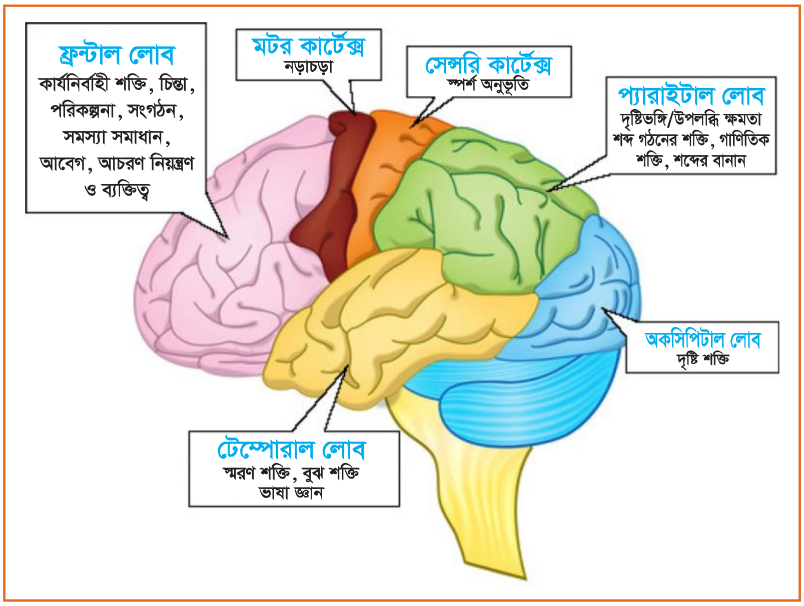

মানব ব্রেইনের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক ও কাজ

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেওয়া হয়েছে–

১. কুরআন
২. সুন্নাহ (হাদীস)
৩. আকল/বিবেক/Common sense

হাদীস নং- ৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ 'حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, নিশ্চয় সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০৩।
- হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত তথ্যটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য রসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা আরম্ভ করেছেন। রসূল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি তথা রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। আর রসূল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য।

অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসূল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রসূল (স.) যাদের সামনে কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরব ও সাহাবী। তাহলে রসূল (স.) কেন এ কথাটি বলেছেন তা সকল যুগ বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সে কারণগুলো হলো–

কারণ-১ : ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পার্থক্য করতে না পারা

কুরআনে উপস্থিত আছে, আল্লাহ তা'য়ালার শব্দে বর্ণিত ইসলামের–

- সকল ফরজ ও হারাম (প্রথম স্তরের মৌলিক/মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ) বিষয়।
- ফরজ ও হারাম বিষয়গুলোর ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য/আয়াত।
- ফরজ ও হারাম তথা প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির সকল মৌলিক বিষয়।
- ফরজ ও হারাম বিষয়গুলো বুঝানো এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য প্রদত্ত উদাহরণ ও কাহিনি সম্বলিত বক্তব্য।
- ফরজ বিষয়গুলো পালন করাকে উৎসাহিত করা (পুরস্কার/নেকী/সাওয়াব) ও হারাম বিষয়গুলো পালন করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা (শাস্তি/গুনাহ) মূলক বক্তব্য।
- ফরজ ও হারাম বিষয়গুলোর বাস্তবায়নের বিকল্প পদ্ধতির বর্ণনা সম্বলিত বক্তব্য।
- একটি মাত্র অমৌলিক করণীয় বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)।

অন্যদিকে সুন্নাহ বা হাদীসের বৈশিষ্ট্য হলো–

- সুন্নাহ বা হাদীসে উপস্থিত আছে ওপরে বর্ণিত কুরআনের সকল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য এবং ইসলামের সকল অমৌলিক বিষয়।
- সুন্নাহ বা হাদীসগ্রন্থে থাকা সকল ফে'য়লী ও তাকরীরী হাদীস হলো– রসূল (স.)-এর কৃত কাজ বা অনুমোদনের সাহাবীগণ কর্তৃক প্রদত্ত শব্দে বর্ণিত তথা ভাববর্ণনা।
- সুন্নাহ বা হাদীসগ্রন্থে থাকা সকল কওলী হাদীস প্রথমে রসূল (স.)-এর নিজস্ব শব্দে বলা। তারপর সাহাবীগণ সে কথাগুলোকে শুনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে যা বুঝেছেন তা নিজ শব্দ প্রয়োগ করে উপাস্থাপন করে প্রচার করেছেন তথা ভাববর্ণনা। আমাদের গবেষণায় একজন সাহাবীর একাধিক গ্রন্থে থাকা একই বক্তব্য বিষয় (মতন) সম্বলিত হাদীসের বর্ণনায় বা দুইজন সাহাবীর একটি গ্রন্থে থাকা একই বক্তব্য বিষয় (মতন) সম্বলিত হাদীসের বর্ণনায় শব্দ একই পাওয়া যায়নি।
- সাহাবীগণ অধিকাংশ হাদীস জেনেছেন অন্য একজন সাহাবীর কাছ থেকে শোনার মাধ্যমে। কারণ, সকল সাহাবীর ২৪ ঘণ্টা রসূল (স.)-এর সাথে থেকে হাদীস সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনা সম্ভব ছিল না।
- বর্তমান যুগের মুসলিমরা যে সব গ্রন্থ পড়ে হাদীস শিখেছেন তা হলো রসূল (স.)-এর কথার চার (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে-তাবে-তাবেয়ী) স্তরের ৫ থেকে ৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসা শোনা কথার লিপিবদ্ধ রূপ। আর হাদীস প্রকৃতপক্ষে লেখা হয়েছে রসূল (স.)-এর মৃত্যুর প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর। অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি (রাবী) তার পূর্বের স্তরের ব্যক্তির বলা কথাকে নিজে যা বুঝেছেন তা নিজস্ব শব্দে বর্ণনা করেছেন।

তাই, শুধু হাদীস পড়ে কেউ ইসলাম জানলে সে কোনোভাবেই ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তার ইসলাম পালনে মৌলিক ত্রুটি থাকবে। আর এর ফলস্বরূপ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কুরআন না পড়ে তথা শুধু হাদীস পড়ে কেউ ইসলাম জানলে সে কোনোভাবে ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না বলে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে রসূল (স.) সহাবীগণকে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে পরিচ্ছেদ : ৩-এর উপ-পরিচ্ছেদ : ১৫-এ **(যে বিষয় কুরআনে নেই তা ইসলামের ফরজ ও হারাম বিষয় নয়)**।

কারণ-২ : জাল/মিথ্য হাদীস ধরতে না পারা

কুরআনের সকল বক্তব্য নির্ভুল। তাই, কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যেই বলুক বা যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। আর তাই, কোনো ব্যক্তি কুরআন না জেনে হাদীস পড়লে ইচ্ছাকৃতভাবে বলা মিথ্যা হাদীস বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলা ভুল হাদীস ঐ ব্যক্তি ধরতে পারবে না। আর তাই, তিনি জাল হাদীসের ওপর আমল শুরু করে দেবেন। বিষয়টি যদি মৌলিক হয় তবে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কারণ-৩ : মুসলিমরা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে

কুরআনকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর সময় রসূল (স.) তাঁর যুগের মানুষদের বুঝতে পারার মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কুরআনের তথ্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য।

তাই, কুরআনের মূল শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। ঐ অর্থের একটি এক যুগ এবং অন্যটি অন্য যুগের জন্য যথার্থ হবে। এ জন্য মানুষ যদি তাদের যুগের জ্ঞানকে সামনে রেখে কুরআন পড়ে বা ব্যাখ্যা করে তবে কুরআনে এমন তথ্য পাওয়া যাবে, যা মানুষ আগে বুঝতে পারেনি। কারণ, মানুষের মনে একটি বিষয়ে ধারণা না থাকলে চোখ তা দেখে না। অর্থাৎ চোখে দেখে পড়ে মানুষ তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে না। (সুরা হজ্জ/২২, আয়াত নং ৪৬)। অন্যদিকে কুরআনের তথ্য নিয়ে গবেষণা করলে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার হবে। এতে মানুষের অনেক কল্যাণ হবে। ঐ আবিষ্কার সঠিক হলে কুরআনের তথ্যের সাথে তা মিলে যাবে। ফলে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে (সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১, আয়াত নং ৫৩)। এ কারণে কুরআনের প্রতি মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে এবং মানুষের ব্যাপক কল্যাণ হবে।

তাই, মুসলিম জাতি যদি কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানা শুরু করে তবে তারা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে। আর তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়−

- কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মূল ও প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।
- সুন্নাহ হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় প্রধান উৎস।
- কুরআন না পড়ে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানলে ও মানলে জাহান্নামে যেতে হবে।
- শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানার পদ্ধতি চালু হলে মুসলিমরা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

হাদীস নং- ৬

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان : أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قَيِّدُوا العِلْمَ بِالْكِتَابِ.

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী সুফিয়ান (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন– তোমরা আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের মানদণ্ড বানাও।

- ◆ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), হাদীস নং-৩৬০।
- ◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৬৭]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) হবে সকল জ্ঞানের মানদণ্ড। অর্থাৎ সকল জ্ঞানকে কুরআন দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

হাদীস নং- ৭

أَخْرَجَ الإِمَامُ الدَّارِمِي فِي "سُنَنِهِ " حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হতে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, আকলের (বিবেক/Common sense) উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝর্ণাধারা এবং কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) আরও বলেন– তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা আকলকে) উন্মুক্ত করে দেবে।

---

১৬৭. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৮৮।

- ♦ দারেমী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-৩৩২৭।
- ♦ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীসটির সনদ মুগীছ পর্যন্ত সহীহ।[১৬৮]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব এবং আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ।

হাদীস নং- ৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ... ... فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا [ص:٨٨٧]، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، ... ... وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

---

১৬৮. ফাওয়াঝ আহমাদ ঝামরালী, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.), খ. ২, পৃ. ৫২৫।

[ص:٨٩٠]، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ....

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয় আবু বকর আবী শাইবা (রহ.) ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, আমার বাবা বলেছেন যে– আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসায়ন। ... ...

তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা.) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– রসূলুল্লাহ (স.) নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হাজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, রসূলুল্লাহ (সা.) এ বছর হাজ্জে যাবেন। সুতরাং মাদীনায় বহু লোকের আগমন হলো। তাদের প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ 'আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। ... ...

কুরায়িশগণ (কুরায়িশ সাহাবীগণ) নিঃসন্দেহ ছিল যে– নবী (সা.) মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়িশগণ করত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) সামনে অগ্রসর হলেন। অতঃপর 'আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর ক্বাস্ওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। অতঃপর তিনি বাত্বনে ওয়াদীতে এলেন এবং সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন– নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ যেমন সেগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।" "সাবধান! জাহিলী যুগের সকল কিছু আমার উভয় পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হলো"। "জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের রবী'আহ্ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানূ সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে"। "জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথম যে সুদ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো"।

" আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ সচেতন হও (কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ জানো ও অনুসরণ করো)। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে আশ্রয় দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে শাসন করো। আর তোমাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

"আর নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; (তা হলো) আল্লাহর কিতাব।"

"আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তোমরা কী বলবে?" তারা বলল– "আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হাক্ব আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন"।

অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে মানুষদের ইশারা করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, তিনি তিনবার এরূপ বললেন। ... ...

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০০৯।
♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির প্রধান দু'টি দিক হলো–

১. রাসুল (স.)-এর কুরআনে বর্ণিত হাজ্জ আমলটি বাস্তবে পালন করা। যাতে মানুষ তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে হাজ্জ পালন করতে পারে।
২. রাসুল (স.)-এর আরাফার ভাষণ।

আরাফার ভাষণে রাসুল (স.) কুরআনের বেশকিছু মৌলিক বিষয় তাঁর মতো করে (ব্যাখ্যামূলকভাবে) উপস্থাপন করেছেন। আবার এটিও পবিস্কারভাবে বলেছেন যে– কুরআন আঁকড়ে ধরে থাকলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে না। অন্যদিকে সাহাবীগণ সাক্ষী দিয়েছেন এটি বলে– আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছেছেন, আপনার হাক্ব আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।

তাই, হাদীসখানির শিক্ষা হলো–

১. কুরআন হলো মূল জ্ঞান ও মানদণ্ড।
২. রাসুল (স.)-এর কথা ও কাজ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।

হাদীস নং- ৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا **كِتَابَ اللهِ** وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের* **১০ম** *ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন– শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে, যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থেকো, নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, **তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন)** ও তার নবীর (স.) সুন্নাহ। নিশ্চয় মুসলিম একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ♦ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৩১৮।
- ♦ ইমাম হাকিমের মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) এই মতকে সমর্থন করেছেন।[১৬৯]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

১৬৯. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *সহীহ অত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১০।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ। তাই, এটি লক্ষাধিক সাহাবী সরাসরি রসূল (স.)-এর মুখ থেকে শুনেছেন। হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে, যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে, ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস নং- ১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى" أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا **كِتَابَ اللهِ** وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ আল-হাফিয (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের দিন মানুষদের সামনে খুতবা দিলেন; অতঃপর বললেন– হে মানুষেরা! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে **আল্লাহর কিতাব** ও তাঁর নবীর সুন্নাত রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপথগামী হবে না।

- ♦ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা* (ভারত : মাজলিসে দায়িরতুল মাআরিফ, ১৩৪৪ হি.), হাদীস নং-২০৮৩৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৭০]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কুরআন জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

হাদীস নং- ১১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ `الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ' حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه ثنا مسدد بن قطن بن إبراهيم ثنا داود بن رشيد ثنا صالح بن عمر أنبأ إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي

---

১৭০. মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আস-সুনানুল কুবরা (তাহকীক)* (বৈরুত : দারুল কুতুবির 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭১।

الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إِنَّ هَذَا القرآنَ مأدُبةُ اللهِ ، فَاقْبَلُوا مأدُبَته مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ حَبْلُ اللهِ ، والنُّورُ المُبِيْنُ ، والشِّفَاءُ النافِعُ ، عصمةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَزِيْغُ فَيُسْتَعْتَبُ ، وَلا يَعوجُّ فيُقَوَّمُ ، وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ ، وَلَا يَخْلَقُ مَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، اُتْلُوْهُ ؛ فإِنَّ اللهَ يأجرُكُمْ عَلَى تِلَاوتِه كُلَّ حَرْفٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ : (ألم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلاَمٌ وَمِيْمٌ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নিশাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল ওয়ালীদ হাস্‌সান বিন মুহাম্মদ আল কুরশী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– নিশ্চয় **এ কুর'আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করো।** নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহর রশি এবং (জ্ঞানের) স্পষ্ট আলো এবং কল্যাণকর আরোগ্যদানকারী; **যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী;** যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রাণদাতা। **এটি বিপথে নেয় না তাই প্রশান্ত-চিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো।** এর নতুনত্বের শেষ হয় না। সুতরাং তোমরা এটাকে অধ্যয়ন করো। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এটি অধ্যয়নের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। (হরফে মুকাত্তায়াত না বুঝে আর বাকি সব বুঝে পড়লে) প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি এ কথা বলছি না যে– আলিফ, লাম, মীম একটা অক্ষর। বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাই*, হাদীস নং-২০৪০।
- ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সদন সহীহ।[১৭১] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন– এই হাদীসের সনদে কোনো সমস্যা নেই। এ সনদের সব রাবীই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে শুধু ইব্রাহীম ইবন মুসলিম আল-হুজুরী ছাড়া সকলেই সহীহ মুসলিমের রাবী।[১৭২]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশসমূহ থেকে উপ-পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায় যে–

---

১৭১. আয-যাহাবী (তা'লীক), *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৪১।
১৭২. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ২, পৃ. ১৫৯।

১. **‘কুর’আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করো’ অংশের ব্যাখ্যা :** কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস।

২. **‘যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী’ অংশের ব্যাখ্যা :** যে সরাসরি কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করবে শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে পারবে না।

৩. **‘এটি (কুরআন) বিপথে নেয় না তাই প্রশান্ত-চিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো’ অংশের ব্যাখ্যা :** হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায় যে–

- কুরআনের সকল বক্তব্য নির্ভুল।
- যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে জ্ঞানার্জন করলে কুরআনে উল্লিখিত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকবে না। অন্যকথায়, যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে কুরআনের জ্ঞানার্জন করলে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক এবং প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) বিষয় জানা যাবে।

তাই, হাদীসটির আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে– কুরআন হলো মূল প্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস নং- ১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنْ ابْنِ أَخِي الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ الْحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি

দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন।** তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং- ২৯০৬।
- ♦ হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ। এছাড়া হাদীসটি সুনানুদ দারেমীসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে। হাদীসটির সনদে বর্ণিত আল-হারিস আল-আ'ওয়ারকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) মাজহুল বলে উল্লেখ করেন। তবে ইমাম আল 'আজীলী ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মঈন বলেন, তিনি 'সেকাহ'।[১৭৩] আহমদ বিন সালেহ বলেন, আল হারিস 'সেকাহ'। ইমাম নাসাঈ বলেন, দোষণীয় নয়।[১৭৪] তাছাড়া **১১** নং হাদীসটি অত্র হাদীসের শাহেদ। এ বিশ্লেষণের আলোকে হাদীসটির সনদ সহীহ বলে গণ্য করা যায়।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশসমূহ থেকে উপ-পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায় যে–

---

১৭৩. আয-যাহবী, *সিয়ারু আ'লামীন নুবালা*, (কায়রো : মাকতাবাতুস সফা, ২০০৩) খ. ৪, পৃ. ৮১।
১৭৪. প্রাগুক্ত।

১. **'কুরআন সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশের ব্যাখ্যা :** হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন। তাই, এ অংশের আলোকে সহজে বলা যায়– জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন হলো মূল এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভুল উৎস।

২. **'যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা :** বক্তব্যটির অর্থ এটি নয় যে, কুরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন হাদীস, ফিকহ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করা যাবে না। কারণ, কুরআন ও রসূল (স.)-এর অন্য হাদীসে এ বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন করতে বলা হয়েছে। তাই এ কথার অর্থ হবে, অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করা যাবে, তবে সে জ্ঞানার্জন করতে হবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করার পরে বা কুরআনের জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে। কারণ, কেউ যদি শুধু অন্য গ্রন্থ পড়ে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে, তবে সে–
   - জীবনের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে সে মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় আমল করবে। তাই, তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।
   - অন্যগ্রন্থে কোনো ভুল তথ্য থাকলে সেটি সে বুঝতে বা ধরতে পারবে না।

৩. **'(কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ' অংশের ব্যাখ্যা :** হাদীসটির এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ।

৪. **'যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না' অংশের ব্যাখ্যা :** হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায় যে–
   - কুরআনের সকল তথ্য নির্ভুল।
   - যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে জ্ঞানার্জন করলে কুরআনে উল্লিখিত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকবে না। অন্যকথায়, যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে কুরআনের জ্ঞানার্জন করলে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় এবং প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) বিষয় জানা যাবে।

তাই, এ হাদীসটির আলোকেও নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, কুরআন হলো মূল প্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস নং- ১৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ الدَّارِمِي فِي "سُنَنِهِ" أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى
قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ
، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ

يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন–* শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তি এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল (জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ জ্ঞান/বিবেক/বোধশক্তি/Common sense) ও সাধনা (Dedication)। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয়, সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয়, সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

- ♦ আদ-দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৭৫]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কুরআন জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

হাদীস নং- ১৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে, তবে সে যেন সেটা মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

---

১৭৫. ফাওয়াঝ আহমাদ ঝামরালী, সুনানুদ দারেমী (তাহকীক), খ.১, পৃ. ১১৬।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩২৭৪।

◆ ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি মাক্কী জীবনের হাদীস। মাদানী জীবনে রসূল (স.) হাদীস লেখার অনুমতি দিয়েছেন। হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) মাক্কী জীবনে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। এমনকি কেউ হাদীস লিখলে তা মুছে ফেলতে বলেছেন। অথচ কুরআন প্রথম থেকেই লেখা ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি নিয়েছিলেন।

রসূল (স.)-এর প্রথম দিকে হাদীস লিখতে নিষেধ করার কারণ ছিল কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হতে না দেওয়া। আর তিনি এ নিষেধাজ্ঞা বলবত রেখেছিলেন বক্তব্যের ধরন দেখে সাহাবীগণের কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বুঝতে পারার যোগ্যতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত। কারণ, কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হয়ে গেলে মুসলিমরা ফরজ ও হারাম এবং মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয় পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তাদের আমলে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাবে। এর ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

হাদীস নং- ১৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً إِلاَّ الْقُرْآنَ . فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئاً غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ .

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) আবূ সা'ঈদ আল-খুদুরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াঝিদ ইবন হারুন (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ সা'ঈদ আল-খুদুরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা আমার থেকে (শুনে) কুরআন ছাড়া আর কিছুই লিখবে না। কুরআন ছাড়া আমার থেকে যদি (শুনে) কেউ কিছু লিখে সে যেন তা অবশ্যই মুছে দেয়।

◆ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৫০।

◆ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৭৬]

---

১৭৬. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, খ. ১, পৃ. ১৩২।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৪ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৬

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 'سننه' حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ العَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ القُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবু সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন– আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ন, গবেষণা ও দাওয়াত) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না, আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯২৬।

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর মতে হাসান গরীব। ওমর বিন খাত্তাব (রা.), জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) ও হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.)-সহ আরও অনেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা এ হাদীসটির শাহেদ। এসব শাহেদ হাদীসের মাধ্যমে এ হাদীসটির সনদের মান হাসান লিগাইরিহীতে উত্তীর্ণ হয়।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে– কুরআনের মর্যাদা ও অন্য কালামের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য, আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী– কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সওয়াব অন্য সকল আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি। তাহলে হাদীসটির আলোকে এটিও বলা যায়– জ্ঞানের উৎস হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব অন্য সকল উৎসের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস নং- ১৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ : فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا، قَالَ : فَقَالَ : لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ، سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ : هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُمَا يَقُولُ : تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ : وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب : ٢٨] حَتَّى بَلَغَ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب : ٢٩]، قَالَ : فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ : وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ : أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ : لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، **إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا.**

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহায়র ইবনু হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আবূ বকর (রা.) এসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তার দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর আবূ বকর (রা.)-কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর ওমর (রা.) এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো। তিনি নবী (স.)-কে চিন্তিত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। আর তখন তার চারপাশে তাঁর সহধর্মিনীগণ বসা ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা.) বলেন– ওমর (রা.) বললেন, নিশ্চয় আমি নবী (স.)-এর কাছে এমন কথা বলব যা তাঁকে হাসাবে। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.)! আপনি যদি দেখতেন খারিজার কন্যা (ওমর রা.-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোষ তলব করছিল। আমি তার দিকে উঠে গেলাম এবং তার ঘাড়ে ঘুষি

মারলাম। তখন রসূলুল্লাহ (স.) হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চারপাশে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা আমার কাছে খোরপোষ দাবী করছে। তখনি আবূ বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-এর দিকে ছুটলেন এবং তাঁর গর্দানে ঘুষি মারলেন। ওমর (রা.)ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসা (রা.)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ে ঘুষি মারলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এমন জিনিস দাবী করছো যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা (নবী স.-এর সহধর্মিনীগণ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনো রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। এরপর তিনি (রসূল স.) তাঁদের (সহধর্মিনীগণ) থেকে একমাস কিংবা ঊনত্রিশ দিন পৃথক রইলেন।

এরপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাযিল হলো– (অনুবাদ) 'হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিনীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও বিলাসিতা কামনা করো, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালকে কামনা করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন'। (সুরা আহযাব/৩৩ : ২৮, ২৯)।

তিনি (জাবির রা.) বলেন, তিনি (রসূলুল্লাহ স.) আয়িশা (রা.)-কে দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ তামীল করতে) শুরু করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়িশা! আমি তোমার কাছে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে বিষয়ে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি। তিনি (আয়িশা রা.) বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ! সে বিষয়টা কী (তা আমি জানতে পারি)? তখন তিনি (রসূলুল্লাহ স.) তার কাছে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তিনি (আয়িশা রা.) বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতা-মাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? না, বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার কাছে আমার নিবেদন– আমি যা বলেছি সে সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিনীদের কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। তিনি বললেন, **তাদের যে কেউ এ বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি অবশ্যই তাঁকে তা বলে দেবো। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও জোর-জবরদস্তিকারী নয় বরং সহজ পন্থায় শিক্ষাদানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।**

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩৭৬৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.)-কে আল্লাহ তা'য়ালা পাঠিয়েছেন কঠিনভাবে বা জোর-জবরদস্তি করে শিক্ষাদানকারী শিক্ষক হিসেবে নয় বরং সহজ

পন্থায় শিক্ষাদানকারী শিক্ষক হিসেবে। রসূল (স.) মানুষকে শিখিয়েছেন কুরআন। আর নিজ কথা, কাজ ও অনুমোদন দিয়ে কুরআনের বিষয়কে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তিনি মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন। রসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন হলো সুন্নাহ। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায় যে, কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মূল ও প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. কুরআন হলো জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।
২. কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের উৎস।
৩. কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।
৪. শুধু সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলাম জানার চেষ্টা করলে চলবে না, কুরআন অবশ্যই জানতে হবে।
৫. শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম মানতে থাকলে দুনিয়ায় কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।
৬. কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় উল্লেখ আছে।

পরিচ্ছেদ-১ : জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

উপ-পরিচ্ছেদ ২ : 'সুন্নাহ' কুরআনের ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত উৎস

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)
বর্তমানে সকল কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও (Engineer) পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসূল) পাঠাবেন- এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসূলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসূলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে- এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসূলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা- এটি বুঝাও সহজ।

মুহাম্মদ (স.) হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসূল। তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে আকল অনুযায়ী সহজে বলা যায়–

১. মুহাম্মদ (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন তথা সুন্নাহ (হাদীস) হবে জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।
২. এটি মূল উৎস নয়। এটি হবে আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস কুরআনের ব্যাখ্যা।
৩. কুরআনের বিপরীত কোনো বক্তব্য রসূল (স.)-এর হাদীস হবে না।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অনুবাদ : আর আমরা তোমার প্রতি যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন (অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি হলো মুহাম্মদ (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহর নিয়োগপত্র।

আয়াত-২

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى .

অনুবাদ : আর সে (রসূল) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।

(সুরা আন-নাজম/৫৩ : ৩-৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় রসূল (স.) যা বলতেন, যে কাজ করতেন বা যেসব বিষয়ের অনুমোদন দিতেন, তা সবই আল্লাহ তা'য়ালার সম্মতি নিয়েই করতেন।

আয়াত-৩

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

অনুবাদ : যে রসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।

(সুরা নিসা/৪ : ৮০)

সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায়–

- সুন্নাহ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।
- সুন্নাহ, মূল জ্ঞান তথা কুরআনের ব্যাখ্যা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ . فَقِيلَ لَهُ (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ . وَقُرْآنَهُ أَنْ تَقْرَأَهُ (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ) يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) মূসা বিন আবূ 'আয়িশা (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি ওবায়দুল্লাহ বিন মূসা থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* মূসা বিন আবূ 'আয়িশা (রহ.) বলেন, তিনি لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে সা'ঈদ ইব্‌নু যুবায়র (রা.)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, ইব্‌নু 'আব্বাস (রা.) বলেছেন– নবী (স.)-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ করা হত, তখন তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। তখন তাঁকে বলা হলো, তাড়াতাড়ি ওহী মুখস্থ করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা নাড়বে না। নবী (স.) ওহী ভুলে যাবার আশঙ্কায় এমন করতেন। (কুরআন : নিশ্চয় এ কুরআন মুখস্থ ও পাঠ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই)- আমরা তোমার স্মৃতিতে এটি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবো। আর যখন পাঠ করা হবে তখন তুমি তার পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ করবে। আর এর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা তোমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করাবো। (কুরআন : তাই আমি যখন তা পাঠ করবো অর্থাৎ যখন তোমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হতে থাকবে, তখন তুমি তার পঠন পদ্ধতিটা অনুসরণ করবে। এরপর এর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমাদের)।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৬৪৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়– সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) নির্ভুল এবং তা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস নং- ১৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ لَا . إِلاَّ

كِتَابُ اللهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–* আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– 'ক্ষতিপূরণ, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।'

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল–

১. আল্লাহর কিতাব।
২. মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে ।
৩. কিছু হাদীস।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায় জ্ঞানের আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত উৎস তিনটি–

১. আল কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. আকল/বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান/বোধশক্তি/Common sense।

ছবি : সংশ্লিষ্ট ছবি ৭৮ নং পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য।

হাদীস নং- ২০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' سُنَنِهِ ' أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ **وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ** وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ . ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ

كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ. ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। নিশ্চয় একমাত্র সত্য (নির্ভুল) কথা হলো আল্লাহর কিতাব, **আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ।** আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে।

অতঃপর বলতেন– আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙুল তর্জনী ও মধ্যমার মতো (তর্জনী ও মধ্যমার মতো আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না)। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন– শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

- ◆ আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আল-আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[১৭৭]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল (সত্য) কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশ থেকে জানা যায়া– মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবন সম্পর্কিত মূল ও

---

১৭৭. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুন নাসাঈ*, খ. ৪, পৃ. ২২২।

একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস। আর সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস। কথাটি নিশ্চয়তাসহ বলা হয়েছে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস।

হাদীস নং- ২১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' صحيحه ' حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ **وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ** وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি (স.) আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দু'টির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন।

তিনি (স.) আরও বলতেন– অতঃপর নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব **এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ।** অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও বলতেন– আমি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের শব্দ ২০ নং হাদীসটি থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও ব্যাখ্যা ও চূড়ান্ত শিক্ষা অভিন্ন। তাই, এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস।

হাদীস নং- ২২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ **وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ**، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম নিশাপুরী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে অন্যান্য ভূমিতে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে, যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থাকো, নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) **ও তার নবীর (স.) সুন্নাহ**। নিশ্চয় মুসলমান একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

♦ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৩১৮।

♦ ইমাম হাকিমের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৭৮] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)

---

১৭৮. আয-যাহাবী (তা'লীক), আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭১।

এই মতকে সমর্থন করেছেন।[১৭৯]

- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ। তাই, এটি লক্ষাধিক সাহাবী সরাসরি রসূল (স.)-এর মুখ থেকে শুনেছেন। হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে, যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে, ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। এর কারণ হলো কুরআন ও সুন্নাহ হলো প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই, এ হাদীসটির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস নং- ২৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى" أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ **وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ**.

অনুবাদ : *ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ আল-হাফিয (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের দিন মানুষদের সামনে খুতবা দিলেন; অতঃপর বললেন– হে মানুষেরা! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব **ও তাঁর নবীর সুন্নাত** রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপথগামী হবে না।

- আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-২০৮৩৩।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৮০]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– নবীর সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের প্রমাণিত উৎস।

---

১৭৯. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহ অত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১০।

১৮০. মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আস-সুনানুল কুবরা (তাহকীক)* (বৈরুত : দারুল কুতুবির 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭১।

হাদীস নং- ২৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صَحِيْحِهِ 'حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা (কুরআন) নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪০৩।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৭৯-৮১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অত্র হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যার আলোকে প্রমাণিত হয় যে– সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস।

হাদীস নং- ২৫

أَخْرَجَ الْإِمَام ابنُ مَاجه فِي "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আমর বিন আওফ আল-মুযানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বক্‌র ইবন আবী শায়বাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আম্‌র বিন আওফ আয-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করলো এবং লোকেরা তদানুযায়ী আমল করলো, সেও আমলকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে এবং তাতে আমলকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি বিদ'আতের প্রচলন করলে এবং তদানুযায়ী আমল করা হলে তার ওপর আমলকারীদের সমপরিমাণ পাপ বর্তাবে এবং তাতে আমলকারীদের পাপের বোঝা আদৌ হালকা হবে না।

- আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), হাদীস নং-২০৯।
- শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৮১]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস।

হাদীস নং- ২৬

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ : اعْلَمْ. قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : اعْلَمْ يَا بِلاَلُ. قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِى فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلاَلَةٍ لاَ يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا .

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবদুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)* বিলাল ইবনুল হারিসকে বলেন, তুমি জেনে রাখো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কী জেনে রাখব? তিনি বললেন– হে বিলাল! তুমি জেনে রাখো। তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি কী জেনে রাখব? তিনি বললেন– যে ব্যক্তি (আমার) এমন কোনো সুন্নত জীবিত করবে, যা আমার (মৃত্যুর) পর বিলীন হয়ে যাবে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নতের ওপর আমলকারীর সম-পরিমাণ সওয়াব। তবে তাদের সওয়াব হতে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার বিদ'আত চালু করে, যা আল্লাহ ও তার রাসূল (স.)-কে সন্তুষ্ট করে না, তার জন্য রয়েছে সেই বিদ'আতের ওপর আমলকারীর সম-পরিমাণ পাপ। তবে তাদের পাপ হতে কিছুই কমানো হবে না।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৭৭।
- ২৫ নং হাদীসটি এ হাদীসের শাহেদ। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকেও জানা যায়– সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস।

---

১৮১. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪১।

হাদীস নং- ২৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا، قَالَ: فَقَالَ: لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ، سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: ٢٨] حَتَّى بَلَغَ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٢٩]، قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ: لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، **إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا.**

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহায়র ইবনু হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আবূ বকর (রা.) এসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তার দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর আবূ বকর (রা.)-কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর ওমর (রা.) এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো। তিনি নবী (স.)-কে চিন্তিত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। আর তখন তার চারপাশে তাঁর সহধর্মিনীগণ বসা ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা.) বলেন– ওমর (রা.) বললেন, নিশ্চয় আমি নবী (স.)-এর কাছে এমন কথা বলব যা তাঁকে হাসাবে। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (স.) আপনি যদি দেখতেন খারিজার কন্যা (ওমর রা.-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোষ তলব করছিল। আমি তার দিকে উঠে গেলাম এবং তার ঘাড়ে ঘুষি মারলাম। তখন রসূলুল্লাহ (স.) হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চারপাশে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা আমার কাছে খোরপোষ দাবী করছে। তখনি আবূ বকর (রা.) আয়িশা

(রা.)-এর দিকে ছুটলেন এবং তাঁর গর্দানে ঘুষি মারলেন। ওমর (রা.)ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসা (রা.)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ে ঘুষি মারলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এমন জিনিস দাবী করছো যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা (নবী স.-এর সহধর্মিনীগণ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনো রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। এরপর তিনি (রসূল স.) তাঁদের (সহধর্মিনীগণের) থেকে একমাস কিংবা ঊনত্রিশ দিন পৃথক রইলেন।

এরপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাযিল হলো– (অর্থ) 'হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিনীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা করো, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালকে কামনা করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।' (সুরা আহযাব/৩৩ : ২৮, ২৯)। তিনি (জাবির রা.) বলেন, তিনি (রসূলুল্লাহ স.) আয়িশা (রা.)-কে দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ তামীল করতে) শুরু করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়িশা! আমি তোমার কাছে একটি (গুরত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে বিষয়ে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি। তিনি (আয়িশা রা.) বললেন– ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে বিষয়টা কী (তা আমি জানতে পারি)? তখন তিনি (রসূলুল্লাহ স.) তার কাছে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তিনি (আয়িশা রা.) বললেন– ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতা-মাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? না, বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার কাছে আমার নিবেদন– আমি যা বলেছি সে সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিনীগণের কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। তিনি বললেন, **তাদের যে কেউ এ বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি অবশ্যই তাঁকে তা বলে দেবো। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও জোর-জবরদস্তিকারী নয় বরং সহজ পন্থায় শিক্ষাদানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।**

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩৭৬৩।
- হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.)-কে আল্লাহ তা'য়ালা পাঠিয়েছেন কঠিনভাবে বা জোর-জবরদস্তি করে শিক্ষাদানকারী শিক্ষক হিসেবে নয় বরং সহজ পন্থায় শিক্ষাদানকারী শিক্ষক হিসেবে। রসূল (স.) মানুষকে শিখিয়েছেন কুরআন। অর্থাৎ নিজ কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে তিনি কুরআনকে সাধারণভাবে ও ব্যাখ্যা করে মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন। আর এ শেখানোর সময় তিনি আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া

কোনো কিছু বলেননি। রসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন হলো সুন্নাহ। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায় যে–

১. সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস। তবে এটি মূল উৎস নয়, বরং মূল উৎস কুরআনের ব্যাখ্যা।
২. সুন্নাহ হলো কুরআনের সহজ ব্যাখ্যা।
৩. রসূল (স.) যে পদ্ধতিতে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন সেটি হলো কুরআন ব্যাখ্যার সহজতম পদ্ধতি।

সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।
২. সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস।

তবে এটি মূল উৎস নয়। বরং মূল উৎস কুরআনের ব্যাখ্যা।

পরিচ্ছেদ-১ : জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

উপ-পরিচ্ছেদ ৩ : 'আকল' জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) উৎস

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক বাস্তবতা

পৃথিবীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মানুষের আকল (বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense) আছে। শুধু পাগলদের আকল নেই বা আকল কাজ করে না। অন্যদিকে সকল মানুষের আকলের রায় একই নয়। এটি একটি বাস্তব সত্য। তাই, বাস্তবতা অনুযায়ী–

- 'আকল' জন্মগতভাবে (বিনা শিক্ষায়) পাওয়া জ্ঞানের একটি উৎস।
- 'আকল' শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয়। অর্থাৎ আকল জ্ঞানের প্রমাণিত উৎস নয়। অপ্রমাণিত (সাধারণ) উৎস।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন তাহলে প্রশ্ন আসে– শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো– আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো–

সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া খারাপ, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া খারাপ ইত্যাদি। অর্থাৎ মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা বা মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ আকল দিয়ে বুঝতে পারে। অন্যদিকে এ ক্লাসের পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আয়াত-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানে না/জানতো না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫টি আয়াতের শেষটি। আয়াতটিতে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না/জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তির করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহ ভিন্ন অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নাহতে এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নাহতে ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে উল্লিখিত আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে পূর্বে উল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে– রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় যে– ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষের বস্তুগত শরীরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে আসা আয়াতনির মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করল সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮নং আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে পূর্বে উল্লিখিত সুরা আল বাকারার ৩১নং আয়াতের বক্তব্যের সাথে মেলালে বলা যায় যে– রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

আয়াত-৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো) বস্তুত চোখ অন্ধ নয়; অন্ধ হলো মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore Brain)।

(সুরা আল-হজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : দেশ ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় দেখে মানুষের আকল উৎকর্ষিত হয়। আয়াতটির আলোকে তাই সহজে বলা যায়– দেশ ভ্রমণসহ যেকোনোভাবে সঠিক (সত্য) জ্ঞানার্জন করতে পারলে আকল উৎকর্ষিত হয়। আর আকল উৎকর্ষিত হলে কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে তার সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝা সহজ হয়।

আয়াত-৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.........

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (আকলকে উৎকর্ষিত করে) দেবেন।... ... ...

(সুরা আল-আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায় হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন,

সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করলে আকল উৎকর্ষিত হয়। তাহলে এ আয়াতের আলোকে এটিও বলা যায় যে– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ বিরোধী তথ্য, সাধারণ ও ঐতিহাসিক মিথ্যা ঘটনা ও কাহিনির প্রভাবে আকল অবদমিত হয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে–

- 'আকল' হলো আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস।
- আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে এ উৎসটি দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা নিজে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে এ উৎসের তথ্য/জ্ঞানগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন। ।
- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করলে এ উৎসটি উৎকর্ষিত হয়।
- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ বিরোধী তথ্য, সাধারণ ও ঐতিহাসিক মিথ্যা ঘটনা ও কাহিনির প্রভাবে এ উৎসটি অবদমিত হয়।
- যেহেতু এ উৎসটি উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয়। তাই এটি হলো জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত একটি অপ্রমাণিত (সাধারণ) উৎস।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ (রহ.) *আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু 'আমির (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শোনো তখন যেটিকে তোমাদের **মন (ক্বলব) মেনে নেয় এবং যার প্রতি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি** নরম হয়ে যায় (সম্মতি দেয়) এবং তোমরা দেখতে পাও তোমরা হাদীসটি (গ্রহণ করার) কাছাকাছি, তখন জেনে নেবে যে, তোমাদের চেয়ে আমি সেটির অধিক কাছে (সেটি আমার হাদীস)। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শোনো, তখন যেটিকে **তোমাদের মন (ক্বলব) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যেটি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি অস্বস্তি বোধ করে** এবং দেখতে

পাও সেটি (গ্রহণ করা) থেকে তোমরা দূরে, তখন জেনে নেবে যে– আমি তোমাদের চেয়ে সেটির অধিক দূরে (সেটি আমার হাদীস নয়)।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬১০২।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) হাসান বলেছেন।[১৮২] শু'আইব আল-আরনাউত (রহ.) বলেন– সহীহ মুসলিমের শর্তে হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৮৩]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় মানুষের মনে একটি ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি আছে, যেটি হাদীস শুনলে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা বুঝতে পারে। মানুষের মনের এ ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তিই হলো- জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল, বোধশক্তি, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস নং- ২৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي 'صَحِيحِهِ' حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) নাওয়াস বিন সিম'আনী আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* নাওয়াস বিন সিম'আনী আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (অবস্থিত মনে) সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৬৮০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

১৮২. আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ আল-কামিলাহ*, খ. ২, পৃ. ২৩১।

১৮৩. শুআইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)* (কায়রো : মুআস্সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.), খ. ৫, পৃ. ৪২৫।

ব্যাখ্যা : পাপ তথা ভুল কাজ কারার পর মনে সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি পাপ তথা ভুল। তাই, হাদীসটির শেষের বক্তব্য থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা পাপ তথা ভুল বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা এই জ্ঞানের শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/বিবেক/বোধশক্তি/ Common sense।

হাদীস নং- ৩০

رُوِيَ فِيْ 'مُسْنَدِ أَحْمَد ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ .قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন- আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৭৭৭৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৮৪]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকেও জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা ন্যায় ও অন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা সেই শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/বিবেক/বোধশক্তি/Common sense।

---

১৮৪. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদু আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৪, পৃ. ১৯৪।

হাদীস নং- ৩১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর* ***'মুসনাদ'*** *গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– **যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে**, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– **যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।**

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ২২২২০।
- ♦ এই হাদীসের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য ও সহীহ।[১৮৫]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকেও জানা যায়– মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে ন্যায় ও অন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা ঐ শক্তিটিই হলো– আকল/বোধশক্তি/বিবেকে/ Common sense।

হাদীস নং- ৩২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا، إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেওয়া হয়েছে সেটি।

---

১৮৫. শু'আইব আরনাউত (তাহকীক), *মুসনাদে আহমাদ*, খ. ৫, পৃ. ৪২৫।

এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– 'ক্ষতিপূরণ, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।'

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল–

১. আল্লাহর কিতাব।
২. মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে।
৩. কিছু হাদীস।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেওয়া হয়েছে–

১. কুরআন
২. সুন্নাহ (হাদীস)
৩. আকল/বিবেক/Common sense

ছবি : সংশ্লিষ্ট ছবি ৭৮ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হাদীস নং- ৩৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَارِمِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আমর ইবন 'আসিম (রহ.) হতে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন–* কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, আকলের উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝর্ণার বিবেচনায় এটি আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) আরও বলেন– তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টি, বধির কান এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা আকলকে) উন্মুক্ত করে দেবে।

- ♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৩২৭।

◆ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১৮৬]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী আকল দিয়ে বুঝতে পারা যায়– কুরআন আল্লাহর কিতাব এবং এটি আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী আকল জ্ঞানের একটি উৎস।

হাদীস নং- ৩৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ . فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ . وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.), শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন–* শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল (বিবেক/বোধশক্তি /Common sense) ও সাধনা (Dedication)। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

◆ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯।

◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৮৭]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

১৮৬. দারেমী, *আস-সুনান (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ৫২৫। হাদীসটির সনদ মুগীছ পর্যন্ত সহীহ।

১৮৭. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, খ. ১, পৃ. ১১৬।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আকল (বিবেক/Common sense) জ্ঞানের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। কারণ, এটি কুরআন জানা ও বোঝার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীস নং- ৩৫

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن سلمة و أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال : قرىء على عبد الملك بن محمد هو ابن عبد الله القرشي ثنا أبي قال : ثنا مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ وَ مُرُوءَتَهُ عَقْلُهُ وَ حَسْبُهُ خُلُقُهُ .

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন, যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানো বা গ্রহণযোগ্য করার শক্তি হলো তার আকল, আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।

- ◆ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৪২৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[১৮৮]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী আকল হলো– সকল মানুষকে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি তথা জ্ঞানের উৎস।

হাদীস নং- ৩৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

---

১৮৮. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ২১২।

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষ খনিজ ধাতু (Metal) স্বরূপ। যেমন রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো– প্রকৃতিগতভাবে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি মানুষের মর্যাদার মধ্যেও সৃষ্টিগতভাবে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণ– বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি নয়। এ পার্থক্যের কারণ হলো– জ্ঞানের শক্তি আকল (বিবেক/Common sense)। যা মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন।

যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) অধিক শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে বেশি মর্যাদাশীল। আর যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) কম শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে কম মর্যাদাশীল। সত্য জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি বাড়ায়। আর মিথ্যা জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি কমায়।

অন্যদিকে জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ– যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকেও কাজে লাগায় না।

হাদীসটির পরের বক্তব্য হলো– জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে, যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। মানব সভ্যতা বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য এ বক্তব্যে মহাগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে।

শিক্ষাটি হলো– রৌপ্য ও স্বর্ণের প্রকৃতগতভাবে যে মূল্য আছে কারুকার্য্য করলে সে মূল্য আরও বাড়ে। তবে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে। তাই, যার আকল উত্তরাধিকারসূত্রে (Hereditarily) অধিক শক্তিশালী, সে যদি জাহিলী যুগের সাধারণ সত্য জ্ঞানের আলোকে ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে সে তাঁর সমাজে অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

আর ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সে আকল ব্যবহার করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

যা উৎকর্ষিত হতে পারে তা অবদমিতও হতে পারে। তাই, আকল (বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান /Common sense) হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

হাদীস নং- ৩৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ: أَتْقَاهُمْ . فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবী'র পুত্র, আল্লাহর নবী'র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৭৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে সমাজের সর্বাধিক মর্যাদাশীল ব্যক্তির সংজ্ঞা জানানো হয়েছে। সে সংজ্ঞায় বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি মানুষের মর্যাদাশীল হওয়ার মাপকাঠি বলা হয়নি। বলা হয়েছে আল্লাহ সচেতনতাকে।

স্বাস্থ্য সচেতন হলো সেই ব্যক্তি যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানে ও মানে। তাই, আল্লাহ সচেতন হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্পর্কে জানে ও মানে। অর্থাৎ কুরআন জানে ও মানে। তাহলে হাদীসটিতে প্রথমে রসূল (স.) সেই ব্যক্তিকে অধিক মর্যাদাশীল বলেছেন যে কুরআন অধিক জানে ও মানে।

হাদীসটির শেষ বক্তব্য হলো– জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ– যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকেও কাজে লাগায় না।

তাই হাদীসটির প্রথম অংশের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে শেষ অংশের বক্তব্যের ব্যাখ্যা হবে– বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে জাহিলী যুগের মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু ঐ যুগে যারা জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকলকে তাদের যুগে উপস্থিত সাধারণ সত্য জ্ঞানের আলোকে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে, তারা ঐ যুগের উত্তম মানুষ বলে বিবেচিত হয়।

আর ঐ ব্যক্তিরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সে আকল ব্যবহার করে চলে, তবে তারা ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

যা উৎকর্ষিত হতে পারে তা অবদমিতও হতে পারে। তাই, আকল (বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান /Common sense) হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

হাদীস নং- ৩৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي ' صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ .قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ : أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন আল মুহাজির আল মিসরী থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– হে রমণীগণ! তোমরা দান করতে থাকো এবং বেশি করে ইসতিগফার করো। কেননা, আমি দেখেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারী। জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল! জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কী? তিনি বললেন– তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামী/বন্ধু/সঙ্গী-সাথির অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। আর আকল (বিবেক/বোধশক্তি/Common sense) ও দ্বীনে কমতি থাকা কোনো সম্প্রদায়, জ্ঞানীদের

ওপর প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে তোমাদের চাইতে আর কাউকে আমি দেখিনি। প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞেস করল– ইয়া রসূলাল্লাহ! আকল ও দ্বীনে আমাদের কমতি কীসে? তিনি বললেন, তোমাদের আকলের ত্রুটির প্রমাণ হলো দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর স্ত্রীলোক (প্রতি মাসে) কয়েক দিন সালাত থেকে বিরত থাকে আর রামাযান মাসে সিয়াম ভঙ্গ করে (ঋতুবতী হওয়ার কারণে)। এটাই দ্বীনের ত্রুটি। আবূ তাহির ইবনু হাদ-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৫০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকেও জানা যায়– আকল জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

হাদীস নং- ৩৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى . فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ . فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ . قُلْنَ بَلَى . قَالَ : فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ . قُلْنَ بَلَى . قَالَ : فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি সাঈদ বিন আবী মারইয়াম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রসূল (স.) ঈদগাহের দিকে বের হলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন– হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদাক্বাহ করতে থাকো। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলো– কী কারণে, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন– তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো; আর স্বামী/বন্ধু/সঙ্গী-সাথির প্রতি অকৃতজ্ঞ হও। আকল (বিবেক/Common sense) ও দ্বীনে কমতি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির আকল হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে

দেখিনি। তারা বললো– হে আল্লাহর রসূল! আমাদের দ্বীন ও আকলে ত্রুটি কোথায়? তিনি বললেন– একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা উত্তর দিলো, 'অবশ্যই'। তখন তিনি বললেন– এ হচ্ছে তাদের আকলের বা বুদ্ধির কমতি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তারা বললো, 'অবশ্যই'। তিনি বললেন– এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের কমতি।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকেও জানা যায়– আকল জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

হাদীস নং- ৪০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মূসা বিন ইসমাঈল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– তিন ধরনের লোকের ওপর হতে কলম (হিসাব/শাস্তি) তুলে রাখা হয়েছে– (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ, যতক্ষণ না প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং (৩) পাগল, যতক্ষণ না আকল/বিবেক/Common sense সম্পন্ন হয়।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৪০৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৮৯]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ঘুমন্ত ব্যক্তির হিসাব বা শাস্তি না থাকার কারণ হলো তার আকল তখন কাজ করে না। আর নাবালেগের হিসাব বা শাস্তি না থাকার কারণ হলো আকল পরিপক্ক না হওয়া। তাই এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– আকল জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

---

১৮৯. আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু আবী দাউদ*, খ. ৯, পৃ. ৪০৩।

হাদীস নং- ৪১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আল কুতা'ঈ আল বাসরী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তিন প্রকার লোক হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (শাস্তি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে) ঘুমিয়ে থাকা লোক জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত। শিশু বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের আকল/বিবেক/Common sense না আসা পর্যন্ত।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪২৩।
- ◆ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৯০]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ৪২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন– রসূলুল্লাহ (স.) প্রত্যেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) বাক্য তিন তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে তাঁর কথা আকল দিয়ে বুঝে নিতে পারে।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৪০।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে হাসান সহীহ।[১৯১]

---

১৯০. আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৩, পৃ. ৪২৩।

- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষ যাতে আকল দিয়ে বুঝে নিতে পারে সে জন্য রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। আর এর কারণ হলো একটি বিষয় আকল সম্মত না হলে তার ওপর বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। ফলে সে বিষয়ের ওপর মানুষের আমলও প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী আকল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস নং- ৪৩

رُوِيَ فِيْ 'مُسْنَدِ أَحْمَد ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ : *আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে*– আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭১৮১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[১৯২]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৪৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

---

১৯১. আলবানী, *সহীহ ও যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৮, পৃ. ১৪০।
১৯২. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৫, পৃ. ৪২৫।

صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এমন কোন শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : মানব প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করার অর্থ হলো– সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি তথা সঠিক আকল (আকলে সালিম/মাহমুদ) নিয়ে জন্মগ্রহণ করা। অব্যবহিত পূর্বের হাদীস দু'টি থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির শিক্ষা হলো– 'আকল' পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী– আকল অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. 'আকল' (বোধশক্তি/বিবেকে/Common Sense) জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
২. উত্তরাধিকারসূত্রে (Heriditerily) কারো আকল অধিক ও কারো কম শক্তিশালী।
৩. সঠিক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে জ্ঞনের এ উৎসটি উৎকর্ষিত হয়। আর ভুল শিক্ষা ও পরিবেশে জ্ঞানের এ উৎসটি অবদমিত হয়। তাই এটি প্রমাণিত উৎস নয়। এটি অপ্রমাণিত (সাধারণ) উৎস।
৪. আকল মানুষের মর্যাদার প্রতীক।

পরিচ্ছেদ-১ : জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

উপ-পরিচ্ছেদ ৪ : 'বিজ্ঞান' আকলের আলোকে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

তথ্য-১

বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা তথ্য পরিবর্তন হয়। আবার বিজ্ঞান গবেষণার প্রতি বাঁকে বাঁকে আকল ব্যবহার করতে হয়। তাই, বিজ্ঞানকে 'আকল'-এর ভিত্তিতে উদ্ভাবিত অপ্রমাণিত বিশেষ জ্ঞান বলা যৌক্তিক।

তথ্য-২

মানুষ এবং মহাবিশ্বে থাকা সকল কিছুর আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতি তথা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য নিখুঁত ও বিস্তারিতভাবে উপস্থিত আছে প্রকৃতিতে (Nature)। অন্যদিকে ঐ সকল তত্ত্ব ও তথ্য আল কুরআনেও উপস্থিত আছে। তবে আল কুরআনে তার কিছু আছে ইঙ্গিতে, কিছু আছে সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু আছে বিস্তারিতভাবে। তাই, মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়– বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ও তথ্যের সফট কপি উপস্থিত আছে প্রকৃতিতে। আর তার হার্ড কপি হলো আল কুরআন।

আল কুরআনে আরও আছে–

- মানুষ ও মহাবিশ্বকে যিনি সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্ভুল তথ্য।
- মানুষ ও মহাবিশ্বকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য।
- মানুষের মৃত্যুর পর যা ঘটবে সে বিষয়ের নির্ভুল তথ্য।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে ব্যাখ্যা করা/বোঝানো/শিক্ষা দেওয়ার জন্য) মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র জীবের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয় এটা (জীব বিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য বিষয় (নির্ভুল জ্ঞান/শিক্ষা)।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআন ব্যাখ্যা করা, বোঝানো বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র জীব তথা জীব-বিজ্ঞানের উদাহরণ দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। অর্থাৎ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াতটির পরের অংশে বলা হয়েছে– জীব-বিজ্ঞানের উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য বিষয় তথা নির্ভুল জ্ঞান/শিক্ষা। তাই, এ আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– জীব বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস।

আয়াত-২

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ

অনুবাদ : আর তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টি তত্ত্বে (গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে)।

(সুরা আশ-শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের পঙ্‌ক্তি বা লাইনকে আল্লাহর দেওয়া নাম হলো 'আয়াত'। আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে থাকা জীব-জন্তুর সৃষ্টি তত্ত্ব তথা গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি হলো বৈজ্ঞানিক বিষয়। তাই, আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক বিষয়েরও আল্লাহর দেওয়া নাম হলো 'আয়াত'। আর তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষের জন্য কুরআনের আয়াতে যেমন আল্লাহর কাছ থেকে আসা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তেমনি বৈজ্ঞানিক বিষয়েও মানুষের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে আসা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস।

আয়াত-৩

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.

অনুবাদ : নিশ্চয় মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি তত্ত্ব (গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি) এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে উলুল আলবাবদের (প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী) জন্য অবশ্যই বহু 'আয়াত' আছে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটির মতো এ আয়াতটিও ব্যাখ্যা করে বলা যায়– কুরআন অনুযায়ী বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস।

আয়াত-৪

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.

অনুবাদ : আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বহু 'আয়াত' রয়েছে, তারা এ সবের ওপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১০৫)

ব্যাখ্যা : মহাকাশ, পৃথিবী এবং মানুষের চলার পথের চতুর্দিকে অনেক সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয় উপস্থিত থাকে। আয়াতটিতে ঐ সকল বিষয়কে 'আয়াত' বলা হয়েছে। তাই, ওপরে উল্লিখিত সুরা শুরার ২৯নং আয়াতটির মতো এ আয়াতটিও ব্যাখ্যা করে বলা যায়– কুরআন অনুযায়ী বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস।

আয়াত-৫

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ : আর দৃঢ় ঈমানদারদের (বিশ্বাসী) জন্য 'আয়াত' রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখ না?

(সুরা যারিয়াত/৫১ : ১৯)

ব্যাখ্যা : উপ-পরিচ্ছেদের পূর্বের আয়াতগুলো থেকে আমরা জেনেছি যে, 'আয়াত' শব্দটির অর্থ হলো– আল্লাহর কাছ থেকে আসা শিক্ষণীয় বিষয়। পৃথিবীতে ও মানুষের শরীরের মধ্যে যে ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা হলো– সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক।

আয়াতটির প্রথম অংশের সরল বক্তব্য হলো– দৃঢ় ঈমানদারদের জন্য পৃথিবীতে এবং তাদের শরীরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আয়াতের এ অংশের শিক্ষা এটি হবে না যে– পৃথিবীতে ও মানুষের শরীরের মধ্যে শুধুমাত্র দৃঢ় ঈমানদারদের জন্য সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা আছে। কারণ, দুর্বল ঈমানদার ও অবিশ্বাসীরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

তাই, আয়াতটির এ অংশের শিক্ষা হবে– যারা দৃঢ়বিশ্বাসী এবং দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চায়, তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

আয়াতটির শেষাংশে থাকা 'তোমরা কি দেখ না?' বক্তব্যটির উপস্থাপনের ধরন থেকে বোঝা যায়– কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটির প্রথম অংশে বলা বিষয়গুলো না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করেছেন। পূর্বে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে তার সাথে যোগ হয়েছে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র। তাই, সহজে বলা যায়– আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে, খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে ও তাদের শরীরের মধ্যে থাকা সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলো না দেখার জন্য তিরস্কার করেছেন। আর এ আয়াত অনুযায়ী, এর কারণ হলো ঐ সকল বিষয় দেখলে ঈমান দৃঢ় হয়।

প্রশ্ন হলো– সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষার মধ্যে কোনটিতে মানুষের ঈমান বেশি দৃঢ় হয়? এর সহজ উত্তর হলো বিজ্ঞানের মাধ্যমে। তাই, এ আয়াতটির আলোকেও বলা যায়– কুরআন অনুযায়ী বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস।

আয়াত-৬

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা 'আকল'-এর) অধিকারী হত যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হত যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা 'আকল') যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(সুরা আল-হজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা 'তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি' এরূপ প্রশ্নবোধক কথাটির মাধ্যমে মুসলিমসহ সকল মানুষকে পৃথিবী তথা দেশ ভ্রমণ করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

এরপর পৃথিবী ভ্রমণ করলে কী হবে তা বলেছেন। সেটি হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা 'আকল' উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত 'আকল'-এর মাধ্যমে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্য সত্য বিষয় চোখে দেখে, পড়ে বা কানে শুনে সহজে বুঝা যায়। এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশে থাকা 'প্রকৃত পক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা 'আকল') যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে' বক্তব্যটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে অবস্থিত মনে থাকা আকলে একটি বিষয়ে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয়– What mind does not know eye will not see (মন যা জানে না চোখ তা দেখে বুঝতে পারে না)। তাই, কুরআন বা সুন্নাহতে থাকা একটি বিষয়ে মানুষের আকলে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ আয়াত বা সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না।

এখানে বিশেষভাবে বোঝা দরকার যে– কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালে জ্ঞানার্জনের জন্য মুসলিমদের মদীনা ছেড়ে অন্য দেশ ভ্রমণ করতে বলার মাধ্যমে কোন বিষয়ের জ্ঞানার্জন করাকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। সে বিষয় কুরআন, সুন্নাহ বা আমল-আখলাক অবশ্যই নয়। কারণ, কুরআন, সুন্নাহ বা আমল-আখলাক শেখানোর সর্বোত্তম মানুষ (রসূল স.) তখন মদীনায় ছিলেন। এটির একটি উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে যে সকল জাতি আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে তাদের বসবাস স্থানগুলো দেখা। এ বিষয়টি কুরআনের অন্য আয়াতে আছে। এর অন্য একটি উদ্দেশ্য হলো– তখনকার সময়ে যে সকল দেশ বিজ্ঞানে উন্নত ছিল সেখানে গিয়ে বিজ্ঞান শেখা। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও জীবন সম্পর্কিত একটি জ্ঞান হলো বিজ্ঞান এবং দেশ ভ্রমণ বা অন্যভাবে সে জ্ঞান অর্জনকে আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

আয়াত-৭

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের আয়াত (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ বিষয়) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো– আল্লাহর সৃষ্টি করে রাখা বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় তার মধ্যে থাকা সকল বিষয় এবং মানুষের শরীর নিয়ে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কৃত গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের সত্য (প্রতিষ্ঠিত) আবিষ্কার বা তথ্য একই হবে। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী বিজ্ঞানের সত্য (প্রতিষ্ঠিত) আবিষ্কার বা তথ্য জ্ঞানের একটি নির্ভুল উৎস।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– বিজ্ঞানের সত্য (প্রতিষ্ঠিত) আবিষ্কার বা তথ্য জ্ঞানের একটি নির্ভুল উৎস। তবে মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা তথ্য পরিবর্তন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– পূর্বে শৈল্য চিকিৎসার (Surgery) শিক্ষা ছিল যে যত বড়ো শৈল্য চিকিৎসক হবে সে তত বড়ো করে কাটবে (Big Surgeon Big Incission)। কিন্তু বর্তমানে ঐ তথ্য হলো– যে যত বড়ো শৈল্য চিকিৎসক হবে সে তত ছোটো করে কাটবে (Big Surgeon Small Incission)। এছাড়া, গত ৫০ বছরে চিকিৎসা জগতে বেশ কিছু ঔষধ ক্ষতিকারক প্রমাণিত হওয়ায় বাজার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো এমন এক বিজ্ঞান যা মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাথে সরাসরি জড়িত। তাই, এ বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার ল্যাবরেটরি, জীব-জন্তু ও মানুষের ওপর নানাভাবে পরীক্ষা করার পর নিরাপদ পেলেই শুধু মানব জীবনে প্রয়োগ করার অনুমতি পায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অবস্থা যদি এরকম হয়, তবে অন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অবস্থা যে আরও অধিক পরিবর্তনশীল হবে তা সহজে বলা যায়।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে 'আকল'-এর বিরাট ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি ধরা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়ল। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টানছে। 'আকল'-এর এ তথ্যের

ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন এবং সে গবেষণার প্রতি বাঁকে বাঁকে তাকে আকল ব্যবহার করতে হয়েছে। তাই, বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা তথ্য প্রমাণিত জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাইয়ের পর সঠিক পাওয়া গেলেই শুধু নির্ভুল বা প্রমাণিত হিসেবে ধরা যাবে। আর তাই, বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা হবে, 'আকল'-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত অপ্রমাণিত বিশেষ জ্ঞান।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৪৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) (একদা) বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর এ রকমটি হলো মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? (রাবী বলেন,) তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন– আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : খেজুর গাছের উদাহরণ হলো উদ্ভিদ বিষয়ক বিজ্ঞানের উদাহরণ। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূল (স.) ইসলাম শেখানোর জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়েছেন। আর তাই, হাদীসটি অনুযায়ী জ্ঞানের একটি উৎস হবে বিজ্ঞান।

হাদীস নং- ৪৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ : " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ."

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-কে মসজিদে নববীর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে সুরা আনফালের ৬০নং আয়াতটি–

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

"আর তোমরা (মুসলিমগণ) বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন (যাতে তারা আক্রমণ করতে সাহস না পায়)। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" তিলাওয়াত করার পর বলতে শুনেছি– জেনে রাখো প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে সুরা আনফালের ৬০নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে রসূল (স.) আয়াতটির শিক্ষা অনুযায়ী, ইসলাম বিরোধী শক্তির তুলনায় উন্নত মান ও অধিক পরিমাণের সমর শক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। বর্তমান যুগ অনুযায়ী ঐ শক্তি হবে–

১. সামরিক বস্তুগত শক্তি। অর্থাৎ রাইফেল, কামান, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, সাধারণ বোমা, আণবিক বোমা ইত্যাদি।
২. অর্থনৈতিক শক্তি।
৩. প্রচার শক্তি।
৪. অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শক্তি।

এরপর রসূল (স.) তীর প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। তীর হলো ক্ষেপনাস্ত্র/মিসাইল। এটি হলো এমন অস্ত্র যা নিজেকে নিরাপদ রেখে বহুদূর থেকে নিক্ষেপ করা যায়। যুগোপযোগী সামরিক বস্তুগত শক্তি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রস্তুত করে রাখার জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী– বিজ্ঞান জ্ঞানের অন্যতম উৎস।

হাদীস নং- ৪৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতাইবা বিন সাঈদ ও ইবনে হাজার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিন প্রকার আমল ছাড়া তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে (মানুষের) উপকার হয়, নেক সন্তান যে তার জন্য (তার মৃত্যুর পর) দু'আ করতে থাকে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৩১০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মৃত্যুর পর তিন ধরনের বিষয়ের সাওয়াব মানুষের আমলনামায় যেতে থাকে। তার একটি হলো– এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ উপকৃত হয়। একজন মানুষের রেখে যাওয়া যে জ্ঞান দিয়ে অন্য মানুষ উপকৃত হতে পারে গুরুত্বের দিক দিয়ে তার প্রথম তিনটি হলো–

- ▪ কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান।
- ▪ সুন্নাহর অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান।
- ▪ গবেষণা করে আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের জ্ঞান বা বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদমূলক জ্ঞান।

তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস।

হাদীস নং- ৪৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا

وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, একজন মু'মিনের মৃত্যুর পর তার যেসব আমল তার আমলনামায় পৌঁছায় তা হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে। তার রেখে যাওয়া নেক সন্তান। তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে রেখে আসা মাসহাফ তথা আল-কুরআন। তার বানানো মসজিদ অথবা মুসাফিরদের জন্য তার বানানো মুসাফিরখানা অথবা তার খনন করা খাল বা নদী অথবা তার জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় তার সম্পদ থেকে করা দান-খয়রাত। তার মৃত্যুর পরও উক্ত আমলগুলোর সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৪২ ।
- শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৯৩]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বক্তব্য অনুযায়ী, মৃত্যুর পর মানুষের আমল নামায় যে সকল বিষয়ের নেকী পৌঁছাবে তার প্রথমটি হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে। হাদীসটিতে জ্ঞানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি তথা অনির্দিষ্ট। তাই, জ্ঞানের বিষয়টি হতে পারে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর যেকোনো জ্ঞান। মানব সভ্যতার বর্তমান যুগে সহজে বলা যায়– মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর জ্ঞানের মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী প্রথম তিনটি হবে কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞান। অন্যদিকে জ্ঞান শেখানো ও প্রচার করার উপায়সমূহ হতে পারে–

- লেখার মাধ্যমে শেখানো ও প্রচার করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিয়ে শেখানো ও প্রচার করা।
- আলোচনা ও বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রচার করা।

তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– মৃত্যুর পর মানুষের আমল নামায় যে সকল জিনিসের নেকী পৌঁছাবে তার প্রথমটিতে থাকা বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ হবে লেখা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিয়ে আলোচনা বা বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে–

- কুরআনের জ্ঞান শেখানো ও প্রচার করা।
- সুন্নাহর জ্ঞান শেখানো ও প্রচার করা।
- বিজ্ঞানের জ্ঞান শেখানো ও প্রচার করা।

আর তাই, হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস হবে।

---

১৯৩. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪৬

হাদীস নং- ৪৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ : مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاقْنُوهُم. قُلْتُ لِلْحَكَمِ، مَا اقْنُوهُمْ، قَالَ: عَلِّمُوهُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হারেস বিন রাশেদ আল-মিসরী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের কাছে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন জ্ঞানার্জনের জন্য আসবে, তোমরা তাদেরকে দেখলে বলবে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর অসিয়ত অনুযায়ী তোমাদেরকে স্বাগতম, স্বাগতম এবং তাদেরকে 'উকনু' করো। রাবী বলেন, আমি হাকাম ইবনে আবদাকে জিজ্ঞেস করলাম (তাদের) 'উকনু' (করো) অর্থ কী? তিনি বললেন, (এর অর্থ) তোমরা তাদেরকে শিক্ষা দাও।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৫৫।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে হাসান।[১৯৪]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতেও জ্ঞানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি তথা অনির্দিষ্ট। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস হবে।

হাদীস নং- ৫০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا : رَبِيعَةُ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى. قَالُوا : إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

১৯৪. আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৩১৯।

رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمُزَفَّت . قَالَ شُعْبَةُ : رُبَّمَا قَالَ : النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ : المُقَيَّرِ قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জামরাহ (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ জামরাহ (রা.) বলেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) ও (অন্যান্য ভাষাভাষি) লোকদের মধ্যে ভাষান্তরের কাজ করতাম। একদা ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন– আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী (স.)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বললেন, তোমরা কোন গোত্রের? তারা বলল, রবী'আহ গোত্রের। তিনি বললেন, এ গোত্রকে অথবা এ প্রতিনিধি দলকে স্বাগতম। এরা কোনোরূপ অপদস্থ ও লাঞ্চিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল– আমরা বহু দূর হতে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুযার' গোত্রের বাস। নিষিদ্ধ মাস ছাড়া আপনার কাছে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। **অতএব আমাদের এমন কিছু দিক-নির্দেশনা দেন, যা আমরা আমাদের গোত্রভূক্তদের কাছে পৌঁছাতে পারি এবং তার মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারি। তখন তিনি তাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন।**

তাদের এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করলেন। তিনি বললেন, এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কীরূপে হয় জানো? তারা বলল– আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা হলো এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং রমাদানের সিয়াম পালন করা আর তোমরা গণীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। **আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো কদুর খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরা দিয়ে রঙ করা পাত্র ব্যবহার করতে।** শু'বা বলেন, কখনও (আবূ জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরি পাত্রের কথাও বলেছেন। আবার তিনি কখনও আন-নাকীর এর স্থলে আল-মুকায়য়ার বলেছেন। রসূল (স.) বললেন– তোমরা **এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের গোত্রভূক্ত যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের কাছে তা পৌঁছে দাও।**

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৮৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– কিছু লোক রসূল (স.)-এর কাছে এমন কিছু বিষয়ের দিক-নির্দেশনা চাইলেন যা তাদের গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং যা আমল করার মাধ্যমে তারা জান্নাতে যেতে পারে। উত্তরে রসূল (স.) চারটি বিষয় পালন করতে আদেশ

এবং চারটি বিষয় পালন করতে নিষেধ করেছেন। আদেশ করা চারটি বিষয় হলো ধর্মীয় বিষয় যা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায়। আর নিষেধ করা চারটি বিষয় হলো সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয় যা শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে জানা যায়। তাই এ হাদীস অনুযায়ীও বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস।

হাদীস নং- ৫১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) কাসীর বিন কায়েস (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* কাসীর বিন কায়েস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা আমি আবূ দারদার (রা.) সঙ্গে দামেশকের মাসজিদে বসা ছিলাম। তখন তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো– হে আবূ দারদা! আমি একটি হাদীসের জন্য সুদূর রসূলুল্লাহ (স.) শহর (মদীনা) হতে এসেছি। আমি জানতে পারলাম, আপনি রসূলুল্লাহর (স.) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমি আসিনি। আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– **যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য পথ অতিক্রম করে (দেশ-বিদেশে যায়), আল্লাহ তার পরিবর্তে তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে কোনো একটি পথের সন্ধান দিয়ে দেন।** ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমান ও জমীনের যারা আছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দু‘আ প্রার্থনা করে। এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। আবেদ (সাধারণ ইবাদাতগুজারী) ব্যক্তির ওপর ‘আলিমের ফাযীলাত হলো যেমন সমস্ত তারকার ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। জ্ঞানীরা হলেন নবীদের উত্তরসূরি। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম মীরাসরূপে রেখে যান না। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

♦ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআশ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি.), হাদীস নং-৩৬৪৩।

- ♦ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৯৫]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) যে বিষয়গুলো জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো–

১. জ্ঞানার্জন করতে দেশ-বিদেশে যেতে বলেছেন।
২. দেশ-বিদেশে গিয়ে জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব এবং দেশ-বিদেশে গিয়ে জ্ঞানার্জন করা ব্যক্তির অপরিসীম মর্যাদার কথা বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞান বা ইসলামী আচার-ব্যবহার শেখার জন্য নিশ্চয় রসূল (স.) মদিনা ছেড়ে মুসলিমদের দেশ-বিদেশে যেতে বলেননি। কারণ, ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞান বা ইসলামী আচার-ব্যবহার শেখানোর আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি তখন মদিনায় উপস্থিত। ঐ সময় অন্যান্য দেশ বিশেষ করে চীন বিজ্ঞানে উন্নত ছিল।

তাই, সহজে বুঝা যায় হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.)–

১. মুসলিমদের জ্ঞান শেখার জন্য দেশে-বিদেশে যেতে বলেছেন।
২. বিজ্ঞান শেখা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন।
৩. বিজ্ঞানকে জ্ঞানের একটি উৎস বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

আর এর কারণ হলো কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা ও বোঝানোর জন্য এবং মুসলিমদের পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও বিজ্ঞান গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

উপ-পরিচ্ছেদ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ' أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ زِيَادٍ، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ عَامِرٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا : حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي عَاتِكَةَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حدثنا أَبُو عَاتِكَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " .

অনুবাদ : *ইমাম বায়হাকী (রহ.) আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। কেননা, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

---

১৯৫. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং-৩৬৪৩

- ইমাম বায়হাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন, *শু'আবুল ঈমান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.), হাদীস নং ১৬৬৩।
- হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ। কিছু মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সনদের দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। তাই, হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনে নম্বরবিহীন হিসেবে উল্লেখ করা হলো।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআন বিশেষ করে সুরা হাজ্জের ৪৬নং আয়াতের বক্তব্যের সাথে ভীষণভাবে সম্পূরক। তারপরেও হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) প্রথমে বলেছেন– তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ কর। অর্থাৎ হাদীসটির প্রথম অংশের মাধ্যমে রসূল (স.) মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞান শেখার জন্য পৃথিবীর যেকোনো দেশে এমনকি প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে হবে।

হাদীসটির শেষাংশে রসূল (স.) জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশে যেতে বলারও কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। ঐ সময়ে চীন বা অন্যদেশে ইসলামী জ্ঞান ছিল না। আর আচার-ব্যবহার শেখার জন্য রসূল (স.)-কে রেখে অন্যদেশে যেতে বলার প্রশ্নই আসে না। চীন ঐ সময় বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। তাই, হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান শেখার জন্য দরকার হলে মুসলিমদের পৃথিবীর যেকোনো দেশে যেতে হবে। আর এর কারণ হলো কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা ও বোঝানোর জন্য এবং মুসলিমদের পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও বিজ্ঞান গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। তাই, হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি উৎস। তবে এ উপ-পরিচ্ছেদের কুরআনের আয়াতের সম্মিলিত ব্যাখ্যায় (পৃষ্ঠা নং ১৩৩) উল্লিখিত তথ্যের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা হবে, 'আকল'-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত অপ্রমাণিত বিশেষ জ্ঞান। কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) মানদণ্ডে যাচাইয়ে নির্ভুল প্রমাণিত হলেই শুধু বিজ্ঞানের তথ্যকে নির্ভুল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

পরিচ্ছেদ-২ : জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা

পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়টি কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন–

দৃষ্টিকোণ-১ : মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও পালন করার দৃষ্টিকোণ
পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ (অল্প সংখ্যক নাস্তিক ভিন্ন) কোনো না কোনো ধর্ম বিশ্বাস ও পালন করে। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়– পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ মনে করে ধর্ম বিশ্বাস ও তা পালন করা গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টিকোণ-২ : সফল হওয়ার সার্বিক দৃষ্টিকোণ
কোনো বিষয় অনুসরণ করে সফল হতে হলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ঐ বিষয়ের জ্ঞান। কারণ, না জেনে অনুসরণ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। আর সফলতা হলো– মর্যাদা, সম্মান, কল্যাণ, পারিশ্রমিক (সাওয়াব) ইত্যাদি পাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা ১নং পূর্ব শর্ত। তাই Common sense অনুযায়ী– যেকোনো বিষয়ে মর্যাদা, সম্মান, কল্যাণ, পারিশ্রমিক (সাওয়াব) ইত্যাদি পাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা ১নং কাজ হলো ঐ বিষয়ের জ্ঞানী হওয়া।

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম অনুসরণ করে সফল হতে চায়। তাই Common sense অনুযায়ী মু'মিনের মর্যাদা, সম্মান, কল্যাণ, পারিশ্রমিক (সাওয়াব) ইত্যাদি পাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা ১নং কাজ হবে ইসলামের জ্ঞানার্জন করা তথা জ্ঞানী হওয়া।

দৃষ্টিকোণ-৩ : ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হওয়ার দৃষ্টিকোণ
ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। তাই সহজে বলা যায়, ইসলামী জ্ঞান বলতে বুঝাবে– ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাসসহ সকল বিষয়ের জ্ঞান। তাহলে এটিও সহজে বলা যায়, ইসলাম পালন করে দুনিয়া ও পরকালে সফল হতে হলে শুধু ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

Common sense অনুযায়ী এটিও বোঝা কঠিন নয় যে– ইসলামী জ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে এবং তা আছেও।

দৃষ্টিকোণ-৪ : মানব জীবন শান্তিময় হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ইসলাম মানব জীবনকে শান্তিময় করতে চায়। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে বিজ্ঞান ছাড়া মানব জীবন শান্তিময় হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাই সহজে বলা যায়– ইসলাম পালন করে জীবন শান্তিময় হতে হলে শুধু ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েরও জ্ঞান থাকতে হবে। তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে জ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

দৃষ্টিকোণ-৫ : চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণের দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসক হলো সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করে সফল হতে চান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকগুলো হলো– মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষু, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিক, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, রেডিওলজি-ইমেজিং ইত্যাদি। একজন চিকিৎসককে প্রাকটিস করে সফল হতে হলে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল দিকের অন্তত মৌলিক জ্ঞানার্জন করতে হয়।

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম অনুসরণ করে সফল হতে চায়। আর উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)। তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মু'মিনকে ইসলাম পালন করে দুনিয়া ও পরকালে সফল হতে হলে শুধু ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান (বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের সকল মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-৬ : ইসলাম পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীকে শান্তিময় করতে হলে ইসলাম পরাজিত শক্তি হিসেবে থাকলে চলবে না। বিজয়ী শক্তি হিসেবে থাকতে হবে। তাই, সহজে বলা যায়– বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে মুসলিমদের শুধু ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান (বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত দৃষ্টিকোণসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– আকল অনুযায়ী একজন মু'মিনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব, মর্যাদা বা নেকীর কাজ হবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। আর সে জ্ঞানের বিষয় হবে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর যেকোনো জ্ঞান। অর্থাৎ ধর্ম, বিজ্ঞান (বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান। তবে বিভিন্ন দিকের জ্ঞানের মধ্যে গুরুত্ব, মর্যাদা বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

অনুবাদ : রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে– আল কুরআন হলো মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্যধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ। অর্থাৎ আল কুরআন হলো মানুষের জ্ঞানার্জনের সিলেবাস। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের যত দিকের জ্ঞান উপস্থিত আছে, সে সব দিকের জ্ঞান মানুষকে অর্জন করতে হবে।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল কুরআনে উপস্থিত আছে– ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য বা জ্ঞান। তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষকে এ সকল দিকের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

আয়াত-২

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ : তাহলে কি তোমরা কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– একজন মু'মিনকে পুরো কুরআনের তথা কুরআনে মানব জীবনের যত দিকের জ্ঞান আছে সে সকল দিকের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

আয়াত-৩

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى أَدْبَارِهِمْ مِنْم بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ وَأَمْلٰى لَهُمْ.
ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (কুরআনের মাধ্যমে) নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যে আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব; আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর মূল শিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। আয়াতগুলোতে এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

পুরো কুরআন অনুসরণ করতে হলে সম্পূর্ণ কুরআন আগে জানতে হবে। তাই এ আয়াতগুলোর তথ্য থেকেও স্পষ্ট জানা যায়– আল্লাহর দেওয়া কিতাবের (কুরআন) কিছু অংশ জানলে ও অনুসরণ করলে এবং কিছু অংশ না জানলে এবং অনুসরণ না করলে পুরো জীবনটাই (দুনিয়া ও পরকাল) বিফলে যাবে। অর্থাৎ একজন মু'মিনকে অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– একজন মানুষ বা মু'মিনকে কুরআনে উপস্থিত দুই একটি দিকের নয়, সকল দিকের জ্ঞানার্জন করতে হবে। অর্থাৎ একজন মানুষ বা মু'মিনকে ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য বা জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষকে এ সকল দিকের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

আয়াত-৪

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : বলো, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে?

(সুরা যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রশ্নের উত্তর থেকে শিক্ষা নিতে হলে অংকের ঐকিক নিয়ম (Equation) জানতে হবে।

অংকের ঐকিক নিয়মের উদাহরণ

পুত্র ও পিতার বয়সের অনুপাত ২ : ৬। পুত্রের বয়স ১০ বছর হলে পিতার বয়স কত?

সূত্র অনুসারে পুত্রের বয়স ১০ বছর হলে
পিতার বয়স হবে ৩×১০ = ৩০ বছর
পুত্রের বয়স ২ বছর হলে পিতার বয়স হবে ৬ বছর

↓

পুত্রের বয়স ১ বছর হলে পিতার বয়স হবে ৬/২ = ৩ বছর

↓

পুত্রের বয়স ১০ বছর হলে পিতার বয়স হবে ৩×১০ = ৩০ বছর

তাই, আয়াতখানির শিক্ষার প্রবাহচিত্র হবে নিম্নরূপ–

জ্ঞানী এবং অজ্ঞ কোনো দিক দিয়ে সমান হতে পারে না

↓

জ্ঞানী, অজ্ঞের চেয়ে সঠিক তথা সওয়াবের কাজ অনেক বেশি করবে

↓

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, কল্যাণ বা সওয়াব অন্য যেকোনো আমলের চেয়ে অনেক বেশি

জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট থাকায় আয়াতটিতে বলা জ্ঞান বলতে বোঝাবে– ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

তাই, আয়াতটি অনুযায়ী– ধর্ম, বিজ্ঞান (বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অন্য যেকোনো আমলের (কাজ) চেয়ে বেশি। তবে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

আয়াত-৫

هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ ط

অনুবাদ : অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে?

(সুরা আন'আম/৬ : ৫০, সুরা রা'দ/১৩ : ১৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির শিক্ষার প্রবাহচিত্র হবে নিম্নরূপ–

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনও সমান হতে পারে না

↓

যারা অজ্ঞতার কারণে দেখে না, আর যারা জ্ঞান থাকার কারণে দেখে তারা কখনও সমান হতে পারে না

↓

অজ্ঞতার কারণে না দেখা ব্যক্তি জ্ঞান থাকার কারণে দেখতে পারা ব্যক্তির তুলনায় গুনাহ অনেক বেশি করবে

↓

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, কল্যাণ বা সওয়াব অন্য যেকোনো আমলের চেয়ে অনেক বেশি

জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট থাকায় এ আয়াতটি অনুযায়ীও– ধর্ম, বিজ্ঞান (বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অন্য যেকোনো আমলের (কাজ) চেয়ে বেশি। তবে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

আয়াত-৬

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

অনুবাদ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (তাদের মধ্য থেকে) যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

(সুরা আল মুজাদালা/৫৮ : ১১)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ বলেছেন, ঈমান আনা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা জ্ঞান বেশি রাখে তাদের মর্যাদা বেশি। এখানেও জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট। এ আয়াতটি অনুযায়ীও– ধর্ম, বিজ্ঞান (বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অন্য যেকোনো আমলের (কাজ) চেয়ে বেশি। তবে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

আয়াত-৮

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.

অনুবাদ : আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে (বনী ইসরাইল) জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সুরা আদ দুখান/৪৪ : ৩২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– বনী ইসরাইলরা জ্ঞানের কারণে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ছিল। জ্ঞানের বিষয় এখানেও অনির্দিষ্ট।

সম্মিলিত শিক্ষা : পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহসহ আরও আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. ইসলামে জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্য সকল আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।
২. জ্ঞানের বিষয় হবে– কুরআন, হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি।
৩. তবে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ৫২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, **যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে কোনো কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষাদানের কিংবা শিক্ষালাভের জন্য আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে।** আর যে ব্যক্তি পার্থিব কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মতো, যে অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২২৭ ।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে সহীহ।[১৯৬]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– যে ব্যক্তি মসজিদে তথা কোনো স্থানে একটি কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষাদান কিংবা শিক্ষালাভের জন্য যায়, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী– একটি কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষাদান কিংবা শিক্ষালাভের চেষ্টা করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানব জীবনের যত দিক আছে তার সব দিকের সঠিক জ্ঞান মানুষের জন্য কল্যাণকর।

---

১৯৬. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু ইবন মাজাহ্*, খ. ১, পৃ. ২৯৯ ।

হাদীসটিতে শিক্ষা দান বা গ্রহণ করার বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, এ হাদীসটির আলোকে বলা যায়– ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দান বা গ্রহণ করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে বিষয়গুলোর নির্ভুলতা, গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে।

হাদীস নং- ৫৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব ও কুতাইবা বিন সা'দ (রহ.) ও ইবনে হুজর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিন প্রকার আমল ছাড়া তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। (এক.) সদকায়ে জারিয়া, (দুই.) **এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে (মানুষের) উপকার হয়**, (তিন.) নেক সন্তান যে তার জন্য (তার মৃত্যুর পর) দো'আ করতে থাকে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৩১০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : যে বিষয় মৃত্যুর পরেও মানুষের কল্যাণে আসবে সে বিষয় নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসটি থেকে জানা যায়, ঐ ধরনের একটি বিষয় হলো– 'এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষের উপকার হয়'। মানব জীবনের যত দিক আছে তার সব দিকের সঠিক জ্ঞান মানুষের কাজে লাগে। তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– মানব জীবনের যেকোনো দিকের জ্ঞানের বিষয় নিয়ে কাজ বা গবেষণা করে রেখে গেলে তা পরকালে কাজে লাগবে।

তাই হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয় নিয়ে কাজ বা গবেষণা করে রেখে গেলে তা পরকালে কাজে লাগবে। আর তাই, হাদীসটি অনুযায়ী ঐ সকল দিকের জ্ঞানার্জন করা মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিষয়গুলোর নির্ভুলতা, গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে বা থাকবে।

হাদীস নং- ৫৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ؟، قُلْتُ : أُنْبِطُ الْعِلْمَ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) যির্‌র বিন হুবায়শ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* যির্‌র বিন হুবায়শ (রহ..) বলেন, আমি সফওয়ান বিন আসসাল মুরাদী (রা.) এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন– তুমি কী জন্য এসেছো? আমি বললাম, জ্ঞান লাভের জন্য। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য তার ঘর থেকে বের হয়, তখন এই মহৎ কাজের জন্য ফেরেশতারা খুশি হয়ে তাদের পাখা বিছিয়ে দেন।

- ♦ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২২৬।
- ♦ শায়খ আল আলবানী (রহ.) এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৯৭]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতেও জ্ঞানের বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া একটি বড়ো মর্যাদা বা নেকীর কাজ।

হাদীস নং- ৫৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا القَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ.

---

১৯৭. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান ইবনু মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৮ ।

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল আ'লা আস-সান'আনী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা.) বলেন, দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আলোচনা করা হলো। তাদের একজন (নিরক্ষর) ইবাদাতকারী এবং অন্যজন শিক্ষিত (ইবাদাতকারী)। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– শিক্ষিত ও নিরক্ষর ইবাদাতকারীর মর্যাদার পার্থক্য তেমন, যেমন আমার মর্যাদার সাথে তোমাদের একজন সাধারণ মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্য। তারপর রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতারা এবং আসমান-জমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দো'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৮৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ গরীব বলেছেন ইমাম তিরমিযী (রহ.)। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৯৮]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী শিক্ষিত ও নিরক্ষর ইবাদাতকারীর মর্যাদার পার্থক্য হলো– রসূল (স.)-এর মর্যাদা ও একজন সাধারণ মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্যের অনুরূপ। অর্থাৎ সে পার্থক্য অপরিসীম।

হাদীসটির শেষে, শিক্ষিত ইবাদাতকারীর জ্ঞানের বিষয়বস্তু কী হবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 'কল্যাণকর জ্ঞান' ব্যাক্যটি দিয়ে। অর্থাৎ যেকোনো কল্যাণকর জ্ঞান। তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ী ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব অন্য যেকোনো আমলের তুলনায় অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস নং- ৫৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম বিন 'আম্মার থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমি

১৯৮. আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী, খ. ৬, পৃ. ১৮৫ ।

রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– বস্তুত সারা আসমান ও জমীনের সকল অধিবাসী জ্ঞানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছও।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৩৯।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে সহীহ।[১৯৯]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : যে জিনিসটি উপস্থিত থাকার কারণে ব্যক্তির জন্য আসমান ও জমীনের অধিবাসীরা দোয়া করে সে জিনিস অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসটি অনুযায়ী সে জিনিসটি হলো জ্ঞান। তবে এখানে জ্ঞানের বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বিষয়গুলোর নির্ভুলতা, গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

হাদীস নং- ৫৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি (রসূলুল্লাহ স.) বলেছেন– মানুষ খনিজ ধাতু (Metal) স্বরূপ; যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য। জাহিলিয়াতের সময় যারা উত্তম ছিলেন, তারা ইসলামের সময়েও উত্তম, যখন তারা গভীর জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৮৭৭ ।
- হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

১৯৯. আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান ইবনু মাজাহ, খ. ১, পৃ. ২৯৫ ।

ব্যাখ্যা : জাহিলী সমাজ হলো সে সমাজ, যে সমাজের মানুষ জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলকেও (বিবেক/বোধশক্তি/Common sense) কাজে লাগায় না। তাই, জাহিলী সমাজের উন্নত মানুষ হলো সে ব্যক্তিরা, যারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলকে ব্যবহার করে চলে। অর্থাৎ তারা উন্নত মন-মানসিকতা ও কাজ-কর্ম ওয়ালা মানুষ।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হিকমাহ/প্রজ্ঞার সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষিত আকলের উন্নত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

তাই, হাদীসটির একটি প্রধান শিক্ষা হলো– জাহিলী সমাজে যারা আকল ব্যবহার করে চলার কারণে উত্তম ব্যক্তি ছিল তারা যদি কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে তাদের আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সে আকল ব্যবহার করে চলে তবে তারা ইসলামী সমাজেও উত্তম ব্যক্তি হবে।

তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ীও একজন মু'মিনের জন্য ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব বা নেকী অপরিসীম।

হাদীস নং- ৫৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىَ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) কাসীর বিন কায়েস (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* কাসীর বিন কায়েস

বলেন, একদা আমি আবূ দারদার (রা.) সঙ্গে দামেশকের মাসজিদে বসা ছিলাম। তখন তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আবূ দারদা! আমি একটি হাদীসের জন্য সুদূর রসূলুল্লাহ (স.)-এর শহর (মদীনা) হতে এসেছি। আমি জানতে পারলাম, আপনি রসূলুল্লাহর (স.) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমি আসিনি। আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার পরিবর্তে তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে কোনো একটি পথে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমান ও জমীনের যারা আছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দু'আ প্রার্থনা করে, এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। আবেদ (নিরক্ষর ইবাদাতকারী) ব্যক্তির ওপর 'আলিমের (শিক্ষিত ইবাদাতকারী) ফাযীলাত হলো– যেমন সমস্ত তারকার ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। জ্ঞানীরা হলেন নবীদের উত্তরসূরি। নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম মীরাসরূপে রেখে যান না। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৪৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২০০]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ীও জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও নেকী অন্য যেকোনো আমলের চেয়ে অপরসীমভাবে বেশি।

হাদীস নং- ৫৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي 'سُنَنِهِ' أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন 'উয়াইনাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, উত্তম শিক্ষকের জন্য সকল কিছুই আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে, এমনকি সমুদ্রের মাছও।

- ♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৪৩।
- ♦ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.) বলেন– হাদীসটি মাওকূফ এবং এর সনদ খুব ভালো।[২০১]

---

২০০. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ*, খ. ৩, পৃ. ২৫৪।
২০১. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, খ. ১, পৃ. ১১০।

- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় উত্তম শিক্ষকের মর্যাদা অনেক বেশি। এখানে জ্ঞানের বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব বা সাওয়াব অপরিসীম। তবে বিষয়গুলোর নির্ভুলতা, গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

হাদীস নং- ৬০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোনো উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষা লাভের জন্য আসে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তির মর্যাদাসম্পন্ন। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর তুল্য।

- ♦ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২২৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২০২]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ীও শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। এখানেও জ্ঞানের বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণ করার গুরুত্ব বা সাওয়াব অপরিসীম। তবে বিষয়গুলোর নির্ভুলতা, গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

---

২০২. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৯ ।

হাদীস নং- ৬১

أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ جرير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تَحَاسُدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتْلُوهُ فِي آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ،فَيَقُولُ : لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ هَذَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْماً الحرص عَلَى العِلْمِ.

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–* দুই ক্ষেত্র ছাড়া হিংসা করা বৈধ নয়, (এক) আল্লাহ যাকে কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে তা দিনে ও রাতে অধ্যয়ন করে, আর এ কথা বলা যে, মহান আল্লাহ যদি আমাকে ঐ লোকের মতো (কুরআনের) জ্ঞান দেন তাহলে আমি তার মতো করতাম। (দুই) আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন যে জ্ঞানের ওপর সে অটল থাকে।

- ◆ আন-নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৫৮৪১।
- ◆ এ সম্পর্কিত হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, যা এ হাদীসের শাহেদ হাদীস হিসেবে গণ্য করা যায়। বিধায় হাদীসটির সনদ হাসান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে হিংসা করার দু'টি বৈধ অবস্থানের কথা জানানো হয়েছে–

১. কুরআনের জ্ঞান।

২. জ্ঞান।

দ্বিতীয় অবস্থানটিতে জ্ঞানের বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, এটি হতে পারে– হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি যেকোনো জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা

পরিচ্ছদের উল্লিখিত হাদীসমমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. ইসলামে জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্য সকল আমলের চেয়ে অপরিসীম।

২. জ্ঞানের বিষয় হতে পারে– কুরআন, হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি।

৩. তবে জ্ঞান ধারণকারী গ্রন্থগুলোর নির্ভুলতা, গুরুত্ব ও মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য আছে।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১ : কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের নীতিমালা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
যেকোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থ থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে ঐ গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের নীতিমালা জানা অপরিহার্য। কারণ, সঠিক নীতিমালা অনুসরণ না করলে কোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জন করা এবং সে জ্ঞান প্রয়োগ করে কল্যাণ পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ শৈল্যচিকিৎসাকে (Surgery) ধরা যায়। শৈল্যচিকিৎসার নীতিমালা (Principle of surgery) না জেনে কেউ যদি শৈল্যচিকিৎসার জ্ঞানার্জন করে তবে সে কখনো শৈল্যচিকিৎসার সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। ফলে ঐ শৈল্যচিকিৎসকের (Surgeon) সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে এবং রোগী ও তার চরম অকল্যাণ হবে।

কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনেরও নীতিমালা রয়েছে এবং তা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। ঐ নীতিমালা না জেনে কেউ যদি কুরআনের জ্ঞানার্জন করে তবে সে কখনো কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। আর ঐ জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করলে ব্যক্তি ও মানবতার চরম অকল্যাণ হবে।

কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জনের নীতিমালা বিষয়ক অনেক তথ্য কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য) ও হাদীসে (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য) উল্লিখিত আছে এবং আকলের (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য) ভিত্তিতেও তা সহজে বুঝা যায়। ঐ সকল তথ্যের আলোকে আমাদের গবেষণা অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি নয়টি–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৪. কুরআন বিরোধী কথা যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. অতীন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া সকল সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় আকলের রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. আল-কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমানে চালু আছে অর্থাৎ কুরআনের কোনো আয়াতের শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হয়নি বিষয়টি মনে রাখা।
৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।
৯. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

এ ৯টি মূলনীতি সম্পর্কিত আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য), কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য) এবং হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য) নিম্নোক্তভাবে জানা যায়–

মূলনীতি-১ : কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই

এ মূলনীতিটির বিষয় সম্পর্কিত আকল, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস উল্লিখিত আছে অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ ১২-এ (কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই)।

মূলনীতি-২ : কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

এ মূলনীতিটির পক্ষে আকল, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য) উল্লিখিত আছে অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ ৩-এ (কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন)।

মূলনীতি-৩ : একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

ব্যাখ্যা হলো সম্পূরক বা পরিপূরক কথা। তাই, কোনো গ্রন্থে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা তথা সম্পূরক বা পরিপূরক কথা যদি ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত থাকে তবে খুব সহজে বলা যায় যে– ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে, একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বিষয়টির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

২ নং মূলনীতি সম্পর্কে উল্লিখিত কুরআনের আয়াত, হাদীস ও আকলের বক্তব্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন'। তাই, কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে, একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বিষয়টির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। তাই, এ মূলনীতিটিও কুরআনের আয়াত, আকলের বক্তব্য ও হাদীস সমর্থিত।

মূলনীতি-৪ : কুরআন বিরোধী কথা যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা

মূলনীতিটির বিষয়ে আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। কারণ, এটি এমন সত্তার বক্তব্য যিনি সকল নির্ভুল জ্ঞান রাখেন এবং এটি হিফাযাত করার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। তাই, আকলের আলোকে সহজে বলা যায় যে– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

মূলনীতিটির বিষয়ে কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ

অনুবাদ : এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনে কোনো সন্দেহ তথা ভুল নেই। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

অনুবাদ : রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষের জীবনের পথনির্দেশিকার মধ্যে কুরআন হলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ দু'টিসহ আরও আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

মূলনীতিটির বিষয়ে হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৬২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صَحِيْحِهِ' حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আয়াতসমূহ (শিক্ষণীয় বিষয়) হতে যে

পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, সে পরিমাণের প্রতি মানুষ ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে প্রদান করা হয়েছে একটি ওহী (পূর্ণাঙ্গ কিতাব)। সুতরাং কিয়ামাতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আশা রাখি।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০২।
- হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অন্য নবীগণের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে যে কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছিল তা পরিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ ওহী আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। তাই, শেষ নবীর অনুসারীদের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি হবে।

সুতরাং হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়– আল কুরআন আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে আসা জ্ঞানের একটি নির্ভুল উৎস। হাদীসটি থেকে আরও জানা যায়– এটি পরিপূর্ণ কিতাব। অর্থাৎ এটিতে– মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতির সাথে পরিচালনা করে পরকালের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা আছে। তাই হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের বিপরীত কথা যেখানেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা।

হাদীস নং- ৬৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنْ ابْنِ أَخِي الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ الْحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম **লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত,** তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! **অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে।**

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯০৬ ।
- ◆ হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত তথ্য ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'কুরআন সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' কথাটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা; সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

হাদীস নং- ৬৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ 'حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা (কুরআন) নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪০৩।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

মূলনীতি-৫ : অতীন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া সকল সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া

এ মূলনীতিটির পক্ষে আকল, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস উল্লিখিত আছে অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ ৬-এ (কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব)।

মূলনীতি-৬ : একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় আকলের রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা

পরিচ্ছেদ-১ এর উপ-পরিচ্ছেদ ৩ (আকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ উৎস এবং পরিচ্ছেদ-৫ এর উপ-পরিচ্ছেদ-২ (আকল ও আকলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা)-এ উপস্থাপিত আকল, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস থেকে জানা যায়–

ক. কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী আকলের গুরুত্ব অপরিসীম।

খ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে চিরন্তনভাবে আকলের বাইরের কোনো বক্তব্য বা তথ্য কুরআন ও হাদীসে নেই।

গ. কুরআন ও হাদীসের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলোর প্রকৃত তাৎপর্য চিরন্তনভাবে মানুষের আকলের বাইরে থাকবে। তবে ইসলামে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সংখ্যা খুব কম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অনেক বেশি।

আকল, কুরআনের আয়াত, ও হাদীসের তথ্যের আলোকে তাই বলা যায়– আল কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় আকলের রায়ের সাথে মেলানোর চেষ্টা করলে সে রায় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে।

অন্যদিকে পরিচ্ছেদ ৬-এর উপ-পরিচ্ছেদ ১ এ (সার্বিকভাবে ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা) উপস্থাপিত আকল, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস থেকে জানা যায়– নির্ভুল হাদীস ও কুরআনের তথ্য এবং বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/সত্য তথ্য অভিন্ন। তাই আকল, কুরআন ও হাদীসের আলোকে বলা যায়– আল কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/সত্য তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করলে সে রায় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মূলনীতি-৭ : কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা

আলোচ্য মূলনীতি সমর্থনকারী আকল, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস উল্লিখিত আছে অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ ১৩-এ (আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকা না থাকা)।

মূলনীতি-৮ : যে বিষয় কুরআনে নেই তা ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় নয়।

আলোচ্য মূলনীতি সমর্থনকারী আকল, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস উল্লিখিত আছে অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ ১৫-এ (যে আমল/বিষয় কুরআনে সরাসরি নেই সেটি ইসলামের মৌলিক আমল/বিষয় নয়)।

মূলনীতি-৯ : আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান

কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ এবং ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তির কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

এ অবস্থানের বর্তমান সময়ের একটি সত্য উদাহরণ হলো– প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। তিনি চর্ম বিভাগের প্রফেসর। IERF (Integrated Education and Research Foundation)

'মু'জামুল কুরআন' নামে একটি ভালো অনুবাদ গ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে আগস্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদটিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোকসহ আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিগণ ছিলেন। অনুবাদে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। অনুবাদটি প্রণয়নে ভূমিকা রাখার সময়কালে তিনি আরবী কুরআন পড়তে পারতেন না। অনুবাদটি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করার আগে কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদ তাঁর ২০-২৫ বার খতম দেওয়া ছিল। অনুবাদটির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণে অবদান রাখার ভিত্তিতে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নাম সম্পাদনা পরিষদের তালিকায় ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে। অনুবাদে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে বলেছেন, অনুবাদে ভূমিকা রাখার কারণে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নামটি ১ম অবস্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু আরবী কুরআন পড়তে পারেন না বলে তার নামটি ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে।

প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদটি প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছিলেন তা হলো– সম্পাদনা পরিষদ যখন একটি আয়াতের অর্থ লেখেন তখন তিনি বলেন আয়াতটির এ অর্থ সঠিক নয়। তবে অর্থটি এটি হতে পারে। কারণ, আপনাদের কৃত অর্থ অমুক সুরার অমুক আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন পর্যালোচনা করে দেখতে পায় প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের কথা সঠিক।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞদের পেছনে ফেলে কুরআনের একটি ভালো অনুবাদ গ্রন্থে অবদান রাখার ভিত্তিতে ২য় অবস্থান (আসলে ১ম অবস্থান) পাওয়া প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কোনো জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তার কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত নীতিমালার ১নং নীতিটি (কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বা তথ্য নেই) জানা ছিল। তাই তিনি একটি ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনায় অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

এ অবস্থানের বর্তমান সময়ের একটি সত্য উদাহরণ হলো প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান। **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন** 'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ' নামের একটি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। (প্রথম প্রকাশ ২০১৪ সালের রামাদান মাসে)। আমাদের জানা মতে, যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ পৃথিবীতে এটিই প্রথম। অনুবাদটিতে এমন অনেক তথ্য আছে যা অন্য অনুবাদে নেই। কিন্তু তা সঠিক, বিজ্ঞান ও বাস্তবসম্মত। অনুবাদটি সম্পাদনায় প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন। অনুবাদ রচনা করার সময় প্রফেসর ডা. মতিয়ার রহমানের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের যে

জ্ঞান ছিল তাকে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান বললে অসত্য কথা বলা হবে। প্রধানত অন্য অনুবাদ পড়ে তিনি কুরআনের অর্থ জেনেছেন। যুগের জ্ঞানের আলোকে রচিত পৃথিবীর প্রথম কুরআনের অনুবাদ রচনায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমানের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। কিন্তু তার কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত নীতিমালা ভালোভাবে জানা ছিল। তাই, তিনি কুরআনের একটি অত্যন্ত ভালো ও ব্যতিক্রমধর্মী অনুবাদ রচনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি জানা আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এ ধরনের মানুষ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ২ : কুরআনের জ্ঞান, কুরআনের জ্ঞানী এবং কুরআন শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

ক. আল কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব (নেকী ও কল্যাণ)

'আকল'-এর চিরসত্য রায় হলো কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হলে ঐ বিষয়ের নির্ভুল গ্রন্থটি প্রথমে পড়তে হবে। ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। তাই, 'আকল'-এর রায় হলো, ইসলামের জ্ঞানার্জনের পথে কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, নেকী, কল্যাণ ইত্যাদি সবচেয়ে বেশি।

খ. আল কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীর সংজ্ঞা

যেকোনো গ্রন্থ বা বিষয়ের জ্ঞানের দিক থেকে মানুষ নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত থাকে–

১. সাধারণ জ্ঞানী
২. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী
৩. জ্ঞানী নয়

সাধারণ জ্ঞানী

সাধারণ জ্ঞানী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ে উপস্থিত সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান রাখে।

বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে ঐ গ্রন্থ বা বিষয়টিতে উপস্থিত থাকা সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান ছাড়াও এক বা একাধিক দিকের বিস্তারিত জ্ঞান রাখে।

জ্ঞানী নয়

জ্ঞানী নয় ধরা হয় সেই ব্যক্তিকে যার ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ে উল্লেখ থাকা কোনো একটি দিকেরও মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে।

এ বিষয়ে সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা বাকারা/২ : ২৬)

চিকিৎসা বিদ্যায় বিভিন্ন বিষয় আছে। যেমন মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষু, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিক, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ইত্যাদি। MBBS পর্যায় পর্যন্ত একজন ডাক্তারকে ঐ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানার্জন করতে হয়। আর তাই চিকিৎসা বিদ্যায় সাধারণ প্র্যাকটিস (General Practice) করতে হলে MBBS ডিগ্রি থাকা অবশ্যই দরকার হয়। এরপর কেউ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialist) হতে চাইলে তাকে ঐ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে হয়। আর চিকিৎসা বিদ্যার একটি দিকেও যার মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে তাকে ডাক্তারী সনদ দেওয়া হয় না। এটা একটা চিরসত্য কথা। সাধারণ শিক্ষায়ও একটি স্তর পর্যন্ত সবকিছু পড়ানো হয়। তারপর যেকোনো একটি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে হয়।

তাই, এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায় যে– কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ও জ্ঞানী নয় বিষয়গুলো নির্ধারিত হবে নিম্নোক্তভাবে–

সাধারণ জ্ঞানী

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী বলে গণ্য হবে সে, যে পুরো কুরআন অধ্যয়ন করে সেখানে মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য আছে তা জেনেছে।

বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বলে গণ্য হবে কুরআনের সেই সাধারণ জ্ঞানী, যে কুরআনে উল্লেখ থাকা কোনো একটি দিকে উচ্চতর পড়াশুনা করে গভীর জ্ঞানার্জন করেছে। সে দিক হতে পারে– হাদীস, ফিকহ, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, মহাকাশ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান ইত্যাদি।

জ্ঞানী নয়

কুরআনের জ্ঞানী নয় বলে গণ্য হবে সেই ব্যক্তি যে যেকোনো একটি মৌলিক বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্যটি জানে না বা তার বিপরীত কথা জানে।

গ. আল কুরআনের সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

এ বিষয়ে সত্য উদাহরণ

যারা চিকিৎসা বিদ্যা প্রয়োগ (Practice) করতে চায় তাদের অবশ্যই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানী হতে হয়। অর্থাৎ তাদের অবশ্যই MBBS পাস করতে হয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ (Specialist) হওয়া সকল চিকিৎসকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ কল্যাণ পাওয়ার জন্য সমাজে কিছু না কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অবশ্যই থাকতে হবে।

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম প্রাকটিস করে সফল হতে চায়। তাই, এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া)। তবে মুসলিম সমাজে কুরআনের কিছু না কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে সমাজ কুরআনের পরিপূর্ণ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ .

অনুবাদ : আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের ‘রব’ (সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা) নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২)

ব্যাখ্যা : শাহী দরবারে আল্লাহ তা'য়ালা, মানব জাতির পিতা প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.), মানব জাতির মাতা হাওয়া (আ.), সকল মানব রুহ, আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারী (ফেরেশতাকূল), সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন ও মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী) ইবলিস শয়তানের মধ্যকার একটি সংলাপ (জীবন্তিকা) আল-কুরআনের বিভিন্ন সুরায় উল্লিখিত আছে। এটা সে সংলাপের তথ্য ধারণকারী আয়াত।

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের ‘রব’ (সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা) নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম’– অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়– মহান সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহের কাছ থেকে তাকে ‘রব’ তথা সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানব রুহ স্বেচ্ছায় সে অঙ্গীকার দিয়েছে।

‘(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম’ অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, সকল মানব রুহ থেকে আল্লাহকে ‘রব’ হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১নং কারণ হলো– মানুষ যাতে শেষ বিচারের দিন বলতে না পারে তারা রুবুবিয়াত তথা সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ জানতো না। তাই, রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন অপরাধ (গুনাহ) করেছে। এ কথা বলার সুযোগ থাকলে ঐ সকল অপরাধের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হবে না। কারণ, জানতে না পারার দরুন কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার নয়।

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার (সাধারণ ও আইন বানানোর ক্ষমতা) ধরনের সকল তৌহিদ (একত্ববাদ), আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

তাই, সকল মানব রুহ থেকে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১ নং কারণের ভিত্তিতে বলা যায়, ঐ অঙ্গীকার নেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃতভাবে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে তা হলো– রুবুবিয়াত তথা সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ (আল্লাহর কিতাব) তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীতে যাবে। সে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তাদেরকে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল কিছু জানতে হবে ও তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় শেষ বিচারের দিন রুবুবিয়াতের একত্ববাদ বিরোধী অপরাধ (শিরক) ও অন্যান্য বড়ো অপরাধ (কবীরা গুনাহ) নিয়ে উপস্থিত হয়ে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এ তথ্যটি সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর যখন (যুগে যুগে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা (ঐশীগ্রন্থ) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ থাকবে না।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ৩৮)

আয়াত-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

অনুবাদ : রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য একটি (জ্ঞানের) পথনির্দেশিকা, পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত জ্ঞানের উৎস এবং এটি সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন। অন্যদিকে কুরআনে সরাসরি উল্লিখিত আছে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদ সালাত)। আর অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা আল কুরআন জানিয়ে দিয়েছে 'রসূলকে অনুসরণ করো' কথাটির মাধ্যমে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়–

- জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানার পদ্ধতি চালু হলে যা ঘটবে–
  ১. বুঝতে না পারার কারণে, জাল বা ভুল হাদীসের ওপর আমল শুরু হয়ে যাবে/যেতে পারে। আর সে বিষয়টি মৌলিক হলে জীবন ব্যর্থ হবে।
  ২. ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হবে। ফলে মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয়ের ওপর আমল আরম্ভ হয়ে যাবে। এর ফলেও জীবন ব্যর্থ হবে।
  ৩. কুরআনকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর সময় রসূল (স.) তাঁর যুগের মানুষদের বুঝতে পারার মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কুরআনের তথ্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য।

তাই, কুরআনের মূল শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। ঐ অর্থের একটি এক যুগ এবং অন্যটি অন্য যুগের জন্য যথার্থ হবে। এ জন্য মানুষ যদি তাদের যুগের জ্ঞানকে সামনে রেখে কুরআন অধ্যয়ন করে তবে কুরআনে এমন তথ্য পাওয়া যাবে যা মানুষ আগে বুঝতে পারেনি। কারণ, মানুষের মনে একটি বিষয়ে ধারণা না থাকলে চোখ তা দেখে না (সুরা হজ্জ, আয়াত নং ৪৬)। অন্যদিকে কুরআনের তথ্য নিয়ে গবেষণা করলে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার হবে। এতে মানুষের অনেক কল্যাণ হবে। ঐ আবিষ্কার সঠিক হলে কুরআনের তথ্যের সাথে তা মিলে যাবে। ফলে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে (সুরা হা-মিম-আস-সাজদা, আয়াত নং ৫৩)। এ কারণে কুরআনের প্রতি মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে এবং মানুষের ব্যাপক কল্যাণ হবে। তাই, মুসলিম জাতি যদি কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানা শুরু করে তবে তারা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

- কুরআন না জেনে ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি পড়লে ঐ গ্রন্থে কোনো ভুল তথ্য থাকলে সেটি মানুষ বুঝতে বা ধরতে পারবে না। আর বিষয়টি যদি মৌলিক হয় সেটি অনুযায়ী কাজ করলে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হবে। তবে সে ক্ষতি বুঝতে সময় লাগতে পারে।

আয়াত-৩

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অনুবাদ : পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে (ভ্রূণ প্রাথমিক পর্যায়ে জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলে থাকে)। পড়ো, আর তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : এ হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াত। কুরআনের প্রথম শব্দটি হলো, 'ইকরা'। এ শব্দটি আদেশমূলক, যার অর্থ পড়ো তথা জ্ঞানার্জন করো। আবার জ্ঞানার্জনের আদেশ দেওয়ার পর রসূল (স.)-কে যে পাঁচটি আয়াত পড়তে বলা হয়েছিল বা সাধারণ মানুষকে পড়তে বলা হয়েছে তা হলো কুরআনের আয়াত। এ পাঁচটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কমপক্ষে তিন মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। আবার এ আয়াত পাঁচটিতে জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যম ভিন্ন আর কোনো বিষয় বা আমলের কথা উল্লেখ নেই। তাই, সহজে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালার প্রথম নির্দেশ বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ। অন্য কথায় কুরআনের জ্ঞানার্জন করা হবে মুসলিমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড়ো নেকীর আমল।

আয়াত-৪

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ

অনুবাদ : দ্বীনে (ইসলাম গ্রহণ ও শিক্ষাদানে) জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্য (সঠিক/নির্ভুল) স্পষ্ট হয়েছে মিথ্যা (ভুল) থেকে ।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশের স্পষ্ট বক্তব্য হলো– ইসলাম গ্রহণ তথা ঈমান আনা এবং ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার সময় কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। এর কারণ হলো– ঈমান মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। অন্যদিকে ঈমানের প্রমাণ বা দাবি হলো যথাযথ আমল। ঈমান আনা ব্যক্তি ঈমানের দাবিকৃত আমল শুধু তখনই করবে যখন সে মন থেকে ঈমান আনবে। তাই, জোর-জবরদস্তি করে তথা শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ঈমান আনালে ঈমানের দাবি কখনও পূর্ণ হবে না। এটি করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভুল জ্ঞানের শক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষের মনে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আকর্ষণ সৃষ্টি করার মাধ্যমে।

একইভাবে যে শিক্ষা জোর-জবরদস্তি করে দেওয়া হয় সে শিক্ষা মানুষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে জোর-জবরদস্তি করে তথা শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করানো ও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আয়াতটির শেষ অংশের একটি নিশ্চিত শিক্ষা হলো– সত্য জ্ঞানকে ভুল জ্ঞান থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত সত্য জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। আয়াতের প্রথম অংশের বক্তব্যের সাথে এ অংশের বক্তব্য মেলালে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো– ইসলাম গ্রহণ, শিক্ষা দেওয়া ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর-জবরদস্তি তথা শক্তি প্রয়োগের কোনো স্থান নেই। ইসলামের শক্তি হলো এর জীবন সম্পর্কিত সত্য (নির্ভুল) জ্ঞান, যা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল কুরআনের অন্য যে দু'টি বক্তব্য এ তথ্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে তা হলো–

১. সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতের বক্তব্য। এ আয়াতে মুসলিমদের যুগের মানের চেয়ে উন্নত মান ও পরিমাণের যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করে রাখতে বলা হয়েছে।
২. সুরা আনফালের ৬৫ ও ৬৬ নং আয়াতের বক্তব্য। এখানে সত্যিকার মুসলিমরা যদি ধৈর্যশীল হয় তবে তারা ১০ গুণ শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে জীবন সম্পর্কিত সত্য জ্ঞান (কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান) যা অমুসলিম শত্রুরা জানে না।

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের যৌক্তিকতা ও নির্ভুলতা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ কাজটি করার জন্য সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাসের গুরুত্ব ব্যাপক বলে কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে স্পষ্ট করে বলা যায়– ইসলামের মূল শক্তি হলো জ্ঞানের শক্তি। ঐ জ্ঞানের মধ্যে জীবনের সবদিকের জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত। তবে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের অবস্থান প্রথমে। আর এ দুটির মধ্যে কুরআনের জ্ঞান হবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি হলো মূল জ্ঞান।

আয়াত-৫.১

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

অনুবাদ : অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখায় যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট ছিল।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৬৪)

আয়াত-৫.২

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অনুবাদ : (ইব্রাহীম বলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসূল পাঠান, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, কিতাব এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন; নিশ্চয় আপনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১২৯)

আয়াত-৫.৩

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : যেমন (ঐ কল্যাণের বিশেষ একটি হলো) আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে জানতে না।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৫১)

আয়াত-৫.৪

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

অনুবাদ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শোনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং প্রজ্ঞা শেখায়; যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।

(সুরা জুম'আহ/৬২ : ২)

অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত চারটি আয়াতের সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে রসূল (স.)-কে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী জনশক্তি তৈরি করার কর্মপদ্ধতিগুলো আল্লাহ তা'য়ালা গুরুত্বের ক্রমানুসারে জানিয়ে দিয়েছেন। আর রসূল (স.) সে কর্মপদ্ধতি অনুযায়ীই কাজ করেছেন। কর্মপদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ–

১. কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানো

রসূল (স.) সাহাবীগণকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। এ থেকে আরব সাহাবীগণ কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য সাধারণভাবে জেনে ও বুঝে যেতেন।

২. পরিশুদ্ধ করা

রসূল (স.) কুরআনের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ঈমানদারদের জীবন ঢেলে সাজাতেন।

৩. কুরআন শিক্ষা দেওয়া

তেলাওয়াত শোনার পর কুরআনের যে বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো সেগুলো রসূল (স.) কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

৪. প্রজ্ঞা (হিকমাহ/বিচক্ষণতা) শিক্ষা দেওয়া

এ বিষয়টির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– রসূল (স.) কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে আকলকে (Common Sense/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত করার মাধ্যমে অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উন্নত করার পদ্ধতি শেখাতেন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল কুরআনের যে চারটি স্থানে রসূল (স.) কর্তৃক মানুষ গঠনের এ ৪টি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ২, ৩ ও ৪ নং ধারার বিষয়গুলোর ক্রম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ১ নং ধারার বিষয়টি (কুরআনের সাধারণ জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া) সকল স্থানে ১ নং অবস্থানে রয়েছে। মহান আল্লাহর এ উপস্থাপন পদ্ধতির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– একজন মু'মিনের সর্বপ্রথম, এক নম্বর, সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ, সাওয়াব বা মর্যাদার কাজ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা।

আয়াত-৬.১

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ

অনুবাদ : আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নেওয়া হবে; যখন তারা জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে

এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের বলবে– তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে বার্তাবাহক আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালনকারীর আয়াত (আল্লাহর কিতাবের আয়াত) আবৃত্তি করতো এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো?

(সুরা যুমার/৩৯ : ৭১)

আয়াত-৬.২

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ .

অনুবাদ : যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীগণ জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে– হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি; নিশ্চয় তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো।

(সুরা আল-মুলক/৬৭ : ৮-৯)

অব্যবহিত পূর্বের দু'টি আয়াতের সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে জাহান্নামীরা জাহান্নামের দুয়ারে পৌঁছালে সেখানকার প্রহরীরা কী জিজ্ঞাসা করবে তা জানানো হয়েছে। আয়াত দু'টিতে দেখা যায়– প্রহরীরা সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, ইকামাতে দ্বীন ইত্যাদি আমল অথবা হাদীস, ফিকহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির জ্ঞানার্জনের কথা জিজ্ঞাসা করবে না। তারা জিজ্ঞাসা করবে– কোনো বার্তাবাহক বা সতর্ককারী গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের বাণী পড়ে শুনিয়েছিল কি না? কারণ, আল্লাহর আয়াত জানলে ও মানলে তাদের জাহান্নামে আসতে হতো না। তাই এখান থেকেও বুঝা যায়– একজন মু'মিন, যে পরকালে সফল হতে চায় তার প্রথম করণীয় আমল, সবচেয়ে বড়ো কল্যাণের আমল বা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের আমল হবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

আয়াত-৭ (আয়াতগুচ্ছ)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا . وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

অনুবাদ : (২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। (৩০) আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

২৭ নং আয়াতের *(আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম)* ব্যাখ্যা ও শিক্ষা- আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য। তাই, আয়াতটির বক্তব্য হলো– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে, তারা রসূল (স.)-এর সাথে জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ গ্রহণ না করে মারত্মক ভুল করেছে।

২৮ নং আয়াতের *(হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম)* ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে, ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নং আয়াতের *'অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর'* অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– জালিমরা বলবে শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরোধী পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নং আয়াতের *'আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল'* অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নং আয়াতের *(আর রসূল বলবেন, হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল)* ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– রসূল (স.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে, তিনি বিভিন্ন ধরনের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। এমনকি কুরআনের সরাসরি আদেশ অমান্য করে তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (শাফায়াত) করছি।

তাহলে এ আয়াতগুলো থেকেও পরিষ্কারভাবে জানা যায়– অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের চেয়ে কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের আগে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলোসহ আরও আয়াত থেকে জানা যায়–

১. ইসলামে প্রথম করণীয় আমল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা এক নম্বর আমল, সবচেয়ে বড়ো কল্যাণের আমল, সবচেয়ে বড়ো নেকী বা সাওয়াবের আমল হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

২. কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।
৪. কুরআন না জেনে হাদীস পড়ার পদ্ধতি চালু হলে মুসলিম জাতি মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে। আর জাল বা মিথ্যা বা ভুল হাদীস ধরতে না পারার কারণে ব্যক্তি মুসলিমকে পরকালে জাহান্নামে যাওয়া লাগতে পারে।
৫. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া ফরজে আইন তথা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ।
৬. কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া ফরজে কিফায়া।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৬৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শেখায়।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫০২৭ ।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সরাসরি কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং কুরআন শেখানোকে সর্বোত্তম আমল তথা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াব বা নেকীর কাজ বলা হয়েছে।

হাদীস নং- ৬৬

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بن الْخطاب يقول: قَيِّدُوا الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ.

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী সুফিয়ান (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন– তোমরা আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের মানদণ্ড বানাও।

♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৬০।

♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[২০৩]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনকে অন্য সকল জ্ঞানের মানদণ্ড বানাতে বলা হয়েছে। তাই, সহজে বলা যায়– কুরআন হবে সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞান।

হাদীস নং- ৬৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪০৩।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা হাদীস নং ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ব্যাখ্যার আলোকে সহজে বলা যায়–

- কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব হাদীসের জ্ঞানার্জনের চেয়ে অপরিসীম বেশি।
- কুরআন না পড়ে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানলে ও মানলে জাহান্নামে যেতে হবে।
- শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানার পদ্ধতি চালু হলে মুসলিমরা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

---

২০৩. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৮৮।

হাদীস নং- ৬৮

أَخْرَجَ الإِمَامُ الدَارِمِي فِي "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আমর ইবনু 'আসেম হতে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন–* কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, আকলের (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস/বিবেক/Common sense) উপলব্ধিতে, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝর্ণা ধারা এবং কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) বলেন, তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা আকলকে) উন্মুক্ত করে দেবে।

- ♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৩২৭।
- ♦ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ হাসান।[২০৪]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী কুরআন আকলকে উন্মুক্ত করে দেয়। তাই হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের গুরুত্ব আকলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস নং- ৬৯

أَخْرَجَ الإِمَامُ النَسَائِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي 'سُنَنِهِ' أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ **إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ** وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ. ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

---

২০৪. দারেমী, *আস-সুনান (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ৫২৫।

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। **নিশ্চয় একমাত্র সত্য (নির্ভুল) কথা হলো আল্লাহর কিতাব**, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। অতঃপর বলতেন– আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙুল তর্জনী ও মধ্যমার মতো (তর্জনী ও মধ্যমার মতো আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না)। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন– শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

- আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।[২০৫]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল (সত্য) কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশ থেকে জানা যায়– মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবন সম্পর্কিত মূল ও একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস। আর সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস। কথাটি নিশ্চয়তাসহ বলা হয়েছে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব-জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের মূল ও একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।

---

২০৫. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুন নাসাঈ*, খ. ৪, পৃ. ২২২।

হাদীস নং- ৭০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صحيحه' حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি (স.) আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দু'টির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন।

তিনি (স.) আরও বলতেন– **অতঃপর নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব** এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও বলতেন– আমি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের শব্দ ৬৯ নং হাদীস থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও ব্যাখ্যা ও চূড়ান্ত শিক্ষা অভিন্ন। তাই, এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব-জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের মূল ও একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।

হাদীস নং- ৭১

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم رحمه الله فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ .... فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا [ص:٨٨٧]، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، .... وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ [ص:٨٩٠]، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، .....

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, আমার বাবা বলেছেন যে– আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসায়ন। ... ...

তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা.) স্বহস্তে নয়

সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– রসূলুল্লাহ (স.) নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হাজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, রসূলুল্লাহ (সা.) এ বছর হাজ্জে যাবেন। সুতরাং মাদীনায় বহু লোকের আগমন হলো। তাদের প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ 'আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। ... ...

কুরায়িশগণ (কুরায়িশ সাহাবীগণ) নিঃসন্দেহ ছিল যে– নবী (সা.) মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়িশগণ করত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) সামনে অগ্রসর হলেন। অতঃপর 'আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর ক্বাস্ওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। অতঃপর তিনি বাত্বনে ওয়াদীতে এলেন এবং সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন– নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ যেমন সেগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।" "সাবধান! জাহিলী যুগের সকল কিছু আমার উভয় পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হলো"। "জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের রবী'আহ্ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানূ সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে"। "জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথম যে সুদ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো"।

" আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ সচেতন হও (কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ জানো ও অনুসরণ করো)। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে আশ্রয় দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে শাসন করো। আর তোমাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

"আর নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; (তা হলো) **আল্লাহর কিতাব**।"

"আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তোমরা কী বলবে?" তারা বলল– "আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হাক্ব আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন"।

অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে মানুষদের ইশারা করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, তিনি তিনবার এরূপ বললেন। ... ...

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০০৯।
♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির প্রধান দু'টি দিক হলো–

১. রাসুল (স.)-এর কুরআনে বর্ণিত হাজ্জ আমলটি বাস্তবে পালন করা। যাতে মানুষ তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে হাজ্জ পালন করতে পারে।
২. রাসুল (স.)-এর আরাফার ভাষণ।

আরাফার ভাষণে রাসুল (স.) কুরআনের বেশকিছু মৌলিক বিষয় তাঁর মতো করে (ব্যাখ্যামূলকভাবে) উপস্থাপন করেছেন। আবার এটিও পবিষ্কারভাবে বলেছেন যে– কুরআন আঁকড়ে ধরে থাকলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে না। অন্যদিকে সাহাবীগণ সাক্ষী দিয়েছেন এটি বলে– আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছেছেন, আপনার হাক্ব আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।

তাই, হাদীসখানির শিক্ষা হলো–

১. কুরআন হলো মূল জ্ঞান ও মানদণ্ড।
২. রাসুল (স.)-এর কথা ও কাজ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।

হাদীস নং- ৭২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর*

গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থেকো, নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, **তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন)** ও তাঁর নবী (স.)-এর সুন্নাহ। নিশ্চয় মুসলমান একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ◆ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং ৩১৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম হাকিমের মতে সহীহ।[২০৬] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)ও এই মতকে সমর্থন করেছেন। [২০৭]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ। তাই, এটি লক্ষাধিক সাহাবী সরাসরি রসূল (স.)-এর মুখ থেকে শুনেছেন। হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে– যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে, ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তি, শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। তবে ঐ সকল দিক দিয়ে সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা কুর'আনের থেকে অপেক্ষাকৃত কম হবে এটাই স্বাভাবিক।

হাদীস নং- ৭৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى" أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

---

২০৬. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন (তা'লীক)*, খ. ১, পৃ. ১৭১।
২০৭. আলবানী, *সহীহ অত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ১, পৃ. ১০।

অনুবাদ : *ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ আল-হাফিয (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের দিন মানুষদের সামনে খুতবা দিলেন; অতঃপর বললেন– হে মানুষেরা! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে **আল্লাহর কিতাব** ও তাঁর নবীর সুন্নাত রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপথগামী হবে না।

- ♦ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-২০৮৩৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[২০৮]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৭২ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ৭৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ . مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ:أَتْقَاهُمْ . فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ:فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ:فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! **মানুষের মাঝে সবচেয়ে সন্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহ সচেতন।** তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৭৫।

---

২০৮. মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আস-সুনানুল কুবরা (তাহকীক)* (বৈরুত : দারুল কুতুবির 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭১।

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : স্বাস্থ্য সচেতন হলো সেই ব্যক্তি যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানে ও মানে। তাই, আল্লাহ সচেতন হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্পর্কে জানে ও মানে। অর্থাৎ কুরআন জানে ও মানে। তাই, হাদীসটিতে প্রথমে রসূল (স.) সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন যে কুরআন জানে ও মানে।

হাদীস নং- ৭৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ `الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ' حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه ثنا مسدد بن قطن بن إبراهيم ثنا داود بن رشيد ثنا صالح بن عمر أنبأ إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إِنَّ هَذَا القرآنَ مأدُبةُ اللهِ ، فَاقْبَلُوا مأدُبَتَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ ، والنُّورُ الْمُبِيْنُ ، والشِّفَاءُ النافِعُ ، عصمةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ، لا يَزِيْغُ فيُسْتَعْتَبُ ، وَلَا يَعوجُّ فيُقَوَّمُ ، وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ ، وَلَا يَخْلَقُ مَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، اُتْلُوْهُ ؛ فإِنَّ اللهَ يأجرُكُمْ عَلَى تِلَاوتِه كُلَّ حَرْفٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لا أَقُوْلُ لَكُمْ : (ألم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيْمٌ .

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূল ওয়ালীদ হাস্সান বিন মুহাম্মদ আল কুরশী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– নিশ্চয় এ **কুর'আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো সাধ্যানুযায়ী।** নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহর রশি এবং (জ্ঞানের) স্পষ্ট আলো এবং কল্যাণকর আরোগ্যদানকারী। **যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী। যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রাণদাতা। এটি বিপথে নেয় না তাই প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো।** এর নতুনত্বের শেষ হয় না। সুতরাং তোমরা এটাকে অধ্যয়ন করো। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াতের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। (হরফে মুকাত্তায়াত না বুঝে আর বাকি সব বুঝে পড়লে) প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি এ কথা বলছি না যে– আলিফ, লাম, মীম একটা অক্ষর। বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

◆ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন*, হাদীস নং-২০৪০।

- ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সদন সহীহ।[২০৯] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন– এই হাদীসের সনদে কোনো সমস্যা নেই। এ সনদের সব রাবীই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে শুধু ইব্রাহীম ইবন মুসলিম আল-হুজুরী ছাড়া সকলেই সহীহ মুসলিমের রাবী।[২১০]

- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সহজে বলা যায় হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের চেয়ে অপরিসীম। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

হাদীস নং- ৭৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي المُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنْ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি

---

২০৯. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন (তা'লীক)*, খ. ১, পৃ. ৭৪১।
২১০. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ২, পৃ. ১৫৯।

মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম **লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত,** তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! **অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে।** আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯০৬ ।
- ♦ হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত তথ্য ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'কুরআন সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' কথাটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা; সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

হাদীস নং- ৭৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্‌দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে, তবে সে যেন সেটা মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩২৭৪।
- ♦ ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি মাক্কী জীবনের হাদীস। মাদানী জীবনে রসূল (স.) হাদীস লেখার অনুমতি দিয়েছেন। হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) মাক্কী জীবনে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। এমনকি কেউ হাদীস লিখলে তা মুছে ফেলতে বলেছেন। অথচ কুরআন, প্রথম থেকেই লেখা ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি নিয়েছিলেন।

রসূল (স.)-এর প্রথম দিকে হাদীস লিখতে নিষেধ করার কারণ ছিল কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হতে না দেওয়া। আর তিনি এ নিষেধাজ্ঞা বলবত রেখেছিলেন, বক্তব্যের ধরন দেখে সাহাবীগণের কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বুঝতে পারার যোগ্যতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত। কারণ, কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হয়ে গেলে মুসলিমরা ফরজ ও হারাম এবং মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয় পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তাদের আমলে মৌলিক ক্রটি রয়ে যাবে। এর ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআন হলো মূল, প্রমাণিত ও মৌলিক জ্ঞান ধারণকারী একমাত্র উৎস।

হাদীস নং- ৭৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্‌দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস (মুখে মুখে) বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে, তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৭০২ ।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মাক্কী জীবনের। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মাক্কী জীবনে তথা নবুওয়াতের প্রথম ১৩ বছর সকল হাদীস প্রচারিত হয় রসূল (স.)-এর কাছ থেকে শোনার পর মুখে মুখে। আর এটি করার কারণ ছিল– কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মানব সভ্যতার মহাক্ষতি রোধ করা। শোনার সাথে সাথে কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বোঝার যোগ্যতা সাহাবীগণের সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল।
তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআন হলো মূল, প্রমাণিত ও মৌলিক জ্ঞান ধারণকারী একমাত্র উৎস।

হাদীস নং- ৭৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আদম বিন আবূ ইয়াস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, **সর্বোত্তম কালাম হলো আল্লাহর কিতাব**, আর সর্বোত্তম পথনির্দেশনা হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর পথনির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুনভাবে উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ। আর তোমাদের কাছে যার ও'য়াদা দেওয়া হচ্ছে তা ঘটবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৪৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– কুরআন হলো সর্বোত্তম বক্তব্য/তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বদিক (নির্ভুলতা, পরিপূর্ণতা, মৌলিকত্ব, কল্যাণময়িতা, সহজতা ইত্যাদি) থেকে সর্বোত্তম গ্রন্থ হলো আল কুরআন। কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম গ্রন্থ।

হাদীস নং- ৮০

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ العَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেন*– আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আমার রব বলেন যারা কুরআন (গবেষণা) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না, আমি তাদেরকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর মতে হাসান গরীব। ওমর বিন খাত্তাব (রা.), জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) ও হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.)-সহ আরও অনেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা এ হাদীসটির শাহেদ। এসব শাহেদ হাদীসের মাধ্যমে এ হাদীসটির সনদের মান হাসান লিগাইরিহীতে উত্তীর্ণ হয়।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : 'আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।' হাদীসটির এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে– কুরআনের বক্তব্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্য

সকল গ্রন্থের বক্তব্যের চেয়ে অপরিসীম বেশি। অতএব কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বা নেকী অন্য যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানার্জনের চেয়ে অপরিসীম বেশি।

হাদীস নং- ৮১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী (স.) উহুদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্র করেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন– তাঁদের মধ্যে কে অধিক কুরআন গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ কে অধিক জানতো, মানতো ও প্রচার করতো)? দু' জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তাঁকে কবরে প্রথমে রাখেন এবং বলেন– আমি ক্বিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হবো। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায় তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের (জানাযার) সালাতও আদায় করা হয়নি।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২৭৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন হলো নির্ভুল জ্ঞান। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- অন্য যেকোনো জ্ঞান বা আমলের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান জানা, মানা ও প্রচার করা অধিক মর্যাদা তথা নেকীর কাজ।

হাদীস নং- ৮২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى

مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন ইয়াইয়া আত-তামীমী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের পার্থিব একটি দুঃখ বা কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি দুঃখ বা কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্থ লোকের অভাব সহজ করে দেবে (মোচন করে দেবে), আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের অভাব সহজ (দূর করে) করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য করতে থাকেন। **আর যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের ওপর শন্তিধারা অবতীর্ণ হয়।** রহমাত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশ্তাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তীদের (ফেরেশ্তাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যে ব্যক্তি আমলে পিছিয়ে পড়বে তার বংশ (মর্যাদা) তাকে অগ্রসর করে দেবে না।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭০২৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হওয়া ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ পাওয়া সহজ হয়ে যায়।
২. কোন মসজিদ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে) একত্রিত হয়ে কুরআনের জ্ঞানার্জনের চেষ্টায় থাকা ব্যক্তিদের ওপর আল্লাহর কাছ থেকে শন্তিধারা অবতীর্ণ হয়।

তাই হাদিসটি অনুযায়ী, কুরআনের জ্ঞান জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, কল্যাণ বা নেকী অপরিসীম।

হাদীস নং- ৮৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِرمِذِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি নাসর ইবনু আলী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– কুরআন ক্বিয়ামাত দিবসে হাযির হয়ে বলবে, হে আমার প্রভু! একে (কুরআনের জ্ঞানী, আমলকারী ও দাওয়াত দানকারীকে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তাকে আরও (পোশাক) দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাকো এবং ওপরের দিকে উঠতে থাকো। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে মর্যাদা বাড়ানো হবে।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩১৬৪।
- ♦ ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন– হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ। নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন– হাদীসটির সনদ হাসান।[২১১]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআনের জ্ঞান, আমল ও দাওয়াত দেওয়া, শেখানো ইত্যাদির মর্যাদা অপরিসীম।

হাদীস নং- ৮৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لاَ حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ، وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

---

২১১. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ৪১৫

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূল ইয়ামান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় না। (প্রথমত) যাকে আল্লাহ কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তা গভীর রাতে অধ্যয়ন করেন। (দ্বিতীয়ত) যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাত দান করতে থাকেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৭৩৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সাধারণভাবে ইসলামে অন্য মানুষের কোনো কাজ নিয়ে হিংসা করা এবং সে ব্যাপারে তাকে অতিক্রম করার জন্য প্রতিযোগিতা করা নিষেধ। কারণ, এতে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি হয়। কিন্তু এ হাদীস অনুযায়ী দুটি কাজে এটি নিষেধ নয়। কাজ দু'টি হলো–

১. কুরআনের জ্ঞানীকে হিংসা করা এবং তাকে অতিক্রম করার জন্য কুরআন বিষয়ক অধিক জ্ঞানার্জনের প্রতিযোগিতা করা।
২. ধনী দানশীল ব্যক্তিকে হিংসা করা এবং তাকে অতিক্রম করার জন্য বৈধ উপায়ে অধিক সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করা ও অধিক দান করা। কারণ, এ দুটিতে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি হয় না। বরং অনেক উপকার হয়।

তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ীও কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস নং- ৮৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আল হুমাইদী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ, সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করেছেন, অতঃপর সে তাঁর মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৩ ।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হিকমাহর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-এর উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা। হিকমাহ অর্জনের জন্য যে জ্ঞান সাহায্য করে তার মধ্যে কুরআনের জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

হাদীস নং- ৮৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আলী ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আলী বিন আবদুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আলী ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– দু'টি বিষয় ছাড়া হিংসা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ্ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিনরাত তা তিলাওয়াত করে। অন্য লোকটি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি তেমন দেওয়া হতো, তাহলে আমিও তেমন করতাম, সে যেমন করছে। আরেক লোক হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অন্য লোক বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি তেমন দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, যা সে করছে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৫২৯
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৮৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'صَحِيْحِهِ' حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ مَا

بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ মূসা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ‘আলা থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (স.) বলেছেন– আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো জমীনের ওপর পতিত প্রবল বর্ষণের মত। কোনো কোনো ভূমি থাকে উর্বর, যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দিয়ে চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো জমি রয়েছে, যা একেবারে মসৃণ ও সমতল। তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোনো ঘাসপাতা উৎপাদন করে। **এটি (এর একটি) হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞানার্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়।** অতঃপর সে নিজে তা শিক্ষা করে এবং অপরকে শেখায়। আর এটি (এর অন্যটি) সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত– যে সে দিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহর যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৯
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : উর্বর ভূমি যেটি বৃষ্টির পানি চুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা ও সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে, অতঃপর তা দিয়ে মানুষ ও পশু-পাখি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয় অথবা যে উর্বর ভূমি বৃষ্টির পানি ধরে রাখে অতঃপর তা দিয়ে মানুষ ও পশু-পাখি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়, তা অবশ্যই মানুষ ও অন্য সৃষ্টির জন্য ব্যাপক কল্যাণকর।

রসূল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে কুরআনকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই, হাদীসটিতে কুরআন নিজে শেখা ও অপরকে শেখানোকে উপর্যুক্ত ধরনের উর্বর ভূমির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর তাই, হাদীসটি থেকে বুঝা যায়– কুরআনের জ্ঞান নিজে অর্জন করা ও অপরকে শেখানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর এক বিষয়।

হাদীস নং- ৮৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوِدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَىْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসলিম বিন ইবরাহীম থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে মু'মিন কুরআন পড়ে তার উদাহরণ হলো কমলা-লেবুর ন্যায়, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ এবং স্বাদ উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হলো খেজুর, যা সুস্বাদু কিন্তু ঘ্রাণহীন। আর যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার উদাহরণ লতাগুল্ম, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ কিন্তু স্বাদ তিক্ত। পক্ষান্তরে, যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হানযালা বৃক্ষের ফল, যার স্বাদ তিক্ত কিন্তু গন্ধ নেই। আর সৎলোকের সংসর্গ হলো কস্তুরী বিক্রেতার সদৃশ, তুমি কস্তুরী না পেলেও তার সুবাস পাবে এবং অসৎ লোকের সংসর্গ হলো কামারের সদৃশ। যদিও কালি ও ময়লা না লাগে, তবে ধোঁয়া হতে রক্ষা পাবে না।

- ♦ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৪৮৩১।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে সহীহ।[২১২]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৮৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَاللّٰهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ ، وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

২১২. আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু আবী দ্বাউদ, খ. ১০, পৃ. ৩২৯।

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) মু'আবিয়া (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হিব্বান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* মু'আবিয়া (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, **তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন**। আল্লাহই দানকারী আর আমি বণ্টনকারী। এ উম্মত সর্বদা তাদের প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত আর তারা বিজয়ী থাকবে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৯৪৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– যে ব্যক্তি দ্বীনের সূক্ষ্ম/গভীর জ্ঞানার্জন করতে পারে সে সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কল্যাণপ্রাপ্ত এক মানুষ। দ্বীনের জ্ঞান বলতে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর সকল জ্ঞানকেই বুঝায়।

তাই, হাদীসটি থেকে বুঝা যায়– মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর যেকোনো বিষয়ের সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞানার্জন করতে পারা কল্যাণকর বিষয়। আর কুরআন যেহেতু মূল ও নির্ভুল জ্ঞান তাই কুরআনের সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞানার্জন করতে পারা সর্বাধিক কল্যাণময় বা গুরুত্বপূর্ণ হবে এটিই স্বাভাবিক।

হাদীস নং- ৯০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) 'আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তিদ্বয় কুতাইবাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল গুবারীয়্যু (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে যারা আল্লাহর অনুগত, মর্যাদাবান এবং লেখক। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেন এবং তার জন্য কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার পড়ে সে ব্যক্তির জন্য দুটি পুরস্কার নির্দিষ্ট আছে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৮৯৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৯১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– একজন মু'মিনের মৃত্যুর পর তার যেসব আমল তার আমলনামায় পৌঁছায় তা হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে। তার রেখে যাওয়া নেক সন্তান। তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে রেখে আসা কুরআন। তার বানানো মসজিদ অথবা মুসাফিরদের জন্য তার বানানো মুসাফিরখানা অথবা তার খনন করা খাল বা নদী অথবা তার জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় তার সম্পদ থেকে করা দান-খয়রাত। তার মৃত্যুর পরও উক্ত আমলগুলোর সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে।

◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৪২।

◆ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) এর মতে, হাদীসটির সনদ হাসান বা সহীহ।[২১৩]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যার সাওয়াব মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। ঐ বিষয়সমূহের মধ্যে দুটি হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে ও প্রচার করেছে এবং তার রেখে আসা কুরআনের কপি। এমন জ্ঞান যা ব্যক্তি কাউকে শিখিয়েছে ও প্রচার করেছে কথাটিতে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ নেই। তাই, এটি মানুষের কল্যাণমূলক যেকোনো জ্ঞান হতে পারে। বুঝা কঠিন নয় যে– গুরুত্বের দিক দিয়ে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর জ্ঞানের বিষয়ের প্রথম তিনটি হবে কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞান। তবে এর মধ্যে কুরআন হবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

২১৩. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৩১৪।

হাদীসটিতে কুরআনের জ্ঞানের কথা, অন্য বিষয়ের জ্ঞানের সাথে সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর, রেখে আসা কুরআনের কপির কথা বলার মাধ্যমে আবার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, বলা যায়– হাদীসটিতে কুরআনের জ্ঞানকে অন্য বিষয়ের জ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাদীস নং- ৯২

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে ‘মুসনাদে আহমাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে*– আবদুল্লাহ বিন আমর বিন ‘আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে শুনলেন। তখন রসূল (স.) বললেন– এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিল। অথচ আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দিয়ে বাতিল করো না। **আল্লাহর কিতাবের যা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে তা তোমরা বলো; আর যা তোমরা আকল/Common sense/ বিবেক দিয়ে বুঝতে না পারো, যারা জানে (বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী/মনীষী) তাদের ওপর সেটি ছেড়ে দাও।**

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৬৯১২।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউত-এর মতে, হাসান।[২১৪]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– আল কুরআনের কমজ্ঞানী (সাধারণ জ্ঞানী) ও অধিক জ্ঞানী (বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী) দুটি আলাদা স্তর আছে। আর এ উপ-পরিচ্ছেদের আকল অধ্যায়ে উল্লেখ করা তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– যারা ইসলাম পালন করে সফল হতে চায় তাদের সকলকে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হতে হবে। অর্থাৎ কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া ফরজে আ'ইন।

---

২১৪. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

অন্যদিকে আল কুরআনের কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে না থাকলে কুরআনের পুরো কল্যাণ সমাজ পাবে না। তাই, সমাজে কুরআনের কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া ফরজে কিফায়া।

সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়–

১. ইসলামে প্রথম করণীয় আমল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা এক নম্বর আমল, সবচেয়ে বড়ো কল্যাণের আমল, সবচেয়ে বড়ো নেকী বা সাওয়াবের আমল হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

২. কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

৩. কুরআন না জেনে হাদীস পড়ার পদ্ধতি চালু হলে মুসলিম জাতি মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে। আর জাল বা মিথ্যা বা ভুল হাদীস ধরতে না পারা এবং সে হাদীসের আলোকে মৌলিক ভুল আমল করার কারণে ব্যক্তি মুসলিমকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

৪. কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় উল্লেখ আছে।

৫. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া ফরজে আ'ইন তথা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ।

৬. কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া ফরজে কিফায়া।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৩ : কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
কুরআনের রচয়িতা হলেন আল্লাহ তা'য়ালা। যেকোনো গ্রন্থের রচয়িতা গ্রন্থটিকে সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন– এটি খুবই স্বাভাবিক। তাই, আকল অনুযায়ী, যদি কুরআনের একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতকে ব্যাখ্যা করে, তবে সে ব্যাখ্যাই হবে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : এটি আরবী ভাষার অধ্যয়ন দাবিকৃত একটি গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে (ব্যাখ্যাসহ) বর্ণিত, জ্ঞান (আকল) থাকা সম্প্রদায়ের জন্য।

(সুরা হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কুরআনের আয়াতকে ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতকে ব্যাখ্যা করে।[২১৫]

আয়াত-২

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অনুবাদ : আর এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করেছে বরং এটা এর সামনে যা আছে (পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া কিতাবসমূহ) তার সত্যায়নকারী এবং কিতাবের (বিষয়সমূহের) বিস্তারিত ব্যাখ্যা, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে– এটি মহাবিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৩৭)

---

২১৫. মুহাম্মাদ সায়্যিদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৩৭২৩; বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৭, পৃ. ১৬১।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি থেকেও জানা যায় যে– কুরআনের আয়াতকে ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতকে ব্যাখ্যা করে।[২১৬]

আয়াত-৩

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ

অনুবাদ : আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সাদৃশ্যপূর্ণ (সম্পূরক/বিরোধী নয়) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে একই বিষয় ভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বিষয়ের ভিন্ন আঙ্গিক হলো ঐ বিষয়টির ব্যাখ্যা। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআনের একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতের ব্যাখ্যা।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ আয়াতসহ কুরআনের আরও আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় কুরআনের একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা করেছেন মহান আল্লাহ নিজে। তাই, আল কুরআন অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৯৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি

---

২১৬. ইবন জারীর, *জামিউল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, খ. ১৫, পৃ. ৯০।

লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি (রহিত হওয়া) নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেলো, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। **বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে (একাংশ অপর অংশের পরিপূরক)**। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২১৭]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কোনো গ্রন্থের দু'টি বক্তব্য পরিপূরক হওয়া বলতে বুঝায় ঐ দু'টি বক্তব্যের একটি অন্যটির ব্যাখ্যা। তাই, 'আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক' কথাটির মাধ্যমে রাসুল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতের ব্যাখ্যা। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআনের একটি বক্তব্য অন্য একটি বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন মহান আল্লাহ নিজে। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

হাদীস নং- ৯৪

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

---

২১৭. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮১।

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) শুনতে পেলেন কিছু লোক (কুরআনের আয়াত সম্পর্কিত একটি বিষয়ে) অপরকে ভুল বোঝানোর জন্য বিতর্ক করছে। তখন রসূল (স.) বললেন– এই এ ধরনের বিতর্কের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে রহিত (মানসুখ) করেছিল। **অথচ আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে (একাংশ অপর অংশের পরিপূরক)।** সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন (রহিত) করো না। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৬৯১২।
- ◆ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২১৮]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৯৩ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ৯৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ `الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ' حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه ثنا مسدد بن قطن بن إبراهيم ثنا داود بن رشيد ثنا صالح بن عمر أنبأ إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إِنَّ هَذَا القرآنَ مأْدُبةُ اللهِ ، فَاقْبَلُوا مأْدُبَتَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ حَبْلُ اللهِ ، والنُّورُ المُبِيْنُ ، والشِّفَاءُ النافِعُ ، عصمةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَزِيْغُ فيُسْتَعْتَبُ ، وَلَا يعوَجُّ فيُقَوَّمُ ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ، وَلَا يَخْلَقُ مَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، اتْلُوْهُ ؛ فإِنَّ اللهَ يأْجرُكُمْ عَلَى تِلَاوتِه كُلَّ حَرْفٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ : (ألم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيْمٌ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূল ওয়ালীদ হাস্‌সান বিন মুহাম্মদ আল কুরশী থেকে শুনে তাঁর*

২১৮. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো সাধ্যানুযায়ী। নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহর রশি এবং (জ্ঞানের) স্পষ্ট আলো এবং কল্যাণকর আরোগ্যদানকারী। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী। যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রাণকারী। এটি (কুরআন) বিপথে নেয় না তাই প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো। এর নতুনত্বের শেষে হয় না। সুতরাং তোমরা এটাকে অধ্যয়ন কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াতের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। (হরফে মুকাত্তায়াত না বুঝে আর বাকি সব বুঝে পড়লে) প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি এ কথা বলছি না যে– আলিফ, লাম, মীম একটা অক্ষর। বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

- ◆ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন*, হাদীস নং-২০৪০।
- ◆ ইমাম যাহাবী রহ.-এর মতে, হাদীসটির সদন সহীহ।[২১৯] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন– এই হাদীসের সনদে কোনো সমস্যা নেই। এ সনদের সব রাবীই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে শুধু ইব্রাহীম ইবন মুসলিম আল-হুজুরী ছাড়া সকলেই সহীহ মুসলিমের রাবী।[২২০]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআনে অনেক বাক্য আছে যার ব্যাখ্যা না জানলে বাক্যটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে তা সঠিকভাবে বোঝা যায় না। ফলে মনে প্রশান্তি আসে না। তাই, হাদীসটিতে থাকা 'এটি (কুরআন) বিপথে নেয় না তাই প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করো' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতের ব্যাখ্যা।

হাদীস নং- ৯৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنِ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا

---

২১৯. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন (তা'লীক)*, খ. ১, পৃ. ৭৪১।
২২০. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ২, পৃ. ১৫৯।

رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.) এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাকো! অচিরেই মিথ্যা তথ্য (মিথ্যা হাদীস) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন।

তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, **মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না** এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯০৬ ।
- ◆ হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত তথ্য ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৯৫ নং হাদীসটির ব্যাখ্যার মতো এ হাদীসের 'যা (কুরআন) দিয়ে মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না' কথাটির ব্যাখ্যা করে বলা যায়– কুরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতের ব্যাখ্যা।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

হাদীসসমূহের আলোকে বলা যায়– কুরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতের ব্যাখ্যা। আর যেহেতু এ ব্যাখ্যা করেছেন কুরআনের রচয়িতা মহান আল্লাহ নিজেই, তাই এ ব্যাখ্যা হবে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৪ : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কুরআন অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করার যোগ্যতার পার্থক্য

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
কয়েক বছর পরপর পৃথিবীর সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের হয়। জ্ঞান বাড়ার কারণে পুরাতন সংস্করণে যে বিষয়গুলো যথাযথ পাওয়া না যায় সে স্থানে নতুন বক্তব্য সংযোজন করা হয়। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। বিজ্ঞানসহ মানব জীবনের সকল দিকের নির্ভুল তথ্য এ গ্রন্থে আছে। আর সে তথ্যগুলোর কিছু আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু আছে সংক্ষিপ্তভাবে, আর কিছু আছে ইঙ্গিতে। তাই সহজে বলা যায়– মানব সভ্যতার জ্ঞান যত বাড়বে কুরআনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা তত নতুনভাবে মানুষের চোখে ধরা পড়বে। কারণ, মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত 'আকল'-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয়টি পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(সুরা হজ্জ/২২ : ৪৬)

তাই, আকল অনুযায়ী, সভ্যতার জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের তুলনায় পরবর্তী যুগের মানুষেরা কুরআনের কিছু বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে। (ব্রেইনে আকলের অবস্থানের ছবির জন্য দেখুন পৃষ্ঠা নং ৭৮।)

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মানুষকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে যে তথ্যটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো– যাদের জ্ঞান বেশি আর যাদের জ্ঞান কম তারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করাসহ কোনো দিক দিয়ে সমান হবে না।

বাস্তবতা হলো– দিন যত যাচ্ছে মানব সভ্যতার জ্ঞান তত বাড়ছে। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের তুলনায় পরবর্তী যুগের মানুষেরা কুরআনের কিছু বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

আয়াত-২

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ

অনুবাদ : বলো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে?

(সুরা আন'আম/৬ : ৫০, সুরা আর-রা'দ'/১৩ : ১৬)

ব্যাখ্যা : এ দু'টি আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হলো– যাদের জ্ঞান আছে, তারা চক্ষুষ্মান। তাই, তারা জ্ঞানের আলোয় জীবন চলার সঠিক পথ দেখতে পায়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে, ভালো-মন্দ নির্ণয় করতে পারে। আর যাদের জ্ঞান নেই তারা অন্ধ। তাই, তারা উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনোটিই পারে না।[২২১]

তাই এ আয়াত দু'টির আলোকে সহজে বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের তুলনায় পরবর্তী যুগের মানুষেরা কুরআনের কিছু বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

আয়াত-৩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অনুবাদ : যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো, তারা বলে– আমাদের বাপ-দাদাদের (পূর্বের আকাবের/মনীষীগণ) যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের বাপ-দাদারা কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল-মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি রসূল (স.)-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (অমুসলিম ও মুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ডাকা হলে অনেকে বলে ঐ বিষয়ে বাপ-দাদা তথা পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের বক্তব্য ও আমল তাদের জন্য যথেষ্ট। আয়াতটিতে মানুষের এই ধরনের কথাকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

---

২২১. বিস্তারিত : আলূসী, *তাফসীরে রূহুল মা'আনী*, খ. ৫, পৃ. ৩২৯; বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৩, পৃ. ১৪৫।

একটি বিষয়ে পূর্বের সকল আকাবের/মনীষীর বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে ভুল হওয়ার একটিমাত্র কারণ হতে পারে। সেটি হলো সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে তাদের পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই, সকল বিষয়ে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

আয়াত-৪

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অনুবাদ : যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো, তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের (পূর্বের আকাবের/মনীষীগণ) যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের বাপ-দাদারা আকল (বিবেক/Common sense) ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু এর শিক্ষা সর্বজনীন। কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ডাকা হলে অনেকে বলে ঐ বিষয়ে বাপ-দাদা তথা পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের বক্তব্য ও আমল তাদের জন্য যথেষ্ট। আয়াতটিতে মানুষের এই ধরনের কথাকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

একটি বিষয়ে পূর্বের সকল আকাবের/মনীষীর বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে ভুল হওয়ার একটিমাত্র কারণ হতে পারে। সেটি হলো সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে আকল (বিবেক/Common sense) উৎকর্ষিত না হওয়ায় তাদের পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই, সকল বিষয়ে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

আয়াত-৫

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلـهًا وَّاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অনুবাদ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব বলে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়মের পুত্র মাসীহকে; অথচ তারা এক উপাস্যের (ইলাহের) ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল; তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই; তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র!

(সুরা তাওবা/৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ্ ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকলকে তাদের সমাজে থাকা ধর্মের পণ্ডিতদেরকে (মনীষী/আকাবের) রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করেছেন। আর এটিকে শিরকী কাজ বলে আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। এখানে ধর্মের মনীষী/আকাবেরকে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে বলে রসূল (স.) তার হাদীসের মাধ্যমে (পরে আসছে) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– মনীষীদের কুরআন ও সুন্নাহর সকল ব্যাখ্যাকে নির্ভুল মনে করে গ্রহণ ও অনুসরণ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ বিষয়টি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের মনীষীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্ববর্তী যুগের মনীষীদের এ ভুল কিছু বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. সভ্যতা বা ব্যক্তির জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআনের কিছু বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।
২. কাউকে নির্ভুল মনে করে তার সকল কথা, অনুবাদ বা ব্যাখ্যা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া শিরকের গুনাহ।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৯৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। অতঃপর নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, অবশ্যই (কুরবানীর দিন)। তিনি বললেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত, যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন– **উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বক্তব্য তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর মারামারি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৬৫৪।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি রূপ হতে পারে– বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে- এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকতে পারে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস নং- ৯৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ".

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৭।
- ♦ ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ বলেছেন।[২২২] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২২৩]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৯৭ নং হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস নং- ৯৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ : نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا

---

২২২. তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৫৭।
২২৩. আলবানী, *সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ১, পৃ. ৭৬০।

حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) যাইদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ.) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের কাছ হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– **আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়।** আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে যথাযথ জ্ঞানী নয়।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৬।
- ◆ ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ বলেছেন। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২২৪]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর স্মরণে রেখে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি রূপ হলো– বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য পরের প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তাই, হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পরের প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।[২২৫] কেননা, অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের প্রজন্মের মানুষের ঐ বিষয়ে জ্ঞান নাও থাকতে পারে।

---

২২৪. আলবানী, *সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ১৫৬

২২৫. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াজ*, খ. ৭, পৃ. ৩৪৭।

হাদীস নং- ১০০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوِدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– যায়িদ বিন সাবিত (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী নয়।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৬৬২
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে সহীহ।[২২৬]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৯৯ নং হাদীসের অনুরূপ।

হাদীস নং- ১০১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আনাস বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আল্লাহ সেই বান্দাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শুনে তা স্মৃতিতে ধারণ করেছে, অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তা (অন্যদের কাছে) প্রচার করেছে। কতক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয় এবং আবার এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে তারা যাদের কাছে তা (জ্ঞান) নিয়ে যায়, তারা বাহকদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

---

২২৬. আলবানী, সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানু আবী দাউদ, খ. ৮, পৃ. ১৬০।

♦ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৪২।

♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২২৭]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৯৯ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১০২

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِي عَبْدِ السَّلاَمِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ : *ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে*– ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসূল (স.)-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে

২২৭. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৩০৮।

জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন– তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[২২৮]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) প্রথমে মানুষের মন তথা মনে থাকা আকলে যেটিতে সাড়া দেয় সেটিকে নেকী (সঠিক) এবং যেটিতে সাড়া দেয় না সেটিকে গুনাহ (ভুল) বলে জানিয়ে দিয়েছেন। হাদীসটির শেষ বক্তব্য হলো– 'যদিও মানুষ তোমাকে ফাতওয়া দেয়'। ফাতওয়া হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেওয়া সিদ্ধান্ত।

তাই হাদীসটির একটি ব্যাখ্যা হবে– কোনো বড়ো ব্যক্তি (মনীষী/আকাবের) যদি এমন কথা বলে যা মানুষের আকল-এর পরিপন্থি, তবে তা বিনা যাচাইয়ে (অন্ধভাবে) মেনে নেওয়া যাবে না। এর একটি কারণ হলো– মনীষীদের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে। আর এ ভুল হওয়ার বিষয়টি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের মনীষীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্ববর্তী যুগের মনীষীদের এ ভুল কিছু বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

হাদীস নং- ১০৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ : {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة٣١]، قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

---

২২৮. আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৫১।

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'আদী বিন হাতিম (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুসাইন বিন ইয়াযীদ আল-কূফী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আদী বিন হাতিম (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আসলাম, এমতাবস্থায় আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুশ ঝুলানো ছিল, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– হে 'আদী! তুমি গলা থেকে এই প্রতীকটি ফেলে দাও। ('আদী বিন হাতেম বলেন) আমি তখন রসূলুল্লাহ (স.) সুরা তাওবার এ (৩১নং) আয়াতটি {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} (তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব বলে গ্রহণ করেছে) তিলাওয়াত করতে শুনলাম। তিনি ('আদী বিন হাতেম রা.) বলেন– আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো তাদের 'ইবাদাত করি না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– ব্যাপারটা এমন নয় যে, তারা তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের 'উপাসনা (ইবাদাত)' করেছে। বরং ব্যাপারটা এমন যে– ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যখনই কোনো কিছুকে হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছে তখনই তারা তাকে (কোনোরূপ যাচাই বাছাই ছাড়া) হালাল বলে মেনে নিয়েছে। আবার ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যখনই কোনো কিছুকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, তখনই তারা তাকে (কোনোরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই) হারাম বলে মেনে নিয়েছে (এটিই তাদেরকে 'রব' হিসেবে মেনে নেওয়া)।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৩০৯৫।
- শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন– হাদীসটির সনদ গরীব।[২২৯]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায়– সুরা তাওবার ৩১নং আয়াতে উল্লেখ থাকা 'আহলে কিতাবগণ তাদের মনীষীদের আল্লাহর পরিবর্তে রব মেনে নিয়েছে' বক্তব্যটি সম্পর্কে আদি বিন হাতিম (রা.), রসূল (স.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে– তারা (আহলে কিতাবগণ) পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের 'উপাসনা' (ইবাদাত) করে না। তাই, আয়াতটিতে পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের 'রব' মেনে নেওয়া বলতে কী বুঝানো হয়েছে? আদি বিন হাতিম (রা.)-এর এ প্রশ্নের উত্তরে রসূল (স.) বলেন– আয়াতটিতে মনীষীদের 'রব' মেনে নেওয়া বলতে তাদের 'উপাসনা' করা বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে– তাদের সকল কথাকে যাচাই ছাড়া তথা অন্ধভাবে মেনে নেওয়াকে।

হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়– মনীষীদের সকল বক্তব্য অন্ধভাবে মেনে নেওয়া তাদেরকে 'রব' হিসেবে মেনে নেওয়ার সমতূল্য একটি কাজ। অর্থাৎ এটি শিরক তথা অতি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। আর এর কারণ হলো– মনীষীরা মানুষ। তাই, তাদের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। এ জন্য, তাদের সকল কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নিলে বড়ো ক্ষতি হতে পারে।

২২৯. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ১১, পৃ. ৩৫৪।

তাই, হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– মনীষী/আকাবের-এর সকল কথা বিনা যাচাইয়ে (অন্ধভাবে) মেনে নেওয়া যাবে না।[২৩০] কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করাসহ যেকোনো বিষয়ে মনীষী বা আকাবেরের কিছু আনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। এ ভুল হওয়ার বিষয়টি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের মনীষীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্ববর্তী যুগের মনীষীদের কিছু ক্ষেত্রে এ ভুল কিছু বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. সভ্যতা বা ব্যক্তির জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে, অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের মানুষেরা পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের তুলনায় কুরআনের অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।
২. কাউকে নির্ভুল মনে করে তার সকল কথা, অনুবাদ বা ব্যাখ্যা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া শিরকের গুনাহ।

২৩০. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াজী*, খ. ৮, পৃ. ৩৯১।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৫ : কুরআন বুঝা সহজ

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা বাকারা/২ : ২৬)

বর্তমানে সকল কোম্পানি যখন কোনো জটিল যন্ত্র বাজারে ছাড়ে তখন যন্ত্রটির সাথে তার পরিচালনা পদ্ধতি সম্বলিত একটা ম্যানুয়াল (গাইড বুক) পাঠায়। ম্যানুয়াল যে ভাষায়ই লেখা হোক না কেন, খুব সহজ করে লেখা হয়। এটি না হলে সাধারণ ভোক্তারা ম্যানুয়ালটা পড়বে কিন্তু বুঝবে না। এরপর যখন ঐ জ্ঞান নিয়ে যন্ত্রটা চালাতে যাবে তখন যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষের জীবন পরিচালনার গাইড বুক বা কিতাব পাঠিয়ে ম্যানুয়াল পাঠানোর নিয়মটা আল্লাহই প্রথম চালু করেছেন। কুরআন হলো আল্লাহর পাঠানো কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ। এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআন অত্যন্ত সহজ আরবীতে লেখা হবে এটিই স্বাভাবিক। আর তাই, কুরআন বুঝা অবশ্যই অত্যন্ত সহজ হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ : আর নিশ্চয় আমরা তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) উহাকে (কুরআনকে) সহজ করেছি (স্মরণ রাখা ও বুঝার জন্য) যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আদ-দুখান/৪৪ : ১৮)

আয়াত-২

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

অনুবাদ : আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে (স্মরণ রাখা ও বুঝার মাধ্যমে) শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সহজ করেছি; তাই, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছো কি?

(সুরা আল-ক্বামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)

আয়াত-৩

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا.

অনুবাদ : অতঃপর আমরা তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) উহাকে (কুরআনকে) সহজ করেছি (বুঝার জন্য) যাতে তুমি তা দিয়ে আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে তা দিয়ে সতর্ক করতে পারো।

(সুরা মারইয়াম/১৯ : ৯৭)

আয়াত-৪

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ........

অনুবাদ : আল্লাহ তোমদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : বক্তব্যটি সিয়ামকে সামনে রেখে বলা হলেও তা সাধারণভাবেও প্রযোজ্য হবে। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন স্মরণ রাখা, বোঝা ও বোঝানো সহজ।

আয়াত-৫.১

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ : আর নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ বর্ণনা করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ কুরআনকে বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ব্যাকরণ নয়, সব ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন।

আয়াত-৫.২

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

অনুবাদ : আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ।

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ৫৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনকে বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ব্যাকরণ নয়, সব ধরনের উদাহরণকে বিস্তারিতভাবে ব্যবহার করেছেন। আয়াতটির শেষের 'কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ' কথাটির একটি দিক হলো– কুরআন ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহর পদ্ধতির সাহায্য না নিয়ে আরবী ব্যাকরণ বা অন্য পদ্ধতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

আয়াত-৫.৩

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.

অনুবাদ : আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে কতই না উদাহরণ উপস্থিত আছে, তারা এ সবের ওপর দিয়ে চলাচল করে, কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১০৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে– মহাকাশ ও পৃথিবীতে মানুষের চলার পথের চতুর্দিকে, কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক উদাহরণ আছে, কিন্তু মানুষ তা উপেক্ষা করে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ তিনটি আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মানুষের চতুর্দিকে থাকা বিভিন্ন সত্য উদাহরণই কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে গ্রন্থ জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য বাস্তব উদাহরণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে গ্রন্থ বোঝা অবশ্যই সহজ।

আয়াত-৬

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ . ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ

অনুবাদ : তোমার সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী মৌমাছির প্রতি ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) করেন পাহাড়, গাছ ও যে মাচা তারা (মানুষ) তৈরি করে তাতে বাসা বাঁধার জন্য। অতঃপর প্রত্যেক ফল-ফুল থেকে কিছু কিছু খাও, তারপর তোমার সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারীর সহজ পথ অনুসরণ করো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৬৯)

ব্যাখ্যা : মৌচাক তৈরি করা এবং ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে জমা করা ভীষণ সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ। আয়াতটি থেকে জানা যায়– মৌচাক তৈরি করা, ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাক তৈরি করে সেখানে মধু জমা করার পদ্ধতি আল্লাহ তা'য়ালা মৌমাছিকে ওহী করেন। আর ঐ পদ্ধতিকে মহান আল্লাহ সহজ বলে উল্লেখ করেছেন।

মৌমাছির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। প্রাণিটি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর পাওয়া ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) বুঝে নিয়ে মৌচাক তৈরি করা, ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাক তৈরি করে সেখানে মধু জমা করার কঠিন কাজটি সুচারু রূপে পালন করে।

মানুষকে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন (আকল/বিবেক/Common sense)। ঐ উৎস মৌমাছির উৎস থেকে কোটি কোটি গুণে বেশি শক্তিশালী। মানুষের আল্লাহর সাথে ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) আদান-প্রদান করে জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতিও মহান আল্লাহ চালু রেখেছেন (সুরা শুরা/৪২ : ৫১)। মানুষের জীবন পরিচালনার জ্ঞানের ওহীর হার্ড কপি হলো আল কুরআন। ঐ কুরআনে আল্লাহ বার বার বলেছেন কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মানুষের জন্য সহজ। তাই, এ আয়াতের আলোকে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়– সকল মানুষের জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জন করা খুবই সহজ।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআনকে স্মরণ রাখা, নিজে বোঝা ও মানুষকে বোঝানোর জন্য আরবী ভাষায় অত্যন্ত সহজ করে লেখা হয়েছে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১০৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন মুতাহহার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা (কড়াকড়ি) আরোপ করে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়। অতএব তোমরা সহজ পন্থায় বেশি বেশি আমল করো এবং সত্যের কাছাকাছি থাকো। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৩৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে নবী কারীম (স.) নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন– দ্বীন একটি সহজ বিষয়। তিনি আরও বলেছেন– যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা বা কড়াকড়ি আরোপ করবে সে পরাজিত হবে। দ্বীন একটি সহজ বিষয় কথার অর্থ হবে– দ্বীন জানা, বোঝা, বোঝানো ও মানা সহজ। দ্বীন জানার মূল ও একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। তাই, হাদীসটিতে বলা দ্বীন একটি সহজ বিষয় কথার মূল অর্থ হবে– কুরআন জানা, বুঝা ও বোঝানো মানা সহজ।

হাদীস নং- ১০৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ الأدب المفرد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم: عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ مَرَّتَيْنِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'আল আদাব আল মুফরাদ' গ্রন্থে লিখেছেন*– ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা জ্ঞান দান করো এবং (দ্বীনকে) সহজভাবে তুলে ধরো।

তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরো। তিনি একথা তিনবার বলেন। তুমি ক্রোধান্বিত হলে নীরবতা অবলম্বন করো। কথাটি তিনি দুইবার বলেন।

- ♦ বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ* (বৈরুত : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ, ১৪০৯ হি.), হাদীস নং-১৩২০।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) 'তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরো' কথাটি তিনবার বলেছেন। অন্যদিকে 'তুমি ক্রোধান্বিত হলে নীরবতা অবলম্বন করো' কথাটি দুইবার বলেছেন। এ কর্মপদ্ধতি থেকে বোঝা যায়– রসূল (স.) 'তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরো' কথাটিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

দ্বীন জানার মূল ও একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। তাই, হাদীসটির 'তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরো' কথাটি মূল বক্তব্য হবে– তোমরা কুরআনকে সহজভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরো।

হাদীস নং- ১০৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ মূসা আল-আশআরীর (রা.) বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর ইবন আবী শায়বা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) যখন কোথাও কোনো সাহাবীদের কাউকে কোনো কাজ দিয়ে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন– তাদেরকে তুমি সুসংবাদ দেবে। হতাশ করবে না। আর সহজ করবে, কঠিন করবে না।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৪৬২২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন/বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদিসখানি থেকে জানা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) যখন সাহাবীদের কাউকে কোনো কাজ দিয়ে প্রেরণ করতেন তখন সহজ করতে বলতেন এবং কঠিন করতে নিষেধ করতেন।

হাদিসখানির বিষয় অনির্দৃষ্ট। তাই হাদিসখানির বক্তব্য কুরআন বোঝানোর ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। তাই এ বক্তব্য কুরআনের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে।

হাদীস নং- ১০৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন–* শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল (জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ জ্ঞান/বিবেক/বোধশক্তি/Common sense) ও সাধনা (Dedication)।

অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

- দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৩১]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞানার্জন ও ব্যাখ্যার জন্য আকলের গুরুত্ব অপরিসীম। আকল সকল মানুষের কাছে সকল সময় উপস্থিত থাকে। যে গ্রন্থ বুঝতে আকল ব্যাপকভাবে সহায়তা করে সে গ্রন্থ বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো অবশ্যই সহজ।

---

২৩১. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, খ.১, পৃ. ১১৬।

হাদীস নং- ১০৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি যে সম্পর্কে তোমাদের বলিনি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নবীগণের কাছে অধিক প্রশ্ন করা এবং নবীগণের সুন্নাহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো এবং কোনো বিষয়ের আদেশ করলে তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭২৮৮
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

***'আমি যে সম্পর্কে তোমাদের বলিনি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না'* অংশের ব্যাখ্যা :** এ অংশের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁকে প্রশ্ন করে একটি আমলের খুঁটিনাটি দিক জানার চেষ্টা করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ হাদীস গবেষণা করে একটি আমলের খুঁটিনাটি দিক বের করে আমলকে কঠিন করা নিষেধ।

***'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নবীগণের কাছে অধিক প্রশ্ন করা এবং নবীগণের সুন্নাহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে'* অংশের ব্যাখ্যা :** এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবীগণের হাদীস গবেষণা করে একটি আমলের খুঁটিনাটি দিক বের করা এবং সেগুলো পালন নিয়ে মতবিরোধ করে ধ্বংস হয়েছে। তাই, তাঁর উম্মতরাও যদি তাঁর হাদীস গবেষণা করে একটি আমলের খুঁটিনাটি দিক বের করা এবং সেটি পালন করা নিয়ে মতবিরোধ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়, তবে তারাও ধ্বংস হবে।

***'আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো এবং কোনো বিষয়ের আদেশ করলে তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো'* অংশের ব্যাখ্যা :** এ অংশের

মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– রসূলুল্লাহ্ (স.) কোনো বিষয়ে সরাসরি নিষেধ করে থাকলে তা থেকে দূরে থাকা, আর আদেশমূলক কথার মাধ্যমে কোনো আমলের কথা বলে থাকলে তা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা সকল উম্মতকে করতে হবে।

হাদীসটির আলোকে বলা যায়– আল কুরআনের সহজ, সরল অর্থ ও ব্যাখ্যাকে গ্রহণ এবং তার ওপর আমল করতে হবে।

হাদীস নং- ১০৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النسائي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ.

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল মুবারক আল মুখাররিমী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) একবার লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, তখন এক ব্যক্তি বললো– ইয়া রসূলুল্লাহ্! (তা কি) প্রতি বছরে? তিনি (রসূলুল্লাহ্ স.) তার উত্তর দেওয়া থেকে নীরব রইলেন। লোকটি তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করলো। পরে তিনি বললেন– যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ, তা হলে অবশ্যই তা (প্রতি বছরের জন্য) ফরয হয়ে যেত। আর যদি ফরয হয়েই যেতো, তাহলে তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। আমি যা বলি তা বলতে দাও (প্রশ্ন করে সহজ আমলকে কঠিন করো না।) কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা অধিক প্রশ্ন করা এবং নবীগণের সুন্নাহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ দেই তখন তা তোমরা সাধ্যানুযায়ী পালন করো। আর যখন কোনো কাজ করতে নিষেধ করি, তখন তা পরিত্যাগ করো।

- ♦ নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬১৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৩২]

---

২৩২. আলবানী, *সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ১৫৬

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরব। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১০৮ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِى التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّى مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আমর ইবনু 'আসেম হতে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, আকলের (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস/বিবেক/Common sense) উপলব্ধিতে, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝর্ণা ধারা এবং কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) বলেন, তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা আকলকে) উন্মুক্ত করে দেবে।

◆ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৩২৭।
◆ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ হাসান।[২৩৩]
◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ীও আকল দিয়ে কুরআনের বিভিন্ন দিক বোঝা যায়। তাই, কুরআন বোঝা সহজ।

হাদীস নং- ১১১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' صحيحه ' حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا . قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ

---

২৩৩. দারেমী, *আস-সুনান (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ৫২৫।

يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ ، يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ ، يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন নবী (স.) আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) এবং মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-কে (ইয়ামানে) পাঠান, তখন তাদের ওয়াসীয়াত করেন– তোমরা (লোকদের কাছে সবকিছু) সহজভাবে (উপস্থাপন) করবে, কঠোর হবে না। শুভ সংবাদ দেবে, বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না। আর তোমরা দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখবে। তখন আবূ মূসা (রা.) বললেন– হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা এমন এক দেশে যাচ্ছি, যেখানে মধু হতে শরাব প্রস্তুত হয়। একে 'বিত্‌উ' বলা হয়। আর 'যব' থেকেও শরাব প্রস্তুত হয়, তাকে বলা হয় 'মিয্‌র'। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– প্রত্যেক নেশার বস্তুই হারাম।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৭৭৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দ্বীনের বিষয় লোকদের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। দ্বীনের তথ্যের মূল উৎস হলো কুরআন। তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআন বোঝা সহজ।

হাদীস নং- ১১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صحيحه' حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا.

অনুবাদ *: ইমাম আল-বুখারী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আদাম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন– তোমরা সহজ করো এবং কঠোর হয়ো না। প্রশান্তি দান করো, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৭৭৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআনকে সহজ করে বোঝাতে হবে। কঠিন বিষয়কে সহজ করে বোঝনো খুব কঠিন। তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআন বোঝা ও বোঝানো সহজ।

হাদীস নং- ১১৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' صحيحه ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ ، فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.)-কে দু'টি কাজের মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হলে সবসময় অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি তা গুনাহ্‌র কাজ না হতো। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তা হলে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে দূরে সরে থাকতেন। রসূলুল্লাহ (স.) কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। অবশ্য কেউ আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে, তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৭৭৫।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি সাধারণ নীতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীতিটি হলো– একটি কাজ পালন করার সহজ ও কঠিন দু'টি বৈধ পদ্ধতি থাকলে সবসময় সহজ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে হবে। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতিক্রমে রাসূল (স.) এ নীতি অনুসরণ করতেন। তাই, মহান আল্লাহ নিশ্চয় এ সাধারণ নীতি অনুসরণ করে কুরআন নাযিল করেছেন। অর্থাৎ কুরআনকে বোঝা ও পালন করার জন্য সহজ করে নাযিল করা হয়েছে।

হাদীস নং- ১১৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' صحيحه ' حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم : دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ

وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবুল ইয়ামান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিলো। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ (স.) তাদের বললেন– তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৭৭৭।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই ১১২ নং হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে বলা যায়– কুরআন বোঝা ও বোঝানো সহজ।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর আলোকে সহজে বলা যায় যে– কুরআন স্মরণ রাখা, বোঝা, বোঝানো এবং ব্যাখ্যা করা সহজ।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৬ : কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য সকল উপস্থাপক উদাহরণের সাহায্য নিয়ে থাকেন। এটি একটি চিরসত্য কথা। যে উপস্থাপক যত সহজ এবং যত বেশি উদাহরণ দিতে পারেন তিনি তত ভালো উপস্থাপক বলে গণ্য হন। আর তার বক্তব্য মানুষ তত বেশি এবং তত সহজে বুঝতে ও মনে রাখতে পারে। অন্যদিকে কেউ যদি শুধু ব্যাকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে তার বক্তব্য বুঝাতে চায় তবে মানুষ পালিয়ে যাবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে 'আকল'-এর আলোকে সহজে বলা যায়– উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

কুরআন হলো মানুষ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মহান আল্লাহর উপস্থাপন করা বক্তব্য। তাই, 'আকল'-এর আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝা বা বোঝানোর জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়। বাস্তবেও কুরআনের কোথাও মহান আল্লাহ ব্যাকরণের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেননি। কুরআনকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন উদাহরণের মাধ্যমে। অন্যদিকে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হলেন রসূল মুহাম্মাদ (স.)। তিনিও কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন উদাহরণের মাধ্যমে। আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে নয়। পরে উল্লিখিত হাদীসগুলো তার প্রমাণ।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

অনুবাদ : আর নিশ্চয় আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সবক'টিকে তিনি কুরআনে ব্যবহার করেছেন। পর্যালোচনা করলে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে যে

সকল বিষয়ের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন তা হলো– সাধারণ জ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা (ঐতিহাসিক ও সাধারণ), সত্য কাহিনি (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)।

আয়াত-২

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

অনুবাদ : আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ।

(সুরা কাহাফ/১৮ : ৫৪)

ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটির মতো ব্যাখ্যা করে বলা যায়– কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সবক'টিকে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ব্যবহার করেছেন। আয়াতটির শেষাংশে থাকা 'কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে সত্য উদাহরণ জানার পরও মানতে চায় না।

আয়াত-৩

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের ছোটো-খাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ : অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয় উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই’ এবং সুরা বাকারার ১৮৫নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী’। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে ‘আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা’। তাই, এ আয়াতাংশ অনুযায়ী, শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর তাই, বলা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ : আর যারা কাফের তারা বলে– এ ধরনের (ক্ষুদ্র প্রাণীর) উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী (বোঝাতে) চান?

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে– যারা জীব বিজ্ঞান, এমনকি ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর উদাহরণকেও কুরআন বুঝার জন্য তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ : এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই তারা সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অনুবাদ : আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া আর কাউকে তিনি এটা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : আর গুনাহগাররা ছাড়া কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ এর মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয় না।

পুরো আয়াতটিতে (বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত), কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

আয়াত-৪

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

অনুবাদ : তুমি কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ দিয়েছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রত্যেক মওসূমে তার ফলদান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে।

(সুরা আম্বিয়া/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটির মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো–

- একটি সুন্দর গাছ– অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যেবা একটি কল্যাণময় বাক্য।
- মূল সুদৃঢ়– অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যেবার মূল কুরআন ও সুন্নাহ।
- শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত– অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যেবার শিক্ষা বা ব্যাখ্যা ব্যাপক।
- প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে– অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা মানুষকে ও মানুষের জীবনকে নানাভাবে উপকৃত করে।

আয়াত-৫

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ : আর রসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমি যে ঘটনা (কাহিনি) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমি তোমার অন্তরকে (ঈমানকে) দৃঢ় করি; আর এর (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য (সঠিক শিক্ষা), উপদেশ এবং স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।

(সুরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে মু'মিনদের জন্য ঈমান দৃঢ় করা[২৩৪], সত্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা এবং স্মরণ রাখা তথা স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত-৬

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ . فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ .

অনুবাদ : আর অবশ্যই তোমরা তাদেরকে জেনেছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম– তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।

---

২৩৪. বিস্তারিত : বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৪, পৃ. ২০৭।

অতঃপর আমরা একে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ বানিয়েছি।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ৬৫-৬৬)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'টির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং উপদেশ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা এমন কাজ না করে।[২৩৫]

আয়াত-৭

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

অনুবাদ : অবশ্যই তাদের (নবী-রসূলগণ এবং কাফির-মুশরিকদের) ঘটনাবলিতে উলিল আলবাবদের (প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী) জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এটা (কুরআন) কোনো মনগড়া রচনা নয় বরং এটি এর সামনে যা আছে (পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ) তার সত্যায়নকারী, (মানুষের উভয় জীবনের সফলতার জন্য মৌলিক) সকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১১১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলিতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে জানানো হয়েছে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের মাধ্যমে সত্য উদাহরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ যে কথাগুলো জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো–

১. সত্য উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা।
২. যারা কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য সত্য উদাহরণকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির। সে উদাহরণ যত ছোটো হোক না কেন।
৩. সত্য উদাহরণে আছে শিক্ষণীয় বিষয়।
৪. সত্য উদাহরণ শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখার জিনিস।
৫. সত্য উদাহরণ ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।

অন্যদিকে কুরআন হলো–

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য বা নির্ভুল শিক্ষা।
২. কুরআনের আয়াতকে তুচ্ছ মনে করলে ঈমান থাকে না।
৩. কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আছে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।
৪. কুরআনের আয়াত হলো শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখার জিনিস।
৫. কুরআনের বক্তব্য ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।

---

২৩৫. ইবন জারীর, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ১৭১।

একটি সত্য অন্য একটি সত্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিপরীত হয় না। তাই একটি জানা থাকলে অন্যটি জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। আর তাই সত্য উদাহরণ জানা থাকলে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। আবার কুরআন জানা থাকলে সত্য উদাহরণ জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। এ সকল আয়াতের আলোকে তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– সত্য উদাহরণ হবে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক সহায়ক বিষয়। আর কুরআন অনুযায়ী যে সকল বিষয় সম্পর্কিত উদাহরণ হতে পারে তা হলো– সাধারণ জ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা (ঐতিহাসিক ও সাধারণ), সত্য কাহিনি (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১১৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ فَقَالَ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ) قَالَ هِيَ الْحَنْظَلُ. قَالَ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا الْعَالِيَةِ فَقَالَ صَدَقَ وَأَحْسَنَ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সামনে টাটকা খেজুরের ছড়া বিতরণ করা হলে তিনি বলেন– "কালিমা তৈয়্যেবার তুলনা হলো একটি উত্তম বৃক্ষের ন্যায়; যার শিকড় সুদৃঢ় এবং শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে প্রসারিত। যে বৃক্ষ স্বীয় রবের আদেশে প্রত্যেক মওসুমে তার ফলদান করে।" (সুরা ইব্রাহীম- ২৪, ২৫)। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– তা হলো খেজুর গাছ। "আর খারাপ বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো একটি মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে আলাদা, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।" (সুরা ইব্রাহীম- ২৬)। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– তা হলো (তিক্ত) মাকাল ফলের গাছ। রাবী বলেন, আমি এ বিষয়টি আবুল আলিয়াকে জানালে তিনি বলেন, (তোমার উস্তাদ) সত্য বলেছেন এবং যথার্থই বলেছেন।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩১১৯।
- ♦ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে, হাদীসটির সনদ মাওকূফ হিসেবে সহীহ।[২৩৬]

২৩৬. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৭, পৃ. ১১৭।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ওপরে উল্লিখিত সুরা ইব্রাহিমের ২৪ ও ২৫ নং আয়াত দু'টির ব্যাখ্যার অনুরূপ।

হাদীস নং- ১১৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا صَبَاحَاهْ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদিন সাফা পাহাড়ের ওপরে উঠলেন, অতঃপর বললেন : ইয়া সাবাহাহ! কুরাইশরা তাঁর কাছে সমবেত হলো এবং বললো, কী ব্যাপার? তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– (আচ্ছা বলোতো) আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। তিনি বললেন, তাহলে শোনো– আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন– تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 'আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক।'

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৫২৩।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হলো নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সাধারণ মানুষদের (মক্কাবাসীগণ) উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-এর দেওয়া প্রথম ভাষণ। হাদীসটিতে রসূল (স.) মক্কাবাসীদেরকে তাঁর বক্তব্য সহজে বুঝা এবং গ্রহণ করানোর জন্য নিজের সত্যবাদিতার উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য আরম্ভ করেছেন।

হাদীস নং- ১১৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা একজন মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিম তথা যে মুসলিম জেনে ও বুঝে ইসলাম গ্রহণ ও পালন করছে, ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

হাদীস নং- ১১৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ" قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি আল্লাহর রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছেন, "বলতো দেখি! যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার (যথাযথভাবে) গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তাঁর শরীরে কোনোরকম ময়লা থাকবে না। তখন রসূল (স.) বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (মানব জীবন থেকে) ভুলসমূহ (অন্যায় ও অশ্লীল কাজসমূহ) দূর করে (মিটিয়ে) দেন।"

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫২৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে শরীর-স্বাস্থ্য (চিকিৎসা বিজ্ঞান) বিষয়ক একটি উদাহরণ দিয়ে রসূল (স.) সালাত সম্পর্কিত দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় হলো মানব জীবনের ভুল তথা বড়ো অকল্যাণ/গুনাহ। তাই হাদীসটিতে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– পাঁচবার যথাযথভাবে গোসল করলে যেমন শরীরের সকল ময়লা দূর হয়ে যায়, তেমনি পাঁচবার যথাযথভাবে সালাত আদায় করলে মানুষের জীবনের সকল অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর হয়ে যায়।

সালাত পালন করার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি (ও সমাজ) জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর হবে শুধু তখনই, যখন সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা তথা সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা হবে। তাই, হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) সালাত সম্পর্কিত দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন–

১. সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।
২. 'সালাত কায়েম করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম করা।

হাদীস নং- ১১৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: النَّاسُ

مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষ খনিজ ধাতু (Metal) স্বরূপ। যেমন রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৬৩৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। হাদীসটির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন– পরিচ্ছেদ-১ এর উপ-পরিচ্ছেদ-৩ : 'আকল' জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) উৎস।

হাদীস নং- ১২০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ মূসা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন 'আলা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (স.) বলেছেন– আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো জমীনের ওপর পতিত প্রবল বর্ষণের মত। কোনো কোনো ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে

নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দিয়ে চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোনো ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এটি (এর একটি) হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের (কুরআন ও সুন্নাহর) জ্ঞানার্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা (কুরআন ও সুন্নাহ) দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিখায়। আর এটি (এর অন্যটি) সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত– যে সে দিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহর যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৯।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান শেখা এবং শেখানোর গুরুত্ব ও কল্যাণ মানুষকে বোঝানোর জন্য জলবায়ু, ভূমি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণকে ব্যবহার করা হয়েছে।

হাদীস নং- ১২১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কুতাইবা বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র হলো সে যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে

মেরেছে। অতঃপর তার (সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) আমল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় হিসেবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপ তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৭৪৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উপাসনা বিভাগের প্রচুর কাজ করা, কিন্তু ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজ না করার ফল পরকালে কী হবে তা সাধারণ জ্ঞানের একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলো থেকে যে বিষয়গুলো সহজে জানা যায়–

১. রসূল (স.) সত্য উদাহরণের মাধ্যমে ইসলাম তথা কুরআন ব্যাখ্যা করে শিখিয়েছেন।

২. কুরআনকে বুঝা, বুঝানো বা ব্যাখ্যা করার প্রধানতম মাধ্যম হলো সত্য উদাহরণ, আরবী ব্যাকরণ নয়।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৭ : সবচেয়ে বড়ো গুনাহ– শিরক, না কুরআনের জ্ঞান না থাকা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
চিকিৎসক হলো সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করেন। কোনো মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন চিকিৎসকের জন্য সবচেয়ে বড়ো অপরাধ (গুনাহ) কোনটি হবে?

১. টাইফয়েড রোগের চিকিৎসায় ভুল করা।
২. এপিন্ডিসাইটিস অপারেশনে ভুল করা।
৩. হার্টের কোনো রোগের চিকিৎসায় ভুল করা।
৪. পিত্ত পাথরের অপারেশনে ভুল করা।
৫. অন্য যেকোনো একটি রোগের চিকিৎসায় ভুল করা।
৬. সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন না করে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করা।

পৃথিবীর আকল (বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense) জাগ্রত থাকা সকল মানুষ একবাক্যে উত্তর দেবেন ৬নং ধারার বিষয়টি। অর্থাৎ সকলেই বলবেন– একজন চিকিৎসকের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ (গুনাহ) হবে সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন না করে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করা। কারণ, যে চিকিৎসক সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করেছে চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে দু-একটি ভুল তার অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করেনি সে চিকিৎসা করতে গেলে অনেক ভুল করবে। ফলে তার সব রোগী মারা যাবে বা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাকেও রোগীর লোকেরা মেরে ফেলবে বা কঠিন শাস্তি দেবে।

মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন। এবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ওপরের উদাহরণের আলোকে নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড়ো গুনাহ (অপরাধ) কোনটি হবে?

১. সালাত কায়েম না করা।
২. সিয়াম পালন না করা।

৩. ঘুষ খাওয়া।
৪. জিহাদ না করা।
৫. মানুষ হত্যা করা।
৬. শিরক করা।
৭. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের জ্ঞানার্জন না করে ইসলাম প্রাকটিস (পালন) করা।
৮. অন্য যেকোনো একটি গুনাহের কাজ করা।

পৃথিবীর আকল জাগ্রত থাকা সকল মুসলিম ও মানুষ একবাক্যে উত্তর দেবেন যে, একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড়ো গুনাহ (অপরাধ) হবে ৭নং ধারার বিষয়টি। কারণ, ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো কুরআন। তাই, সরাসরি কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করা মুসলিমের ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে দু'একটি গুনাহ (ভুল) অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে মুসলিম কুরআনের জ্ঞানার্জন না করে ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করবে সে শিরকসহ অনেক গুনাহ করে যেতেই থাকবে। আর এর ফলে সে নিজে যেমন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি সমাজেরও ব্যাপক ক্ষতি করবে। তাই, আকলের আলোকে সহজে বলা যায় যে– কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরক করার চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ হবে। অর্থাৎ ইসলামে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

অনুবাদ : যে আল্লাহর সাথে শিরক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।
(সুরা আন-নিসা/৪ : ৪৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতাংশ থেকে সরাসরি জানা যায়– শিরক করা অতিবড়ো গুনাহ। সবচেয়ে বড়ো গুনাহ নয়।

আয়াত-২

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : নিশ্চয় শিরক অবশ্যই অতিবড়ো জুলুম। (সুরা লুকমান/৩১: ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন শিরক অতিবড়ো জুলুম তথা অতিবড়ো গুনাহ।

আয়াত-৩ ও ৪

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

অনুবাদ : (১৭২) আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের 'রব' (সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা) নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। (১৭৩) অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩)

ব্যাখ্যা : শাহী দরবারে আল্লাহ তা'য়ালা, মানব জাতির পিতা প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.), মানব জাতির মাতা হাওয়া (আ.), সকল মানব রুহ, আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারী (ফেরেশতাকূল), সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন ও মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী) ইবলিস শয়তানের মধ্যকার একটি সংলাপ (জীবন্তিকা) আল-কুরআনের বিভিন্ন সুরায় উল্লিখিত আছে। এগুলো সে সংলাপের তথ্য ধারণকারী দুটি আয়াত।

আয়াতদু'খানির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

১৭২ নং আয়াতের 'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের 'রব' (সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা) নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম'– অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়– মহান সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহের কাছ থেকে তাকে 'রব' তথা সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানব রুহ স্বেচ্ছায় সে অঙ্গীকার দিয়েছে।

১৭২ নং আয়াতের '(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, সকল মানব রুহ থেকে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১নং কারণ হলো– মানুষ যাতে শেষ বিচারের দিন বলতে না পারে তারা রুবুবিয়াত তথা সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ জানতো না। তাই, রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন অপরাধ (গুনাহ) করেছে। এ কথা বলার সুযোগ থাকলে ঐ সকল অপরাধের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হবে না। কারণ, জানতে না পারার দরুন কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার নয়।

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার (সাধারণ ও আইন বানানোর ক্ষমতা) ধরনের সকল তৌহিদ (একত্ববাদ), আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

তাই, সকল মানব রুহ থেকে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১ নং কারণের ভিত্তিতে বলা যায়, ঐ অঙ্গীকার নেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃতভাবে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে তা

হলো– রুবুবিয়াত তথা সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ (ঐশীগ্রন্থ) তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীতে যাবে। সে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তাদেরকে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল কিছু জানতে হবে ও তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় শেষ বিচারের দিন রুবুবিয়াতের একত্ববাদ বিরোধী অপরাধ (শিরক) ও অন্যান্য বড়ো অপরাধ (কবীরা গুনাহ) নিয়ে উপস্থিত হয়ে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এ তথ্যটি সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর যখন (যুগে যুগে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা (ঐশীগ্রন্থ) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ থাকবে না।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ৩৮)

১৭৩ নং আয়াতের 'অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, সকল মানব রুহ থেকে থেকে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ২ নং কারণ হলো– কিয়ামতের দিন মানুষ যাতে বলতে না পারে রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় তারা তাদের বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে জীবন পরিচালনা করেছে। তাই, রুবুবিয়াতের একত্ববাদ বিরোধী যে বড়ো অপরাধ (শিরক) তারা করেছে, তারাও তা করেছিল। এ কথা বলার সুযোগ থাকলে ঐ সকল একত্ববাদ বিরোধী যে বড়ো অপরাধের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হবে না। কারণ, জানতে না পারার দরুন কেউ অন্যকে অন্ধ অনুসরণ করে অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার নয়।

তাই, সকল মানব রুহের কাছ থেকে আল্লাহকে 'রব' তথা সৃষ্টি ও লালন-পালন কর্তা হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ২ নং কারণের ভিত্তিতে বলা যায়, ঐ অঙ্গীকার নেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃতভাবে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে তা হলো– অন্যকে অন্ধ অনুসরণ করে রুবুবিয়াত বিরোধী কাজ যেন না করতে হয় সে জন্য তিনি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি উৎস দেবেন (সুরা আশ-শামস আয়াত ৭-১০)। ঐ উৎসকে অগ্রাহ্য করে যারা রুবুবিয়াতের একত্ববাদ বিরোধী অপরাধ (শিরক) ও অন্যান্য বড়ো অপরাধ (কবীরা গুনাহ) নিয়ে শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হবে তাদেরকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

১৭৩ নং আয়াতের 'তবে কি পথভ্রষ্টরা (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশ থেকে জানা যায়– সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের যে উৎসটি তিনি দেবেন তা অগ্রাহ্য করে বাতিলপন্থি বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের নির্ভুল মনে করে অনুসরণ (তাকলিদ) করা ধরনের একত্ববাদ বিরোধী অপরাধ এবং এর ফলস্বরূপ করা অন্য ধরনের একত্ববাদ বিরোধী অপরাধ ও অন্যান্য বড়ো অপরাধ নিয়ে মানুষ শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হয়ে ধ্বংস হবে। অর্থাৎ তারা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে।

আয়াত দু'টির উপ-পরিচ্ছেদের বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা

আয়াত দু'টি থেকে জানা যায় যে– আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ শিরকসহ বহু কবীরা গুনাহ করবে। তাই, কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ।

আয়াত-৫

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো– আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন, সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো। (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি মানব জাতিকে দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বে, আল্লাহর শাহী দরবারে অনুষ্ঠিত সংলাপের (জীবন্তিকা) তথ্যধারণকারী আর একটি আয়াত। আয়াতটিতে উপস্থিত ইবলিসের কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– কিতাব পাঠিয়ে মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্য যে স্থায়ী জীবন পরিচালনার পথ দিতে যাচ্ছেন, ঐ পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ইবলিস সর্বক্ষণ চেষ্টায় থাকবে। সহজে বুঝা যায়, এ প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য ইবলিস মূল যে কাজটি করবে তা হলো– আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা তথা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে সরানো। ইবলিসের মূল কাজটি হবে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– দুনিয়ায় মানব জাতির জন্য সববেয়ে বড়ো গুনাহ হবে, সরাসরি বা অনুবাদ পড়ে আল্লাহর কিতাবের (আল কুলআন) জ্ঞানার্জন না করা। অর্থাৎ সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা।

আয়াত-৬

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি আল্লাহর শাহী দরবারে অনুষ্ঠিত সংলাপের (জীবন্তিকা) তথ্যধারণকারী অন্য একটি আয়াত।

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

***'আমি (ইবলিস শয়তান) নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে'* কথাটির ব্যাখ্যা :** মানব জাতিকে জীবন পরিচালনার আল্লাহ তা'য়ালা দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য ইবলিস চতুর্মুখী তথ্যসন্ত্রাস (ষড়যন্ত্র) চালাবে।

'আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না' কথাটির ব্যাখ্যা : ইবলিস চতুর্মুখী তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানব জাতিকে জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে, যেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রকৃত শোকর আদায়কারী না হতে পারে।

আল্লাহ তথা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষ তিনভাগে বিভক্ত–

১. শোকর না আদায় করা মানুষ।
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. কল্যাণ/উপকার জানা/উপলব্ধি করার পর, কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

ইবলিস তৈরি হতে বাধা দেবে– ৩নং বিভাগের মানুষ। কারণ, ঐ মানুষেরা ইসলামের করণীয় বিষয়গুলোর কল্যাণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অকল্যাণ জানে। তাই, এদেরকে সে ধোঁকা দিয়ে বিপথে নিতে পারবে না। আর এ কাজটি করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো, আল্লাহর কিতাবের মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– দুনিয়ায় মানব জাতির জন্য সববেয়ে বড়ো গুনাহ হবে, সরাসরি বা অনুবাদ পড়ে আল্লাহর কিতাবের (আল কুরআন) জ্ঞানার্জন না করা। অর্থাৎ সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা।

আয়াত-৭

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অনুবাদ : যখন কুরআন পাঠ করবে (পাঠ আরম্ভ করবে) তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে (শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ সালাত, সিয়াম বা অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে উপদেশ দেননি। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আদেশ দিয়েছেন। তাই, জানার পরও কেউ যদি কুরআন পড়া আরম্ভ করার আগে আউজুবিল্লাহ না পড়ে তবে তার আল্লাহর আদেশ অমান্য করার গুনাহ তথা কবীরা গুনাহ হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমল থেকে দূরে সরানো শয়তানের কাজ। তবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ। তাই, আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন তবে কুরআন পড়েও কেউ কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারবে না।

যেটি শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ সেটিই সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। তাই, মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন, সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

আয়াত-৮

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا . وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

অনুবাদ : (২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। (৩০) আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

২৭নং আয়াতের *(আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, হায়! আমি যদি রসূলের সাথে পথ গ্রহণ করতাম)* ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রসূল (স.)-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারত্মক ভুল করেছে।

২৮নং আয়াতের *(হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম)* ব্যাখ্যা : উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯নং আয়াতের *(অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)*- এ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরুদ্ধ পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯নং আয়াতের *(আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)*- এ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০নং আয়াতের (আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল) ব্যাখ্যা : রসূল (স.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে

কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (মামলা) করছি।

আয়াতগুলোর শিক্ষা

আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রসূল (স.) তাঁর উম্মতের কিছু লোককে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য আবেদন করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা, যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দেবে।

আর যে কারণে রসূল (স.) ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির জন্য শাফায়াত করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল/মিথ্যা তথ্যকে তারা সত্য মনে করেছে। ফলে শিরকসহ নানা ধরনের বড়ো গুনাহ করে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণেও দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

আয়তগুলোর ভিত্তিতেও তাই বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ।

আয়াত-৯

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ : বলো যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (অজ্ঞ) তারা কি সমান হতে পারে?
(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ০৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রশ্নের উত্তরের প্রবাহচিত্র–

যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ তারা কখনও সমান হতে পারে না

↓

যারা কুরআনের জ্ঞানী আর যারা কুরআনের জ্ঞানী নয় তারা কখনও সমান হতে পারে না

↓

যারা কুরআনের জ্ঞানী নয় তারা কুরআনের জ্ঞানীদের তুলনায় শিরকসহ সকল গুনাহ অনেক বেশি করবে

↓

কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ।

আয়াত-১০

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে।

(সুরা ফাতির/৩৫ : ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা হয়েছে– মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহকে যে ভয় করে সে গুনাহ তথা শিরকসহ সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের জ্ঞানী তারা শিরকসহ সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। অন্যদিকে যারা অজ্ঞ তারা শিরকসহ অনেক গুনাহ করে যেতে থাকবে। সহজে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান থাকা ও না থাকা ব্যক্তিদের ব্যাপারে বিষয়টি অধিক প্রযোজ্য হবে। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ।

তথ্য-১১

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : এ পাঁচটি আয়াত রসূল (স.)-এর ওপর প্রথম নাযিল হয়। এরপর বেশ কয়েক মাস, কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী কমপক্ষে ছয় মাস কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকায় রসূল (স.) তাঁকে রসূলদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মনে করে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। আয়াত পাঁচটি নাযিলের পর কয়েক মাস কুরআন নাযিল না হওয়ার দু'টি ব্যাখ্যা হলো–

১. রসূল (স.)কে ওহী গ্রহণে অভ্যস্ত করা।
২. আয়াতগুলোর শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, তা বুঝতে সময় দেওয়া।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ, দ্বিতীয় ওহীর পরের ওহীগুলোর মধ্যকার সময় এতো অধিক ছিল না। আর কোনো বিষয় প্রথমবার পেয়ে বা ব্যবহার করে মানুষ সেটিতে অভ্যস্ত হতে পারে না।

তাহলে আল কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম শব্দটি হলো 'পড়'। অর্থাৎ 'জ্ঞানার্জন করো'। এটি একটি আদেশমূলক কথা। তাই আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া প্রথম আদেশ হলো জ্ঞানার্জন করার আদেশ। আর জ্ঞানার্জন করার আদেশ দেওয়ার পর আল্লাহ যে শব্দ ও বাক্যগুলো পড়তে বলেছেন তা কুরআনের শব্দ ও আয়াত। অন্য যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয়

তা হলো– আয়াত পাঁচটিতে জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

তাই আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের মাধ্যমে জানানো আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা। অর্থাৎ আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরআনের জ্ঞানার্জন করা মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা সবচেয়ে বড়ো ফরজ। আর তাই আয়াতটি থেকে এটিও বোঝা সহজ যে– কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

আয়াত-১২ (আয়াতগুচ্ছ)

সূরা লোকমানের ১৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা জুলুম (ظلم) শব্দটির সাথে আজিম (عظيم) শব্দ জুড়ে দিয়ে শিরকের গুনাহর বড়ত্বের মাত্রা (অতিবড়ো) জানিয়ে দিয়েছেন। ঐ জুলুম (ظلم) শব্দের সর্বোচ্চ মান (Superlative degree) (اسم تفضيل) হলো আযলামু (اظلم)। তাই, শব্দটির অর্থ হবে– সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার। এই আযলামু (اظلم) শব্দটি কুরআনের ১৬টি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থান ক'টি হলো– সূরা বাকারা/২ : ১৪০ ও ১১৪, আন'আম/৬ : ২১ ও ৯৩, ১৪৪ ও ১৫৭, আ'রাফ/৭ : ৩৭, ইউনুস/১০ : ১৭, হুদ/১১ : ১৮, কাহাফ/১৮ : ১৫ ও ৫৭, আনকাবুত/২৯ : ৬৮, সাজদা/৩২ : ২২, যুমার/৩৯ : ৩২, নজম/৫৩ : ৫২ এবং আস্-সাফ/৬১ : ৭।

ঐ ১৬টি স্থানের বক্তব্য

স্থান-১

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অনুবাদ : অতএব তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে যে (কুরআন) না জানার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে যেকোনো একটি মিথ্যা রচনা করে, মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য?

(সুরা আন'আম/৬ : ১৪৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার অর্থ হলো কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা। অন্যদিকে ইসলামে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যা। সে কথা কুরআন না জানার কারণে ভুল করে বলা হোক বা কুরআন জানার পর ইচ্ছা করে বলা হোক।

তাই, আয়াতটির সরাসরি বক্তব্য হলো– কুরআন না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে শিরকসহ যেকোনো একটি ভুল কথা রচনাকারী ব্যক্তি সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার। আর আয়াতটিতে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া, ঐ ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ বলে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থান-২

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে যেকোনো একটি মিথ্যা রচনা করে অথবা সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন সেটি তার কাছে পৌঁছে গেছে?

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৬৮)

ব্যাখ্যা : কুরাআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা যেতে পারে কুরআন না জানার কারণে ভুল করে বা কুরআন জানার পর ইচ্ছা করে। আর কুরআনের আয়াত নিজের কাছে পৌঁছার পর সেটিকে মিথ্যা বলার অর্থ হলো– কুরআন জানার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা। তাই, এ আয়াতে–

- প্রথমে কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে শিরকসহ যেকোনো একটি মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে
- পরে কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে।

এ দু'ধরনের ব্যক্তি কেন সবচেয়ে বড়ো জালিম হিসেবে গণ্য হবে তা এখানে সরাসরি বলা হয়নি। কিন্তু সহজে বুঝা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে বলা ভুল কথা বা লেখা, মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

তাই মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়াই হলো এ দু'ধরনের ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ। স্থান-১ এর আয়াতটিতে কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে যারা কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাদের সম্বন্ধে এ কথাটি সরাসরি বলা হয়েছে।

স্থান-৩

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ

অনুবাদ : তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা বলে (রচনা করে) এবং সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার কাছে তা পৌঁছে যাওয়ার পর?

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৩২)

ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো কুরআনের জ্ঞান থাকা অবস্থা। তাহলে প্রথম অবস্থাটি হবে কুরআনের জ্ঞান না থাকা অবস্থা। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা এবং জ্ঞান থাকা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে। তবে জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিদের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থান-৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?

(সুরা আন'আম/৬ : ২১)

ব্যাখ্যা : এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা এবং কুরআনের আয়াতকে কথা বা কাজের মাধ্যমে মিথ্যা বলা ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-৫

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ

অনুবাদ : তাহলে তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তার আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?

(সুরা আ'রাফ/৭ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির বক্তব্য ৩নং স্থানের আয়াতটির বক্তব্যের অনুরূপ।

স্থান-৬

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ

অনুবাদ : তাহলে তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তার আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?

(সুরা ইউনুস/১০ : ১৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির বক্তব্যও ৩নং স্থানের আয়াতটির বক্তব্যের অনুরূপ।

স্থান-৭

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে?

(সুরা হুদ/১১ : ১৮)

ব্যাখ্যা : এখানে শুধুমাত্র কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে। তবে কুরআনের জ্ঞান না থাকা অবস্থায় বা থাকা অবস্থায় ঐ ধরনের আচরণ করা ব্যক্তি 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' হিসেবে গণ্য হবে তা সরাসরি এখানে বলা হয়নি।

স্থান-৮

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.

অনুবাদ : তাহলে তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে?

(সুরা কাহাফ/১৮ : ১৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির বক্তব্য ৭নং স্থানের আয়াতটির বক্তব্যের অনুরূপ।

স্থান-৯

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে– আমার কাছে ওহী অবতীর্ণ হয় অথচ তার প্রতি কোনো ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন আমিও তার অনুরূপ অবতীর্ণ করবো?

(সুরা আন'আম/৬ : ৯৩)

ব্যাখ্যা : এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা, কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১০

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে?

(সুরা আস্-সাফ/৬১ : ৭)

ব্যাখ্যা : এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১১

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ

অনুবাদ : অতঃপর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে?

(সুরা আন'আম/৬: ১৫৭)

ব্যাখ্যা : এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা এবং আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১২

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত দিয়ে উপদেশ দেওয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

(সুরা সাজদা/৩২ : ২২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আয়াত দিয়ে উপদেশ দেওয়া ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা এবং আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১৩

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াতসমূহ (কুরআনের আয়াত) দিয়ে উপদেশ দেওয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার দু'হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে তা (কৃতকর্মসমূহ) ভুলে যায়?

(সুরা কাহাফ/১৮ : ৫৭)

ব্যাখ্যা : এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকার পর আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে আসা সাক্ষ্য গোপন করে?

(সুরা বাকারা/২ : ১৪০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান থাকার পর তা গোপন করার অর্থ হলো কুরআনের তথ্য জানা থাকা কিন্তু মানুষকে তা না জানানো। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞানার্জনের পর তা মানুষকে না জানানো ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে। কুরআনের তথ্য না জানতে পারলে মানুষ ভুল পথে চলে যাবে। তাই কুরআনের তথ্য জানার পর তা গোপন করার অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থাকার পর মানুষকে ভুল পথে চলে যেতে সহায়তা করা। তাই ফলাফলের দিক থেকে এ কাজটি কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান-১৫

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ

অনুবাদ : আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহর ঘরে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়?

(সুরা আল বাকারা/২ : ১১৪)

ব্যাখ্যা : মসজিদের প্রধান কাজ হলো সালাত আদায় করা। আর সালাতের প্রধান বিষয় হলো পুনঃপুন তেলাওয়াত করার (রিভিশন দেওয়া) মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) এবং সালাতের অনুষ্ঠান করা থেকে বাস্তব কাজের মাধ্যমে (Practically) কুরআনের বক্তব্য স্মরণ রাখা। তাই মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেওয়া এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালানোর প্রধান অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর চেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। তাই ফলাফলের দিক থেকে এ কাজটিও কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান-১৬

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ.

অনুবাদ : আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছি); তারা ছিল আরও বড়ো জালিম ও অবাধ্য।

(সুরা আন-নজম/৫৩ : ৫২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আযলামু (اظلم) শব্দটি দিয়ে অন্য অনেক নবীর সম্প্রদায়ের তুলনায় নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় অধিকতর বড়ো জালিম ছিল– এটি বুঝানো হয়েছে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

উপরিউক্ত **১৬**টি অবস্থানে থাকা **১৬**টি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে– **১**টি স্থানে আযলামু (اظلم) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় অধিকতর বড়ো জালিম ছিল– এ কথাটি জানানোর জন্য। বাকি **১৫**টি স্থানে আযলামু (اظلم) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' কে তা জানানোর জন্য। ঐ **১৫**টি স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলার কারণে দু'ধরনের ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলা হয়েছে–

১. যারা কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে ঐ আচরণ করছে।
২. যারা কুরআনের জ্ঞান থাকার পর ঐ আচরণ করছে।

আর ঐ উভয় অবস্থানের ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড়ো জালিম' তথা 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার' বলার কারণ বলা হয়েছে– তারা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো– এ দুই অবস্থানের ব্যক্তিদের মধ্যে কারা অধিকতর বড়ো জালিম তথা অধিকতর বড়ো গুনাহগার বলে গণ্য হবে? অর্থাৎ কুরআন জানার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তি অধিক বড়ো গুনাহগার বলে গণ্য হবে, নাকি কুরআন জানা না থাকার কারণে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তি অধিক বড়ো গুনাহগার বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নটির উত্তর

জানা (জ্ঞানার্জন করা) ও মানা (আমল করা) দু'টি ভিন্ন ফরজ। Common sense অনুযায়ী–

১. যে জানে কিন্তু মানে না তার জানার ফরজটি আদায় হয়েছে কিন্তু মানার ফরজটি আদায় হয়নি। তাই, তার একটি ফরজ অমান্য করার গুনাহ হবে। অন্যদিকে যে জানে না তাই মানতে পারে না তার দু'টি ফরজের একটিও আদায় হয়নি। তাই, তার দু'টি ফরজ অমান্য করার গুনাহ হবে।

২. যার জানা আছে সে আজ না মানলেও কাল, কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর মানতে পারবে। কিন্তু যার জানা নেই সে কোনোদিন মানতে পারবে না।

৩. জানার পর না মানা অধিক গুনাহ কথাটি মানুষকে জানার বিষয়ে অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। অন্য দিকে না জানার কারণে না মানা অধিক গুনাহ কথাটি মানুষকে জানতে বাধ্য করে।

তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– না জানার কারণে না মানা, জানার পর না মানা থেকে দ্বিগুণ গুনাহ। অতএব, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা, জানার পর ঐ আচরণ করার থেকে দ্বিগুণ গুনাহ। আর এ গুনাহ হওয়ার মূল কারণ হলো– কুরআন না জানা তথা কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

তাই, আযলামু (اظلم) শব্দটি ধারণকারী কুরআনের ১৫টি আয়াতের তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

আয়াত-১৩

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার গুনাহকে ক্ষমা করেন না, আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করেন; যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।

(সুরা নিসা/৪ : ৪৮)

আয়াতটির ব্যাখ্যা

আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য যে বিষয়গুলো আগে জানা থাকতে হবে–

ক. কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) ১ ও ২ নং নীতিমালা।

খ. শিরকসহ যেকোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে যে সকল মাত্রার গুনাহ হওয়া সম্ভব।

গ. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ।

ঘ. গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা।

ঙ. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা।

চ. তাওবা করলে শিরকের গুনাহ সাওয়াবে পরিণত হয়ে যায়।

ছ. ন্যায় বিচার ও আইন তৈরির সময়ের মধ্যকার সম্পর্ক।

বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক. কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) ১ ও ২ নং নীতিমালা

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।

২. একটি বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে।

খ. শিরকসহ যেকোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে যে সকল মাত্রার গুনাহ হওয়া সম্ভব

নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে সে গুনাহর মাত্রা নির্ভর করে ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রার ওপর। তাই একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচ ধরনের অবস্থা হতে পারে। যথা–

১. নিষিদ্ধ কাজটির সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে কোনো গুনাহ হবে না।

২. নিষিদ্ধ কাজটির প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে ছগীরা গুনাহ হবে।

৩. নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্ব বা পরিমাণের তুলনায় মধ্যম (৫০%) মাত্রার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) মাত্রার গুনাহ হবে।

৪. প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।

৫. কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা না থাকলে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশিমনে করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

তাই, ইসলামে শিরক করলে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পাঁচটি অবস্থান হতে পারে। যথা–

১. কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হতে পারে।

২. সাধারণ কবীরা গুনাহ হতে পারে।

৩. মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ হতে পারে।

৪. ছগীরা গুনাহ হতে পারে।
৫. কোনো গুনাহ নাও হতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **‘গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র’** (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

গ. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ–

১. তাওবা
২. নেক আমল
৩. দোয়া
৪. শাফায়াত

ঘ. গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা–

- তাওবার মাধ্যমে সকল ধরনের গুনাহ মাফ হয়।
- কবীরা গুনাহ তাওবা ভিন্ন অন্যকোনো উপায়ে মাফ হয় না।
- শাফায়াতের মাধ্যমে মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ হয়।
- নেক আমলের মাধ্যমে শুধু ছগীরা গুনাহ মাফ হয়।
- অন্যের দোয়ায় কবীরা গুনাহ মাফ হয় না।

গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় ও নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত **‘গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র’** (গবেষণা সিরিজ-২২) এবং **‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?’** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বই দু’টিতে।

ঙ. ‘আল্লাহর ইচ্ছা’ কথাটির অর্থ–

আল কুরআনের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে– ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন’। এ ধরনের আয়াত থেকে অনেকে মনে করেন যে, গুনাহ মাফ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ ধরনের ব্যাখ্যা যে সঠিক নয় তা Common sense-এর আলোকেও সহজে বোঝা যায়। কোনো অপরাধের জন্য দেওয়া শাস্তি ন্যায় বিচার হতে হলে সে শাস্তির বিষয়টি তথা আইনটি অপরাধ সংঘটনের আগে তৈরি হতে হবে এবং তা মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশে এটিই বিধান। মহান আল্লাহ সর্বাধিক ন্যায় বিচারক সত্তা। তাই আল্লাহর এ বিধান অমান্য করার কথা নয় এবং তিনি তা করেনওনি। তাই, গুনাহ করার কারণে শাস্তি দেবেন কি দেবেন না, তা গুনাহর কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করেন, এ কথা Common sense অনুযায়ীও সঠিক হতে পারে না।

আল কুরআনের যে সকল আয়াতে ‘আল্লাহর ইচ্ছায়’ কিছু হওয়ার কথা বলা আছে সেগুলোর বক্তব্য পাশাপাশি রেখে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় যে– অধিকাংশ স্থানে ‘আল্লাহর ইচ্ছা’ বলতে

আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সংঘটিত হওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (বিধি বিধান, নিয়ম-কানুন, নীতিমালা ইত্যাদি) অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত **'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

চ. শিরকের গুনাহ তাওবা করলে সাওয়াবে পরিণত হয়ে যায়

এ তথ্যটি কুরআন থেকে যেভাবে জানা যায়–

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا .إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا. صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অনুবাদ : আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন বোধশক্তিহীন লোকেরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে, সালাম (বিদায়)। আর তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। আর তারা বলে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; নিশ্চয় এর শাস্তি সর্বনাশা। নিশ্চয় বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা খুবই নিকৃষ্ট। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। সে ছাড়া যে তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭০)

ব্যাখ্যা : রহমানের বান্দা তথা মু'মিনদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ আয়াতগুলোর বক্তব্য আরম্ভ করেছেন। আয়াতগুলোতে প্রথমে বলা হয়েছে মু'মিনরা ৪টি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকে। কাজ ৪টি হলো–

১. কৃপণতা
২. আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকা তথা শিরক করা

৩. অন্যায় হত্যা

৪. ব্যভিচার

এরপর বলা হয়েছে– যে সকল মু'মিন ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করবে তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি পেতে হবে এবং অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হবে।

সবশেষে আয়াতটিতে বলা হয়েছে– যারা আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো তথা শিরকসহ অন্য কবীরা গুনাহগুলো করার পর তাওবা করে, তাদের ঐ সকল গুনাহ শুধু মাফই করা হবে না, ঐ গুনাহ সওয়াবে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। তাই, এ আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– যথাযথভাবে তাওবা করলে শিরকের গুনাহ নেকীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ছ. ন্যায় বিচার ও আইন তৈরির সময়ের মধ্যকার সম্পর্ক

ন্যায় বিচারের জন্য আইন ঘটনা ঘটার পূর্বে (Pre-facto) তৈরি করতে হবে। ঘটনা ঘটার পরে (Post-facto) কখনো নয়।

♣♣ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সামনে থাকলে সুরা নিসার ৪৮ নং আয়াতটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটি হবে–

প্রথম অংশের ব্যাখ্যা : প্রথম অংশের বক্তব্য হলো– 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না'। এ অংশের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহ শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ করবেন না। এ ব্যাখ্যা অন্য সকল আয়াতের বক্তব্যের সাথে সম্পূরক হয় এবং কোনো আয়াতের বিপরীত হয় না। তাই, এ ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য হলো– 'আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করেন'। এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহ শিরক করার মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া কবীরা গুনাহ ভিন্ন অন্য ধরনের গুনাহ (শিরক সম্পর্কিত ছগীরা ও মধ্যম গুনাহ) তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া বা শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করে দেবেন। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ ব্যাখ্যা অন্য কোনো আয়াতের বিরোধী নয়।

তাই, সুরা নিসার ৪৮নং আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য হবে– নিশ্চয় আল্লাহ শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ করেন না। আর শিরক সম্পর্কিত মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ, তাঁর অতাৎক্ষণিকে ইচ্ছা তথা তাঁর জানিয়ে দেওয়া বিধান (প্রোগ্রাম) অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে যে মাফ পাওয়ার যোগ্য হবে তাকে মাফ করে দেন। আর যে শিরক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।

সম্মিলিত শিক্ষা

আল কুরআনের এ সকল তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে–

১. শিরক অতিবড়ো গুনাহ।

২. কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

পরিচ্ছেদের বিষয় সম্পর্কিত হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১২২

أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: "قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল হামীদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি– রসূলুল্লাহ (স.) বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) সম্বন্ধে আলোচনা করলেন অথবা তাঁকে বড়ো গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা। (অতঃপর তিনি বললেন), এখন কি আমি সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি তা তোমাদের বলবো? তিনি বলেন, তা হচ্ছে মিথ্যা বলা অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শো'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তিনি বলেছেন 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৬৯।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) বড়ো গুনাহ কোনগুলো এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কী তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি শিরক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করাকে বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) বলেছেন। আর মিথ্যা প্রচার করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ বলেছেন।

ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যা। তাই, হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনের বিপরীত কথা বলা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ। অন্যদিকে কুরআন না জানার কারণে কুরআনের বিপরীত কথা বলা কুরআন জানার পর বিপরীত কথা বলার থেকে দ্বিগুণ গুনাহ। কারণ, যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে তার পক্ষে ভুলক্রমে কুরআনের বিপরীত দু-একটি কথা বলা বা কাজ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে সারা জীবন, মনের অজান্তে, নিজ কথা ও কাজের মাধ্যমে, শিরক ও

অন্য বিষয়ে কুরআনের বিপরীত অনেক কথা প্রচার করবে। আর এর মাধ্যমে সে মানব সমাজ ও তার নিজের ব্যাপক ক্ষতি করবে। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– কুরআন না জানা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ।

আবার হাদীসটিতে রসূল (স.) বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হিসেবে শিরক করা, অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করার নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এ তিনটির মধ্যে শিরক করাকে তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছেন। অন্য হাদীসেও তিনি এ রকমটি করেছেন। তাই, এ তিনটি বড়ো গুনাহর মধ্যে শিরক অধিকতর বড়ো (অতিবড়ো) গুনাহ এ কথা বলা যেতে পারে।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়–

- শিরক অতিবড়ো গুনাহ।
- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

হাদীস নং- ১২৩

أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 'صحيحه' حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لاَ يَسْكُتُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবু বাকরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু বাকরা (রা.) তার বাবা থেকে শুনে বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কী, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করবো না? আমরা বললাম– হ্যাঁ, হে রসূল (স.)। তিনি বললেন– আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথাগুলো হেলান দেওয়া অবস্থায় বলছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন– সাবধান! আর মিথ্যা কথা বলবে না। তিনি এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহ! তিনি যদি এখন চুপ করতেন!

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৬৩১
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী রহ.-এর শর্তানুযায়ী সনদ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) তিনটি বিষয়কে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয় তিনটি হলো– শিরক করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া এবং মিথ্যা প্রচার করা। প্রথম দু'টি বিষয় রসূল (স.) হেলান দেওয়া অবস্থায় বলেন। কিন্তু 'মিথ্যা কথা প্রচার করা' কথাটি বলার সময় তিনি সোজা হয়ে বসেন। আর কথাটি তিনি এতবার উচ্চারণ করেন যে, সাহাবায়েকেরাম কামনা করছিলেন রসূল (স.) কথাটি বলা বন্ধ করুক। এ বর্ণনাভঙ্গি (Body language) থেকে সহজে বুঝা যায় হাদীসটিতে রসূল (স.) মিথ্যা প্রচার করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ মিথ্যা কথা প্রচার করাকে অন্য দু'টির (শিরক করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া) চেয়ে বড়ো গুনাহ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

তাই ১ নং তথ্যের হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায় যে–

- শিরক অতিবড়ো গুনাহ।
- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

হাদীস নং- ১২৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৭৩৯
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে, যার কুরআনের জ্ঞান আছে এবং অপরকে তা শেখায় সে হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি। অর্থাৎ সে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি। কারণ সে সঠিক আমল করতে পারবে। কুরআন অপরকে শিখাতে হলে প্রথমে নিজে কুরআন জানতে হবে। তাহলে এ হাদীস অনুয়ায়ী কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড়ো ফরজ।

কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড়ো ফরজ হলে কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এর কারণ হলো যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে শিরকসহ অনেক বড়ো গুনাহ করে যেতে থাকবে।

তাহলে এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে– কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াব বা সবচেয়ে বড়ো ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

হাদীস নং- ১২৫

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 'سننه' حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ العَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ القُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবু সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন– আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ন, গবেষণা ও দাওয়াত) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না, আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর মতে হাসান গরীব। ওমর বিন খাত্তাব (রা.), জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) ও হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.)-সহ আরও অনেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা এ হাদীসটির শাহেদ। এসব শাহেদ হাদীসের মাধ্যমে এ হাদীসটির সনদের মান হাসান লিগাইরিহীতে উত্তীর্ণ হয়।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে– কুরআনের মর্যাদা ও অন্য কালামের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য, আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী– কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সওয়াব অন্য সকল আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি। তাহলে হাদীসটির আলোকে এটিও বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহর বড়ত্বের মাত্রা, শিরক ও অন্য গুনাহর বড়ত্বের মাত্রার চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস নং- ১২৬

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي المُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنْ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ،

عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، [ص:١٧٣] وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন– আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাকো! অচিরেই ফিতনা (ভুল তথ্য) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম– হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং সহজ ও সরল পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনলো তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করলো সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়-বিচার করলো, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯০৬ ।

- ◆ হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত তথ্য ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসাটতে থাকা পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলো হলো–

ক. কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফয়সালাকারী। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. যে ব্যক্তি কুরআনের হিদায়েত ছাড়া অন্য হিদায়েত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল নয় এমন কোনো বক্তব্য অন্য কোনো গ্রন্থ বা ব্যক্তি থেকে গ্রহণ ও অনুসরণ করলে ব্যক্তি ভুল পথে চলে যাবে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাই হোক না কেন।

তাই, এ হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে– একজন মানুষকে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হলে এবং সঠিক আমল করতে হলে প্রথমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই, এ হাদিসটি অনুযায়ীও কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বড়ো ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

সম্মিলিত শিক্ষা

এগুলোসহ আরও হাদীসের বক্তব্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে–

- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।
- শিরক অতি বড়ো গুনাহ।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৮ : কুরআন বুঝে (অর্থসহ) পড়ার আদেশ ও উপদেশ

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

দৃষ্টিকোণ-১ : রসূল (স.)-এর আমলের (ফে'য়লী হাদীস) দৃষ্টিকোণ

রসূল (স.) আরব ছিলেন। তাই, তিনি কুরআন পড়লে তা বুঝতে পারতেন। অর্থাৎ রসূল (স.) নিজে কখনো কুরআন না বুঝে পড়েননি।

দৃষ্টিকোণ-২ : গল্পের বই পড়ার দৃষ্টিকোণ

একটি গল্পের বই পড়েও কল্যাণ পেতে হলে (হাসতে বা কাঁদতে হলে) তা বুঝে (অর্থসহ) পড়তে হয়। তাই, গল্পের বইও অর্থছাড়া পড়া সময় ও শক্তির অপচয় তথা ক্ষতি।

দৃষ্টিকোণ-৩ : চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ পড়ার দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ না বুঝে পড়ে চিকিৎসা করলে তথা প্রাকটিস করলে রোগী মারা যাবে এবং রোগীর লোকেরা ঐ চিকিৎসককেও হত্যা করে ফেলবে। কুরআন হলো পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন না বুঝে পড়ে ইসলাম মানলে শুধু ব্যক্তি মুসলিমের গুরুতর ক্ষতি (কবীরা গুনাহ) হবে তা নয়, বরং ইসলামই মারা যাবে।

সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহার কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (সুরা বাকারা/২ : ২৬)। তাই আকলের আলোকে সহজে বলা যায়–

- কুরআন পড়ে কল্যাণ (নেকী) পেতে হলে তা অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে।
- অর্থছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়লে অনেক বড়ো ক্ষতি (বড়ো গুনাহ) হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আল-কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে সর্বমোট তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ তিনটি হচ্ছে–

- ইকরা (اِقْرَأْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি قِرَاءَةٌ শব্দ থেকে।
- উতলু (اُتْلُ)। এ শব্দটির উৎপত্তি তিলাওয়াত تِلاَوَةٌ শব্দ থকে।
- রাত্তিল (رَتِّلْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি رَتَلَ (রাতাল) শব্দ থেকে।

তাই, আল কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতি হবে এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ যে পদ্ধতি বুঝিয়েছেন, সেটি।

Milton Cowan সম্পাদিত **মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ** (A Dictionary of Modern Written Arabic) হচ্ছে আরবী ভাষার একটি বিখ্যাত অভিধান। সেই অভিধানে ঐ তিনটি শব্দের উল্লিখিত অর্থ হলো–

কিরাআত (قِرَاءَة)

to declaim- বক্তৃতা বা আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা।
to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
to pursue- মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষা দেওয়া।
to study- অধ্যয়ন করা, বিচার-বিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, উদ্ভাবন করা, কাম্য বস্তুর জন্যে মনোযোগসহ সাধনা করা, ধ্যান করা, চিন্তা-ভাবনা করা।
to search- সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্নতন্ন করে খোঁজা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে কিরআত (قِرَاءَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো, বুঝে বুঝে মনোযোগ সহকারে পড়া। আর আভিধানিক দিক থেকে শব্দটির যে অর্থটা কোনোভাবেই হয় না তা হলো– না বুঝে বা অর্থছাড়া পড়া।

তিলাওয়াত (تِلَاوَة)

to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
to read out loud- উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা।
to recite- আবৃত্তি করা।
to follow- অনুসরণ করা, মেনে চলা, বুঝতে পারা।
to ensue- অনুসরণ করা।
to succeed- উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে তিলাওয়াত (تِلَاوَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে এ শব্দটির যে অর্থ কোনোভাবেই হয় না তা হলো– একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

তারতীল (تَرْتِيْل)

এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এ শব্দটি কুরআনে এসেছে সুরা ফুরকানের ৩২ নং এবং সুরা মুয্যাম্মিলের ৪ নং আয়াতে। আরবী অভিধানে رَتَّلَ শব্দের যে অর্থগুলো পাওয়া যায় তা হলো–

to be tidy- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথভাবে সাজানো।
to be neat- সুরুচিসম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, ফিটফাট, ছিমছাম।
to be well ordered- সুকৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুল হওয়া।
to be reguler- নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া।
to praise elegantly- পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ বা চমৎকারভাবে প্রশংসা করা।
Recite in a singsong recitation- সুর করে আবৃত্তি করা।
To hymn- স্তুতি গান গাওয়া।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে রাতালা (رتل) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– যথাযথভাবে বা নিয়মানুগভাবে সুর করে আবৃত্তি করা। আর আবৃত্তি করতে গেলে অবশ্যই অর্থ জানা থাকতে হবে।

তাহলে দেখা যায়– কুরআন পাঠের আদেশ বা উপদেশ দিতে গিয়ে যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনটির অর্থ না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়া নয়। অর্থসহ তথা বুঝে পড়া। তাই, ঐ শব্দ তিনটি আল কুরআনের যে সকল আয়াতে এসেছে তার প্রত্যেকটির শিক্ষা হবে বুঝে বুঝে বা অর্থসহ পড়া।

আয়াত-১

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– আল্লাহর কাছ থেকে যুগে যুগে মানব জীবনের সকল মৌলিক তথ্য, করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়, ষড়যন্ত্র ও তা থেকে বাঁচার উপায় ইত্যাদি ধারণকারী কিতাব পৃথিবীতে যাবে। ইবলিসের ষড়যন্ত্র যত গভীর হোক না কেন সে ব্যক্তিদের ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না যারা– ঐ পথনির্দেশিকা/গ্রন্থ বুঝে বুঝে পড়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা মেনে চলবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআন বুঝে বুঝে বা অর্থসহ পড়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াত-২ (আয়াতগুচ্ছ)

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ . ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো– আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসম্বলিত ও মঞ্চায়িত হওয়া এক অপূর্ব জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে আছে। আয়াতদু'টি হলো ঐ জীবন্তিকার দু'টি সংলাপ। জীবন্তিকাটি মঞ্চায়িত হয়েছে আল্লাহর শাহী দরবারে, মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বে। তাই, জীবন্তিকাটির তথ্যগুলোকে মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে জন্য জীবন্তিকার সংলাপের মাধ্যমে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে। আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে শুধু সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে আছে।

সংলাপ দু'টির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা

'সে (ইবলিস) বললো– আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো' **কথাটির ব্যাখ্যা :** মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ যে স্থায়ী জীবন পরিচালনার পথ দিতে যাচ্ছেন ঐ পথ থেকে বিপথে নেওয়ার জন্য ইবলিস সর্বক্ষণ চেষ্টায় থাকবে।

'আমি (ইবলিস শয়তান) নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে' **কথাটির ব্যাখ্যা :** ইবলিস মানব জাতিকে, জীবন পরিচালনার আল্লাহ তা'য়ালা দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে।

'আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না' **কথাটির ব্যাখ্যা :** ইবলিস চতুর্মূখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানব জাতিকে, জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে যেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রকৃত শোকর আদায়কারী না হতে পারে।

আল্লাহ তথা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষ তিনভাগে বিভক্ত–

১. শোকর না আদায় করা মানুষ।
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. কল্যাণ/উপকার জানা/উপলব্ধি করার পর, কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

ইবলিস তৈরি হতে বাধা দেবে– ৩নং বিভাগের মানুষ। কারণ, ঐ মানুষেরা ইসলামের করণীয় বিষয়গুলোর কল্যাণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অকল্যাণ জানে। তাই, এদেরকে সে ধোঁকা দিয়ে বিপথে নিতে পারবে না।

সংলাপ দু'টি থেকে জানা যায়– কল্যাণ না জেনে, না বুঝে কুরআনের আদেশ পালন করা শয়তানের পছন্দনীয় কাজ তথা কবীরা গুনাহ। তাহলে সংলাপ দু'টির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– অর্থ না জেনে বা না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করা আরও অনেক বড়ো গুনাহর কাজ।

আয়াত-৩

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ط

অনুবাদ : আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে, তারাই শুধু তাতে ঈমান রাখে।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১২১)

ব্যাখ্যা : এ গুরুত্বপূর্ণ আয়াত থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে হলে বা এর সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে, আল্লাহর কিতাব 'তিলাওয়াতের হক' কী কী? অতি সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, যেকোনো ব্যাবহারিক (Applied) গ্রন্থ পড়ার (তেলাওয়াত করার) প্রধান চারটি হক হলো–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বুঝা তথা জ্ঞান অর্জিত হওয়া।
৩. সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল (কাজ) করা।
৪. সে জ্ঞান অন্যকে জানানো (দাওয়াত দেওয়া)।

আল্লাহর কিতাব হলো ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায় যে, কুরআন তেলাওয়াতের প্রধান চারটি 'হক' হলো–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে কুরআন পড়া।
২. পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝা তথা জ্ঞান অর্জিত হওয়া।
৩. সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল (কাজ) করা।
৪. সে জ্ঞান অন্যকে জানানো (দাওয়াত দেওয়া)।

তাহলে এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা তিলাওয়াতের হকসমূহ আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারা শুধু কুরআনে ঈমান এনেছে। ইসলামের কোনো আমল যথাযথ ওজরের (বাধ্য-বাধকতা) কারণে পালন করতে না পারলে গুনাহ হয় না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে হক আদায় না করলে কুফরী ধরনের গুনাহ হয়। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তিলাওয়াতের হকসমূহ আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তারা কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে না। অর্থাৎ এটি কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ। তাই এ আয়াত অনুযায়ী (ইচ্ছাকৃতভাবে) না বুঝে (অর্থছাড়া) কুরআন পড়া কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

আয়াত-৪

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

অনুবাদ : এটি (কুরআন) এক কল্যাণময় কিতাব যা আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, এর আয়াতসমূহ নিয়ে তোমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য এবং উলিল আলবাবদের (অধিক) শিক্ষা নেওয়ার জন্য।

(সুরা সোয়াদ/৩৮ : ২৯)

(উলিল আলবাবের সংজ্ঞা পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত আছে সুরা আলে ইমরানের **১৯১**নং আয়াতে)

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ.

অনুবাদ : এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল বিষয়) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন, যাতে তোমরা (তার সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক বের করতে এবং তার মাধ্যমে মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্য) চিন্তা-গবেষণা করো।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২১৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط

অনুবাদ : তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না?

(সুরা আন-নিসা/৪ : ৮২)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا.

অনুবাদ : তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/২৪ : ২৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অব্যবহিত আগের চারটি এবং এ ধরনের আরও অনেক আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। না বুঝে পড়া চিন্তা-গবেষণার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। তাই, এ সকল আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– না বুঝে তথা অর্থছাড়া কুরআন পড়লে আল্লাহর কাছে আরও কঠোরভাবে তিরস্কৃত হতে হবে। অর্থাৎ (ইচ্ছাকৃতভাবে) অর্থছাড়া কুরআন পড়া নেকী নয়, বরং গুনাহের কাজ।

আয়াত-৫

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

অনুবাদ : যাদেরকে তাওরাত বহন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর (তাদের মধ্যে) যারা তা (যথাযথভাবে) বহন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত হলো, পুস্তকের বুঝা বহনকারী গাধার মতো (যে জানে না তার বহন করা পুস্তকে কী লেখা আছে)।

(সুরা জুম'আ/৬২ : ৫)

ব্যাখ্যা : তাওরাত হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। তাই, আল্লাহ্ এখানে তাওরাতের উদাহরণ দিয়ে ঐ সকল মানুষের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন যাদেরকে আল্লাহর কিতাব বহন করতে দেওয়া হয়েছিল বা হয়েছে কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে বহন করেনি বা করছে না। আল্লাহ বলেছেন ঐ সকল মানুষের উদাহরণ হলো পুস্তক বহনকারী গাধা। গাধা পিঠে পুস্তক বহন করে কিন্তু জানে না ঐ পুস্তকে কী কথা লেখা আছে।

কোনো পুস্তক বা পুস্তকের অংশ মুখস্থ থাকার অর্থ হচ্ছে ঐ পুস্তক বা তার অংশ মনে বহন করে নিয়ে বেড়ানো। অন্যদিকে কোনো কাজকে গাধার কাজ বলার অর্থ হচ্ছে ঐ কাজকে তিরস্কার করা। তাই, মহান আল্লাহ এখানে, যারা কুরআন মুখস্থ রাখে কিন্তু তার বক্তব্য তথা অর্থ জানে না, তাদের ঐ কাজকে গাধার কাজ বলে তিরস্কার করেছেন। আল্লাহ্ যে কাজকে তিরস্কার করেছেন সে কাজ অবশ্যই নেকীর কাজ নয়। সেটি হলো অতিবড়ো গুনাহর কাজ।

আয়াত-৬

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ ....

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো ... ... ।

(সুরা আন-নিসা/৪ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একজন ঈমানদার কখন সালাতে দাঁড়াতে পারবে তার মাপকাঠিটা বলে দেওয়া হয়েছে। সে মাপকাঠিটা হলো– সালাতে দাঁড়িয়ে কী পড়া বা বলা হচ্ছে তা বুঝতে পারা। একজন সালাত আদায়কারী সালাতে দাঁড়িয়ে যা বলছেন বা পড়ছেন, তা বুঝতে পারার দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. কবিতা পড়ছে না কুরআন পড়ছে, তা বুঝতে পারা।
২. যা পড়ছে তার সঠিক অর্থ বুঝতে পারা।

এ দু'টি অবস্থার মধ্যে আয়াতটিতে ২য় অবস্থাটিই বুঝানো হয়েছে। কারণ, প্রথম অবস্থাটি হলো অতিমাত্রায় মাতাল থাকা অবস্থা। সালাতে কুরআন, তাসবীহ ও দোয়া পড়তে হয়। এর মধ্যে পঠিত কুরআনের সঠিক অর্থ বুঝাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর সালাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরার একটি বড়ো বা তিনটি ছোটো আয়াত পড়ার ব্যবস্থা রাখার প্রধান কারণ হলো– রিভিশন দেওয়ানোর মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্য ভুলতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কথাটা নেশাগ্রস্তদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তবে একজন নেশাগ্রস্ত মানুষের জন্যে যদি তা প্রযোজ্য হয়, তবে একজন সুস্থ মানুষের জন্যে তা আরও বেশি করে প্রযোজ্য হবে এটাই স্বাভাবিক।

সালাতে যা পড়া হচ্ছে, তা না বুঝার আগে সালাতে দাঁড়ানো নিষেধ হওয়া শর্তটার প্রয়োগ এরকম হবে না যে– সালাতে পড়া সকল কিছুর অর্থ জানার আগ পর্যন্ত সালাতে দাঁড়ানো যাবে না। বরং তা হবে এরকম যে, এ তথ্যটা জানার পর থেকেই সালাতে যা কিছু পড়া হচ্ছে, তার অর্থ জানা ও বুঝার চেষ্টা শুরু করে দেওয়া এবং সাথে সাথে সালাত পড়াও চালু রাখা। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– না বুঝে বা অর্থছাড়া কুরআন পড়ার অনুমতি আল্লাহ দেননি।

আয়াত-৭ (আয়াতগুচ্ছ)

কুরআনের জ্ঞান, জ্ঞানী এবং কুরআন শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদার তথ্যধারণকারী যে আয়াতগুলো অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কুরআনকে

বুঝে তথা অর্থসহ পড়া এবং সে অনুযায়ী আমল করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, কুরআনের জ্ঞান ও সে অনুযায়ী আমল থাকলেই শুধু ঐ মর্যাদা পাওয়া যায়।

আয়াত-৮

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

অনুবাদ : যে সৎকাজ নিয়ে আসবে (সঠিকভাবে পালন করবে) তাঁর জন্য রয়েছে তার দশ গুণ প্রতিদান (১০গুণ নেকী); আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হবে (১টি গুনাহ) এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।

(সুরা আল-আন'আম/৬ : ১৬০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলামের একটি সাধারণ বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বিধানটি হলো− একটি সৎকাজ সঠিকভাবে পালন করলে ১০গুণ নেকী পাওয়া যাবে। আর একটি নিষিদ্ধ কাজ করলে ১টি গুনাহ হবে। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায় যে− কুরআন তিলাওয়াত সঠিকভাবে করলে তথা হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকী পাওয়া যাবে। কুরআনের প্রধান হক হলো চারটি− ১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া, ২. অর্থ বুঝা (জ্ঞান অর্জিত হওয়া), ৩. সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল (কাজ) করা এবং ৪. সে জ্ঞান অন্যকে জানানো (দাওয়াত দেওয়া)। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হলো অর্থ বুঝা তথা জ্ঞান অর্জিত হওয়া। কারণ, অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় বলেই সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়তে হয়। আর অর্থ না বুঝলে আমল করা ও অপরকে জানানো সম্ভব নয়।

তাই, আয়াতটির আলোকেও সহজে বলা যায়− যে তিলাওয়াতে জ্ঞান অর্জিত হয় না, সর্বপ্রধান হকটি বাদ যাওয়ার কারণে সে তিলাওয়াতে কোনো নেকী হয় না। আর ইচ্ছাকৃতভাবে সেটি হলে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন অর্থ ছাড়া পড়লে তাতে কুফরী ধরনের একটি গুনাহ হবে।

আয়াত-৯

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ

অনুবাদ : তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'; অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্য। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর অন্তর্নিহিত অর্থ (প্রকৃত ব্যাখ্যা) জানে না;

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আল কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা ও বুঝা সম্পর্কিত কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। তথ্যগুলো হলো−

- আল কুরআনের আয়াতগুলো দু'ভাগে বিভক্ত– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) এবং অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত)। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো হচ্ছে কুরআনের 'মা' আয়াত তথা আসল আয়াত। আল কুরআনে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত আছে প্রায় পাঁচশত। আর মূল মুহকামাত আয়াতের বক্তব্য বুঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করা বা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে বলা হয় কেচ্ছা (কাহিনি) এবং আমছালের (উদাহরণ) আয়াত। কুরআনে এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলোর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট আরবী শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের আকিদা (বিশ্বাস), উপাসনা, ফারায়েজ, চরিত্রগত বিষয় এবং আদেশ-নিষেধসমূহ।
- অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই, অতীন্দ্রিয় আয়াতের পেছনে লেগে থাকা তথা অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা উদ্ঘাটন করার চেষ্টায় রত থাকা ব্যক্তিরা হলো বক্রতাধারী ব্যক্তি। কারণ, তারা ঐ আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা কখনও উদ্ঘাটন করতে পারবে না। বরং তাদের ঐ কাজে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াবে।

অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতগুলো প্রধানত দুভাগে বিভক্ত–

১. ঐ সকল আয়াত যার বক্তব্য বিষয়টি মানুষ কখনও দেখেনি, স্পর্শ করেনি বা আস্বাদ করেনি। অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়ের বাইরের বিষয়সমূহ। যেমন- আল্লাহর আরশ, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি। এগুলোর প্রকৃত অবস্থা মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়।
২. কিছু কিছু সুরার শুরুতে কয়েকটি অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দগুলো আছে সেগুলো। যথা- الم، المص، يس ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এগুলোকে হুরুফে মুক্বাত্তা'আত বলে।

ওপরের তথ্যগুলো জানার পর এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে– অতীন্দ্রিয় আয়াত সম্পর্কে আল কুরআনের প্রত্যক্ষ বক্তব্য হলো–

১. এর প্রকৃত ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য শুধু আল্লাহই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়।
২. যে সকল অতীন্দ্রিয় আয়াতের অর্থ হয়, সেগুলোতে আল্লাহ্ যে তথ্যটা, যেভাবে এবং যতটুকু বলেছেন, সে তথ্য সেভাবে এবং ততটুকু জেনে এবং বিশ্বাস করে নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হবে।
৩. অতীন্দ্রিয় আয়াতের ব্যাখ্যা বের করার জন্যে তার পিছনে লেগে থাকা অর্থাৎ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা একটি কুটিল, শয়তানি বা ফেতনা সৃষ্টির কাজ। তথা গুনাহর কাজ।
৪. অক্ষরবিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় আয়াতের (الم، المص، يس ইত্যাদি) অর্থ করা বা লেখার চেষ্টা করা নিষেধ।

এ আয়াতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা ও বুঝার বিষয়ে কী তথ্য আছে তা বুঝা যাবে একটি উদাহরণ জেনে নিলে। ধরা যাক মানুষের সামনে 'ক' ও 'খ' নামের দু'টি খাবার রেখে শুধু বলা হলো– 'ক' খাবারটা খাওয়া যাবে না। এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে খাবার দু'টি খাওয়া বা না খাওয়ার বিষয়ে প্রকৃতভাবে যে তথ্য দেওয়া হয় তা হলো–

- 'ক' খাবারটি খাওয়া নিষিদ্ধ বলে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়।
- 'খ' খাবারটি খাওয়া সিদ্ধ বলে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়।

মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে কুরআনের আয়াতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় শ্রেণিতে বিভক্ত করে শুধু অতীন্দ্রিয় আয়াত সম্পর্কে ওপরে বর্ণিত তথ্যগুলো প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই এ আয়াত থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত সম্পর্কে পরোক্ষভাবে যে তথ্যগুলো বের হয়ে আসে তা হলো–

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা আল্লাহ তো জানেনই। মানুষের পক্ষে তা বুঝা বা বের করাও সম্ভব।
২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে আল্লাহ্ যে তথ্যটা যেভাবে এবং যতটুকু বলেছেন, সবক্ষেত্রে সে তথ্য ঐভাবে এবং অতটুকু জেনে নিয়ে ক্ষান্ত দিলে চলবে না। প্রয়োজন মতো ঐ তথ্যটার পেছনে লেগে থেকে অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা করে তার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করতে হবে। এ কথাটিই আল্লাহ্ সরাসরি বলেছেন আল কুরআনের অনেক আয়াতে। যেমন– সুরা বাকারার ২১৯, সুরা ছোয়াদের ২৯, সুরা মুহাম্মাদের ২৪ ও সুরা নিসার ৮২ নং আয়াত।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের ব্যাখ্যা (তাফসীর) জানা বা বের করার চেষ্টা না করা একটা কুটিল বা শয়তানি কাজ। অর্থাৎ গুনাহের কাজ।
৪. ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের সাধারণ অর্থও না বুঝে পড়া আরও বড়ো গুনাহের কাজ।

আয়াত-১০

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অনুবাদ : তিনি তোমাদের জন্য (অকল্যাণ বেশি ও কল্যাণ কম থাকার কারণে) হারাম করেছেন শুধু মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে (তা খেতে) বাধ্য হবে তার কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৭৩)

আয়াত-১১

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে (কুরআনকে) অমান্য করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি নয় যাকে (অমান্য করার জন্য) বাধ্য করা হয় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল, তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগকে (অগ্রভাগে অবস্থিত মনকে) উন্মুক্ত রাখে (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অমান্য করে) তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ১০৬)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অব্যাবহিত ওপরে উল্লিখিত দু'টি আয়াত এবং এ ধরনের আরও আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং কী মাত্রার গুনাহ (কবীরা, ছগীরা ইত্যাদি) হবে তা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর। বিষয় তিনটি হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা)
২. অনুশোচনা ও
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা।

আর এ তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নিষিদ্ধ কাজ করার পর যে সকল মাত্রার গুনাহ হয় তার দু'টি হলো–

- সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না।
- কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী তথা অস্বীকার করা ধরনের কবীরা গুনাহ হয়।

এ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত অন্য আয়াতসমূহ থেকে আমরা জেনেছি যে– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনকে বুঝে তথা অর্থসহ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, না বুঝে তথা অর্থছাড়া কুরআন পড়া একটি ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ। আর তাই এ দু'টি আয়াতসহ আরও আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায় সমান (যথাযথ) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় না বুঝে (অর্থছাড়া) কুরআন পড়লে গুনাহ হবে না। এ অবস্থা হতে পারে–

- কুরআনের সহীহ তেলাওয়াত শেখার সময়কাল। এ সময়ে অর্থ বুঝতে গেলে সহীহ তেলাওয়াত শিখতে অনেক সময় লেগে যাবে।
- কুরআন হিফজ করার সময়কাল। এ সময়ে কেউ যদি অর্থ বুঝতে যায় তবে তারও হিফজ করতে অনেক সময় লেগে যাবে।

তাই, এ দু'টি আয়াতের আলোকে বলা যায়– আরবী ভাষা শেখার স্তরে বা হিফজ করার স্তরে কুরআন না বুঝে পড়লে গুনাহ হবে না। বরং সাওয়াব হবে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : এ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে কুরআন বুঝে তথা অর্থসহ পড়া সম্পর্কে যে শিক্ষাগুলো স্পষ্টভাবে জানা যায় তা হলো–

১. কুরআন বুঝে তথা অর্থসহ পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি।
২. কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা আরও বেশি নেকি।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে (অর্থছাড়া) কুরআন পড়া বড়ো ধরনের (কুফরী) গুনাহ।
৪. সহীহ তেলাওয়াত শেখা এবং হিফজ করার স্তরে না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতে গুনাহ হবে না। বরং নেকি হবে।
৬. শুধু অক্ষর বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত (الم , المص، يس ইত্যাদি) অর্থছাড়া পড়লে নেকী হবে।
৭. অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য/ব্যাখ্যা বের করার জন্য চিন্তা-গবেষণা করা গুনাহ।
৮. অর্থ না জেনে কুরআন মুখস্থ রাখা গাধার ভার বহন করার মতো কাজ।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ১২৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) উসাইর বিন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবি শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* উসাইর বিন আমর (রা.) বলেন, আমি সাহল বিন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স.)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তখন সাহল বিন হুনাইফ বললেন– তাঁকে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে নামবে না, তারা দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ২৪৯৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন পড়ার পর গলার নিচে না নামার অর্থ হলো– কুরআন পড়বে কিন্তু বুঝবে না তথা অর্থছাড়া পড়া। দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া অতিবড়ো গুনাহ। তাই, এ হাদীসটিরও শিক্ষা হলো– না বুঝে তথা অর্থছাড়া কুরআন পড়া অনেক বড়ো গুনাহ।

হাদীস নং- ১২৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ .

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মাহমুদ বিন গায়লান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী (স.) বলেছেন– যে তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝেনি।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯৪৯।
- ♦ ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ বলেছেন। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৩৭]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : তিনদিন বা তার কম সময়ের মধ্যে কুরআনের কিছু অংশ বুঝে পড়া অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু ভালোভাবে বুঝে পুরো কুরআন পড়তে হলে তথা কুরআন খতম দিতে হলে, তিন দিনের কম সময়ে সম্ভব নয়। তাই, সহজেই বুঝা যায়– হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন খতম দিয়েছে সে কুরআন বোঝেনি। অর্থাৎ এ হাদীসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআন বুঝাটাই আসল বিষয়। আর শুধু সাওয়াব কামাইয়ের উদ্দেশ্যে না বুঝে তাড়াতাড়ি কুরআন খতম দেওয়া নিষিদ্ধ।

হাদীস নং- ১২৯

رُوِيَ فِي 'مُسْنَدِ أَحْمَد' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ .

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– যে ব্যক্তি তিনদিনের কমে কুরআন পাঠ করলো সে কুরআনের কিছুই বুঝলো না।

---

২৩৭. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ৪৪৯।

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৫৩৫

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[২৩৮]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১২৮ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৩০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِى إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ .

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) জাবির (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি বিশর বিন মু'আয আদ-দরীর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষের মধ্যে উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি যার তিলাওয়াত শুনে তোমাদের ধারণা হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪০০।

◆ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৩৯]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারীর সংজ্ঞা জানিয়ে দিয়েছেন। সংজ্ঞাটি হলো– যার কুরআন তিলাওয়াত শুনলে বোঝা যায় সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। বিষয়টির দু'টি দিক আছে–

১. তিলাওয়াতকারীর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হলে, তাকে কুরআন বুঝতে হবে।
২. তিলাওয়াতকারী আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, এটি শ্রোতাদের বুঝতে হলে তিলাওয়াত হতে হবে ভাব প্রকাশ করে। আর ভাব প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই অর্থ বুঝতে হবে।

তাই বলা যায় যে, উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী বলে গণ্য হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থ বোঝা।

---

২৩৮. শুআইব আরনাউত (তাহকীক), মুসনাদে আহমাদ, খ. ২,পৃ. ১৬৪।
২৩৯. আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান ইবন মাজাহ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯

হাদীস নং- ১৩১

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَبِيْ دَؤُد رَحِمَهُ اللهُ فِي "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উসমান ইবন আবী শায়বাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন; নবী (স.) বলেছেন, যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪৫৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)-এর সহীহ।[২৪০]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করার অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে কুরআন অর্থসহ পড়া এবং তার ব্যাখ্যা/শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– কুরআন বুঝে পড়া এবং তার অর্থ ও ব্যাখ্যা/শিক্ষা নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করা বড়ো নেকীর কাজ।

হাদীস নং- ১৩২

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : أَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হুযাইফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি হাফস বিন ওমর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* হুযাইফা (রা.) বলেন, তিনি নবী

২৪০. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৫৫।

(স.)-এর সঙ্গে সালাত পড়েছেন। তিনি রুকুতে গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়তেন এবং সিজদায় গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়তেন। যখন তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখনই তিনি আজাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন পড়া বন্ধ করে আজাব থেকে পানাহ চাইতেন।

- ◆ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৮৭১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[২৪১]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ১৩৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَالْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا اسْتَجَارَ.

অনুবাদ : *ইমাম আন নাসাঈ (রহ.) হুযাইফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আদম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) (একবার) এক রাকাতে সুরা আল-বাকারা, সুরা আলে ইমরান ও সুরা আন-নিসা পাঠ করলেন। তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোনো আয়াত তাঁর কাছে রহমত প্রার্থনা ছাড়া অগ্রসর হতেন না। আবার আল্লাহর আজাব সংশ্লিষ্ট কোনো আয়াত পাঠ করলে তাঁর কাছে আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা ছাড়া অগ্রসর হতেন না।

- ◆ নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১০১৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে সহীহ।[২৪২]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ১৩৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ

---

২৪১. আলবানী, সহীহ আবূ দাউদ, খ. ৪, পৃ. ২৪।
২৪২. আলবানী, সহীহু সুনানিন নাসাঈ, খ. ৩, পৃ. ১৫৩।

عَنِ الْأَعْمَشِ، وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) হুযাইফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* হুযাইফা (রা.) বলেন, এক রাতে আমি নবী (স.)-এর সাথে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলাম। তিনি সুরা আল বাকারা পড়তে শুরু করলে আমি ভাবলাম তিনি হয়তো একশ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু এরপরেও তিনি পড়ে চললেন। তখন আমি চিন্তা করলাম তিনি এর (সুরা আল বাকারাহ) মাধ্যমে পুরো দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু তিনি এরপরেও পড়তে থাকলে আমি ভাবলাম সুরাটি শেষ করে তিনি রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সুরা নিসা পড়তে শুরু করলেন এবং তা পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি সুরা আলে ইমরান শুরু করলেন এবং তা পাঠ করলেন। তিনি থেমে থেমে ধীরে ধীরে পড়ছিলেন এবং তসবীহ-এর আয়াত আসলে তাসবীহ পড়ছিলেন আর কিছু চাওয়ার আয়াত আসলে চাইলেন। যখন আশ্রয় প্রার্থনা করার কোনো আয়াত পড়ছিলেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর তিনি রুকু করলেন। রুকুতে তিনি বলতে থাকলেন সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম (আমার মহান প্রভু পবিত্র) আমি তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তাঁর রুকু কিয়ামের মতই দীর্ঘ ছিল। এরপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (আল্লাহ শুনে থাকেন যে তার প্রশংসা করে) বললেন। এরপর যতক্ষণ সময় রুকু করছিলেন প্রায় ততক্ষণ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সাজদা করলেন। সাজদাতে তিনি বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (মহান সুউচ্চ সত্তা আমার প্রভু পবিত্র, আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। তাঁর এ সাজদায়ও প্রায় কিয়ামের সময়ের মতো দীর্ঘায়িত হলো।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৭২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪ হাদীস তিনটির সম্মিলিত ব্যাখ্যা : ১৩২ নং হাদীসে রসূলুল্লাহ (স.) কুরআন পড়ার সময় কী করতে হবে তা মুখে বলেছেন (কাওলী হাদীস)।

১৩৩ ও ১৩৪ নং হাদীস দু'টিতে কুরআন পড়ার সময় কী করতে হবে তিনি তা বাস্তবে করে দেখিয়ে দিয়েছেন (ফে'লী হাদীস)। কোনো কিছু পড়ে সেখানে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বা যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সে ভাবের উত্তরমূলক ভাব প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই বিষয়টি বুঝে পড়তে হবে। হাদীস তিনটি থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) কুরআন শুধু বুঝে বুঝে পড়তে বলে শেষ করেননি। একটি আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে বা যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বা সে ভাবের উত্তরমূলক ভাব প্রকাশ করার আগে পরবর্তী আয়াতে না যেতেও উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে তা বাস্তবে করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীস তিনটির আলোকে একথা স্পষ্ট যে অর্থ বুঝে কুরআন পড়তে হবে।

হাদীস নং- ১৩৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' صحيحه ' حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) জুনদুব ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আমর ইবন আলী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জুনদুব ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত মনের চাহিদার অনুকূল হয় ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো এবং (তাতে) মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলে পড়া ত্যাগ করো।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৭৭৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হওয়া পর্যন্ত কুরআন পড়তে এবং মন না চাইলে পড়া বন্ধ করতে বলা হয়েছে। কারণ, কুরআন পড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো– কুরআনের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা। মন না চাইলে ওই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব না। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– কুরআন হৃদয়ঙ্গম করে তথা বুঝে পড়তে হবে।

হাদীস নং- ১৩৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ

الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর قَرَأَ করেছে তার নেকী মিলবে। আর নেকী হলো আমলের ১০ গুণ। আমি বলছি না যে الم একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মিম একটি অক্ষর।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯১০।
- ◆ ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ গরীব। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৪৩]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : قَرَأَ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'বুঝে পড়া'। আর পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে পড়ার জন্য কুরআন হাতে উঠিয়ে নিয়ে একটিমাত্র অক্ষর পড়ে রেখে দেয়। কমপক্ষে একটি বা কয়েকটি আয়াত (বাক্য) পড়ে। ইসলাম একটি বাস্তব জীবন ব্যবস্থা। তাই সহজেই বলা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) এখানে কুরআনের একটি অক্ষর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত। তাই, قَرَأَ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এবং কুরআন পড়ার বাস্তব অবস্থা ধরলে হাদীসটির শিক্ষা দাঁড়ায়– 'কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি'। এ শিক্ষা ওপরের সকল হাদীস, কুরআন ও আকলের সম্পূরক।

প্রশ্ন থেকে যায়– হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ (স.) উদাহরণ হিসেবে যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন (الم) তার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, الم পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি হবে। তাহলে এ কথার ব্যাখ্যা কী হবে? এ কথার ব্যাখ্যা হলো–الم একটা মুতাশাবিহ (অতীন্দ্রিয়) শব্দ। ওপরে আলোচনাকৃত সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– কুরআনের এ ধরনের অক্ষরমূলক আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করা গুনাহর কাজ। তাই, কুরআনের শুধু এ ধরনের অক্ষরমূলক আয়াত অর্থ ছাড়া পড়লে সওয়াব তথা প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি হবে।

---

২৪৩. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ৪১০।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

এ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কুরআন বুঝে তথা অর্থসহ পড়া সম্পর্কে যে শিক্ষাগুলো স্পষ্টভাবে জানা যায় তা হলো–

১. কুরআন বুঝে তথা অর্থসহ পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি।

২. না বুঝে তথা অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাজ।

৩. অক্ষর বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত (الم , المص، يس ইত্যাদি) অর্থ ছাড়া পড়লে নেকী হবে।

৪. তিন দিনের কমে কুরআন খতম দেওয়া উচিত নয় বা নিষেধ। কারণ, তিন দিনের কমে পুরো কুরআন সঠিকভাবে বুঝে পড়া সম্ভব নয়।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৯ : কুরআন পড়া ও ধরার (স্পর্শ করা) সাথে ওজু ও গোসলের সম্পর্ক

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

দৃষ্টিকোণ-১ : সম্মানের দৃষ্টিকোণ

একজন মু'মিনের অধিকাংশ সময় ওজু থাকে না। তাই, ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। একটি গ্রন্থ বিশেষ করে ব্যাবহারিক গ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো সম্মান হলো, তার জ্ঞানার্জন করা এবং সে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা। যেকোনো জিনিসের সবচেয়ে বড়ো সম্মানের ব্যাপারে ব্যাপক বাধা সৃষ্টিকারী বিষয় ঐ জিনিসের সম্মানের বিষয় হতে পারে না। তা হবে ঐ জিনিসটিকে অসম্মান করামূলক বিষয়। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধা। তাই আকল অনুযায়ী, ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ– এরূপ কথা কুরআনের প্রতি চরম অসম্মানমূলক একটি কথা। আর তাই, আকল অনুযায়ী এ কথাটি ইসলামসিদ্ধ হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-২ : গুনাহের কাজে সহায়তার দৃষ্টিকোণ

ইসলামী জীবন বিধানে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। তাই, এটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধা। অর্থাৎ এ কথাটি সবচেয়ে বড়ো গুনাহমূলক কাজটি ঘটার পথে এক বিরাট সহায়ক কথা। ইসলামে গুনাহর কাজে সহায়তা করাও গুনাহ। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা যাবে না কথাটি ইসলামসিদ্ধ হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৩ : অন্য গ্রন্থের সাথে ব্যতিক্রম থাকার দৃষ্টিকোণ

কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর কিতাব। তাই মানুষের লেখা যেকোনো বইয়ের তুলনায় সব দিক থেকে এ গ্রন্থের একটা বিশেষত্ব থাকবে এবং বাস্তবে তা আছে। যেমন– কুরআন নির্ভুল কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থ তা নয়। কুরআনের সাহিত্য মানের সঙ্গে অন্য কোনো বইয়ের সাহিত্য মানের তুলনা হয় না ইত্যাদি। তাই অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ধরা বা স্পর্শ করার ব্যাপারেও অন্য গ্রন্থের থেকে কুরআনের কিছু ব্যতিক্রম থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম এমন হওয়া

আকল সম্মত নয় যে তা কুরআন নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য সাধন তথা কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করবে। গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ কথাটি অপবিত্রতার একটি অবস্থায় কুরআনকে স্পর্শ করতে না দিয়ে অন্যগ্রন্থ থেকে কুরআনের ব্যতিক্রমধর্মী গুণ বজায় রাখে। তবে এটি বেশিক্ষণ মানুষকে কুরআন ধরে পড়া থেকে দূরে রাখে না। কারণ, একজন মুসলিম বেশি সময় গোসল ফরজ অবস্থায় থাকে না। পরবর্তী সালাতের আগে তাকে অবশ্যই গোসল করে পবিত্র হতে হয়। তাই আকল অনুযায়ী– গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ কথাটি ইসলামসিদ্ধ কথা হতে পারে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১.১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেবে তখন ধৌত করো তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত এবং মাসেহ করো তোমাদের মাথা ও ধৌত করো তোমাদের দুই পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত; আর যদি তোমরা (সহবাস জনিত কারণে) অপবিত্র থাকো তবে (গোসল করে) পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) হবে; আর যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা সহবাস করার পর পানি না পাও তাহলে পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) মাটি অনুসন্ধান করো (তায়াম্মুম করো), অতঃপর (ঐ মাটির ওপর হাত রেখে সে হাত দিয়ে) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো।

(সুরা আল-মায়েদা/৫ : ৬)

আয়াত-১.২

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো এবং যদি তোমরা পথচারী না হও তবে অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো; আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি

সহবাস করো এরপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে।

(সুরা আন-নিসা/৪ : ৪৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : সালাতের আগে ওজু বা গোসল করে শরীর পবিত্র করা ইসলামের একটা ফরজ আমল। তাই, বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ আকারে, বিস্তারিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, আল কুরআনের ২টি সুরায় অনেকটা জায়গা নিয়ে, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

আয়াত-২

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অনুবাদ : যখন তোমরা কুরআন পড়বে (পড়তে শুরু করবে) তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে কুরআন পড়া শুরুর সময় ইবলিস শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে اعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়ার আদেশ করেছেন।

আয়াত-৩

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.

অনুবাদ : উহা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন। যা এক সুরক্ষিত কিতাবে সংরক্ষিত আছে। مُطَهَّرُوْن ছাড়া ঐ কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (পৃথিবীর কুরআন) মহাবিশ্বের রবের কাছ থেকে নাযিল হওয়া। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?

(সুরা ওয়াকিয়া/৫৬ : ৭৭-৮১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির শানে নুযুল হলো– মক্কার কাফিররা রসূল (স.)-কে গণক, জাদুকর ইত্যাদি বলতো। তারা বলে বেড়াতো, শয়তান কুরআন নিয়ে এসে মুহাম্মাদকে পড়ে পড়ে শিখিয়ে দেয়। তারপর মুহাম্মাদ সেটা অন্যদের জানায়। কাফেরদের এই প্রচারণার উত্তরে আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য আয়াতটিসহ আরও কয়েকটি আয়াতে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন– সুরা শুয়ারার ২১০-২১২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

অনুবাদ : এটি নিয়ে শয়তানরা নাযিল হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা তার সামর্থ্য রাখে না। নিশ্চয় (নাযিলকালে) তাদের তা (কুরআন) শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।

(সুরা শুয়ারা/২৬ : ২১০-২১২)

مُطَهَّرُوْن শব্দের প্রধান দু'টি অর্থ হলো– নিষ্পাপ ফেরেশতা ও ওজু-গোসল করে পাক-পবিত্র হওয়া ব্যক্তি। আর পৃথিবীর কুরআন সংরক্ষিত নয়। যে কেউ তা ছিড়তে, পড়াতে বা ওজু-গোসল ছাড়া ধরতে পারে। কিন্তু কুরআনের মূল কপিটি, যা লওহে মাহফুজে আছে তা সংরক্ষিত।[২৪৪] তাই, সহজেই বলা যায়– সুরা ওয়াকিয়ার উল্লিখিত ৫টি আয়াতের মাধ্যমে মক্কার কাফিরদের যা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো–

১. কুরআনের মূল কপিটি সংরক্ষিত স্থান তথা লওহে মাহফুজে রক্ষিত আছে।
২. পাপী সত্তা ইবলিস শয়তানের লওহে মাহফুজে যাওয়ার ক্ষমতা নেই।
৩. লওহে মাহফুজে যেতে পারে শুধু নিষ্পাপ ফেরেশতা।
৪. পৃথিবীর কুরআন নাযিল হয়েছে মহাবিশ্বের রবের কাছ থেকে।
৫. এ তথ্যগুলো জানার পর তোমাদের কুরআনকে তুচ্ছ গণ্য করা মোটেই ঠিক হবে না

আর তাই, সুরা ওয়াকিয়ার ৭৯নং আয়াত থেকে পৃথিবীর কুরআন ওজু-গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যক্তিগণ ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না এ বিধান বের করার কোনো সুযোগই নেই।

উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে যে শিক্ষাসমূহ স্পষ্টভাবে জানা যায় তা হলো–

১. সালাত শুরু করার আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ কুরআনে সরাসরি ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।
২. সালাত শুরু করার আগে কুরআনে أعوذ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم পড়ার আদেশ দেওয়াতো দূরের কথা উপদেশও দেওয়া হয়নি।
৩. কুরআন পড়ার আগে أعوذ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم পড়ার আদেশ কুরআনে সরাসরি উল্লেখ আছে।
৪. কুরআন পড়া বা ধরার আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ তো দূরের কথা উপদেশও কুরআনে উল্লেখ নেই।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ১৩৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ. فَقَالُوا : أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ.

---

২৪৪. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম*, খ. ৭, পৃ. ৫৪৩; ইবন জারীর, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, খ. ২৩, পৃ. ১৪৯।
তাফসীরের প্রায় সকল গ্রন্থেই একই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এই ব্যাখ্যায় একমত পোষণ করেছেন।

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিজী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ বিন মানী' (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা রসূল (স.) শৌচাগার হতে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। তখন লোকেরা বলল– আমরা কি আপনার জন্যে ওজুর পানি আনবো না? তিনি বললেন– আমি আদিষ্ট হয়েছি ওজু করতে শুধু যখন সালাতে দাঁড়াবো (সালাতে দাঁড়াবার পূর্বে)।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ১৮৪৭।
- ◆ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৪৫]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– শৌচাগার হতে বের হয়ে রসূল (স.) যখন খেতে বসছিলেন তখন ওজুর জন্য পানি আনা লাগবে কি না তা সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সাহাবীগণের ঐ প্রশ্নের উত্তরে 'খাওয়ার আগে ওজু করার দরকার নেই' কথাটি না বলে রসূল (স.) বলেছেন– 'আমি শুধু সালাতে দাঁড়াবার সময় (সালাতে দাঁড়াবার পূর্বে) ওজু করতে আদিষ্ট হয়েছি'। অর্থাৎ রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনের মাধ্যমে তাকে শুধু সালাত আরম্ভ করার আগে ওজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যকোনো কাজ শুরু করার আগে ওজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ অন্য কাজের মধ্যে পড়বে–

১. খাওয়া, পান করা, চলাফেরা, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সিয়াম রাখা, যিকির করা, দোয়া করা ইত্যাদি।
২. কুরআন দেখে পড়া, কুরআন মুখস্থ পড়া, কুরআন স্পর্শ করা, কুরআন ধরা, কুরআন শোনা।

তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– ওজু ছাড়া কুরআন দেখে পড়া, কুরআন মুখস্থ পড়া, কুরআন স্পর্শ করা, কুরআন ধরা, কুরআন শোনা বৈধ বা জায়েয।

হাদীস নং- ১৩৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ.

২৪৫. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭।

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিদ্বয় ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) ও আবূ আররবী' আয-যুহরানী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) পায়খানা থেকে বের হলেন। অতঃপর খাবার আনা হলো। লোকজন তাঁকে ওযূর কথা স্মরণ করালো। তখন তিনি বললেন– আমি কি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছি যে, ওযূ করবো?

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮৫৩।
- হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ১৩৭ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৩৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ "وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাইল (রহ.)থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তিনি তাঁর খালা, রসূল (স.)-এর স্ত্রী, মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে এক রাত কাটান। তিনি বলেন– আমি বিছানায় আড়াআড়ি এবং রসূল (স.) ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বী শুইলেন। রসূল (স.) অর্ধরাত বা তার কিছু কম-বেশি সময় ঘুমালেন। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে চোখ মুখ মলতে মলতে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি সুরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত মশকের কাছে গিয়ে উত্তমরূপে ওজু করলেন। এরপর সালাত পড়তে

দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমিও উঠে গিয়ে তাঁর মতো করলাম। তারপর তাঁর (বাম) দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিয়ে ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর বিতর আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুয়াজ্জিন এলে তিনি দাঁড়িয়ে হাল্কাভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৮১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি একটি ফে'য়লী তথা রসূল (স.)-এর কাজমূলক হাদীস। হাদীসটির মাধ্যমে সরাসরি জানা যায়– রসূল (স.) ওজু ছাড়া কুরআন পড়েছেন কিন্তু সালাত আরম্ভ করার আগে ওজু করেছেন। আবার ইবনে আব্বাস (রা.)-কে রসূল (স.) বিনা ওজুতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেননি।

কুরআন পড়া কাজটি কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা কাজটির তুলনায় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এ হাদীসের ভিত্তিতে 'আকল'-এর আলোকে অতি সহজে বলা যায়– ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যখন সিদ্ধ তখন স্পর্শ করা বা ধরা অবশ্যই সিদ্ধ বা জায়েয হবে।

অব্যবহিত পূর্বের হাদীস তিনটির মান

১৩৭, ১৩৮ ও ১৩৯ নং হাদীস তিনটির তথ্য এবং এ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই। কারণ, কুরআনে শুধু সালাত পড়ার পূর্বে ওজু করার আদেশ আছে। কুরআন পড়া, ধরা, স্পর্শ করা, শোনা ইত্যাদির পূর্বে ওজু করার উপদেশও নেই। তাই, বক্তব্য বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীস দু'টি আলোচ্য বিষয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

হাদীস নং- ১৪০

رُوِيَ فِيْ 'مُسْنَدِ أَحْمَد' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَا وَرَجُلَانِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُزُهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

অনুবাদ : *আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবদুল্লাহ বিন সালামাহ (রহ.) বলেন, আমি ও (অপর)

দুইজন লোক আলী (রা.)-এর কাছে আসলাম, অতঃপর তিনি বললেন– রসূলুল্লাহ (স.) হাজত সম্পন্ন করে বের হতেন। অতঃপর কুর'আন তিলাওয়াত করতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। আর তাঁকে জানাবাত ছাড়া কুর'আন পাঠ করা থেকে কোনো কিছুই বাধা দিতে পারেনি।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৪৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে, সহীহ।[২৪৬]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : জানাবাত হলো অপবিত্রতার সেই অবস্থা যা থেকে পবিত্র হতে গেলে গোসল করা আবশ্যক। তাই, জানাবাত ছাড়া অন্য কিছু কথাটার অর্থ স্বাভাবিকভাবে যেটি হয় তা হলো– অপবিত্রতার অন্য অবস্থা তথা বে-ওজু অবস্থা। আর কুরআন হতে বিরত থাকার অর্থ হলো– কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়– গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা নিষেধ। কিন্তু বে-অজু অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা নিষেধ নয়।

হাদীস নং- ১৪১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ নুয়াইম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। আর তখন আমি হায়েযের অবস্থায় ছিলাম।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৯৭ ।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আয়িশা (রা.) ঋতুবর্তী অবস্থায় রসূল (স.)-এর মুখ থেকে কুরআন পড়া শুনেছেন। আর রসূল (স.) তা নিষেধ করেননি। সুতরাং হাদীসটি থেকে সহজে বুঝা যায় যে– গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন শোনা নিষেধ নয়।

---

২৪৬. শুআইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ১, পৃ. ৮৪।

উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

এ সকল হাদীস থেকে যে তথ্যগুলো জানা যায় তা হলো–

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া, পড়ানো, শোনা ও স্পর্শ করা জায়েয বা সিদ্ধ।

২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা নাজায়েয বা নিষিদ্ধ কিন্তু শোনা জায়েয। তবে বিষয়টি আল-কুরআনে উল্লেখ নেই।

ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এবং তা থেকে শিক্ষা

ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা কোনো হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। তবে এ ঘটনাটি অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ কথাটির দলিল হিসেবে অনেক মুসলিম জানেন ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাই, ঘটনাটি এবং তা থেকে কুরআন ধরা ও পড়ার বিষয়ে কী শিক্ষা পাওয়া যায় তা এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হলো। সিরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ থাকা ঘটনাটি নিম্নরূপ–

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فِيمَا بَلَغَنِي أَنَّ أُخْتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْخَطَّابِ، وَكَانَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ بَعْلُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمَا مُسْتَخْفِيَانِ بِإِسْلَامِهِمَا مِنْ عُمَرَ، وَكَانَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَدْ أَسْلَمَ، وَكَانَ أَيْضًا يَسْتَخْفِي بِإِسْلَامِهِ فَرَقًا مِنْ قَوْمِهِ، وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَخْتَلِفُ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ يُقْرِئُهَا الْقُرْآنَ، فَخَرَجَ عُمَرُ يَوْمًا مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَهْطًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ ذُكِرُوا لَهُ أَنَّهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَمُّهُ حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيقُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فِي رِجَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، مِمَّنْ كَانَ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَخْرُجْ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ : أُرِيدُ مُحَمَّدًا هَذَا الصَّابِئَ، الَّذِي فَرَّقَ أَمْرَ قُرَيْشٍ، وَسَفَّهَ أَحْلَامَهَا، وَعَابَ دِينَهَا، وَسَبَّ آلِهَتَهَا، فَأَقْتُلَهُ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ : وَاللهِ لَقَدْ غَرَّتْكَ نَفْسُكَ مِنْ نَفْسِكَ يَا عُمَرُ، أَتَرَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ تَارِكِيكَ تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّدًا! أَفَلَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ فَتُقِيمَ أَمْرَهُمْ؟ قَالَ : وَأَيُّ أَهْلِ بَيْتِي؟ قَالَ : خَتَنُكَ وَابْنُ عَمِّكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأُخْتُكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ، فَقَدْ وَاللهِ أَسْلَمَا، وَتَابَعَا مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ، فَعَلَيْكَ بِهِمَا، قَالَ : فَرَجَعَ عُمَرُ عَامِدًا إِلَى أُخْتِهِ وَخَتَنِهِ، وَعِنْدَهُمَا خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ مَعَهُ صَحِيفَةٌ، فِيهَا : طه يُقْرِئُهُمَا إِيَّاهَا، فَلَمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَرَ، تَغَيَّبَ خَبَّابٌ فِي مِخْدَعٍ لَهُمْ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْبَيْتِ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ الصَّحِيفَةَ فَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِينَ دَنَا إِلَى الْبَيْتِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ عَلَيْهِمَا،

فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ الَّتِي سَمِعْتُ؟ قَالَا لَهُ : مَا سَمِعْتَ شَيْئًا، قَالَ : بَلَى وَ اللهِ، لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكُمَا تَابَعْتُمَا مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ، وَبَطَشَ بِخَتَنِهِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أُخْتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ لِتَكُفَّهُ عَنْ زَوْجِهَا، فَضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ وَخَتَنُهُ : نَعَمْ قَدْ أَسْلَمْنَا وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِأُخْتِهِ مِنَ الدَّمِ نَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ، فَارْعَوى، وَقَالَ لِأُخْتِهِ : أَعْطِينِي هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُمْ تَقْرَءُونَ آنِفًا أَنْظُرْ مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، وَكَانَ عُمَرُ كَاتِبًا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ : إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ : لَا تَخَافِي، وَحَلَفَ لَهَا بِآلِهَتِهِ لَيَرُدَّنَّهَا إِذَا قَرَأَهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، طَمِعَتْ فِي إِسْلَامِهِ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا أَخِي، إِنَّكَ نَجِسٌ، عَلَى شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ، فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ، فَأَعْطَتْهُ الصَّحِيفَةَ، وَفِيهَا :طه .فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ مِنْهَا صَدْرًا، قَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ! فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ خَبَّابٌ خَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ : يَا عُمَرُ، وَ اللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْوَةِ نَبِيِّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ أَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهمّ أَيِّدْ الْإِسْلَامَ بِأَبِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَاللَّهَ اللَّهَ يَا عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عُمَرُ : فَدُلَّنِي يَا خَبَّابُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى آتِيَهُ فَأُسْلِمَ، فَقَالَ لَهُ خَبَّابٌ :هُوَ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، مَعَهُ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَتَوَشَّحَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ، قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ فَرَآهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فَزِعٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَقَالَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : فَأْذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْنَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ (جَاءَ) يُرِيدُ شَرًّا قَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ائْذَنْ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ الرَّجُلُ، وَنَهَضَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى لَقِيَهُ فِي الْحُجْرَةِ، فَأَخَذَ حُجْزَتَهُ، أَوْ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ، ثُمَّ جَبَذَهُ (بِهِ) جَبْذَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا بن الخطّاب؟ فو الله مَا أَرَى أَنْ تَنْتَهِيَ حَتَّى يُنْزِلَ اللهُ بِكَ قَارِعَةً، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ لِأُومِنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، قَالَ : فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَكْبِيرَةً عَرَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ. فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَانِهِمْ، وَقَدْ عَزُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ حِينَ أَسْلَمَ عُمَرُ مَعَ إِسْلَامِ حَمْزَةَ، وَعَرَفُوا أَنَّهُمَا سَيَمْنَعَانِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَيَنْتَصِفُونَ بِهِمَا مِنْ عَدُوِّهِمْ.

فَهَذَا حَدِيثُ الرُّوَاةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ أَسْلَمَ.

অনুবাদ : ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, ওমরের বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও তার স্বামী সাঈদ ইবনে যায়িদ তখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ব্যাপারটা তারা উভয়েই ওমরের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। বনী আদী ইবনে কা'ব গোত্রের নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ নাহহামও গোত্রের লোকদের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। তিনি ছিলেন ওমরেরই জাতিগোষ্ঠীভূক্ত। আরেকজন সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের কাছে মাঝে মাঝে তাকে কুরআন পড়াতে আসতেন। একদিন ওমর তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়েছেন রসূলুল্লাহ (স.) ও তার গুটিকয়েক সাহাবীর সন্ধানে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) তার চল্লিশজন নারী পুরুষ সাহাবীকে নিয়ে সাফা পর্বতের কাছে একটি বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। সেখানে তার সাথে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.), আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-সহ সেইসব মুসলমান ছিলেন যারা আবিসিনিয়া না গিয়ে মক্কাতেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে থেকে গিয়েছিলেন।

পথিমধ্যে ওমরের সাথে নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর দেখা হয়। নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) ওমরের মুখোমুখি দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন– "কোথায় যাচ্ছ ওমর?" ওমর বললেন, "আমি ঐ বিধর্মী মুহাম্মাদের সন্ধানে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে বেকুফ সাব্যস্ত করেছে, তাদের ধর্মের নিন্দা করেছে এবং তাদের দেবদেবীকে গালি দিয়েছে। আমি তাকে হত্যা করবো।" নাঈম তাকে বললেন, "ওমর, তুমি নিশ্চয় আত্মপ্রবঞ্চিত হয়েছো। তুমি কি মনে করো যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করার পর বনু আবদে মানাফ তোমাকে ছেড়ে দেবে এবং তুমি অবাধে বিচরণ করতে পারবে? তুমি বরং নিজের ঘর সামলাও। ওমর বললেন, "কেন, আমার গোষ্ঠীর কে কী করেছে?" নাঈম বললেন, "তোমার ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ ইবনে যায়িদ ইবনে আ'মর এবং তোমার বোন ফাতিমা। আল্লাহর শপথ, ওরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা মুহাম্মাদের ধর্মের অনুসরণ করে চলেছে। কাজেই পারলে আগে তাদেরকে সামলাও।" এ কথা শোনামাত্রই ওমর বোন ও ভগ্নিপতির গৃহ অভিমুখে ছুটলেন। তখন সেখানে খাব্বাব ইবনুল আরাতও উপস্থিত ছিলেন। তার কাছে পবিত্র কুরআনের অংশবিশেষ ছিল যা তিনি সাঈদ দম্পতিকে পড়াচ্ছিলেন। ঐ অংশে সুরা ত্বাহা লেখা ছিল। তারা ওমারের আগমন টের পেলেন। খাব্বাব তৎক্ষণাৎ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আত্মগোপন করলেন। ফাতিমা কুরআন মজিদের অংশটুকু লুকিয়ে ফেললেন। ওমর গৃহে প্রবেশের প্রাক্কালে শুনছিলেন যে, খাব্বাব কুরআন পড়ে তাদের দু'জনকে শোনাচ্ছেন।

তিনি প্রবেশ করেই বললেন, "তোমরা কী যেন পড়ছিলে শুনলাম।" সাঈদ ও ফাতিমা উভয়ে বললেন, "আপনি কিছুই শোনেননি।" ওমর বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি শুনেছি, তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছো এবং সেটাই অনুসরণ করে চলেছো"। এ কথা বলেই ভগ্নিপতি সাঈদকে একটা চড় দিলেন। ফাতিমা উঠে এসে স্বামীকে তার প্রহার থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওমর ফাতিমাকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তিনি আহত হলেন। ওমরের এই বেপরোয়া আচরণ দেখে তারা উভয়ে বললেন, "হ্যা, আমরা ইসলাম গ্রহণ

করেছি এবং আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা খুশি করতে পারেন।" ওমর তার বোনের দেহে রক্ত দেখে নিজের এমন আচরণে অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর অনুশোচনার সুরে বোনকে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যে বইটা পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাও তো। আমি একটু পড়ে দেখি মুহাম্মাদ কী বাণী প্রচার করে?" (এখানে উল্লেখ্য যে, ওমর লেখাপড়া জানতেন)। তার বোন বললেন, "আমাদের আশঙ্কা হয়, আপনি উহা নষ্ট করে ফেলবেন।" ওমর দেবদেবীর শপথ করে বললেন, "তুমি ভয় পেয়ো না। আমি ওটা পড়ে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবো।" একথা শুনে বোনের মনে এই মর্মে আশার সঞ্চার হলো যে, তিনি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই তিনি বললেন, 'ভাই! আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে অপবিত্র। আর নিশ্চয় ইহা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না।' ওমর তৎক্ষণাৎ গিয়ে গোসল করে আসলেন। ফাতিমা এবার সহীফা (কুরআন) দিলেন। খুলেই যে অংশটি তিনি দেখলেন তাতে ছিল সুরা ত্বাহা। প্রথম থেকে কিছুটা পড়েই বললেন, "কতই না সুন্দর এ কথা এবং কতই না মর্যাদাপূর্ণ!" আড়াল থেকে এ কথা শুনে খাব্বাব বেরিয়ে এসে বললেন, "ওমর, আমার মনে হয়, আল্লাহ তাঁর নবীর দোয়া কবুল করে তোমাকে ইসলামের জন্য মনোনীত করেছেন। গতকাল তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আবূল হাকাম ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।' হে ওমর, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও!" ওমর তখন বললেন, "হে খাব্বাব, আমাকে মুহাম্মাদের সন্ধান দাও। আমি তার কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি।" খাব্বাব বললেন, "তিনি সাফা পর্বতের কাছে একটা বাড়িতে কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে অবস্থান করছেন।" ওমর তার তলোয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স.) ও তার সাহাবীদের সন্ধানে চললেন। যথাস্থানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। আওয়াজ শুনে একজন সাহাবী উঠে এসে জানালা দিয়ে দেখলেন ওমর তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, ওমর দরজায় তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।" হামযা (রা.) বললেন, "তাকে আসতে দাও। যদি ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে আমরা তাকে সহযোগিতা করবো, আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তার তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করবো।"

রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, "তাকে আসতে দাও।" তিনি ওমরকে ভেতরে যেতে অনুমতি দিলেন। রসূলুল্লাহ (স.) উঠে ওমরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কক্ষের ভেতরে তাকে সাক্ষাত দান করলেন। তিনি ওমরের পাজামার বাঁধনের জায়গা অথবা গলায় চাদরের দুই প্রান্ত যেখানে একত্রিত হয় সেখানে শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলেন। তারপর বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র, কী উদ্দেশ্যে এসেছো? আল্লাহর শপথ! আল্লাহর তরফ থেকে তোমার ওপর কোনো কঠিন মুসিবত না আসা পর্যন্ত তুমি সংযত হবে বলে আমার মনে হয় না।" ওমর বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনার জন্যই এসেছি।" একথা শোনামাত্রই রসূলুল্লাহ (স.) এমন জোরে আল্লাহু আকবার বললেন যে, সাহাবীদের সবাই বুঝতে পারলো যে, ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছে। হামযার পরে ওমরের ইসলাম গ্রহণে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীগণের মনোবল বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল। তারা নিশ্চিত হলেন যে, এই দুজন এখন রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি মুশরিকদের

জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারবেন এবং তারা সবাই ওদের দু'জনের সহযোগিতায় মুসলমানদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। ইবনে ইসহাক বলেন– এটি হলো মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে শোনা ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।[২৪৭]

ঘটনাটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

রাগান্বিত ও কাফির ওমর কুরআনের আয়াত লেখা কাগজটি পড়তে চাইলে তাঁর বোন ফাতেমা (রা.) তা দিতে সরাসরি অস্বীকার না করে বলেন– আমার ভয় হয় লেখাটি দিলে আপনি তা নষ্ট করে ফেলবেন (কুরআনের আয়াতকে অপমান করবেন)। পরে ফাতেমা (রা.) তাঁর ভাইকে কুরআনের আয়াত ধরে পড়তে দিয়েছিলেন। তবে তা দিয়েছিলেন এটি নিশ্চিত হওয়ার পর যে, কাফির ওমর কুরআনকে অপমান করবে না।

এ ঘটনা ঘটার সময় পর্যন্ত ওজু-গোসলের আয়াত নাযিল হয়নি। তাই, ফাতিমা (রা.) যেমন ওজু-গোসলের ফরজ অবশ্যই জানতেন না, তেমনি ওমরও (রা.) ওজু-গোসলের ফরজ অবশ্যই জানতেন না। আর ওমর ঐ সময় কাফির (অমুসলিম) ছিল। তাই, সহজে বলা যায়– ফাতেমা (রা.) কর্তৃক কাফির ওমরকে গোসল করে আসতে বলার উদ্দেশ্য ছিল ভাইকে পাক-পবিত্র করা নয় বরং ভাইয়ের রাগ কমানো।

তাই, ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো–

১. কোনো অমুসলিম কুরআনকে হাতে পেয়ে অপমান করতে পারে বলে মনে হলে প্রত্যেক মু'মিনকে চেষ্টা করতে হবে যেন সে কুরআন ধরতে না পারে।
২. আগ্রহ করে পড়তে চাইলে অমুসলিমদের কুরআন ধরতে বা পড়তে দেওয়া নিষিদ্ধ নয়।
৩. এ ঘটনা থেকে মুসলিমদের ওজু-গোসলের সাথে কুরআন ধরা বা পড়ার বিধান বের করার কোনো সুযোগ নেই।

---

২৪৭. আব্দুল মালিক ইবনি হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, (মিসর : মুস্তাফা বাব হালবী এন্ড সন্স প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩-৩৪৬।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১০ : অমুসলিমদের কুরআন পড়া ও ধরার (স্পর্শ করা) সাথে ওজু ও গোসলের সম্পর্ক

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

দৃষ্টিকোণ-১ : অমুসলিম ব্যক্তির মাধ্যমে কুরআনের অমর্যাদা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে

যদি বুঝা যায় কোনো অমুসলিম হাতে পেলে কুরআনের অমর্যাদা করতে পারে তবে Common sense-এর অতি সহজ বোধগম্য রায় হবে– সকল মু'মিনের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে তাকে কুরআন ধরা থেকে দূরে রাখার জন্য।

দৃষ্টিকোণ-২ : অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে

ইসলাম চায় সকল অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে এসে দুনিয়া ও পরকালে সফলকাম হোক। অন্যদিকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে হলে অমুসলিম ব্যক্তিকে প্রথমে জানার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে। কাউকে ইসলাম জানানো ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় হলো তাকে কুরআন পড়তে দেওয়া। কারণ, কুরআনই হলো পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল উৎস। আর কুরআনের বিশেষ একটি মুজেজা হলো মনযোগ দিয়ে পড়লে মানুষ অভিভূত, মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। তাইতো রসূল (স.)-এর কুরআন পাঠ যাতে মানুষ শুনতে না পারে তার জন্য মক্কার কাফিররা সবধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিল।

অন্যদিকে, কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেনি। আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠিয়েছেন। আর নানা কারণে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির কুরআন পড়ার সুযোগ পাওয়া অতীব দুরূহ এক বিষয়। তাই, Common sense অনুযায়ী একজন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে তার হাতে কুরআন তুলে দেওয়া একজনের মুসলিমের জন্য শুধু উচিতই নয়, কর্তব্যও বটে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১.১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ......

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেবে তখন ধৌত করো তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত এবং মাসেহ করো তোমাদের মাথা ও ধৌত করো দুই পা গোড়ালী পর্যন্ত। আর যদি তোমরা (সহবাস জনিত কারণে) অপবিত্র থাকো তবে (গোসল করে) পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) হবে... ... ...

(সুরা আল-মায়েদা/৫ : ৬)

আয়াত-১.২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... .

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো এবং যদি তোমরা পথচারী না হও তবে অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো... ... ...

(সুরা আন-নিসা/৪ : ৪৩)

আয়াত-১.৩

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অনুবাদ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য, যাতে তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ সচেতনতা অর্জন করতে পারো।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৮৩)

আয়াত-১.৪

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

অনুবাদ : পড়ো (জ্ঞানার্জন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা আল-'আলাক/৯৬ : ১-৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : ওপরের আয়াতগুলোসহ আরও আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– সালাতের পূর্বে ওজু-গোসল করাসহ অসংখ্য আমলের আদেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে বক্তব্য শুরু করেছেন। কিন্তু ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল 'কুরআন পড়ার আদেশ' দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে বক্তব্য শুরু করেননি।

কুরআনের আদেশ উপস্থাপন পদ্ধতির এ পার্থক্য থেকে ধারণা করা যায়– মহান আল্লাহ কুরআন পড়ার জন্য ঈমান আনা তথা মুসলিম হওয়ার পূর্বশর্ত রাখেননি। অন্যদিকে ইসলামের ধর্মীয় বিধান যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, ওজু, গোসল ইত্যাদি অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই, অমুসলিমদের জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন ধরে পড়া বা জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের হাতে কুরআন তুলে দেওয়া, কুরআন অনুযায়ী নিষেধ হওয়ার কথা নয়।

আয়াত-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

অনুবাদ : রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা, পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্ট বর্ণনা-ধারণকারী এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিসহ আরও আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআন মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষের জন্য জীবন পরিচালনার তথ্য ধারণকারী পথনির্দেশিকা। অর্থাৎ এ আয়াতের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষকে কুরআন অধ্যয়ন করে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করতে বলা হয়েছে। ওজু গোসলের ফরজ কী কী তা অমুসলিমরা জানে না। তাই, অমুসলিমদের জন্য কুরআন ধরার আগে ওজু গোসলের শর্ত থাকার অর্থ হলো তাদের জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথটি (ধরে পড়া) নিষিদ্ধ বলে জানিয়ে দেওয়া।

তাই, অমুসলিমরা ওজু গোসল ছাড়া কুরআন ধরে পড়তে পারবে না বিষয়টি এ আয়াতের শিক্ষার পরিপন্থি। আর তাই এটি ইসলামের বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপ-পরিচ্ছেদের উল্লিখিত আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে যে তথ্যগুলো জানা যায়–

১. অমুসলিমরা ওজু বা গোসল ছাড়া কুরআন ধরতে বা পড়তে পারবে না এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তথ্য কুরআনে নেই।
২. কুরআনের বক্তব্য থেকে পরোক্ষভাবে বুঝা যায় অমুসলিমরা কুরআন ধরতে বা পড়তে পারবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকরীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১৪২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ : أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ

هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَ اللهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ : كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قُلْتُ : هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ : فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ : أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ [ص: ٩] قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ : فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ : فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ : لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ : وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ : الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ : مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ : يَقُولُ : اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ : قُلْ لَهُ : سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ، هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ

عَظِيمِ الرُّومِ : سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ. وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ : قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ : وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ : إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا : لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ : اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ، فَقَالَ : هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ : هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاَحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ، قَالَ : رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূল ইয়ামান আল-হাকাম বিন নাফি‘ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ সুফিয়ান ইব্‌নু হরব তাকে বলেছেন– রাজা হিরাক্লিয়াস একদা তার কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তিনি তখন ব্যবসা উপলক্ষ্যে কুরাইশদের কাফেলায় সিরিয়ায় ছিলেন। আল্লাহর রসূল (স.) সে সময় আবূ সুফিয়ান ও

কুরাইশদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ ছিলেন। আবূ সুফিয়ান তার সাথীসহ হিরাক্লিয়াসের কাছে আসলেন এবং দোভাষীকে ডাকলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে– তোমাদের মাঝে বংশের দিক হতে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে'? আবূ সুফিয়ান বলেন, 'আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়'। তিনি বললেন, 'তাকে আমার অতি কাছে আনো এবং তার সাথীদেরকেও তার পেছনে বসিয়ে দাও'। অতঃপর তার দোভাষীকে বললেন, 'তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবো, যদি সে আমার কাছে মিথ্যা বলে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাকে মিথ্যুক বলবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার যদি এ লজ্জা না থাকতো যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তবে আমি অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম'।

অতঃপর তিনি তাঁর (রসূল স.) সম্পর্কে আমাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হলো, 'বংশমর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে সে কীরূপ?' আমি বললাম, 'তিনি আমাদের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের'। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এর পূর্বে আর কখনো কি কেউ এরূপ কথা বলেছে?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবান শ্রেণির লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, নাকি দুর্বল লোকেরা?' আমি বললাম, 'দুর্বল লোকেরা'। তিনি বললেন, 'তাদের সংখ্যা কি বাড়ছে, না কমছে?' আমি বললাম, 'তারা বেড়েই চলছে'। তিনি বললেন, 'তাঁর ধর্মে ঢুকে কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'তাঁর দাবীর পূর্বে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছো?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'তিনি কি সন্ধি ভঙ্গ করেন?' আমি বললাম, 'না'। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধিতে আবদ্ধ আছি। জানি না এর মধ্যে তিনি কী করবেন'। আবূ সুফিয়ান বলেন, 'এ কথাটি ছাড়া নিজের পক্ষ হতে আর কোনো কথা যোগ করার সুযোগই আমি পাইনি'। তিনি বললেন, 'তোমরা তাঁর সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করেছো কি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের পরিণাম কী হয়েছে?' আমি বললাম, 'তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কূপের বালতির মতো'। কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে'। তিনি বললেন, 'তিনি তোমাদের কীসের আদেশ দেন?' আমি বললাম, 'তিনি বলেন– তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর অংশীদার সাব্যস্ত করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলে তা ত্যাগ করো। আর তিনি আমাদের সালাত আদায়ের, সত্য বলার, চারিত্রিক নিষ্কলুষতার এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দেন।

অতঃপর তিনি দোভাষীকে বললেন, 'তুমি তাকে বলো, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তুমি তার জবাবে উল্লেখ করেছো যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রসূলগণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কি না? তুমি বলেছো, 'না'। তাই আমি বলছি, পূর্বে যদি কেউ এরূপ বলতো, তবে আমি অবশ্যই বলতাম, ইনি

এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর পুর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি তার জবাবে বলেছো, 'না'। তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোনো বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি– এর পূর্বে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছো কি না? তুমি বলেছো, 'না'। এতে আমি বুঝলাম– এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা পরিত্যাগ করবে আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছো, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এই শ্রেণির লোকেরাই হলো রসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছো, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করে কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছো, 'না'। ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সঙ্গে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কি না? তুমি বলেছো, 'না'। প্রকৃতপক্ষে রসূলগণ এরূপই, সন্ধি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কীসের আদেশ দেন? তুমি বলেছো, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর বন্দেগী করা ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুর অংশীদার স্থাপন না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য বলতে ও সচ্চরিত্র থাকতে। তুমি যা বলেছো তা যদি সত্যি হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার দু'পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য হতে হবেন, এ কথা ভাবতে পারিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যেকোনো কষ্ট সহ্য করে নিতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধৌত করে দিতাম।

অতঃপর তিনি আল্লাহর রসূল (স.)-এর সেই পত্রখানি আনার নির্দেশ দিলেন, যা তিনি (রসূল স.) দিহ্ইয়াতুল কালবী (রা.)-কে দিয়ে বসরার শাসকের মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পড়লেন। তাতে (লেখা) ছিল– বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে–

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

'হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান (একই), (তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি; অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম' (সুরা আল-'ইমরান ৩/৬৪)।

অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সকল প্রজার পাপই আপনার ওপর বর্তাবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, 'হিরাক্লিয়াস যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো, চিৎকার ও হৈ-হল্লা চরমে পৌঁছালো এবং আমাদের বের করে দেওয়া হলো। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সাথীদের বললাম, আবূ কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনূ আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে! তখন থেকে আমি বিশ্বাস রাখতাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করলেন। ইব্ন নাতূর ছিলেন জেরুজালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাক্লিয়াসের বন্ধু ও সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন, হিরাক্লিয়াস যখন জেরুজালেম আসেন, তখন একদা তাঁকে অত্যন্ত মলিন দেখাচ্ছিলো। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বললো, 'আমরা আপনার চেহারা আজ এতো মলিন দেখছি, ইব্নু নাতূর বলেন, হিরাক্লিয়াস ছিলেন জ্যোতির্বিদ, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের বললেন, 'আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খতনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন্ জাতি খাতনা করে'? তারা বললো, 'ইয়াহূদ জাতি ছাড়া কেউ খাতনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তিত হবেন না। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহূদীকে কতল করে ফেলে'।

তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাক্লিয়াসের কাছে জনৈক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে আল্লাহর রসূল (স.) সম্পর্কে খবর দিচ্ছিলো। হিরাক্লিয়াস তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, 'তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখো, তার খাতনা হয়েছে কি-না'। তারা তাকে নিয়ে গিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিলো, তার খতনা হয়েছে। হিরাক্লিয়াস তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জওয়াব দিলো, 'তারা খাতনা করে'। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তাদের বললেন, ইনি (আল্লাহর রসূল স.) এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন'। অতঃপর হিরাক্লিয়াস রোমে তাঁর বন্ধুর কাছে লিখলেন। তিনি জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাক্লিয়াস হিমস চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠি এলো, যা নবী (স.)-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাক্লিয়াসের মতকে সমর্থন করছিল। তারপর হিরাক্লিয়াস তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সকল দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলে দরজা বন্ধ করা হলো। অতঃপর তিনি সম্মুখে এসে বললেন, হে রোমের অধিবাসী! তোমরা কি মঙ্গল, হিদায়াত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহলে এই নবীর বায়'আত গ্রহণ করো'। এ কথা শুনে তারা বন্য গাধার মত দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দরজার দিকে ছুটলো, কিন্তু তারা তা বন্ধ দেখতে পেলো। হিরাক্লিয়াস যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, 'ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনো'। তিনি বললেন, 'আমি একটু পূর্বে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে

তোমরা তোমাদের দ্বীনের ওপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করছিলাম। এখন তা দেখে নিলাম'। একথা শুনে তারা তাঁকে সাজদাহ করলো এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলো। এটাই ছিল হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থা।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– রসূল (স.) হিরাক্লিয়াসের (এবং অন্য কাফের-মুশরিক নেতার) কাছে কুরআনের আয়াত লেখা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ঐ সকল চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন তাদের ধরে পড়ার জন্য। তাই, রসূলের (স.) ফে'য়লী হাদীস থেকে বুঝা যায়– কাফের মুশরিকদের হাতে ধরে পড়ার জন্য কুরআন তুলে দেওয়া নিষেধ নয়। অর্থাৎ অমুসলিমদের কুরআন ধরা ও পড়া নিষেধ নয়।

এছাড়া ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে শিক্ষা–

১. কোনো অমুসলিম কুরআনকে হাতে পেয়ে অপমান করতে পারে বলে মনে হলে প্রত্যেক মু'মিনকে চেষ্টা করতে হবে যেন সে কুরআন ধরতে না পারে।

২. আগ্রহ করে পড়তে চাইলে অমুসলিমদের কুরআন ধরতে বা পড়তে দেওয়া নিষিদ্ধ নয়।

৩. এ ঘটনা থেকে মুসলিমদের ওজু-গোসলের সাথে কুরআন ধরা বা পড়ার বিধান বের করার কোনো সুযোগ নেই।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১১ : কুরআনের কতটুকু অংশের জ্ঞানার্জন করতে হবে

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
কোনো বিষয়ের সকল মূল তথ্য যদি একটি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তবে আকলের সর্বসম্মত রায় হলো– ঐ বিষয়টি পালন করে সফল হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পুরো গ্রন্থটি পড়ে সকল মূল তথ্য জেনে নিতে হবে। ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় ছড়িয়ে আছে পুরো কুরআন জুড়ে। তাই আকলের সর্বসম্মত রায় হলো– যে ব্যক্তি জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চায় (মু'মিন) তাকে অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন ও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। দু'চারটি বা কয়েকটি সুরার বক্তব্য জানা থাকলে চলবে না।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ.

অনুবাদ : তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। এ আয়াতের বক্তব্য হলো– যারা কুরআনের কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস করবে এবং কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস করা থেকে দূরে থাকবে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই, কুরআন অনুযায়ী প্রত্যেক মু'মিনকে কুরআনের পুরোটাই জানতে ও বিশ্বাস করতে হবে।

আয়াত-২

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى أَدْبَارِهِمْ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ وَأَمْلٰى لَهُمْ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (কুরআনের মাধ্যমে) নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতটিতে কুরআনের মাধ্যমে হিদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা বলে দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো– জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ্) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা হলো–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকাল সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

পুরো কুরআন অনুসরণ করতে হলে পুরো কুরআন আগে জানতে হবে। তাই এ আয়াতগুলোর তথ্য থেকেও স্পষ্ট জানা যায়– কুরআনের কিছু অংশ জানলে ও অনুসরণ করলে এবং কিছু অংশ জানা এবং অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও একজন মু'মিনকে পুরো কুরআন জানতে ও মানতে হবে।

আয়াত-৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২০৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে প্রথমে ঈমানদারদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। ইসলামে প্রবেশ করার অর্থ হলো ইসলাম জানা ও মানা। তাই, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার অর্থ হলো পুরো ইসলাম জানা ও মানা। শয়তান চায় মুসলিমরা ইসলামের কিছু জানুক ও মানুক, আর কিছু না জানুক ও না মানুক। কোনো কর্মকাণ্ডের একটি মৌলিক বিষয় না মানলে কর্মকাণ্ডটি আংশিক নয়, শতভাগ ব্যর্থ হয়।

তাই, ইসলামের কিছু মানা আর কিছু অমান্য করা, আর ইসলাম পুরো না মানা একই কথা। সুতরাং আয়াতটিতে ঈমানদারদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে বলার পরপরই শয়তানকে অনুসরণ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ ইসলামের কিছু জানা ও মানা এবং কিছু না জানা ও না মানার দৃষ্টিকোণ থেকে শয়তানকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

ইসলাম জানার একমাত্র নির্ভুল উপায় হলো কুরআন জানা। আর পুরো ইসলাম নির্ভুলভাবে জানতে হলে পুরো কুরআন জানতে হবে। তাই এ আয়াতটির মাধ্যমেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মুসলিমদের পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিত করে বলা যায় যে– একজন মু'মিন, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চায়, তাকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে ও মানতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ১৪৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি

লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি (রহিত হওয়া) নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেলো, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। **বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে (একাংশ অপর অংশের পরিপূরক)**। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৪৮]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

হাদীস নং- ১৪৪

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে*– আবদুল্লাহ বিন আমর বিন

২৪৮. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮১।

‘আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) শুনতে পেলেন কিছু লোক (কুরআনের আয়াত সম্পর্কিত একটি বিষয়ে) অপরকে ভুল বোঝানোর জন্য বিতর্ক করছে। তখন রসূল (স.) বললেন– এই এ ধরনের বিতর্কের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে রহিত (মানসুখ) করেছিল। **অথচ আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে (একাংশ অপর অংশের পরিপূরক)**। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন (রহিত) করো না। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৬৯১২।
- ◆ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৪৯]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৪৩ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৪৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ `الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ' حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه ثنا مسدد بن قطن بن إبراهيم ثنا داود بن رشيد ثنا صالح بن عمر أنبأ إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إِنَّ هَذَا القرآنَ مأدُبةُ اللهِ ، فَاقْبَلُوا مأدُبَتَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ ، وَالنُّورُ الْمُبِيْنُ ، والشِّفَاءُ النافِعُ ، عصمةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَزِيْغُ فيُسْتَعْتَبُ ، وَلا يَعوجُّ فيُقَوَّمُ ، وَلا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ ، وَلا يَخْلَقُ مَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، اُتْلُوْهُ ؛ فإِنَّ اللهَ يأجرُكُمْ عَلَى تِلَاوتِه كُلَّ حَرْفٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ : (ألم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلاَمٌ وَمِيمٌ .

অনুবাদ : *ইমাম আবূ ‘আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূল ওয়ালীদ হাস্সান বিন মুহাম্মদ আল কুরশী থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ ‘আল-মুসতাদরাক ‘আলাস-সহীহাইন’ এ লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– নিশ্চয় এ কুর’আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)।

২৪৯. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো সাধ্যানুযায়ী। নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহর রশি এবং (জ্ঞানের) স্পষ্ট আলো এবং কল্যাণকর আরোগ্যদানকারী। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী। যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রাণকারী। এটি বিপথে নেয় না তাই প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো। এর নতুনত্বের শেষে হয় না। সুতরাং তোমরা এটাকে অধ্যয়ন করো। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াতের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। (হরফে মুকাত্তায়াত না বুঝে আর বাকি সব বুঝে পড়লে) প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি এ কথা বলছি না যে, আলিফ, লাম, মীম একটা অক্ষর। বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

- ◆ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন*, হাদীস নং-২০৪০।
- ◆ ইমাম যাহাবী রহ.-এর মতে, হাদীসটির সদন সহীহ।[২৫০] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন– এই হাদীসের সনদে কোনো সমস্যা নেই। এ সনদের সব রাবীই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে শুধু ইব্রাহীম ইবন মুসলিম আল-হুজুরী ছাড়া সকলেই সহীহ মুসলিমের রাবী।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো সাধ্যানুযায়ী' অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে–

- যেটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না– তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে কিছু অংশের শিক্ষা গ্রহণ করো।
- যেটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে– তাঁর জ্ঞানভান্ডারের পুরো অংশের শিক্ষা গ্রহণ করো।
- তাই, হাদীসটির শিক্ষা হলো– আল কুরআনের আংশিক নয়, পুরো অংশের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

---

২৫০. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন (তা'লীক)*, খ. ১, পৃ. ৭৪১।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১২ : কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

দৃষ্টিকোণ-১ : পরস্পর বিরোধী কথা বলা সত্তার দুর্বলতার দৃষ্টিকোণ

পরস্পর বিরোধী কথা বলে সেই ব্যক্তি বা সত্তা যার মধ্যে নিম্নের তিনটি দুর্বলতার এক বা একাধিক উপস্থিত আছে–

১. দুষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা।

২. যে ভুলে যায়।

৩. যার জ্ঞানের অভাব আছে।

মহান আল্লাহর এ তিনটি দুর্বলতার কোনোটি নেই। তাই, আকলের এ দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা, বক্তব্য বা তথ্য নেই।

দৃষ্টিকোণ-২ : ব্যাবহারিক গ্রন্থের একই সংস্করণে পরস্পর বিরোধী তথ্য না থাকার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীতে যত ব্যবহারিক গ্রন্থ আছে তার কোনোটির একই সংস্করণে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বা বিষয় থাকে না। কারণ, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের একটি সঠিক ও অন্যটি ভুল হবে। তাই, কোনো ব্যক্তি যদি ভুল বিষয়টি অনুসরণ করে কাজ করে তবে সে নিজের বা অপরের ক্ষতি করবে। তাই, আকলের এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা, বক্তব্য বা তথ্য নেই।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

অনুবাদ : তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গবেষণা করে না? অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তবে নিঃসন্দেহে তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য) পেতো।

(সুরা আন-নিসা/৪ : ৮২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির শেষ অংশের বক্তব্য হলো– কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে মানুষ তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য পেতো। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– কুরআন এসেছে আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে যার

সকল কিছুর নিরঙ্কুশ, নিখুঁত ও পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে। তাই, আয়াতটির আলোকে এটি নিশ্চিত যে- কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই।

আয়াত-২

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.

অনুবাদ : আর নিশ্চয় যারা কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধ করেছে তারা অবশ্যই জিদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গেছে।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৭৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে যে- 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য আছে' কথাটি মানুষের জিদের বশবর্তী হয়ে বলা মিথ্যা কথা।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দু'টি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে- আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য, তথ্য বা আয়াত নেই।

আয়াত-৩

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

অনুবাদ : আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব; যা সাদৃশ্যপূর্ণ (সম্পূরক/ বিরোধী নয়), পুনঃপুন পঠিত।

(সুরা ঝুমার/৩৯ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়- কুরআনের আয়াতগুলো একে অপরের সম্পূরক। বিরোধী নয়।

আয়াত-৪

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অনুবাদ : আর এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করেছে বরং এটা এর সামনে যা আছে (পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া কিতাবসমূহ) তার সত্যায়নকারী এবং কিতাবের (বিষয়সমূহের) বিস্তারিত ব্যাখ্যা (একটি অপরটির ব্যাখ্যা), এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি মহাবিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়- কুরআনের আয়াতগুলো একটি অপরটির ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়; বিরোধী হয় না। তাই, আয়াতটি থেকেও জানা যায়- আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, তথ্য বা আয়াত নেই।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ৪টি আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, তথ্য বা আয়াত নেই।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১৪৬

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তে সহীহ।[২৫১]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ উভয়টি সিদ্ধ। তবে–

১. পরস্পর বিরোধী কথা মানুষকে সন্দেহে ফেলে দেয়।
২. কোনো প্রকৃত মু'মিন কুরআনে সন্দেহ করে না।

তাই, হাদীসটিতে থাকা الْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ পরস্পর বিরোধী কথা ধরাটাই যৌক্তিক। অন্যদিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রাসূল (স.) তিনবার কথাটি বলেছেন। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা আছে বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

হাদীস নং- ১৪৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى" أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

---

২৫১. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ৩০০।

অনুবাদ : *ইমাম আন নাসাঈ (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী।

- ♦ নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৮০৯৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৫২]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৪৬ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৪৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন– কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৬০৫।
- ♦ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫৩]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৪৬ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৪৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'إتحاف الخيرة المهرة' قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا فَلِيحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ جِدَالاً فِيهِ كُفْرٌ.

---

২৫২. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ আল-জামিউস সগীর ওয়া ঝিয়াদাহ*, খ. ১, পৃ. ১১৬৪
২৫৩. আলবানী, *সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১০, পৃ. ১০৩।

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ ইবন আবী বকর (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ দাউদ আত-তায়ালিসীয়্য (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'ইতিহাফুল খইরাতিল মাহরাহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করো না। কেননা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী।

- ◆ আহমাদ ইবন আবী বকর, *ইতিহাফুল খইরাতিল মাহরাহ*, হাদীস নং-৫৯৩৬
- ◆ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫৪]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন নিয়ে বিতর্ক প্রধানত ৪টি কারণে হতে পারে-

১. কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না।
২. কুরআনে কোনো ভুল আছে কি না।
৩. কুরআনে পরস্পর বিরোধী আয়াত বা বক্তব্য আছে কি না।
৪. কুরআনে কোনো শিক্ষা রহিত আয়াত আছে কি না।

তবে– ১ ও ২ নং বিষয় দু'টি নিয়ে কোনো প্রকৃত মুসলিম বিতর্ক করে না। আর কুরআনে কোনো শিক্ষা রহিত আয়াত না থাকার বিষয়টি পরবর্তী উপ-পরিচ্ছেদে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে।

তাই, হাদীসটিতে উল্লিখিত কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কথাটি দিয়ে কুরআনে পরস্পর বিরোধী আয়াত বা বক্তব্য আছে কি না বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করা বুঝানো হয়েছে ধরা সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক হবে। আর তাই, হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনে পরস্পর বিরোধী আয়াত বা বক্তব্য আছে বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

হাদীস নং- ১৫০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الحاكم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' المستدرك على الصحيحين ' حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا أبو عاصم عن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الجِدَالُ فِيْ القُرْآنِ كُفْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ ইবন সালমান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী।

২৫৪. আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ৫, পৃ. ৫৪৫।

- ◆ হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-২৮৮৩।
- ◆ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫৫]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৪৯ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৫১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি (রহিত হওয়া) নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেলো, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। **বরং একাংশ**

---

২৫৫. আয-যাহাবী, আল-মুস্তাদরাক (তাহকীক), খ. ২, পৃ. ২৪৩।

অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- ♦ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫৬]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে' অংশ থেকে অতি সহজে বলা যায়– কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের পরিপূরক। বিরোধী নয়।

হাদীস নং- ১৫২

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে*– আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) শুনতে পেলেন কিছু লোক (কুরআনের আয়াত সম্পর্কিত একটি বিষয়ে) অপরকে ভুল বোঝানোর জন্য বিতর্ক করছে। তখন রসূল (স.) বললেন– এই এ ধরনের বিতর্কের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে রহিত (মানসুখ) করেছিল। **অথচ আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে।** সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন (রহিত) করো না। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

---

২৫৬. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮১।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৬৯১২।
- ♦ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫৭]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৫১ নং হাদীসটির অনুরূপ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায় যে, আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আছে বলা বা বিশ্বাস করা কুরআনের বক্তকে অস্বীকার করার নামান্তর। অর্থাৎ কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

২৫৭. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১৩ : আল-কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকা না থাকা

উপ-পরিচ্ছেদের বিষয়টি আল কুরআনের আয়াত রহিতকরণ (নাসিখ-মানসুখ) সম্পর্কে যে বিষয়টি প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায় উপস্থিত আছে সে বিষয়ের একটি দিক। নাসিখ হলো সে আয়াতটি যা অন্য একটি আয়াতকে রহিত করে। আর মানসুখ হলো সে আয়াত যা অন্য একটি আয়াত দিয়ে রহিত হয়েছে।

রহিতকরণ (নাসিখ-মানসুখ) বিষয়টির প্রচলিত প্রকারভেদগুলো হলো–

১. আল কুরআনে কিছু আয়াত আল্লাহ সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন।
২. আল কুরআনে কিছু আয়াত রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রহিত করে আল্লাহ কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন।
৩. কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) উভয় ধরনের আয়াত বিদ্যমান।
৪. কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে, কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই (এটি হলো আলোচ্য উপ-পরিচ্ছেদের বিষয়)।
৫. কুরআনের কিছু আয়াতের হুকুম বা শিক্ষা চালু আছে, কিন্তু তিলাওয়াত চালু নেই।
৬. কুরআনের আয়াত দিয়ে আল্লাহর পূর্বের কিতাবের আয়াতকে রহিত করা।
৭. কুরআনকে হাদীস দিয়ে রহিত করা (এ বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে)।
৮. হাদীসকে কুরআন দিয়ে রহিত করা।
৯. হাদীসকে হাদীস দিয়ে রহিত করা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

দৃষ্টিকোণ-১ : রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ
রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা কমে যাওয়ার চলমান চিত্র–

৫০০ বা আরো বেশি
(শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. রচিত ‘আল ফাউযুল কবীর’)

↓

২১টি
(শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. রচিত ‘ইতকান’)

↓

৫টি
(শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.)

↓

৪টি
(বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী রচিত ‘উলুমুল কুরআন’)

কুরআনের আয়াত রহিত হয়ে থাকলে তার সংখ্যা জানানোর মালিক আল্লাহ তা'য়ালা বা রসূল (স.)। আল্লাহ বা রসূল (স.) কর্তৃক রহিত আয়াতের সংখ্যা জানানোর পর তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা ইসলামের কোনো প্রকৃত মনীষীর অবশ্যই নেই। তাই, রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা সময়ের ব্যবধানে ব্যাপক কমে যাওয়া প্রমাণ করে যে– কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঐ চার আয়াতও মানসুখ হয়নি। (দেখুন– **‘আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে’ কথাটি কি সঠিক?** গবেষণা সিরিজ-৩১, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন)

দৃষ্টিকোণ-২ : মহান আল্লাহর জ্ঞানের পরিধিকে খাটো করার দৃষ্টিকোণ

আল কুরআন নাযিল হয়েছে ২৩ বছর সময়ের মধ্যে। পৃথিবীর সকল কিছুর তিন কালের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন একমাত্র মহান আল্লাহ। আল্লাহ একটি তথ্য নাযিল করে ২৩ বছরের মধ্যে কোনো এক সময়ে যথাযথ হয়নি বলে আবার উঠিয়ে নিয়েছেন, এটি মহান আল্লাহর সিফাতের (গুণ) সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এ কথা Common sense অনুযায়ী সঠিক হওয়ার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩ : সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ২৩ বছরের মধ্যে বারবার আয়াত রহিত করার প্রয়োজন হওয়া, কিন্তু তারপর সুদীর্ঘকাল সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হলেও আয়াত পরিবর্তনের প্রয়োজন না হওয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত তথ্য মতে ২৩ বছরে মানুষের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তার উপযোগী করার জন্য কুরআনের অনেক আয়াত স্থায়ীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা তার স্থানে পালন করা সহজ বা অধিক কল্যাণকর আয়াত নাযিল করা হয়েছে। কুরআন নাযিল শেষ হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত তথা ১৫০০ বছরের মধ্যে মানুষের সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তাই প্রচলিত কথাটি সত্য হলে এ পরিবর্তনের উপযোগী করার জন্য কুরআনের আরও বহু আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই সহজেই বলা যায়, কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-৪ : মহান আল্লাহ সম্বন্ধে ইসলামের শত্রুদের চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত নাসিখ-মানসুখের বিষয়টি ইসলামের শত্রুদের মহান আল্লাহ সম্বন্ধে চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তারা এটি আরম্ভও করে দিয়েছে। যেমন-

This shows an Allah who is bereft of foresight, has a fickle mind and incapable of assessing the weakness and strength of Muhammad or his followers. This is of course a blasphemous characterization of any Omniscient divinity. Neither in the Hebrew Bible nor in the New Testament are there such verses. The God of Israel is not shown to give one command one instance and then changes it either immediately, shortly afterwards or much later because He did not realize that it was too onerous to be fulfilled by mere humans.

(www.inthenameofallah.org)

অনুবাদ : '(কুরআনের নাসিখ মানসুখের বিষয়টি) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন একটি সত্তা যার দূরদর্শিতার অভাব আছে। যিনি অস্থিরচিত্ত এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের দুর্বলতা ও শক্তি বুঝতে অপারগ। এটি অবশ্যই সর্বজ্ঞ এক সত্তার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা। হিব্রু বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্টে (রহিত হয়েছে) এমন কোনো আয়াত নেই। ইসরাইলের প্রভুর সম্বন্ধে এমনটি দেখা যায়নি যে, তিনি একটি আদেশ দিয়েছেন তারপর সেটি সাথে সাথে, অল্পসময় পরে বা বেশকিছু সময় পরে পরিবর্তন করেছেন এ কারণে যে– তিনি বুঝতে পারেননি সেটি মানুষের পক্ষে পালন করা খুব কঠিন হবে'।

কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সত্য হলে এ ওয়েব সাইটে মহান আল্লাহ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে সত্য না বলে উপায় থাকে না (নাউজু বিল্লাহ)। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৫ : পৃথিবীর কোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থের একই সংস্করণে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো লাইন বা বাক্য না থাকার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীতে যত ব্যবহারিক গ্রন্থ আছে তার কোনটির একই সংস্করণে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া বিষয় থাকে না। কারণ, রহিত হওয়া বিষয়টি ক্ষতিকর বা কম কল্যাণকর বলেই রহিত করা হয়। তাই, কোনো ব্যক্তি যদি না জানা বা ভুলে যাওয়ার কারণে রহিত হওয়া বিষয়টি অনুসরণ করে কাজ করে তবে সে নিজের বা অপরের ক্ষতি করবে। যেমন, চিকিৎসা বিদ্যার সার্জারী বইয়ের একই সংস্করণের বিভিন্ন জায়গায় যদি রহিতকারী বা রহিত হয়ে যাওয়া তথ্য লেখা থাকে তবে একজন সার্জন ভুলে যাওয়া বা না জানার কারণে রহিত হওয়া তথ্য অনুসরণ করে অপারেশন করলে রোগী মারা যাবে বা রোগীর বিশেষ ক্ষতি হবে। বাস্তবতার এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই সহজেই বলা যায় যে– কুরআনের মতো একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া আয়াত উপস্থিত থাকতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৬ : পরস্পর বিরোধী কথা বলা সত্তার দুর্বলতার দৃষ্টিকোণ

রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত হলো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী আয়াত। যে দুর্বলতাগুলো থাকলে কোনো ব্যক্তি বা সত্তা পরস্পর বিরোধী কথা বলে তা হলো–

১. দুষ্ট বা স্বার্থপর হওয়া।

২. ভুলে যাওয়া।

৩. জ্ঞানের অভাব থাকা।

মহান আল্লাহর এ তিনটি দুর্বলতার কোনটিই নেই। তাই, আল কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া উভয় ধরনের আয়াত কখনো থাকার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-৭ : আল্লাহর পাঠানো অন্য কিতাবে নাসিখ-মানসুখ আয়াত না থাকার দৃষ্টিকোণ

রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৫০ এবং www.inthenameofallah.org ওয়েব সাইটে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত নাসিখ-মানসুখের বিষয়টি শুধুমাত্র কুরআনে আছে। আল্লাহর পাঠানো অন্য কোনো কিতাবে এটি নেই। এ বিষয়ে সঠিক কথাটি হলো– আল্লাহর অন্য কিতাবে যেমন নাসিখ-মানসুখ (আয়াত রহিতকরণ) বিষয়টি নেই, তেমনই কুরআনেও তা নেই।

দৃষ্টিকোণ-৮ : অপচয়ের দৃষ্টিকোণ

একটি তথ্য কোনো গ্রন্থে লিখতে কাগজ ও কালি খরচ হয়। আর তা পড়তে সময় ব্যয় হয়। কুরআনের কোটি কোটি কপি লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ কুরআন পড়ছে। তাই কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই এ তথ্য সঠিক হলে কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘণ্টা সময়ের অপচয় হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যে কোন বিবেকবান মানুষ একবাক্যে স্বীকার করবে এটি হওয়া উচিৎ নয়। তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই' এ কথা সঠিক হতে পারে না।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর যখন (যুগে যুগে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তা করার কারণও থাকবে না।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– আল্লাহর কাছ থেকে যুগে যুগে মানব জীবনের সকল মৌলিক তথ্য, করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়, ষড়যন্ত্র ও তা থেকে বাঁচার উপায় ইত্যাদি ধারণকারী কিতাব পৃথিবীতে যাবে। ইবলিসের ষড়যন্ত্র যত গভীর হোক না কেন সে ব্যক্তিদের ভয় ও

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না যারা– সরাসরি ঐ পথনির্দেশিকা/গ্রন্থ পুরোটা (মূল ভাষায় বা অনুবাদ) বুঝে বুঝে পড়ে জ্ঞানার্জন করবে এবং তা মেনে চলবে।

আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– 'কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই' কথাটি বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী আমল করলে ইবলিসের ষড়যন্ত্র কবলিত হয়ে দুনিয়া ও পরকালে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।

আয়াত-২

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হিফাজতকারী।

(সুরা আল-হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এখানে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজত করার দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. কুরআনকে ছিঁড়ে ফেলা, পদদলিত করা, পুড়ানো ইত্যাদি ধরনের অপমান করা হতে হিফাজত করা।
২. কুরআনের আয়াত বা আয়াতের শিক্ষা রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়া থেকে হিফাজত করা।

বাস্তবতার আলোকে সহজেই বলা যায়, আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রথমটি নয়, দ্বিতীয়টি। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের কোনো আয়াত বা তার শিক্ষা অবশ্যই রহিত হয়নি। অর্থাৎ আল কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

আয়াত-৩

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অনুবাদ : আর সত্য ও ন্যায়পরায়ণতায় তোমার রবের বাণী (কুরআন) পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

(সুরা আন'আম/৬ : ১১৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আয়াত বা আয়াতের শিক্ষা কেউ রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে না।

আয়াত-৪

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৫২)

تَمَنَّىٰ শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে অনুবাদ : আর আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো নবী বা রসূল পাঠাইনি যখন তাঁরা কিছু تَمَنَّىٰ করেছে তখন শয়তান তাঁর تَمَنَّىٰ-তে কিছু নিক্ষেপ (প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি) করেনি। কিন্তু শয়তানের সকল নিক্ষেপ (প্রতিবন্ধকতা) আল্লাহ রহিত করেন। অতঃপর আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা : تَمَنَّىٰ শব্দটির প্রধান দু'টি আভিধানিক অর্থ–

১. আকাঙ্ক্ষা করা
২. পাঠ করা।

تَمَنَّىٰ শব্দটির অর্থ 'আকাঙ্ক্ষা' ধরে আয়াতটির অনুবাদ : আর আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো নবী বা রসূল পাঠাইনি যখন তাঁরা কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে তখন শয়তান তাঁর আকাঙ্ক্ষায় কিছু নিক্ষেপ (প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি) করেনি। কিন্তু শয়তানের সকল নিক্ষেপ (প্রতিবন্ধকতা) আল্লাহ রহিত করেন। অতঃপর আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

এ অনুবাদ অনুযায়ী 'কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা রহিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা দাঁড়ায়– আল্লাহ শয়তানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে নবী-রাসুলগণের সকল আকাঙ্ক্ষা সফল করে দিয়েছেন। বাস্তবে তা ঘটেনি। কারণ, নবী-রাসুলগণকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু বাস্তব কারণে, হাতে গোনা কয়েকজন ভিন্ন সেটিতে কেউ সফল হয়নি।

تَمَنَّىٰ শব্দটির অর্থ 'পাঠ করা' ধরে আয়াতটির অনুবাদ : আর আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো নবী বা রসূল পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে কিছু নিক্ষেপ করেনি। অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সকল নিক্ষেপকে রহিত করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

এ অনুবাদ অনুযায়ী আয়াতটির ব্যাখ্যা : আর তোমার পূর্বের নবী বা রসূলগণ যখনই আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত করা ধরনের কথা ঢোকায়নি। অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সকল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত করা ধরনের কথা রহিত করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

আয়াতটির এ বক্তব্য অব্যবহিত পূর্বের ২টি আয়াতের সম্পূরক এবং বাস্তবতারও সম্পূরক। তাই, এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। আর তাই, এ আয়াতটির বক্তব্য হলো– আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই।

আয়াত-৫ (আয়াতগুচ্ছ)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ . وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

অনুবাদ : নিশ্চয় নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর যারা তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল আ'মল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত গুলোর মূল শিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা। অর্থাৎ এটি কুরআন বিরোধী আচরণ।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

তাই, মহান আল্লাহ এখানে যারা কুরআনের কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে আর কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে না, তাদের সকল নেক আমল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, এটি কুরআন বিরোধী আচরণ।

কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে কথাটি বলা বা বিশ্বাস করার অর্থ হলো– কুরআনের কিছু আয়াতের (রহিত হওয়া আয়াত) শিক্ষা গ্রহণ করা, নিজে আমল করা বা অন্যকে আমল করতে বলা নিষেধ। কুরআনের শিক্ষার বিপরীত হওয়ার কারণে এ ধরনের কথা বলা বা বিশ্বাস করা ব্যক্তিদের সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদেরকে পরকালে চিরকাল জাহান্নাম ভোগ করতে হবে। তাই, এ আয়াতগুলোর ভিত্তিতেও নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

আয়াত-৬

.......وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ....

অনুবাদ : ... ... আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। ... ...

(সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ২৬-২৭)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে অপচয় নিষেধ করেই শুধু ক্ষান্ত থাকেননি। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অপচয়কারী ব্যক্তিকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর এ কথা কুরআনে শুধু লিখে রেখেই মহান আল্লাহ ক্ষান্ত হননি। নিজ কাজের মধ্যেও তার প্রমাণ রেখেছেন। প্রমাণটি হলো, মানুষের শরীরের সৃষ্টিতত্ত্বের একটি সহজবোধগম্য সত্য উদাহরণ।

মানব শরীর বিজ্ঞানের একটি উদাহরণ

চর্বিজাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। মানুষের শরীরে পিত্তরস তৈরি করে লিভার। লিভার ২৪ ঘণ্টা ধরে ঐ পিত্তরস তৈরি করে। আমাদের পেট যখন খালি থাকে তখন লিভারে যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি খাদ্য নালিতে (Intestine) যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, খাদ্য নালিতে তখন হজম করার মতো কোনো খাবার নেই। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা পিত্তনালির শেষ অংশে একটি গেট (Sphincter) এবং পিত্তরস জমা করে রাখার জন্য মানুষের শরীরে একটি পিত্তথলি তৈরি করে রেখেছেন। খাদ্যনালি যখন খালি থাকে তখন পিত্তনালির ঐ গেটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পিত্তরস খাদ্যনালিতে যেতে না পেরে পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয়। খাওয়ার পর খাবার খাদ্যনালিতে পৌঁছলে, নালির গেটটি খুলে যায় এবং খাদ্যনালিতে খাবার পৌঁছানোর খবরটি কলিসিসটোকাইনিন নামক হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে, তার মধ্যে জমা থাকা পিত্তরস, পিত্তনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়। ছবি দেখুন-

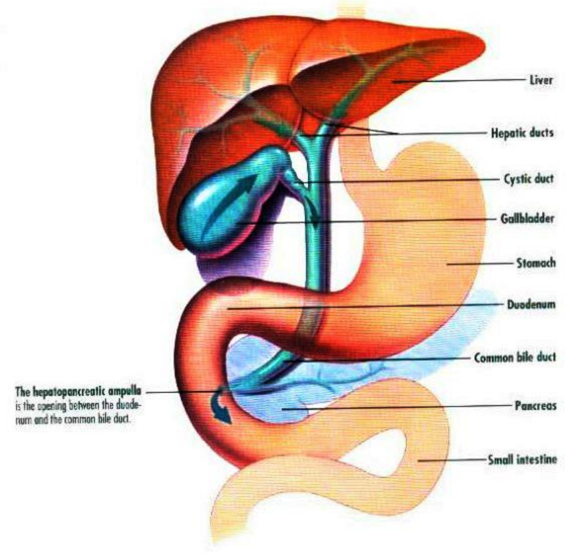

যে আল্লাহ এক ফোঁটা পিত্তরস অপচয় না হওয়ার জন্য মানুষের শরীরে এ অপূর্ব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি কি, 'আল কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই', এমন একটি তথ্যের মাধ্যমে মানুষের কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘণ্টা সময়ের অপচয় হতে দিতে পারেন? কখনই না। অর্থাৎ এ রকম একটি তথ্য কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে না।

পৃথিবীতে আল কুরআনের কোটি কোটি কপি প্রতিদিন ছাপানো হচ্ছে এবং প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ তা পড়ছে। কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া আয়াত থাকলে ঐ আয়াত বা আয়াতসমূহ ছাপানোর জন্য যে কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং পড়ার জন্য কোটি কোটি ঘণ্টা সময় ব্যয় হচ্ছে তা অপচয় হচ্ছে। তাই, কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া আয়াত উপস্থিত আছে তথ্যটি সঠিক হলে আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের ভাই হয়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতেও নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

আর মহান আল্লাহ সুরা বাকারার ২৬নং আয়াতসহ আনেক আয়াতে বলেছেন সত্য উদাহরণ হলো–

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা নির্ভুল শিক্ষা।
২. যার সত্য উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির। সে উদাহরণ যত ক্ষুদ্র জিনিসের হোক না কেন।
৩. সত্য উদাহরণকে কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়।
৪. সত্য উদাহরণকে কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করে অনেকে সঠিক পথ পায়।
৫. সত্য উদাহরণকে কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করে শুধু গুনাহগাররা পথভ্রষ্ট হয়।

আয়াত-৭.১

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

সরল অনুবাদ : আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ (আয়াত) নিয়ে আসি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১০৬)

প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আমরা (পূর্বের কিতাবের) যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই (পরের কিতাবে) তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ (আয়াত) নিয়ে আসি।

আয়াত-৭.২

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

সরল অনুবাদ : আর আমরা যখন কোনো আয়াত পরিবর্তন করে অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, (তখন) তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো– তাদের অধিকাংশই জানে না।

(সুরা নাহল/১৬ : ১০১)

প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আর আমরা যখন (পূর্বের কিতাবের) কোনো আয়াত পরিবর্তন করে (পরের কিতাবে) অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, (তখন) তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো– তাদের অধিকাংশই জানে না।

আয়াত-৭.৩ (আয়াতগুচ্ছ)

........لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

সরল অনুবাদ : ... ... প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ। আল্লাহ যা ইচ্ছা রহিত করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তারই কাছে (লাওহে মাহফুজে) আছে মূল কিতাবখানি।

(সুরা রা'দ/১৩ : ৩৮, ৩৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ... ... প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ। আল্লাহ (পরের কিতাবে পূর্বের কিতাবের) যা ইচ্ছা রহিত করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তারই কাছে (লাওহে মাহফুজে) আছে মূল কিতাবখানি।

আয়াতগুলোর এ ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণসমূহ

১. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদগুলো ওপরে উল্লিখিত ১-৬নং তথ্যের আয়াতগুলোসহ সকল আয়াতের সম্পূরক হয়। বিরোধী হয় না। আর অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ নং ১২ থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে– কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী আয়াত নেই। আর কুরআন তাফসীরের প্রকৃত নীতিমালার ১নং নীতিও এটি। অত্র পরিচ্ছেদের উপ-পরিচ্ছেদ নং ১ (কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের নীতিমালা)-তে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. আল্লাহর নাযিল করা সকল কিতাবের পঙক্তিকে 'আয়াত' বলা হয়। আয়াতগুলোর কোনোটিতে 'কুরআনের আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে দেওয়া বা বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলা হয়নি। প্রতিটি স্থানে বলা হয়েছে 'আয়াত' তথা পূর্বের কিতাবের আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে দেওয়া বা বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. বাস্তব সম্মত হবে। কারণ, পৃথিবীর সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের কয়েক বছর পর পর সংস্করণ বের হয়। পরের সংস্করণে পূর্বের সংস্করণের কিছু বিষয় রহিত করা হয়, কিছু বিষয় রেখে দেওয়া হয় এবং কিছু বিষয় নতুন যোগ করা হয়।

৪. আল্লাহর পাঠানো অন্য সকল কিতাবের সম্পূরক ব্যবস্থা হবে। আল্লাহর পাঠানো অন্য কোনো কিতাবে রহিত হওয়া বা শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই।

৫. অন্য ধর্মের মানুষদের কুরআনের প্রেরণকারী সত্তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা নিয়ে অপমানকর কথা বলার সুযোগ থাকবে না। ইন্টারনেটে এমন প্রচারণা শুরু হওয়ার প্রমাণ আছে।

৬. পূর্বের মনীষীদের বক্তব্য : আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) তাঁর রচিত আল-ইতকান গ্রন্থে লিখেছেন নাসখের এক প্রকার হলো– আমাদের শরীয়ত দিয়ে পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের বিধানকে রহিত করা। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের কিতাবের আয়াতকে রহিত করা। যেমন–

ক. কাবাকে কিবলা বানিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসকে মানসুখ (রহিত) করা হয়েছে।

মদীনা শরীফে হিজরতের পর মুসলিমগণ প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করতেন। এটি তারা করতেন পূর্বের কিতাবের নির্দেশ অনুসরণ করে। কারণ, কুরআনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত কোনো আয়াত নেই। পরে সুরা বাকারার ১৪৪নং আয়াতের মাধ্যমে যখন কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার আদেশ আসলো তখন মুসলিমগণ কিবলা পরিবর্তন করে সালাত আদায় করা আরম্ভ করলেন।

খ. রমযানের সিয়াম দিয়ে আশুরার সিয়ামকে রহিত করা হয়েছে।

কুরআনের সুরা বাকারার ১৮৩নং আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, অন্য নবীগণের উম্মতের জন্যও সিয়াম ফরজ ছিল। ঐ আয়াতে কোন মাসের সিয়াম ফরজ ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় বনী-ইসরাইলদের জন্য মুহাররাম মাসে আশুরার রোজা ফরজ ছিল। আর সুরা বাকারার ১৮৩নং আয়াতের মাধ্যমে রমজান মাসে রোজা রাখার আদেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত রসূল (স.) আশূরার সিয়াম রেখেছেন এবং মুসলিমদের তা রাখতে অনুমতি দিয়েছেন। রমযানের রোজা ফরজ হওয়ার আদেশ আসার পর, রসূল (স.) মুসলিমদের জন্য আশূরার সিয়াম নফল বলে ঘোষণা করেছেন।

তাহলে ১নং উদাহরণের মতো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে– মুসলিমদের জন্য কুরআনের মাধ্যমে আশূরার রোজা রাখা ফরজ করে তা আবার কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রহিত করেননি। বরং কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে অন্য নবীর শরীয়াতের আদেশ রহিত করা হয়েছে। তাহলে এখানে দেখা যায়, কুরআনের এক আদেশ কুরআনের অন্য আদেশকে মানসুখ করেনি। বরং কুরআনের আদেশ অন্য কিতাবের আদেশকে মানসুখ করেছে।

(তথ্যসূত্র : রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওলানা আমীমুল ইহসান ও মাওলানা মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক- মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ-৩৫ এবং ৩৬)।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

এ সকল আয়াত ও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চয়তাসহ বলা যায়–

১. নাযিল হওয়া সকল আয়াত কুরআনে উপস্থিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে।
২. কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১৫৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ **فَتَمَارَوْا فِيهَا** حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। **তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল,** এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো। **অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেলো, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন** এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! **তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।

♦ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫৮]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির تَمَارَوْا শব্দটির উৎপত্তি مارى শব্দ থেকে। এ শব্দটির আভিধানিক দু'টি সিদ্ধ অর্থ হলো– বিতর্ক করা বা সন্দেহ করা। তাই, হাদীসটির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা হলো–

১. **'তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল' অংশের ব্যাখ্যা :** হাদীসটির পরবর্তী বক্তব্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– লোকেরা আল্লাহর কিতাবের আয়াতের রহিত হওয়া (নাসিখ-মানসুখ) নিয়ে বিতর্ক করছিল।

২. **'অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেলো' অংশের ব্যাখ্যা :** রাসূল (স.) বিষয়টি শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন।

৩. **'তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন' অংশের ব্যাখ্যা :** রাসূল (স.) ঐ ব্যক্তিদেরকে কঠিন ধিক্কার দিয়েছিলেন।

৪. **'তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা :** পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত তাদের কিতাবের আয়াতের রহিত (মানসুখ) হওয়া নিয়ে বিতর্ক করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

৫. **' নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি' অংশের ব্যাখ্যা :** আল কুরআনে মানসুখ আয়াত না থাকার কথাটি নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬. **'বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা :** আল কুরআনে একটি আয়াত অন্যটির পরিপূরক বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাদীস নং- ১৫৪

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

---

২৫৮. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮১।

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) শুনতে পেলেন কিছু লোক (কুরআনের আয়াত সম্পর্কিত একটি বিষয়ে) অপরকে ভুল বোঝানোর জন্য বিতর্ক করছে। তখন রসূল (স.) বললেন– এই এ ধরনের বিতর্কের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে রহিত (মানসুখ) করেছিল। **অথচ আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে।** সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন (রহিত) করো না। এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৬৯১২।
- ♦ শায়খ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৫৯]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৫৩ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৫৫

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬

---

২৫৯. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৬০]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে اَلْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ উভয়টি সিদ্ধ। তবে–

- পরস্পর বিরোধী কথা মানুষকে সন্দেহে ফেলে দেয়।
- কোনো প্রকৃত মু'মিন কুরআনে সন্দেহ করে না।

তাই, হাদীসটিতে থাকা اَلْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ পরস্পর বিরোধী কথা ধরাটাই যৌক্তিক। অন্যদিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রাসূল (স.) তিনবার কথাটি বলেছেন। তাই, হাদীসটির সরাসরি বক্তব্য হলো– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা আছে বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের একটি অন্যটিকে রহিত করে। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে বলা বা বিশ্বাস করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

হাদীস নং- ১৫৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى" أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম আন নাসাঈ (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (র.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী।

♦ নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৮০৯৩।

♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৬১]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৫৫ নং হাদীসটির অনুরূপ।

---

২৬০. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ৩০০।
২৬১. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাহ*, খ. ১, পৃ. ১১৬৪

হাদীস নং- ১৫৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوِدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন– কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী।

- ◆ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৬০৫।
- ◆ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬২]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৫৫ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৫৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'إتحاف الخيرة المهرة' قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ جِدَالاً فِيهِ كُفْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ ইবন আবী বকর (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ দাউদ আত-তায়ালিসীয়্য (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'ইতিহাফুল খইরাতিল মাহরাহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করো না। কেননা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী।

- ◆ আহমাদ ইবন আবী বকর, *ইতিহাফুল খইরাতিল মাহরাহ*, হাদীস নং-৫৯৩৬
- ◆ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬৩]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে নিম্নের ৩টি বিষয় নিয়ে–

---

২৬২. আলবানী, *সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১০, পৃ. ১০৩।
২৬৩. আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ৫, পৃ. ৫৪৫।

১. কুরআনে কোনো ভুল আছে কি-না?
২. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো আয়াত আছে কি-না?
৩. কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) ও রহিত হওয়া (মানসূখ) আয়াত আছে কি-না?

কোনো প্রকৃত মু'মিন কুরআনে ভুল আছে বলে না, অন্যদিকে আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা নেই তা আমরা পূর্বের উপ-পরিচ্ছেদে নিশ্চিতভাবে জেনেছি। তাহলে কুরআন নিয়ে বিতর্ক করার বিষয় তিনটির মধ্যে বাকি থাকে শুধু নাসিখ-মানসূখ নিয়ে বিতর্ক করা।

তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– নাসিখ-মানসূখ তথা কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত আছে কি-না, এটি নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী। অর্থাৎ কুরআনে কোনো শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই।

হাদীস নং- ১৫৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الحاكم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' المستدرك على الصحيحين ' حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا أبو عاصم عن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الجِدَالُ فِيْ القُرْآنِ كُفْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ ইবন সালমান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী।

- ♦ হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-২৮৮৩।
- ♦ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬৪]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৫৮ নং হাদীসটির অনুরূপ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা
হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– আল-কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে বলা বা বিশ্বাস করা কুরআনের বক্তব্যকে অস্বীকার করা তথা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

২৬৪. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ২৪৩।

পরিচ্ছেদ ৩ : কুরআনের জ্ঞান
উপ-পরিচ্ছেদ ১৪ : কুরআন পাঠের সুর

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

পড়ার সুরের শ্রেণিবিভাগ

পড়ার সুর প্রধানত দুভাগে বিভক্ত–

১. গানের সুর

২. আবৃত্তির সুর।

গানের সুরের বৈশিষ্ট্য

১. একই ভঙ্গিতে তথা ভাব প্রকাশ ছাড়া সুর করে পড়া হয় বা পড়া যায়।

২. সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক।

৩. অর্থ না বুঝেও সুর দেওয়া যায়।

আবৃত্তির সুরের বৈশিষ্ট্য

১. বক্তব্যের ভাবের ওপর ভিত্তি করে সুরের ধরনের পরিবর্তন হয়।

২. বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব সুরের গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি।

৩. অর্থ না জানা থাকলে এ সুর দেওয়া অসম্ভব বা কঠিন।

কুরআন তিলাওয়াতের সুর সম্পর্কে আকলের যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণা পাওয়া যায়–

দৃষ্টিকোণ-১ : বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বাক্য থাকা গ্রন্থ পড়ার দৃষ্টিকোণ

একটি গ্রন্থে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী (আদেশ, প্রশ্ন, ধমক, বিনয়, প্রার্থনা ইত্যাদি) বাক্য থাকলে ঐ গ্রন্থে যেখানে যে ভাব আছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে না পড়া আকল বিরোধী। আল কুরআনে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বাক্য (আয়াত) আছে। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআন যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে না পড়া আকল পরিপন্থি।

দৃষ্টিকোণ-২ : শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া। যেমন- قُلْ অর্থ বলো এবং كُلْ অর্থ খাও।

ভাব প্রকাশ ছাড়া শুদ্ধ উচ্চারণ করে কুরআন পড়লেও অর্থ পাল্টে যায় তথা শুদ্ধ উচ্চারণের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন–

উদাহরণ-১

'আপনি যাবেন না'– এ বাক্যটি যদি ভাব প্রকাশ করে না পড়া হয়, তবে তার অর্থ হবে কাউকে যেতে নিষেধ করা। আর যদি ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবে কাউকে যাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলা।

উদাহরণ-২

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا.........

অনুবাদ : আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো প্রতিপালক অনুসন্ধান করবো? ... ...

(সুরা আন-আম/৬ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা : এই আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ না করে পড়া হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে কারো কাছে জানতে চাওয়া যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য রব অনুসন্ধান করবে কি না। আর সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়লে তার অর্থ দাঁড়াবে আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো রব কখনই অনুসন্ধান করবো না।

উদাহরণ-৩

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ.

অনুবাদ : আল্লাহ্ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

(সুরা ত্বীন/৯৫ : ৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে– জানতে চাওয়া কে সব থেকে বড়ো বিচারক, আল্লাহ্ না অন্য কেউ। আর যদি আয়াতটি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যে, আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

উদাহরণ-৪

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

অনুবাদ : আমাদের স্থায়ীভাবে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

(সুরা আল-ফাতিহা/১ : ৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে একটি প্রার্থনা। তাই আয়াতটি কোমল, বিনয় ও প্রার্থনার সুরে পড়তে হবে। কেউ যদি আয়াতটি আদেশের সুরে পড়ে তবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহকে আদেশ করা তাকে সঠিক পথ দেখাতে। এটা গুনাহের কাজ হবে।

উদাহরণ-৫

قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অনুবাদ : তাদের বলা হবে জাহান্নামের দরজাগুলোতে প্রবেশ করো, তাতে স্থায়ীভাবে থাকো, সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট অহংকারকারীদের বাসস্থান।

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৭২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে কাফেররা জাহান্নামের গেটে পৌঁছালে গেটের পাহারাদার ফেরেশতারা শেষ পর্যায়ে যে কথাগুলো বলবে তা বলা হয়েছে। ফেরেশতারা কাফেরদের জাহান্নামে প্রবেশ করার এবং সেখানে চিরকাল থাকার কথা বলবে। পরকালে কাফেরদের সঙ্গে সব সময় কঠোর ব্যবহার করা হবে। কোনো সময় কোমল ব্যবহার করা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতাদের কথাগুলো হবে আদেশ ও ধমকের সুরে। সুতরাং আয়াতটি তেলাওয়াত করার সময় আদেশ ও ধমকের ভাব প্রকাশ না করে কোমল ও বিনয়ের ভাব প্রকাশ করলে পরকালের অবস্থা যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআন যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩ : মনের আবেগ-অনুভূতি (ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদি) যথাযথ পরিবর্তন হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কবি নজরুল ইসলামের বিপ্লবী কবিতা ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়লে বা পড়া শুনলে আবেগ-অনুভূতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর ঐ কবিতা একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। তাই, কুরআন ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়লে বা পড়া শুনলে কুরআনের বক্তব্যের প্রতি আবেগ-অনুভূতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়।

তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আল কুরআন যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

দৃষ্টিকোণ-৪ : কুরআন নাযিলের পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ

কুরআন নাযিল হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্তব্যের আকারে। তাই, কুরআনের পঠন পদ্ধতির ধরন হবে বক্তব্য প্রদানের মতো তথা ভাব প্রকাশ করে উপস্থাপন করার মতো। গানের মতো তথা একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার মতো নয়।

দৃষ্টিকোণ-৫ : ভাষার সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ

ভাষার সংজ্ঞা হলো– মনের ভাব প্রকাশ করা। শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা নয়। তাই, বিভিন্ন ভাবের বক্তব্যধারণকারী গ্রন্থ কুরআন পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে। একই ভঙ্গিতে সুর করে নয়।

দৃষ্টিকোণ-৬ : বিভিন্ন ভাষার অক্ষর, উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশের দৃষ্টিকোণ

বিভিন্ন ভাষার অক্ষর ও উচ্চারণ ভিন্ন কিন্তু ভাব প্রকাশের ধরন একই। এ তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়– কথা বলা ও পড়ার সময় উচ্চারণের তুলনায় ভাব প্রকাশ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বিভিন্ন ভাবের বক্তব্যধারণকারী গ্রন্থ কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে উচ্চারণের তুলনায় যথাযথ ভাব প্রকাশ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টিকোণ-৭ : একটি আরব এলাকার উচ্চারণে সকল আরবী ভাষার মানুষের কথা না বলার দৃষ্টিকোণ

একটি নির্দিষ্ট আরব এলাকার উচ্চারণে সকল আরবী ভাষার মানুষেরা কথা বলে না। কুরআন পাঠের প্রচলিত আরবী উচ্চারণে কথা বলে শুধু কুরাইশ বংশের মানুষ। পৃথিবীর অনারব ও আরব সকল দেশের মুসলিমদের প্রচলিত আরবী উচ্চারণ তথা কোরাইশী উচ্চারণে কুরআন পড়া তাই অবাস্তব।

দৃষ্টিকোণ-৮ : মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিখে কথা বলার দৃষ্টিকোণ

একজন ইংরেজ বা আরব বাংলা শিখে কথা বলার সময় উচ্চারণে অনেক ভুল করে। এতে বাংলাদেশীরা অখুশি হয় না। খুশি হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বলা যায়– একজন অনারব আরবী শিখে কুরআন পড়ার সময় উচ্চারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল করলে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই অখুশি হবেন না।

দৃষ্টিকোণ-৯ : উচ্চারণ সঠিক না হলেও পুরো বাক্য পড়লে বা শুনলে অর্থ বোঝা যাওয়ার দৃষ্টিকোণ

উচ্চারণ সঠিক না হলেও পুরো বাক্য পড়লে বা শুনলে বাক্যটির অর্থ বোঝা যায়। আবার শব্দের অর্থ জানা থাকলে একটি আয়াতের ২/১টি শব্দের উচ্চারণে কিছু ভুল থাকলেও পুরো আয়াত শুনলে আয়াতটির অর্থ বোঝা যায়।

দৃষ্টিকোণ-১০ : মুখে উচ্চারণ না করেও মনের কথা প্রকাশ করতে পারার দৃষ্টিকোণ

মুখে কথা না বলেও অঙ্গ-ভঙ্গির (Body language) মাধ্যমে মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব। যেমন– মূকাভিনয়। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও উচ্চারণের তুলনায় ভাব প্রকাশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টিকোণ-১১ : উচ্চারণ ভিন্ন কিন্তু লিখিত রূপ সকল একই হওয়ার দৃষ্টিকোণ

একটি ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন এলাকার মানুষের উচ্চারণ ভিন্ন কিন্তু ঐ ভাষার অক্ষরের লিখিত রূপ সকল এলাকায় একই থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়– পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার দেশ বা একই দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুরআন পাঠের উচ্চারণ ভিন্ন হতে পারে, তবে কুরআনের লিখিত রূপ সকল এলাকায় একই থাকবে।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ সকল দৃষ্টিকোণের উদাহরণের ভিত্তিতে, আকলের আলোকে অতি সহজে বলা যায় যে– আল কুরআন পাঠ করতে হবে সঠিক ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে। একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আল কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে সর্বমোট তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ তিনটি হচ্ছে–

১. ইকরা (اِقْرَأْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি قراءة শব্দ থেকে।

২. উতলু (اُتْلُ)। এ শব্দটির উৎপত্তি তিলাওয়াত تلاوة শব্দ থকে।

৩. রাত্তিল (رَتِّلْ) । এ শব্দটির উৎপত্তি رَتَلَ (রাতাল) শব্দ থেকে।

তাই, আল কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতি হবে এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ যে পদ্ধতি বুঝিয়েছেন, সেটি।

Milton Cowan সম্পাদিত মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ (A Dictionary of Modern Written Arabic) হচ্ছে আরবী ভাষায় একটি বিখ্যাত অভিধান। সেই অভিধানে ঐ তিনটি শব্দের উল্লিখিত অর্থ হলো–

কিরাআত (قِرَاءَة)

to declaim- বক্তৃতা বা আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা।
to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
to pursue- মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষা দেওয়া।
to study- অধ্যয়ন করা, বিচার-বিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, উদ্ভাবন করা, কাম্য বস্তুর জন্যে মনোযোগসহ সাধনা করা, ধ্যান করা, চিন্তা-ভাবনা করা।
to search- সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্নতন্ন করে খোঁজা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে কিরআত (قِرَاءَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো বুঝে বুঝে মনোযোগ সহকারে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে শব্দটির যে অর্থটা কোনোভাবেই হয় না তা হলো– একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

তিলাওয়াত (تِلَاوَة)

to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
to read out loud- উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা।
to recite- আবৃত্তি করা।
to follow- অনুসরণ করা, মেনে চলা, বুঝতে পারা।
to ensue- অনুসরণ করা।
to succeed- উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে দিক থেকে তিলাওয়াত (تِلَاوَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে এ শব্দটির যে অর্থ কোনোভাবেই হয় না তা হলো– একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

তারতীল (تَرْتِيْل)

এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এ শব্দটি কুরআনে এসেছে সুরা ফুরকানের ৩২নং এবং সুরা মুয্যাম্মিলের ৪নং আয়াতে। আরবী অভিধানে رَتَلَ শব্দের যে অর্থগুলো পাওয়া যায় তা হলো–

to be tidy- সুকৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথভাবে সাজানো।
to be neat- সুরুচিসম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, ফিটফাট, ছিমছাম।
to be well ordered- সুকৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুল হওয়া।
to be reguler- নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া।
to praise elegantly- পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ বা চমৎকারভাবে প্রশংসা করা।
Recite in a singsong recitation- সুর করে আবৃত্তি করা।
To hymn- স্তুতি গান গাওয়া।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে রাতালা (رتل) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– যথাযথভাবে বা নিয়মানুগভাবে সুর করে আবৃত্তি করা। অর্থাৎ যথাযথ আবৃত্তির সুরে পড়া।

♣♣ সুতরাং দেখা যায় আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী হবে, তা জানানোর জন্যে মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন, আভিধানিক দিক থেকে তার যে সব অর্থ হয় তা হলো–

১. আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে কথা বলার ঢঙে পড়া।
২. সাধারণভাবে আবৃত্তি করে পড়া, অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাব প্রকাশ করে পড়া।
৩. যথাযথভাবে ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া।

তাই, আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী হবে, তা জানানোর জন্যে মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন, তার আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের পঠন পদ্ধতি কোনোভাবেই একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া হয় না। বরং তা হয়– যথাযথভাবে ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়া। অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া।

আলোচ্য বিষয়ে কুরআনের আয়াত

আয়াত-১

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

অনুবাদ : আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে, তারাই শুধু তাতে ঈমান রাখে; আর যারা তা অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১২১)

ব্যাখ্যা : কুরআন আল্লাহর কিতাব। তাই, আয়াতটির প্রথমাংশের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– যারা 'হক' আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারাই শুধু কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। কিন্তু আল কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন, তাঁর নির্দেশিত কোনো কাজ সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে করলে গুনাহ হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশিমনে করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। তাই আয়াতটির প্রথমাংশের আলোকে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। তথ্যটি আরও শক্তিশালী করার জন্যে আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত তথা বড়ো গুনাহগার।

যেকোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থ পড়ার প্রধান ৪টি হক হলো–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বুঝা বা তার জ্ঞানার্জন করা।
৩. গ্রন্থের বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা। অর্থাৎ আমল করা।
৪. অন্য মানুষের কাছে সে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ তার দাওয়াত দেওয়া।

পড়ার এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো সঠিক অর্থ বোঝা। কারণ–

১. অর্থ পাল্টে যায় বলেই সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়তে হয়।
২. অর্থ না জানলে আমল করা সম্ভব নয়।
৩. অর্থ না জানলে সে জ্ঞান অন্যকে জানানো সম্ভব নয়।
৪. পড়ার মূল (প্রথম স্তরের) উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সে উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জিত হওয়া।

তাই, পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক (Applied) গ্রন্থ আল কুরআন পড়ারও প্রধান ৪টি হক হবে–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বুঝা অর্থাৎ পড়ার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।
৩. কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা।
৪. দাওয়াতের মাধ্যমে অন্য মানুষের কাছে কুরআনের জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া।

আর কুরআন তিলাওয়াতের এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো সঠিক অর্থ বোঝা বা প্রকাশ পাওয়া। কারণ–

১. অর্থ পাল্টে যায় বলেই সঠিক পঠন পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়।
২. অর্থ না জানলে কুরআন অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়।
৩. অর্থ না জানলে কুরআনের জ্ঞান অন্যকে জানানো তথা দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়।
৪. কুরআন তিলাওয়াতের মূল (প্রথম স্তরের) উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সে উদ্দেশ্য হলো কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জিত হওয়া।

তাহলে আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তথা কোনো ওজর ছাড়া ওপরের ৪টি হকের একটিও অমান্য করে কুরআন তিলাওয়াত করে, তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। তাই, অন্য তিনটি হকের মতো সঠিক পঠন পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

পঠন পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হলো–

১. উচ্চারণ।
২. ভাব প্রকাশ।
৩. সুর।
৪. সঠিক স্থানে থামা।
৫. সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেওয়া।

পঠন পদ্ধতির উল্লিখিত ৫টি দিকের পর্যালোচনা–

১. **উচ্চারণ :** এটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো– উচ্চারণ সঠিক না হলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

২. **ভাব প্রকাশ :** সঠিক ভাব প্রকাশ না হলে উচ্চারণ সঠিক হলেও অর্থ পাল্টে যায়। বিষয়টি নিয়ে উপ-পরিচ্ছেদের আকল বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. **সুর :** সুর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো এটি মানুষের মনের আবেগের (ঈমান, ভক্তি, ভালোবাসা, উদ্দীপনা, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি) পরিবর্তন ঘটায়। আবেগ পরিবর্তন হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গান ও আবৃত্তির সুরের অবস্থান–

ক. অর্থ জানা থাকার দৃষ্টিকোণ : গানের সুর অর্থ জানা ছাড়াও প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু আবৃত্তির সুর অর্থ জানা না থাকলে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

খ. মনের আবেগের পরিবর্তন : অর্থ বুঝে প্রদেয় গানের সুরে মনের আবেগের পরিবর্তন হলেও সেটি আবৃত্তির সুরের পরিবর্তনের তুলনায় অনেক কম। এর সহজ উদাহরণ হলো কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা। এ কবিতা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। আর আবৃত্তির সুরে পড়লে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় এবং রক্ত গরম হয়ে উঠে। আর অর্থ না বুঝে প্রদেয় গানের সুরে মনের আবেগের কিছু পরিবর্তন হলেও সে পরিবর্তন মূল্যহীন।

৪. **সঠিক স্থানে থামা :** এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো– সঠিক স্থানে বিরতি না দিলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা সকল ভাষার জন্যেই প্রযোজ্য।

৫. **সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেওয়া :** এটা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক আলিফ টানের স্থানে সঠিক পরিমাণ টান না দিলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। আর তিন বা চার আলিফ টান শুধু পাঠকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য।

♣♣ পঠন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. যথাযথ ভাব প্রকাশিত না হলে, শুদ্ধ উচ্চারণসহ পঠন পদ্ধতির অন্যান্য দিকগুলোর উদ্দেশ্য (কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হওয়া) ব্যর্থ হয়ে যায়।
২. সঠিক ভাব প্রকাশের গুরুত্ব সঠিক উচ্চারণের গুরুত্বের তুলনায় অনেক বেশি।

তাই আলোচ্য আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনকে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।
২. ইচ্ছাকৃতভাবে তথা কোনো ওজর ছাড়া আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াত না করা তথা গানের সুরে পড়া কুফরী ধরনের গুনাহ।

আয়াত-২

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا.

অনুবাদ : আর যখন তাঁর আয়াত তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

(সুরা আনফাল/৮ : ২)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই, মহান আল্লাহ্ এখানে বলেছেন– প্রকৃত মু'মিনদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলে তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস বেড়ে যায়। একটি গ্রন্থের পড়া শুনে যদি শ্রবণকারীর জ্ঞান এবং বিশ্বাস বেড়ে যায়, তবে ঐ গ্রন্থ পড়লে পাঠকারীর জ্ঞান এবং বিশ্বাসও অবশ্যই বাড়বে।

তাই, এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়–

ক. কুরআনের পঠন পদ্ধতি গানের সুরে হবে না। কারণ–

১. গানের সুর অর্থ না জেনেও প্রয়োগ করা যায়। তাই, যারা অর্থ না জেনে গানের সুরে কুরআন পড়ে তাদের ঈমান তথা জ্ঞান ও বিশ্বাস বাড়ে না।
২. অর্থ জানা থাকলেও গানের সুরে পড়লে আবৃত্তির সুরের তুলনায় মনের আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তন কম হয়।

খ. কুরআন পঠন পদ্ধতি হবে আবৃত্তির সুর। কারণ-

১. অর্থ না জেনে আবৃত্তির সুর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই, এ সুরে কুরআন পড়লে ঈমান তথা জ্ঞান ও বিশ্বাস বেড়ে যায়।
২. এ সুরে মনের আবেগ-অনুভূতি যথাযথ বৃদ্ধি পায়।

আয়াত-৩

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অনুবাদ : যখন কুরআন পাঠ (শুরু) করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের ব্যাখ্যা (পৃষ্ঠা নং ২৫২) থেকে জানা যায়– শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। অর্থাৎ সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। ইসলামে গুনাহর কাজে সহায়তা করা গুনাহ। তাই, এ আয়াতের আলোকে কুরআনের পঠন পদ্ধতির বিভিন্ন সুরের গ্রহণযোগ্যতার অবস্থান হলো–

ক. প্রচলিত সুর তথা গানের সুর : অর্থ না জেনেও প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা যায়। অর্থাৎ পড়ার এ পদ্ধতিতে মানুষ কুরআন পড়ার পরও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে। তাই বলা যায় এ সুরে কুরআন পড়লে শয়তানের উদ্দেশ্য সফল হবে। আর তাই, এ সুরে কুরআন পড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

খ. আবৃত্তির সুর : অর্থ না জেনে এ সুরে কুরআন তিলাওয়াত সম্ভব নয়। অন্যদিকে এ সুরে মনের আবেগেরও যথাযথ পরিবর্তন হয়। তাই অবশ্যই আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা গ্রহণযোগ্য হবে।

আয়াত-৪

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

অনুবাদ : আর কুরআন রতল করো তারতীল সহকারে।

(সুরা মুযঝাম্মিল/৭৩ : ৪)

ব্যাখ্যা : রতল এবং তারতীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– যথাযথভাবে আবৃত্তির সুরে পড়া। তাই, আয়াতটিতে কুরআনকে যথাযথভাবে আবৃত্তির সুরে পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতি হবে– যথাযথভাবে আবৃত্তির সুরে তথা যথাযথভাবে ভাব প্রকাশ করে সুর করে পড়া।

আয়াত-৫

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ.

অনুবাদ : আর তুমি তিলাওয়াত করো তোমার প্রতি ওহী হিসেবে প্রেরিত তোমার প্রতিপালকের কিতাব থেকে।

(সুরা কাহাফ/১৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা : তিলাওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আবৃত্তি/ভাব প্রকাশ করে পড়া। তাই, আয়াতটিতে কুরআনকে ভাবপ্রকাশসহ সুর করে পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতি হবে– আবৃত্তি তথা ভাব প্রকাশ করে পড়া।

আয়াত-৬

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

অনুবাদ : সুতরাং তোমরা (সালাতে) কুরআন থেকে ততটুকু قَرَأَ করো যতটুকু সহজসাধ্য হয়।

(সুরা মুয্যাম্মিল/৭৩ : ২০)

ব্যাখ্যা : قَرَأَ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বক্তৃতার ভঙ্গিতে আবৃত্তি করা। তাই, আয়াতটিতে কুরআনকে বক্তৃতার ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতে বলা হয়েছে। আর তাই আয়াতটি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতি হবে– বক্তৃতার ভঙ্গিমায় আবৃত্তির সুরে পড়া।

আয়াত-৭

لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَاِذَاقَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَابَيَانَه.

অনুবাদ : (হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি তখন আপনি এর পঠন (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করুন। অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদের। (সুরা কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

ব্যাখ্যা : কুরআন নাযিলের সময় প্রথম দিকে রসূল (স.) স্বাভাবিক মানবীয় কারণে দু'টো কাজ করতেন–

১. ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নেওয়ার জন্যে বারবার পড়তেন।

২. নতুন যে শব্দটি শুনতেন তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন।

রসূল (স.)-এর এই প্রবণতার প্রেক্ষিতে এখানে তাঁকে তিনটি কথা জানানো হয়েছে–

১. কুরআনের আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেওয়া বা তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত না হওয়া।

২. কুরআনের আয়াতকে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া এবং তার সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর।

৩. যখন জিব্রাইল (আ.) কুরআন পড়েন তখন মনোযোগ সহকারে তাঁর পঠন পদ্ধতির দিকে খেয়াল রাখা।

বক্তব্যের ধরণ পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়– এ আয়াত কয়টির মাধ্যমে মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে সামনে রেখে সকল মুসলিমকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুখস্থ করা ও ব্যাখ্যা বুঝার মতো কুরআনের পঠন পদ্ধতিটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ– পঠন পদ্ধতি সঠিক না হলে সেই পড়া দিয়ে সঠিক অর্থ প্রকাশ পাবে না এবং মনের ভাবেরও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হবে না।

জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী ছিল তা কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে হাদীস শরীফে সে ব্যাপারে সরাসরি তথ্য আছে (পরে আসছে)। সে হাদীসে জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে কুরআনে উল্লিখিত শব্দ তিনটি (কিরাআত, তিলাওয়াত এবং রতল) থেকে ভিন্নতর। কিন্তু সে শব্দটিরও আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আবৃত্তি করা। অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে পড়া। তাই আয়াতটির ব্যাখ্যার ব্যাপারে হাদীসের সাহায্য নিলে কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে তথ্য বের হয়ে আসে, সেটিও হচ্ছে আবৃত্তি করা বা ভাব প্রকাশ করে পড়া।

আয়াত-৮

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

অনুবাদ : হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার পেছনে থাকা মূল কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কারণটি হলো– এক দেশ বা এলাকার মানুষ অপর দেশ বা এলাকার মানুষদের সহজে চিনতে পারা। বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকার লোকেরা যদি একই উচ্চারণে কথা বলে তবে তারা কে কোন এলাকার তা অবশ্যই চেনা যাবে না। তাই, একটি বিশেষ এলাকার আরবী উচ্চারণে সারা বিশ্ব, সকল আরব দেশ বা একটি আরব দেশের সকল এলাকার মানুষের কুরআন পড়া এ আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত।

এজন্য কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলিত উচ্চারণে (কুরাইশী উচ্চারণ) সারা বিশ্ব, সকল আরব দেশ বা একটি আরব দেশের সকল এলাকার মানুষের কুরআন পড়া এ আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ বা এলাকার মানুষদের কুরআন তিলাওয়াতের উচ্চারণে কিছু পার্থক্য থাকা ইসলাম সিদ্ধ। অন্যদিকে কুরআনের আরবী আয়াতের লিখিত রূপের পরিবর্তন হতে দেবেন না বলে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুরা হিজরের ৯নং আয়াতের মাধ্যমে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে।
২. একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে কুরআন পড়ার পদ্ধতি কুরআন বিরোধী পদ্ধতি।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

হাদীস নং- ১৬০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুসা বিন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, দানের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন মানুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরাজদিল। আর তাঁর এই দরাজদিল রমাদানে সর্বাপেক্ষা বেড়ে যেত। রমাদানের প্রত্যেক রাতেই জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে কুরআন عرض করে শুনাতেন। যখন তাঁর সঙ্গে জিবরাঈল (আ.) সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁর দান, বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৯০২।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পরের হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

হাদীস নং- ১৬১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি খালেদ বিন ইয়াযিদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে প্রত্যেক বছর (রমাদানে) কুরআন একবার عرض করা হত। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর عرض করা হয় দু'বার। তিনি প্রত্যেক বছর এ'তেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু মৃত্যুবরণের বছর এ'তেকাফ করেন ২০ দিন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৯৯৮।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অত্র ও ১৬০ নং হাদীস দু'টি থেকে জানা যায়– প্রত্যেক রমাদানে রসূল (স.) জিব্রাইল (আ.)-কে কুরআন পড়ে শুনাতেন এবং জিব্রাইল (আ.)-ও রসূল (স.)-কে

কুরআন পড়ে শুনাতেন। আর যে বছর রসূল (স.) মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তাকে দু'বার পাঠ করে শুনানো হয়। হাদীস দু'টিতে জিব্রাইল (আ.) রসূল (স.)-কে এবং রসূল (স.) জিব্রাইল (আ.)-কে যে পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন শুনাতেন তা জানাতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো-عرض। আল কুরআনে, কুরআনের পঠন পদ্ধতি জানাতে যে শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে এটি তা থেকে ভিন্ন।

Milton Cowan সম্পাদিত মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ (A Dictionary of Modern Written Arabic) অভিধানে আরজ عرض শব্দটির যে অর্থগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো–

Presentation- উপস্থাপন করা, পেশ করা, কাউকে দিয়ে অভিনয় করানো।
Demonstration- অবেগ অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করে এমনভাবে উপস্থাপন করা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ্য অভিব্যক্তি সম্বলিত উপস্থাপনা, আবেগোচ্ছ্বাস উপস্থাপনা, সোচ্চার উপস্থাপনা।
Staging- নাটক মঞ্চায়ন করার রীতি।
Showing- প্রদর্শন করা, ফুটিয়ে তোলা।
Performance- মঞ্চাভিনয়।
Display- প্রদর্শন করা।
Exposition- ব্যাখ্যাকরণ।
Exhibition- প্রদর্শনী।

তাহলে, عرض শব্দটির আরবী ভাষাগত অর্থ হলো ভাব প্রকাশ করে পড়া বা আবৃত্তি করা। তাই, এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে– জিব্রাইল (আ.) আল্লাহর আদেশে রসূল (স.)-কে যে পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করে শুনাতেন তা হলো যেখানে যে ভাব আছে সে ভাব প্রকাশ করে পড়া তথা আবৃত্তি করে পড়া।

হাদীস নং- ১৬২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবারাহীম বিন হামযাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ কোনো জিনিসকে অত পছন্দ করেন না, যতটা পছন্দ করেন কোনো নবীর উত্তম স্বরে শব্দ করে কুরআন পড়াকে।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭১০৫।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৬৪ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

হাদীস নং- ১৬৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আল বারাআ বিন 'আযেব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ওসমান বিন আবী শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আল-বারাআ বিন 'আযিব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা স্বর দিয়ে কুরআনকে সুসজ্জিত করো।

♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪৭০।

♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৬৫]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৬৪ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

হাদীস নং- ১৬৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বকর (রা.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে উত্তম স্বরে পড়ো, কারণ সুন্দর স্বর কুরআনের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়।

♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৩৫০১।

---

২৬৫. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৮।

♦ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬৬]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি, ১৬২ ও ১৬৩ নং হাদীস তিনটি হতে জানা যায়–

১. উত্তম স্বরে কুরআন পড়া আল্লাহ তা'য়ালার সবচেয়ে বেশি পছন্দের বিষয়। অর্থাৎ এটি কুরআনের পঠন পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. 'উত্তম স্বর' কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

তাহলে হাদীস তিনটি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'উত্তম স্বর' বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। 'স্বর' বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ হলো– উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ। এর মধ্যে ভাব প্রকাশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ–

১. সঠিক ভাব প্রকাশ না হলে, উচ্চারণ সঠিক হলেও অর্থ পাল্টে যায়।

২. ভাব প্রকাশ সঠিক হলে, উচ্চারণ ভুল হলেও অর্থ বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

সুতরাং হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। আর এ দুটির মধ্যে সঠিক ভাব প্রকাশের গুরুত্ব বহুগুণে বেশি।

হাদীস নং- ১৬৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِى إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) জাবের (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি বিশর বিন মু'আয আদ-দরীর থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষের মধ্যে উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী হলো সেই ব্যক্তি যার তিলাওয়াত শুনে তোমাদের ধারণা হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

♦ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪০০।

♦ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬৭]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৬৬ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

---

২৬৬. আলবানী, *মাসাবীহুত তানযীর*, খ. ৫, পৃ. ১৫২।
২৬৭. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান ইবন মাজাহ*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯।

হাদীস নং- ১৬৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابنُ شَيْبَه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' مُصَنَّفِهِ' حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَاءَةً ؟ قَالَ : الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন আবী শায়বাহ (রহ.) ত্বাউস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ওকী' (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ত্বাউস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো– মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর তিলাওয়াত কার? তিনি (রসূলুল্লাহ স.) বললেন– ঐ ব্যক্তির তিলাওয়াত যখন তুমি তা শুনবে, তখন দেখবে সে আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হচ্ছে।

- ইবন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, হাদীস নং-৮৮৩৪।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৬৮]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অত্র ও ১৬৫ নং হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারীর সংজ্ঞা জানিয়ে দিয়েছেন। সংজ্ঞাটি হলো– যার কুরআন তিলাওয়াত শুনলে বোঝা যায় সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া বিষয়টির দু'টি দিক আছে–

১. তিলাওয়াতকারীর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হলে, তাকে কুরআন বুঝতে হবে।
২. তিলাওয়াতকারী আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, এটি শ্রোতাদের বুঝতে হলে তিলাওয়াত হতে হবে ভাব প্রকাশ করে।

তাহলে উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী হলো সে ব্যক্তি যে ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তি করে কুরআন তিলাওয়াত করে। অর্থাৎ উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা হলো ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তি করে তিলাওয়াত করা। তাই, ১৬৫ ও ১৬৬ নং হাদীস দু'টি ১৬২, ১৬৩ ও ১৬৪ নং হাদীস তিনটির ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা রায়কে সরাসরি সমর্থন করে।

হাদীস নং- ১৬৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا، فَقَالَ : "

---

২৬৮. আলবানী, *আল-জামি'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু*, পৃ. ৩৯৭।

لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الجِنِّ لَيْلَةَ الجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: ١٣] قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الحَمْدُ."

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) জাবের (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন ওয়াকেদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবের (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদের কাছে পৌঁছলেন এবং সুরা আর রহমান শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীগণ শুনে চুপ রইলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা লাইলাতুল জিনে' (জিনের রাত্রে) জিনদের কাছে পড়েছি। তারা তোমাদের অপেক্ষা এর ভালো উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার? পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই তারা বলে উঠেছে : لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (প্রভু হে! আমরা তোমার কোনো নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা)।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৩২৯১।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান।[২৬৯]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূল (স.)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনে জিনরা তার উত্তর দিয়েছে। উত্তরগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়– উল্লিখিত ধরনের উত্তর ঐ আয়াতের শুধু তখনই হয় যখন আয়াতটিকে ভাব প্রকাশ করে পড়া হয়। অর্থাৎ আবৃত্তি করা হয় বা আবৃত্তির সুরে পড়া হয়। তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

হাদীস নং- ১৬৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.)

---

২৬৯. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুননুত তিরমিযী*, খ. ৭, পৃ. ২৯১।

বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– হুজাইফা (রা.) বলেন, তিনি নবী করিম (স.)-এর সঙ্গে সালাত পড়েছেন। তিনি রুকুতে গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়তেন এবং সিজদায় গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى পড়তেন। যখন তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখনই তিনি আজাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন পড়া বন্ধ করে আজাব থেকে পানাহ চাইতেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৮৭১।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে সহীহ।[২৭০]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি একটি ফে'য়লি (রসূল স.-এর কাজমূলক) হাদীস। ১৬৭ নং হাদীসটির মতো ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

হাদীস নং- ১৬৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ : يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন বুকাইর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান পেতে শুনেন না যত না শুনেন নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। রাবী বলেন, এর অর্থ (সুস্পষ্ট করে) আওয়াজের সঙ্গে কুরআন পাঠ করা।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৭৩৫।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৭২ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

---

২৭০. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ*, খ. ২, পৃ. ৩৭১।

হাদীস নং- ১৭০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– সে আমাদের দলের নয় যে সুর করে কুরআন পড়ে না।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭০৮৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৭২ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

হাদীস নং- ১৭১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) সাঈদ বিন আবী সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিত্রয় আবূল ওয়ালীদ আত-তয়ালিসী (রহ.), কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) ও ইয়াযীদ বিন খালিদ বিন মাওহিব আর-রামলী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* সাঈদ বিন আবী সাঈদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে সুর করে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের দলের নয়।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪৭১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম হাকিম (রহ.), ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) ও ইবন হিব্বান (রহ.)-এর মতে সহীহ। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)ও এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন।[২৭১]

২৭১. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু আবী দাউদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৯।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৭২ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

হাদীস নং- ১৭২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) উবায়দুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ‘আব্দুল আ'লা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু আবূ ইয়াযিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, একদা আবূ লুবাবাহ (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। যখন তিনি তার ঘরে ঢুকলেন, আমরাও তাতে ঢুকে পড়ি এবং দেখি, তিনি এমন লোক যার ঘরটি একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ এবং অবস্থাও অসচ্ছল। আমি তাঁকে বলতে শুনি, (তিনি বলেন)– আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে কুরআনকে মধুর সূরে পাঠ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনু আবূ মুলায়কাহকে বলি, হে আবূ মুহাম্মাদ! যদি কারো স্বরই শ্রুতিমধুর না হয়? তিনি বললেন, সাধ্যমতো সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করবে।

♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪৭৩।

♦ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ।[২৭২]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি এবং ১৬৯, ১৭০ ও ১৭১ নং হাদীস থেকে সরাসরি জানা যায়– মহান আল্লাহ এবং রসূল (স.), কুরআনকে সুর করে পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সুর দু’ধরনের গানের সুর ও আবৃত্তির সুর। হাদীস তিনটিতে সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট সুরের কথা না বললেও এটি যে আবৃত্তির সুর হবে তা নিম্নোক্ত উপায়ে বোঝা যায়–

১. পূর্বের সকল হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআনকে ভাব প্রকাশ করে পড়তে বলা হয়েছে। এটি শুধু আবৃত্তির সুরে উপস্থিত আছে।

---

২৭২. আলবানী, সহীহ আবী দাউদ, খ. ৫, পৃ. ২১২।

২. প্রথম হাদীসটিতে রাবী বলেছেন, সুর করে কুরআন পড়া বলতে বোঝায় সুস্পষ্ট আওয়াজের সঙ্গে কুরআন পাঠ করা। অর্থাৎ সুস্পষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করা। গানের সুরে– স্বরের চেয়ে সুরের গুরুত্ব সমান বা অধিক। আর আবৃত্তির সুরে– সুরের চেয়ে স্বরের গুরুত্ব অনেক বেশি।

তাই, হাদীস তিনটির আলোকে বলা যায়– কুরআনকে ভাব প্রকাশসহ সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে। ভাব প্রকাশ ছাড়া সুর করে তথা গানের সুরে নয়।

হাদীস নং- ১৭৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সাঈদ বিন উফাইর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন– জিব্রাইল (আ.) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়িয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং বার বার ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পাঠ করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য তিলাওয়াতের পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত আঞ্চলিক ভাষায় তিলাওয়াত করে পাঠ সমাপ্ত করলেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৭০৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৭৪ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

হাদীস নং-১৭৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ

عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি সাঈদ বিন উফাইর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ওমর ইবনু খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনুল হাকীম (রা.)-কে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় সুরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার কিরাত শুনেছি। তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পাঠ করেছেন; অথচ রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, তবে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাঁদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সুরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রসূল (স.)-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রসূল (স.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল স.!) আপনি আমাকে সুরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রসূল (স.) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম! তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে ওমর! তুমিও পড়ো। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ করো।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৭০৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়–

১. জিব্রাঈল (আ.) সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে রসূল (স.)-কে শুনিয়েছেন।
২. রসূল (স.) সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে সাহাবীগণকে শুনিয়েছেন।
৩. সাহাবীগণ সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন।

হাদীসটি অনুযায়ী তাই বলা যায়– সাতটি আঞ্চলিক আরব উচ্চারণে কুরআন পড়া সিদ্ধ।

হাদীস নং- ১৭৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ : كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ : {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة : ١] يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি আমর বিন আসিম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– সনদের ২য় ব্যক্তি, তাবেয়ী কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– রসূলুল্লাহ (স.)-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিল? তিনি বললেন, সেখানে মদ (টান) ছিল। অতঃপর আনাস (রা.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন (এবং) টানলেন বিসমিল্লাহ-তে, রহমান-এ এবং রাহীম-এ।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৭৫৯।
◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, রসূল (স.) কুরআন পড়ার সময় মদ্দের অক্ষরের বা চিহ্নের স্থানে টেনে পড়তেন। কিন্তু সেই টানের সময়ের একক (Unit) কী হবে, তা তিনি কখনও বলেননি। তাই কুরআন তেলাওয়াতে টান দেওয়ার সময় টানের একক হিসেবে যার যা ইচ্ছা ধরতে পারে। কিন্তু টানের পরিমাণ বাড়ানোর সময় ঐ এককের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

টানের ক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় হলো–

১. তিন বা চার আলিফ টান শুধুমাত্র কুরআনের তেলাওয়াতকে শ্রুতিমধুর করার জন্য। এতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।
২. এক আলিফ টানে কখনও কখনও অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।
৩. তিন বা চার আলিফ টানের মাত্রা যেন এতো বেশি না হয় যে– তা গানের সুরে পরিণত হয়।

হাদীস নং- ১৭৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبِي دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুসলিম ইবন ইবরাহীম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরাআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।

- ◆ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪৫৬।
- ◆ আলবানী রহ. বলেন– এই হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।[২৭৩]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে।

২. একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে কুরআন পড়ার পদ্ধতি কুরআন, সুন্নাহ ও আকল তথা ইসলাম পরিপন্থি পদ্ধতি।

৩. সাতটি আরবী আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয বা সিদ্ধ।

৪. তিন বা চার আলিফ টানের মাত্রা যেন এতো বেশি না হয় যে– তা গানের সুরে পরিণত হয়।

---

২৭৩. আলবানী, *সহীহ সুনানু আবী দাউদ*, খ. ৫, পৃ. ১৯৫

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১৫ : যে আমল/বিষয় কুরআনে সরাসরি নেই সেটি ইসলামের মৌলিক আমল/বিষয় নয়

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

দৃষ্টিকোণ-১ : আল্লাহ তা'য়ালার কর্মপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ
কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণের বাস্তব কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মুখস্থ এবং লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। কিন্তু সুন্নাহর (হাদীস) ব্যাপারে ঐ ধরনের কোনো ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা নেননি। হাদীস প্রকৃত অর্থে লেখা হয়েছে রসূল (স.)-এর ওফাতের প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছর পরে ৫ থেকে ৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসার পর।

মৌলিক আমল হলো এমন বিষয় যার একটি বাদ গেলে মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হয়। তাই, কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণে আল্লাহ তা'য়ালার কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজের তালিকা আল কুরআনে আছে।

দৃষ্টিকোণ-২ : ম্যানুয়ালের উদাহরণের দৃষ্টিকোণ
বর্তমানে সকল কোম্পানি বিক্রি করা জটিল যন্ত্রের সাথে একটি ম্যানুয়াল পাঠায়। ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটির সকল মৌলিক অংশের নাম ও সকল মৌলিক পরিচালনা পদ্ধতি। অন্যদিকে অমৌলিক অংশের নাম ও পরিচালনা পদ্ধতি থাকে না।

সর্বজ্ঞানী আল্লাহ কর্তৃক মানুষের জন্য পাঠানো ম্যানুয়াল বা মূলগ্রন্থ হলো কুরআন। তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনে উপস্থিত থাকার কথা ইসলামের সকল মৌলিক আমলের নাম ও তাদের মৌলিক বাস্তবায়ন পদ্ধতি। অন্যদিকে কুরআনে ইসলামের অমৌলিক আমলের নাম ও তাদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি উল্লেখ থাকার কথা নয়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

........وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.........

অনুবাদ : ... ... আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ। ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৮৯)

আয়াত-২

... مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ...

অনুবাদ : ... আমরা কিতাবে কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।...

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দু'টি আয়াতে ইতিবাচক (Positive) এবং নেতিবাচক (Negative)-ভাবে উপস্থাপন করে মহান আল্লাহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। তথ্যটি হলো– তিনি কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের সকল বিষয় তথা সকল মৌলিক ও অমৌলিক আমল জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুধু তাহাজ্জুদ সালাত বাদে ইসলামের কোনো অমৌলিক আমলের কথা কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই। আর তাহাজ্জুদ সালাত রাখার কারণ হলো তাহাজ্জুদ সালাত রসূল (স.)-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল।

তাই, আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা হলো– ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজ আল কুরআনে সরাসরি উল্লেখ আছে। আর সকল অমৌলিক আমলের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– রসূলের আনুগত্য করো বা রসূল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো ইত্যাদি ধরনের বাক্যের মাধ্যমে। সকল অমৌলিক আমল কুরআনে সরাসরি উল্লেখ থাকলে মানুষ ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক আমলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারত না। ফলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হতো। কারণ, কোনো কর্মকাণ্ডের একটি মৌলিক আমল বাদ রেখে সকল অমৌলিক আমল করলেও কর্মকাণ্ডটি আংশিক নয় শতভাগ ব্যর্থ হয়।

তাই আয়াত দু'টির শিক্ষা হলো– ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজ আল কুরআনে সরাসরি উল্লেখ আছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে আমলের কথা কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ আমল নয়। নির্ভুল হাদীসে থাকলে সেটি হবে ইসলামের অমৌলিক আমল।

আয়াত-৩

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.

অনুবাদ : তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে

কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'টির মাধ্যমে জানা যায়– কুরআনের একটি বিষয়েও ঈমান না আনলে ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই, আয়াত দু'টির বক্তব্য হলো কুরআনের একটি বিষয়ও না জানলে ও বিশ্বাস না করলে ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। এ অবস্থা শুধু মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে সত্য। তাই, আয়াত দু'টির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মূল বিষয়গুলো নিয়ে কুরআন আবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) আমল।

আয়াত-৪ (আয়াতগুচ্ছ)

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَه ، فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

অনুবাদ : হিদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা ফিরে যায়, শয়তান তাদের জন্য ঐ ধরনের আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্খার ধারা দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটি এজন্য যে তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয় অস্বীকারকারীদের বলে– কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো। আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে? এটি এজন্য যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে অপছন্দ এবং অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে পছন্দ করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদের সকল আমল বিনষ্ট করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত চারটি থেকে জানা যায়– কুরআনের একটিও করণীয় আমল পালন না করলে বা নিষিদ্ধ বিষয় পালন করলে ব্যক্তি মানুষের সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ অবস্থা শুধু মৌলিক আমলের ব্যাপারে সত্য। তাই, আয়াত দু'টির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মূল বিষয়গুলো নিয়ে কুরআন আবর্তিত হয়েছে সেগুলো ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) আমল।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে–

১. ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল তথা ফরজ ও হারাম কাজের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ তালিকা আল কুরআনে সরাসরি উল্লিখিত আছে।

২. যে আমলের কথা কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই তা ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজ নয়। নির্ভুল হাদীসে থাকলে সেটি হবে ইসলামের অমৌলিক আমল।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ১৭৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে, তবে সে যেন সেটা মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩২৭৪
- ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি মাক্কী জীবনের হাদীস। মাদানী জীবনে রসূল (স.) হাদীস লেখার অনুমতি দিয়েছেন। হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) মাক্কী জীবনে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। এমনকি কেউ হাদীস লিখলে তা মুছে ফেলতে বলেছেন। অথচ কুরআন, প্রথম থেকেই লেখা ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি নিয়েছিলেন।

রসূল (স.)-এর প্রথম দিকে হাদীস লিখতে নিষেধ করার কারণ ছিল কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হতে না দেওয়া। আর তিনি এ নিষেধাজ্ঞা বলবত রেখেছিলেন, বক্তব্যের ধরন দেখে সাহাবীগণের কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বুঝতে পারার যোগ্যতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত। কারণ, কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হয়ে গেলে মুসলিমরা ফরজ ও হারাম এবং মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয় পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তাদের আমলে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাবে। এর ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

হাদীস নং- ১৭৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ 'حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল অ'লা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০৩
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির তথ্যটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য রসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা শুরু করেছেন। রসূল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি শোনা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। আর রসূল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য। অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস।

তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসূল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে, তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

'হাদীস' ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রসূল (স.) যাদের সামনে এ কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরব ও সাহাবী। তাহলে রসূল (স.) কেন এ কথাটি বলেছেন তা সকল যুগ, বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

রসূল (স.)-এর সময় হাদীস জানার একমাত্র উপায় ছিল শোনার মাধ্যমে জানা। সাহাবাগণ অধিকাংশ হাদীস জেনেছেন অন্য একজন সাহাবীর কাছ থেকে শোনার মাধ্যমে। আর বর্তমান যুগের মুসলিমরা যে সকল গ্রন্থ পড়ে হাদীস জানছেন তা হলো রসূল (স.)-এর কথার ৫-৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসা শোনা কথার লিপিবদ্ধ রূপ। আর হাদীস প্রকৃতভাবে লেখা হয়েছে রসূল (স.)-এর ওফাতের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর।

অন্যদিকে অধিকাংশ হাদীস হলো ভাব বর্ণনা। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর কথা শোনার পর ব্যক্তি যা বুঝেছেন সেটি তার ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আমাদের গবেষণায়– কোনো সাহাবীর বলা, একই বক্তব্য (মতন) সম্বলিত হাদীসের একাধিক গ্রন্থে থাকা বর্ণনায় অথবা বিভিন্ন সাহাবীর বলা, একই বক্তব্য (মতন) সম্বলিত হাদীসের একটি গ্রন্থে থাকা বর্ণনায়, শব্দ একই পাওয়া যায়নি। এ তথ্য প্রচলিত অধিকাংশ হাদীস ভাব বর্ণনা হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ। ভাব বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। আবার দুষ্ট লোকেরা বানানো সনদ (বর্ণনাসূত্র) জুড়ে দিয়ে অসংখ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন এটি ইতিহাস স্বীকৃত।

তাই রসূল (স.)-এর এ হাদীসটি বলার দু'টি প্রধান কারণ হলো–

১. মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (ফরজ ও হারাম) এবং অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ (মুস্তাহাব ও মাকরূহ) আমল/কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার দরুন জীবন ব্যর্থ হওয়া।
২. অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা মৌলিক ভুল বা মিথ্যা হাদীস ধরতে না পারার দরুন জীবন ব্যর্থ হওয়া।

তাই, হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

হাদীস নং- ১৭৯

أخرج الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنْ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ

حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন।** তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯০৬ ।
- হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত তথ্য ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

***'যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন'* অংশের ব্যাখ্যা :** বক্তব্যটির অর্থ এটি নয় যে, কুরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন হাদীস, ফিকহ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করা যাবে না। কারণ, কুরআন ও রসূল (স.)-এর অন্য হাদীসে এ বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন করতে বলা হয়েছে। তাই এ কথার অর্থ হবে, অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করা যাবে, তবে সে জ্ঞানার্জন করতে হবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করার পরে বা কুরআনের জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে। কারণ, কেউ যদি শুধু অন্য গ্রন্থ পড়ে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে, তবে সে–

- জীবনের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে সে মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় আমল করবে। তাই, তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।
- অন্যগ্রন্থে কোনো ভুল তথ্য থাকলে সেটি সে বুঝতে বা ধরতে পারবে না।

কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় তথা সকল ফরজ ও হারাম আমল উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে বিষয় কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক আমল তথা ফরজ ও হারাম আমল নয়।

তাই, হাদীসটির এ অংশের আলোকে বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

***'কুরআন স্থায়ী পথের দিকনির্দেশনা দানকারী'* অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :** যে গ্রন্থে একটি কর্মকাণ্ডের একটিও মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ কাজ অনুপস্থিত থাকে সে গ্রন্থকে ঐ কর্মকাণ্ডের স্থায়ী পথনির্দেশিকা বলা সঠিক কথা নয়। তাই, হাদীসটির এ অংশের আলোকেও বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লেখ রয়েছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

***'যা (কুরআন) দিয়ে ধোঁকা খায় না'* অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :** যে গ্রন্থে একটি কর্মকাণ্ডের একটিও মৌলিক করণীয় বা নিষিদ্ধ কাজ অনুপস্থিত থাকে সে গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করলে মানুষ ধোঁকা খায় না বলা সঠিক কথা নয়। তাই, হাদীসটির এ অংশের আলোকেও বলা যায়– কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ আমল/কাজ তথা সকল ফরজ ও হারাম কাজ উল্লিখিত আছে। অন্যকথায়– যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ তথা ফরজ ও হারাম কাজ নয়।

হাদীস নং- ১৮০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিনি 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর ইবনিল 'আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে 'ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু 'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে 'ইলম' উঠিয়ে নেওয়া হবে। যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বিবেকহীন ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে, তারা না জানা বিষয়েও সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১০০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

***'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না'* অংশের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

***'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে 'ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে'* অংশের ব্যাখ্যা :** কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানী আলিম না থাকার কারণে। এটি ঘটবে ষড়যন্ত্রকারীদের দিয়ে জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞানার্জনের নীতিমালা পরিবর্তন করে দেওয়ার করণে। পরিবর্তনটি এতো গভীর হবে যে– ঐ তালিকা ও নীতিমালার ভিত্তিতে যারা পড়াশুনা করবে তারা কুরআন তথা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হবে।

***'যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদের মাথা বানিয়ে নেবে'* অংশের ব্যাখ্যা :** মানুষের মাথা হলো জ্ঞানের আধার। কারণ, মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) থাকে জ্ঞান। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– যখন

কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে।

***'অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে'* অংশের ব্যাখ্যা :** ভুল উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যক্তিদের কাছে কোনো ফতওয়া জানতে চাইলে, তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

***'বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে'* অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :** ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা–

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।
২. অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।

তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে দু'ভাবে–

১. বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লেখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে।
২. মানুষের করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারার মাধ্যমে।

হাদীসটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকলে, ইবলিস ও দোসরদের ষড়যন্ত্রে পড়ে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। আর এর মূল কারণ হলো, কুরআনের জ্ঞান না থাকলে–

১. মানুষের ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় দুর্বলতা থাকবে।
২. মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পার্থক্য করতে পারবে না।

হাদীস নং- ১৮১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর ইবনিল 'আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মানুষের কাছ থেকে 'ইলম ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি 'আলিম সম্প্রদায়কে কবয করে 'ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন একজন 'আলিমও থাকবে না, তখন মানুষেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৭১।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৮০ নং হাদীসটির অনুরূপ।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ সকল হাদীসের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে–

১. ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা ফরজ ও হারাম কাজের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ তালিকা আল কুরআনে সরাসরি উল্লিখিত আছে।

২. যে আমলের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই তা ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা ফরজ ও হারাম আমল/কাজ নয়। নির্ভুল হাদীসে থাকলে সেটি হবে ইসলামের অমৌলিক আমল।

পরিচ্ছেদ-৩ : কুরআনের জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১৬ : ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে কুরআনের সঠিক শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানী হারিয়ে যাওয়া এবং সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে–

১. কুরআন নির্ভুল।
২. কুরআনের আরবী অক্ষর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।
৩. ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় আল কুরআনে প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে।
৪. ইবলিসের ১নং কাজ হলো মানুষকে তার কিতাবে উল্লিখিত জীবন পরিচালনা করার স্থায়ী পথ থেকে বিপথে নেওয়া।

তাই, এটি আকল সম্মত যে ইবলিস ও তার দোসরদের মূল কাজ হবে– বিভিন্ন ধরনের তথ্যসন্ত্রাস বা ষড়যন্ত্র করে কুরআনের আয়াতের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা মানুষকে গ্রহণ করানো। অন্যদিকে সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ কর্তৃক কুরআনের কিছু আয়াতের অনিচ্ছাকৃত ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা হওয়াও স্বাভাবিক।

মুসলিম জাতি মাত্র ৫০০ থেকে ৭০০ বছর পূর্বে জীবনের সকল দিকে অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ মুসলিম জাতি জীবনের সকল দিকে অন্য সকল জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্য রকম পিছিয়ে। এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে– ইবলিস তার ১নং কাজে প্রায় শতভাগ সফল।

সুতরাং আকলের ভিত্তিতে সজহে বলা যায়, এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য বর্তমান মুসলিম জাতিকে–

১. সরাসরি কুরআন (ও হাদীস) অধ্যয়ন করে ইসলাম জানতে হবে। আর এ জন্য মূল ভাষায় বা অনুবাদগ্রন্থ অধ্যয়ন করে কুরআনের সরল অর্থ কয়েকবার পড়ে জেনে নিতে হবে। তারপর রিভিশন দিয়ে তা মনে রাখতে হবে।
২. কুরআনে উল্লিখিত উৎস ও নীতিমালা ব্যবহার করে যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করতে হবে।
৩. কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু আমাকে শাস্তি দান করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো। অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে (যথাযথভাবে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : অহংকার করে আদম (আ.)-কে সিজদা করার আদেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইবলিসকে শয়তান খেতাব ও শাস্তির ঘোষণা দেন তখন ইবলিস আয়াত দু'টিতে থাকা কথাগুলো বলে। ইবলিসের কথা থেকে বুঝা যায়– সে আদম সন্তানদের (মানুষকে) চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য জানা এবং মানা থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর শয়তানের চাওয়ার কারণে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত আয়ু দেন। আর বল প্রয়োগ নয়, ষড়যন্ত্র/ধোঁকার মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করার সুযোগ দেন।

আয়াত-২

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

অনুবাদ : আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, যদি হও তবে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন– জান্নাতের সব খাদ্য খাওয়া যাবে, তবে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা, ধারে কাছে গেলেও জালিম হিসেবে গণ্য হতে হবে।

আয়াত-৩

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর শয়তান তাদেরকে তথ্যসন্ত্রাস করলো/কুমন্ত্রণা দিলো, তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করে (এবং অন্যভাবে ক্ষতি)

করার জন্য বললো– তোমরা দুজনেই যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো, তাই তোমাদের রব এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটি (আ'রাফ/৭ : ১৯) হলো মানব জাতির আদি পিতা ও মাতার জন্য জান্নাতে বসবাস করতে দেওয়া– আল্লাহ তা'য়ালার প্রথম, স্পষ্ট ও সরাসরি আদেশ সম্বলিত আয়াত। আদেশটি ছিল– জান্নাতের সব খাদ্য খাওয়া যাবে তবে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা, ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না।

এ নির্দেশ জানার পর শয়তান তার ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। সে আল্লাহর স্পষ্ট ও সরাসরি আদেশের ভুল ব্যাখ্যা তৈরি করে। তারপর সেটিতে কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বললো– তোমরা দুজনেই ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা অমর হয়ে যাবে, তাই আল্লাহ তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। মানব জাতির আদি পিতা ও মাতা এ বানানো ব্যাখ্যার ধোঁকায় পড়ে ঐ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে– আল্লাহ তা'য়ালা কেন জান্নাতে এ ঘটনা ঘটতে দিলেন এবং কেন তা আল কুরআনে উল্লেখ করে রাখলেন। একটু ভাবলেই বুঝা যায়, এ ঘটনার বিবরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে তাদের দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। সে তথ্যটি হলো– তার পাঠানো কিতাবে উল্লেখ থাকা স্পষ্ট আদেশ, উপদেশ ও তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা করে শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে ভুল পথে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই, মানব জাতিকে এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

আয়াত-৪

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.

অনুবাদ : তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু; আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কিছুদিনের অবস্থান ও ভোগ্যসামগ্রী রয়েছে।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে ত্রুটি করে ফেলার কারণে মানব জাতির আদি পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে মন থেকে ক্ষমা চান। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন। তবে তাদেরকে পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে বলেন। সাথে সাথে এ কথাও জানিয়ে দেন শয়তান তাদের শত্রু হিসেবে সেখানেও থাকবে।

আয়াত-৫

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর যখন (যুগে যুগে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : সুরা আ'রাফের ২৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে গিয়ে বসবাস করতে বলেছিলেন এবং শয়তানও শত্রু হিসেবে সেখানে তাদের সাথে থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালার এ কথার পর মানব জাতির আদি পিতা-মাতা স্বাভাবিকভাবে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিলেন– ইবলিস শয়তান ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর স্পষ্ট আদেশের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে বিপথে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাই, তাদের সন্তানদেরকে, আল্লাহর কিতাবে থাকা আদেশ, উপদেশ ও তথ্যের ষড়যন্ত্রমূলক ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়ে বিপথে নেওয়া শয়তানের জন্য মোটেই কঠিন বিষয় হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির আদি পিতা-মাতার মনের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটিতে শয়তানের ঐ ষড়যন্ত্রকে কীভাবে প্রতিরোধ করতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– যুগে যুগে তাঁর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার স্পষ্ট তথ্য ধারণকারী কিতাব মানব জাতির কাছে যাবে। যারা যুগের জ্ঞানের আলোকে সে কিতাব সরাসরি অধ্যয়ন করবে এবং যে সকল উৎস ও নীতিমালার আলোকে সেখান থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে সেভাবে শিক্ষা নেবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে তাদের বিপথে যাওয়ার ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

আয়াত-৬

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ

অনুবাদ : আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন), হে জ্বিন সম্প্রদায় (জ্বিন শয়তানেরা), তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। তখন মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।

(সুরা আল আনআম/৬ : ১২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে শয়তানের বন্ধুরা থাকবে। তারা সকলে মিলে মানুষকে আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করবে এবং এর মাধ্যমে নিজেরা লাভবান হবে। আর ওপরে উল্লিখিত সুরা আ'রাফের ২০নং আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– আল্লাহর কিতাব থেকে মানুষদের দূরে নেওয়ার জন্য শয়তান ও তার মানব বন্ধুদের ষড়যন্ত্রের মূল পদ্ধতিটা হবে, আল্লাহর কিতাবে থাকা তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা তৈরি করা এবং কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে তা মানুষকে গ্রহণ করানো।

আয়াত-৭

إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অনুবাদ : যখন তাদের (আহলে কিতাব) বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ও রসূলের দিকে আসো, তারা বলে– আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষগণ সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ) সৎপথপ্রাপ্ত না হলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি আহলে কিতাবদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর মূল শিক্ষা আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুসারীদের জন্যও প্রযোজ্য। আয়াতটির একটি শিক্ষা হলো– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা বা অন্য কারণে পূর্বপুরুষদের করা কুরআনের কিছু আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিক নাও হতে পারে। তাই, আল্লাহর কিতাবের তাদের কৃত সকল অর্থ ও ব্যাখ্যাকে চিরসত্য বলে গ্রহণ করা সঠিক হবে না। আর তাই, যুগের জ্ঞানের আলোকে মুসলিমদের কুরআনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখতে হবে।

আয়াত-৮

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

অনুবাদ : রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, (কুরআন) মানবজাতির জন্য পথনির্দেশিকা এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন হলো সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য সত্য (নির্ভুল) এবং কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

আয়াত-৯

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই এর হিফাজতকারী।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজত করবেন তথা রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে দেবেন না। তাই, আয়াতটির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

আয়াত-১০

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

অনুবাদ : তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : এ ধরনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা তা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। ঐ চিন্তা-গবেষণা তিনি কোনো ব্যক্তি বা কালের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। তাই, কুরআন নিয়ে সকল যুগের প্রতিটি যোগ্য মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলোর আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। কিন্তু কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা শয়তান ও তার মানব দোসরদের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করা ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যার কারণে হারিয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে মুসলিমদের যা করতে হবে তা হলো–

১. সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে ইসলামের জ্ঞানার্জন করতে হবে।
২. কুরআনে উল্লেখ থাকা নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (পরে আসছে) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহকে (কুরআন, সুন্নাহ ও আকল) যথাযথভাবে ব্যবহার করে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে হবে।
৩. যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে হবে এবং কয়েক বছর পর পর তার সংস্করণ বের করতে হবে।
৪. কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াব এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ, ষড়যন্ত্রকারীদের কর্তৃক হারিয়ে দেওয়া এ তথ্যটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ১৮২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ : كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا . وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ

وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ : فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ : أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ : صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ : الْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন– **এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।** যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কাছ হতে কীভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শেখাবো।

তিনি বললেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে? জুবাইর (রা.) বললেন, তারপর আমি 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবূ দারদা (রা.) কী বলেছেন তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা (রা.) যা বলেছেন, তা আমি তার কাছে বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা (রা.) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বস্তুটি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৭৪]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে থাকা রসূল (স.)-এর বক্তব্য, 'দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে?' থেকে বুঝা যায় কুরআনের আরবী আয়াত অবিকৃত থাকবে। কিন্তু তার শিক্ষা হারিয়ে যাবে। তাই, হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা হবে–

---

২৭৪. আলবানী, *সহীহ সুনানু আবী দাউদ*, খ. ৫, পৃ. ১৯৫।

'এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে' **অংশের ব্যাখ্যা :** এক সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের সরিয়ে দেবে। অর্থাৎ এক সময়ে ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে মুসলিমরা কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা হারিয়ে ফেলবে।

'এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না' **অংশের ব্যাখ্যা :** ষড়যন্ত্রকারীরা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কুরআনে উল্লেখ থাকা উৎসের তালিকা এবং সে উৎসসমূহ ব্যবহারের নীতিমালা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেবে যে– মুসলিমদের কুরআন পড়েও কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

হাদীস নং- ১৮৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَقَالَ : ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى، يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا؟

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, এটা ইলম (কুরআনের শিক্ষা) বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সময়ের কথা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ইলম কীভাবে বিলুপ্ত হবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানদের তা পড়াই এবং আমাদের সন্তানরাও তাদের সন্তানদের কিয়ামত পর্যন্ত তা শিক্ষা দেবে। তিনি বলেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক! আমি তোমাকে মদীনার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করতাম। এই যে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা কি তাওরাত ও ইনজীল পড়ে না? কিন্তু তারা তো এ দু'টি কিতাবে যা আছে (তা থেকে সঠিক শিক্ষা নেয় না এবং) তদানুযায়ী 'আমল করে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৪০৪৮।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৭৫]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয়েআল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

২৭৫. আলবানী, সহীহ ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৩৭৭।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে ১৮২ নং হাদীসে থাকা 'ইলম উঠিয়ে নেওয়া' কথাটির স্থানে 'ইলম বিলুপ্ত হয়ে যাবে' বলা হয়েছে। তবে এর ব্যাখ্যা ১৮২ নং হাদীসটির ব্যাখ্যার অনুরূপ হবে।

হাদীস নং- ১৮৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১০০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

***'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না'* অংশের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

***'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে'* অংশের ব্যাখ্যা :** কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানধারী আলিম না থাকার কারণে। এটি ঘটবে ষড়যন্ত্রকারীদের দিয়ে জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞানার্জনের নীতিমালা পরিবর্তন করে দেওয়ার কারণে। পরিবর্তনটি এতো গভীর হবে যে– ঐ তালিকা ও নীতিমালার ভিত্তিতে যারা পড়াশুনা করবে তারা কুরআন তথা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী হবে না।

***'যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদের মাথা বানিয়ে নেবে'* অংশের ব্যাখ্যা :** মানুষের মাথা হলো জ্ঞানের আধার। কারণ, মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) থাকে জ্ঞান। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে।

মানব শরীরে বেইনের অবস্থান

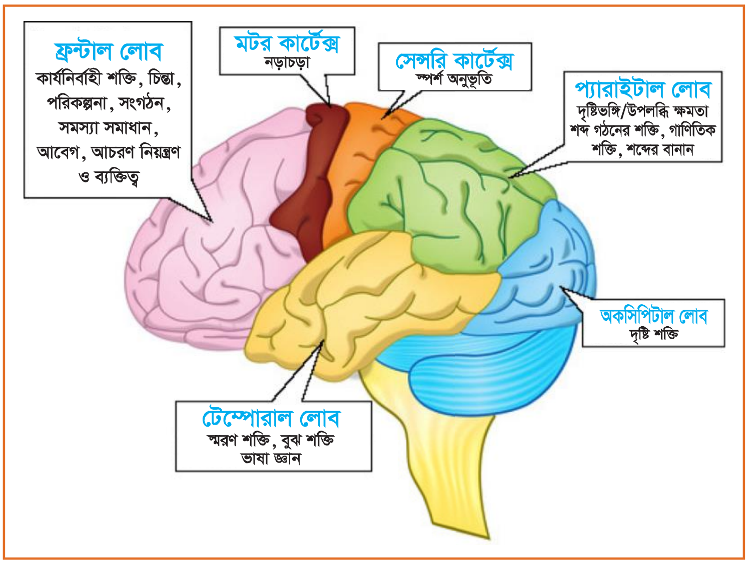

মানব বেইনের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক ও কাজ

***'অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে'* অংশের ব্যাখ্যা :** ভুল উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যক্তিদের কাছে কোনো ফতওয়া জানতে চাইলে, তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

***'বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে'* অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :** ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা–

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।
২. অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।

তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে দু'ভাবে–

১. বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লেখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে।
২. মানুষের করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারার মাধ্যমে।

হাদীস নং- ১৮৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবনিল সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মানুষের কাছ থেকে 'ইলম ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি 'আলিম সম্প্রদায়কে কবয করে 'ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন একজন 'আলিমও থাকবে না তখন মানুষেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৭১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৮৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ‘উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হারামালাহ ইবন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ‘উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমাকে ‘আয়িশা (রা.) বললেন, হে আমার বোনের ছেলে! আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্র (রা.) আমাদের সাথে হজ্জব্রত পালনে এসেছেন। তাঁর সাথে তুমি দেখা করে প্রশ্ন করো। কেননা, নবী (স.) থেকে তিনি বহু জ্ঞানার্জন করেছেন। তিনি (‘উরওয়াহ্) বলেন, এমন সময় আমি তাঁর সাথে দেখা করে এমন বহু ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম, যা তিনি রসূলুল্লাহ (স.) হতে উল্লেখ করেছেন। ‘উরওয়াহ্ (রহ.) বলেন, যা তিনি আলোচনা করেছিলেন সে সকল বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল এই যে, নবী (স.) বলেছেন– আল্লাহ তা‘আলা মানুষের কাছ থেকে ইলম কেড়ে নেবেন না। তবে তিনি ‘আলিমদের উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। সুতরাং তাদের সাথে ‘ইল্মও উঠে যাবে। আর যখন মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। তারা না জেনে-শুনে মানুষদের ফাতওয়া দেবে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৭৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৮৪ নং হাদীসটির অনুরূপ

হাদীস নং- ১৮৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَارِمِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ أخبرنا محمد بن الصلت ثنا أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال: هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ العِلْمِ؟ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ.

অনুবাদ : *ইমাম আদ-দারেমী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আস-সালাত থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন– তোমরা কি জানো ইলম কীভাবে বিলুপ্ত হবে? আমরা বললাম– না। তিনি বললেন– আলিমদের বিলুপ্তির মাধ্যমে।

- ♦ আদ-দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস ন-২৪৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৭৬]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৮৪ নং হাদীসের 'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যার অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৮৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি শাইবান ইবন ফাররুখ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন হলো 'ইলম উঠে যাওয়া, আকলের বিপরীত কথা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, মদ্যপান ও যিনার প্রসার ঘটা।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৫৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম দুটি হলো–

১. প্রকৃত আলিম না থাকা। আর এর কারণ ১৮৪ নং হাদীসটিতে বলা হয়েছে।
২. আকলের বিপরীত কথা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

---

২৭৬. হুসাইন সুলাইম আসাদ (তাহকীক), সুনানুদ দারেমী, খ. ১, পৃ. ৯০।

হাদীস নং- ১৮৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبِي قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ ওয়ায়িল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন নুমাইর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ ওয়ায়িল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি 'আবদুল্লাহ ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর সাথে বসে ছিলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কিয়ামাতের সন্নিকটকালে এমন কিছু সময় আসবে যখন 'ইল্ম তুলে নেওয়া হবে। সে সময় আকলহীনতা নেমে আসবে এবং 'হার্জ' বৃদ্ধি পাবে। 'হার্জ' মানে হত্যা।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৫৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৮৮ নং হাদীসের অনুরূপ।

হাদীস নং- ১৯০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ : الْقَتْلُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হারমালাহ ইবন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কিয়ামাত সন্নিকটবর্তী হলে 'ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, মিথ্যা কথা প্রসার লাভ করবে, কৃপণতা বেড়ে যাবে এবং 'হার্জ' বৃদ্ধি পাবে। লোকেরা বলল, 'হার্জ' কী? তিনি বললেন, কতল (হত্যা)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৬৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

উপ-পরিচ্ছেদে এ পর্যন্ত উল্লিখিত হাদীসের সম্মিলিত শিক্ষা

১. কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

২. ষড়যন্ত্রকারীরা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা বদলিয়ে দেবে।

৩. একসময় জ্ঞানের উৎস ও জ্ঞানার্জনের নীতিমালা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে যে মুসলিমরা কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে।

৪. যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে। তারা ভুল ফতওয়া (রায়) দিয়ে সমাজকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ইত্যাদিতে ভরে ফেলবে।

হাদীস নং- ১৯১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন– **উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়।** কেননা, **যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৬৫৪।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াত হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য। একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি রূপ হতে পারে– বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তাই, হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস নং- ১৯২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ".

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[২৭৭]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১৯১ নং হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস নং- ১৯৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ : نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) যাইদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের কাছ হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– **আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল**

২৭৭. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ১৫৭

করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের জ্ঞানের তুলনায় অধিক জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৬।
- ♦ ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ বলেছেন। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৭৮]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পরের প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের প্রজন্মের মানুষের ঐ বিষয়ে জ্ঞান না থাকতে পারে।

এটি, ১৯১ ও ১৯২ হাদীস তিনটির সম্মিলিত ব্যাখ্যা : পরের যুগ বা প্রজন্মের কেউ কেউ পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের থেকে অনেক ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যকে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

উপ-পরিচ্ছেদের সকল হাদীসের সম্মিলিত শিক্ষা

১. কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।
২. ষড়যন্ত্রকারীরা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা বদলিয়ে দেবে।
৩. একসময় জ্ঞানের উৎস ও জ্ঞানার্জনের নীতিমালা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে যে মুসলিমরা কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে।
৪. যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে। তারা ভুল ফতওয়া (রায়) দিয়ে সমাজকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ইত্যাদিতে ভরে ফেলবে।

এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে মুসলিমদের যা করতে হবে–

১. সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে ইসলামের জ্ঞানার্জন করতে হবে।
২. কুরআনে উল্লেখ থাকা নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহকে (কুরআন, সুন্নাহ ও আকল) যথাযথভাবে ব্যবহার করে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বুঝতে বা উদ্ঘাটন করতে হবে।
৩. কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে হবে যুগের জ্ঞানের আলোকে এবং কয়েক বছর পর পর তার সংস্করণ বের করতে হবে।

---

২৭৮. আলবানী, *সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ১৫৬।

পরিচ্ছেদ-৪ : সুন্নাহর জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১ : সুন্নাহ (হাদীস) থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের মূলনীতি

কুরআনের জ্ঞানার্জনের নীতিমালার মতো হাদীস থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের নীতিমালা বিষয়ক অনেক তথ্য কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য) ও হাদীসে (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য) উল্লিখিত আছে এবং আকলের (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য) ভিত্তিতেও তা সহজে বুঝা যায়। ঐ নীতিমালা না জেনে কেউ যদি হাদীসের জ্ঞানার্জন করে তবে সে কখনো হাদীস থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। আর ঐ জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করলে ব্যক্তি ও মানবতার চরম অকল্যাণ হবে।
আমাদের গবেষণা অনুযায়ী সুন্নাহ (হাদীস) থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের মূলনীতি চারটি–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বিষয়টির ব্যাপারে হাদীসের চূড়ান্ত রায় জানতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

মূলনীতিগুলো সঠিক হওয়ার প্রমাণ

মূলনীতি-১ : সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না

এ মূলনীতিটির সমর্থনকারী কুরআন ও হাদীস এবং আকলের তথ্য উল্লিখিত আছে অত্র পরিচ্ছেদের ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে (কুরআনের বিপরীত কথা ও কাজ সুন্নাহ/হাদীস নয়)।

মূলনীতি-২ : একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বিষয়টির ব্যাপারে হাদীসের চূড়ান্ত রায় জানতে হবে

রসূল (স.) একটি বিষয়ের একটি দিক এক হাদীসে এবং অন্যদিক আরেক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাই হাদীস থেকে একটি বিষয় জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ বিষয়ের একটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

হাদীস নং- ১৯৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ : مَهْلًا، لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ، وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* সুনাবিহী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। সুনাবিহী বলেন, উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন আমি তার কাছে গেলাম, (তাকে দেখে) আমি কেঁদে ফেললাম। এ সময় তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, থামো, কাঁদছো কেন? আল্লাহর কসম! আমাকে যদি সাক্ষী বানানো হয়, আমি তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবো, আর যদি সুপারিশ করার অধিকারী হই তবে তোমার জন্য সুপারিশ করবো। আর যদি তোমার কোনো উপকার করতে পারি, নিশ্চয় সেটাও করবো। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এ যাবৎ আমি রসূলুল্লাহ (স.) থেকে যে সকল হাদীস শুনেছি, যার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে, তা আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি। কিন্তু একটি মাত্র হাদীস (যা এতদিন আমি তোমাদেরকে বলিনি) আজ এখনই তা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো। কেননা বর্তমানে আমি মৃত্যুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।'

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৫১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বক্তব্য থেকে জানা যায়– ঈমানের ঘোষণা দিলে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। তবে এখানে ঈমানের সাথে আমল লাগবে কি লাগবে না তা বলা হয়নি। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে জানাযা অধ্যায়ে নতুন পরিচ্ছেদ লেখার শুরুতে ওহাব বিন মুনাব্বিহ-এর যে বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন–

وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ : أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِفْتَاحُ الجَنَّةِ؟ قَالَ : بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

"ওহাব বিন মুনাব্বেহ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'- এই কালেমা কি বেহেশতের চাবি নয়? (সুতরাং আপনি আমলের জন্যে এত তাকিদ করেন কেন?)। উত্তরে তিনি বললেন, 'নিশ্চয় (এটা চাবি)। কিন্তু প্রত্যেক চাবিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা চাবি (আমলওয়ালা ঈমান) নিয়ে যাও, তবেই (বেহেশতের দরোজা) তোমার জন্যে খোলা হবে। অন্যথায় তা তোমার জন্যে খোলা হবে না।"

তাহলে ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়, ঈমানের সাথে যথাযথ আমল না থাকলে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।

হাদীস নং- ১৯৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ."

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবা বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– মুনাফিকের নিদর্শন (প্রমাণ) তিনটি, সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৫৩৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং খিয়ানাত করাকে মুনাফিক তথা ঈমান না থাকার প্রমাণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসটি অনুযায়ী ঈমানের সাথে যথাযথ আমল না থাকলে সে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ তিনটি হাদীসের বক্তব্য একসাথে করলে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো– ঈমান এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে সে ঈমান ব্যক্তিকে জান্নাতে নিতে পারবে না। কুরআন, অন্যান্য সনদ ও মতন সহীহ হাদীস এবং আকল অনুযায়ী এ কথাটি সঠিক। এ বিষয়টি নিয়ে সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনের যথাযথ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তাই সহজে বলা যায়– কুরআন, হাদীস এবং আকল অনুযায়ী আলোচ্য মূলনীতিটি সঠিক।

মূলনীতি-৩ : হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিমের) রায়ের বিরোধী হবে না

মূলনীতিটির বিষয়ে আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

হাদীস (সুন্নাহ) ও আকল এ উৎস দু'টি আল্লাহ (মালিক) থেকে আসা। তাই, আকল অনুযায়ী– এ দুয়ের মধ্যে মিল বেশি থাকবে। অমিল থাকবে না বা থাকলেও খুব কম থাকবে।

মূলনীতিটির বিষয়ে কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.

অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনবে না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। যেহেতু তাদের অধিকাংশই জাহিলীভাবে জীবন পরিচালনা করে।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : জাহিলীভাবে জীবন পরিচালনা করা কথাটির অর্থ হলো– জীবন পরিচালনার সময় আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– আকলকে ব্যবহার না করলে মানুষ ঈমান আনতে পারে না। এর কারণ হলো– ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। আর আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকল যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে ব্যক্তি জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন করতে পারে না। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। ফলে সে ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে না। রসূল (স.)-এর প্রকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনও নির্ভুল। তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– হাদীস, সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।

আয়াত-২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.

অনুবাদ : আর তিনি অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন তাদের ওপর যারা আকলকে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আকলকে যথাযথভাবে কাজে না লাগালে ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। তাই, এ আয়াতটির আলোকেও সহজে বলা যায়– সঠিক আকল তথা আকলে সালিমের রায় নির্ভুল। রসূল (স.)-এর প্রকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনও নির্ভুল। আর তাই, এ আয়াতের আলোকেও হাদীস সঠিক আকলের রায়ের বিরোধী হবে না।

আয়াত-৩

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা আকলকে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আকলকে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু বলে বিবেচিত হবে। কারণ, সে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক গুরুতর ভুল করবে। ফলে তার মাধ্যমে অতীব ক্ষতিকর জন্তুর চেয়ে মানুষের অনেক বেশি ক্ষতি হবে। তাই, আয়াতটির আলোকেও সহজে বলা যায়– প্রকৃত হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।

আয়াত-৪

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوْ بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ . وَقَالُوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحٰبِ السَّعِيرِ .

অনুবাদ : যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে– কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে– সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে– হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা আকলকে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামের অধিবাসী হতে হতো না।

(সুরা মূলক/৬ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কাফির বা অমুসলিমদের জাহান্নামে যাওয়ার একটি কারণ হবে আকলকে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো। কারণ, আকলকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারতো। ফলে তাদের আমলও সঠিক হতো। তাই, আয়াতটির আলোকেও সহজে বলা যায়– প্রকৃত হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।

আয়াত-৫

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ايٰتٌ مُحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِه ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِلَه إِلَّا اللهُ

অনুবাদ : তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো ‘অতীন্দ্রিয়’; অতঃপর যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ছড়ানো এবং (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্য; অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর অন্তর্নিহিত অর্থ (ব্যাখ্যা) জানে না।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে বলেছেন– কুরআনের আয়াত দু'ভাগে বিভক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (যার বক্তব্য ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝা যায়) ও অতীন্দ্রিয় (যার বক্তব্য ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝা যায় না)। তারপর বলেছেন অতীন্দ্রিয় আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ তথা ব্যাখ্যা শুধু তিনি জানেন। কোনো মানুষ জানে না।

তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ তথা ব্যাখ্যা মানুষ তাদের আকল দিয়ে বুঝতে পারবে। অন্যকথায় এ আয়াত অনুযায়ী– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে চিরন্তনভাবে মানুষের আকলের বাইরে থাকা কোনো বিষয় কুরআন তথা ইসলামে নেই। কিছু বিষয় বর্তমান জ্ঞানে বুঝতে না পারা গেলেও মানব সভ্যতার জ্ঞান বাড়লে তা বুঝা যাবে। তাই, এ আয়াতটির আলোকেও বলা যায়– প্রকৃত হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।

আল কুরআনে উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় বিষয় মাত্র কয়েকটি। যেমন– জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আরশ, হুর, গেলমান, নবী-রাসুলগণের মু'জিজা ইত্যাদি।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. প্রকৃত হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।
২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে চিরন্তনভাবে সঠিক আকলের বাইরের কোনো বিষয় কুরআন তথা ইসলামে নেই।
৩. ইসলামের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো চিরন্তনভাবে সঠিক আকলের (আকলে সালিম) বাইরে। এ বিষয়ের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি।

মূলনীতিটির বিষয়ে হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ১৯৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صَحِيْحِهِ' حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) নুওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* নাওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (অবস্থিত মনে) সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৬৮০।

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পাপ তথা ভুল কাজ করার পর মনে সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি পাপ তথা ভুল। তাই, হাদীসটির শেষের বক্তব্য থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা পাপ তথা ভুল বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা এই জ্ঞানের শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/বিবেক/বোধশক্তি/ Common sense।

হাদীসটির আলোকে তাই সহজে বলা যায়– সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায় নির্ভুল। সুতরাং প্রকৃত হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।

হাদীস নং- ১৯৭

رُوِيَ فِيْ 'مُسْنَدِ أَحْمَد ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অনুবাদ : *আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘মুসনাদে আহমাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, হে রসূল! গুনাহ কী? যে কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে (নিষেধ করবে) সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে।

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-২২২২০।

◆ শু'আইব আল-আরনাউত-এর মতে, এই হাদীসের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য ও সহীহ।[২৭৯]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার ‘আকল’ (বিবেক) জাগ্রত আছে। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– ‘আকল’ জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

---

২৭৯. শু'আইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৫, পৃ. ৪২৫।

যে বিষয়টি জাগ্রত থাকা বা না থাকার ওপর ঈমান নির্ভরশীল সেটি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর কারণ– ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। আর আকল যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে মানুষ জীবন সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানার্জন করতে ব্যর্থ হবে। ফলে তার ঈমান আনা হবে না বা ভুল জ্ঞানার্জনের ফলে ঈমান চলে যাবে। রসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনও নির্ভুল। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– প্রকৃত হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।

হাদীস নং- ১৯৮

رُوِيَ فِيْ 'مُسْنَدِ أَحْمَد '   حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وأَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ ، وَأَبْشَارُكُمْ ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ ، وَأَبْشَارُكُمْ ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ.

অনুবাদ : *আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শোনো তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) মেনে নেয় এবং যার প্রতি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি নরম হয়ে যায় (সম্মতি দেয়) এবং তোমরা দেখতে পাও তোমরা হাদীসটি (গ্রহণ করার) কাছাকাছি, তখন জেনে নেবে যে, তোমাদের চেয়ে আমি সেটির অধিক কাছে (সেটি আমার হাদীস)। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শোনো, তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যেটি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি অস্বস্তি বোধ করে এবং দেখতে পাও সেটি (গ্রহণ করা) থেকে তোমরা দূরে তখন জেনে নেবে যে, আমি তোমাদের চেয়ে সেটির অধিক দূরে। (সেটি আমার হাদীস নয়)।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬১০২ ।
- হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)।[২৮০] শায়খ শু'আইব আওরনাউত (রহ.) হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন।[২৮১]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

২৮০. আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ আল-কামিলাহ*, খ. ২, পৃ. ২৩১।
২৮১. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় মানুষের মনে একটি ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি আছে, যেটি হাদীস শুনলে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা বুঝতে পারে। মানুষের মনের এ ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তিই হলো– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল, বোধশক্তি, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটিতে তোমার আকল না বলে তোমাদের আকল বলা হয়েছে। অর্থাৎ আকলের সর্বসম্মত রায়ের কথা বলেছেন। তাই, এ হাদীসে আকলের সর্বসম্মত রায়কে রসূল (স.)-এর রায় তথা সুন্নাহর সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়– আকলের সর্বসম্মত রায় হলো নির্ভুল জ্ঞান। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– প্রকৃত হাদীস, সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।

হাদীস নং- ১৯৯

رُوِيَ فِيْ 'مُسْنَدِ أَحْمَد ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ .قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ : لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল; আর আমার ওপর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি (খুসানী রা.) বলেন : তখন রসূল (স.) একটু নড়ে-চড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যার দ্বারা তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা/গৃহপালিত গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৭৭৭৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৮২]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

২৮২. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদু আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৪, পৃ. ১৯৪।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা বৈধ কাজ করার পর মনে প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ এবং পাপ তথা অবৈধ কাজ কারার পর মনে অশান্তি ও অতৃপ্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা বৈধ বা ন্যায় ও অবৈধ বা অন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা সেই শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/বোধশক্তি/Common sense।

হাদীসটির 'যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়' অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষ ফতোয়া দিলেও আকলের বিরোধী কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া যাবে না। এ কথা থেকে বোঝা যায় আকল একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের উৎস। অর্থাৎ সঠিক আকলের রায় নির্ভুল। তাই প্রকৃত হাদীস, সঠিক আকলের (আকলে সালিম) বিপরীত হবে না।

হাদীস নং- ২০০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–* আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– ক্ষতিপূরণ, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।'

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়, সাহাবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল–

১. আল্লাহর কিতাব।

২. মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে।
৩. কিছু হাদীস।

হাদীসটি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেওয়া হয়েছে– কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense। তাই, সহজে বলা যায়- প্রকৃত হাদীস, সঠিক আকলের রায়ের বিরোধী হবে না।

হাদীস নং- ২০১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدارمي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.), শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল (বিবেক/বোধশক্তি /Common sense) ও সাধনা (Dedication)। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

- ♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৮৩]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

২৮৩. হুসাইন সুলাইম আসাদ (তাহকীক), সুনানুদ দারেমী, খ.১, পৃ. ১১৬।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আকল (বিবেক/Common sense) জ্ঞানের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। কারণ, এটি কুরআন জানা ও বোঝার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এ হাদীসটির ভিত্তিতে তাই, সহজে বলা যায়– প্রকৃত হাদীস, সঠিক আকলের রায়ের বিরোধী হবে না।

মূলনীতি-৪ : হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না

পরিচ্ছেদ ৬-এর উপ-পরিচ্ছেদ ১ (সার্বিকভাবে ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা)-এ উল্লিখিত আকল, কুরআন এবং হাদীস থেকে জানা যায়, কুরআন, হাদীস ও আকল অনুযায়ী বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, ঐ সকল তথ্য অনুযায়ী কুরআন, হাদীস ও আকল এবং বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য সম্পূরক হবে। বিরোধী হবে না। তাহলে ঐ সকল তথ্য অনুযায়ী বলা যায়– হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

পরিচ্ছেদ-৪ : সুন্নাহর জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ২ : সুন্নাহর জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সুন্নাহ শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন একটি চিরসত্য তথ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনকে ব্যাখ্যা করার পর আবার রসূল (স.)-কে নিয়োগ দিয়েছেন কুরআনকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে কুরআন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই, আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– সুন্নাহর জ্ঞান, জ্ঞানী, শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অনুবাদ : আর তোমার প্রতি যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন (অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়/কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে। (সুরা আন-নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি মুহাম্মদ (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হবে তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

তাই, আয়াতটি অনুযায়ী সুন্নাহর জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সুন্নাহ শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। তবে সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, ঐ সকল দিকে সুন্নাহর জ্ঞানের গুরুত্ব ও মর্যাদা কুরআনের তুলনায় কম।

আয়াত-২

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

অনুবাদ : যে রসূলের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো।
(সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে যে– রসূল (স.)-এর আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহ তা'য়ালারই আনুগত্য করা। রসূল (স.)-এর আনুগত্য করতে হলে আগে তাঁর সুন্নাহ জানতে হবে। তাই, এ আয়াতটি অনুযায়ীও সুন্নাহর জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সুন্নাহ শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

আয়াত-৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করো এবং শোনার পর তোমরা তা (কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ/উপদেশ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বলে– শুনলাম অথচ তারা শোনে না।

(সুরা আল-আনফাল/৫ : ২০-২১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল (স.) তথা কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য করতে বলার পর আবার শোনার পর তাদের আদেশ বা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াত দু'টি অনুযায়ীও সুন্নাহর জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সুন্নাহ শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– সুন্নাহর জ্ঞান, জ্ঞানী, শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। তবে সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, ঐ সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহর জ্ঞানের গুরুত্ব ও মর্যাদা কুরআনের তুলনায় কম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২০২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ' أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ. ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। **নিশ্চয় একমাত্র সত্য (নির্ভুল) কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ।** আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। অতঃপর বলতেন– আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙুল তর্জনী ও মধ্যমার মতো (তর্জনী ও মধ্যমার মতো আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না)। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন– শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

- আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৮৪]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল (সত্য) কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশ থেকে জানা যায়া– মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন হলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবন সম্পর্কিত মূল ও একমাত্র প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস। আর সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস। কথাটি নিশ্চয়তাসহ বলা হয়েছে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস।

---

২৮৪. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুন নাসাঈ*, খ. ৪, পৃ. ২২২।

হাদীস নং- ২০৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صحيحه' حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি (স.) আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দু'টির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন।

তিনি (স.) আরও বলতেন– **অতঃপর নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ।** অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও বলতেন– আমি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের শব্দ ২০২ নং হাদীসটি থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও ব্যাখ্যা ও চূড়ান্ত শিক্ষা অভিন্ন। তাই, এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– সুন্নাহ হলো কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতির সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের উৎস।

হাদীস নং- ২০৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى" أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ আল-হাফিয (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের দিন মানুষদের সামনে খুতবা দিলেন; অতঃপর বললেন– হে মানুষেরা! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপথগামী হবে না।

- ♦ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-২০৮৩৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৮৫]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২০৫ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ২০৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ

---

২৮৫. মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আস-সুনানুল কুবরা (তাহকীক)* (বৈরুত : দারুল কুতুবির 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭১।

إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থেকো, নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, **তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর নবী (স.)-এর সুন্নাহ**। নিশ্চয় মুসলমান একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ◆ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং ৩১৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম হাকিমের মতে সহীহ।[২৮৬] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)ও এই মতকে সমর্থন করেছেন। [২৮৭]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ। তাই, এটি লক্ষাধিক সাহাবী সরাসরি রসূল (স.)-এর মুখ থেকে শুনেছেন। হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে– যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে, ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তি, শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। তবে ঐ সকল দিক দিয়ে সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা কুর'আনের থেকে অপেক্ষাকৃত কম হবে এটাই স্বাভাবিক।

হাদীস নং- ২০৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبِي دَاود رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ

---

২৮৬. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন (তা'লীক)*, খ. ১, পৃ. ১৭১।
২৮৭. আলবানী, *সহীহ অত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ১, পৃ. ১০।

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যা কিছু শুনতাম লিখে রাখতাম। মনে রাখার জন্যই আমি এরূপ করতাম। কুরাইশরা আমাকে সবকিছু লিখতে বারণ করলেন এবং বললেন– তুমি কি রসূলুল্লাহর (স.)-এর কাছ হতে শোনা সবকিছুই লিখে রাখো? তিনি তো একজন মানুষ, রাগ ও শান্ত উভয় অবস্থায় কথা বলে থাকেন। সুতরাং আমি লেখা স্থগিত রাখলাম। আমি এটা রসূলুল্লাহর (স.)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে বললেন– তুমি লিখে রাখো, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ হতে সর্বাবস্থায় সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৪৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৮৮]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূল (স.)-এর মুখ নিসৃত কথা সত্য তথা নির্ভুল। তাই প্রকৃত হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস নং- ২০৭

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل بن خالد عن عمرو بن شعيب : أن شعيبا حدثه و مجاهدا أن عبد الله بن عمرو حدثهم : أنه قال : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكِ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : عَنْدَ الغَضَبِ وَ عِنْدَ الرِّضَا ؟ قَالَ : نَعَم، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا.

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বলেন, (আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বললাম) হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছ থেকে যা শুনি তা কি লিপিবদ্ধ করবো? তিনি বললেন– হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনার রাগান্বিত ও খুশি উভয় অবস্থায়ই? তিনি বললেন– হ্যাঁ। কেননা হক কথা ছাড়া কোনো কথা বলা আমার জন্য শোভনীয় নয়।

---

২৮৮. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ*, খ. ৮, পৃ. ১৪৬।

◆ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৫৮।

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[২৮৯] নারুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ হাসান।[২৯০] শু'আইব আল-আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।[২৯১]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২০৬ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ২০৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً . فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا ، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ . فَقَالُوا أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন 'উবাদাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদল ফেরেশ্‌তা নবী (স.)-এর কাছে আসলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ (ফেরেস্তা) বললেন, তিনি নবী (স.) ঘুমিয়ে আছেন। আবার কেউ কেউ বললেন, চক্ষু ঘুমিয়ে বটে, কিন্তু অন্তর জেগে আছে। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উদাহরণ আছে। সুতরাং তাঁর উদাহরণ তোমরা বর্ণনা করো। তখন তাদের

---

২৮৯. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৮৭।

২৯০. ড. মুহাম্মাদ মোস্তফা আল-আ'জামী, *সহীহ ইবন খুঝাইমাহ (তাহকীক)*, খ. ৪, পৃ. ২৬।

২৯১. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ২০৭।

কেউ বলল– তিনি তো ঘুমন্ত, আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উদাহরণ হলো সেই লোকের মতো, যে একটি বাড়ী তৈরি করল। তারপর সেখানে খানার আয়োজন করল এবং একজন আহবানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিলো, তারা ঘরে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিলো না, তারা ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উদাহরণটি ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো ঘুমন্ত, আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত, তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, ঘরটি হলো জান্নাত, আহবানকারী হলেন মুহাম্মাদ (স.)। **যারা মুহাম্মাদ (স.)-এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ (স.)-এর অবাধ্যতা করল, তারা আসলে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (স.) হলেন মানুষের জন্য (সত্য-মিথ্যা) পার্থক্যের মাপকাঠি।** কুতাইবাহ (রহ.) জাবির (রা.) থেকে এরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি 'নবী (স.) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন' এই কথাটি বলেছেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৫২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– রসূল (স.)-এর আনুগত্য করা হলো আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করা। রসূল (স.)-এর অবাধ্যতা করা হলো আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্যতা করা। মুহাম্মাদ (স.) হলেন মানুষের মাঝে সত্য-মিথ্যা পার্থক্যের মাপকাঠি। হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায় সুন্নাহর জ্ঞানার্জন করা ও সুন্নাহ অনুসরণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে মনে রাখতে হবে, কুরআন হলো হাদীস জাল কি না তা বোঝার মাপকাঠি।

হাদীস নং- ২০৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–* আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেওয়া হয়েছে

সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– ক্ষতিপূরণ, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।'

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল–

১. আল্লাহর কিতাব।

২. মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে।

৩. কিছু হাদীস।

ছবি : সংশ্লিষ্ট ছবি ৭৮ নং পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেওয়া হয়েছে– কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), আকল/বিবেক/Common sense। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস নং- ২১০

أَخْرَجَ الإِمَام ابنُ مَاجَه فِي "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আমর বিন আওফ আল-মুযানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বক্‌র ইবন আবী শায়বাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আম্‌র বিন আওফ আয-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুলাহ (স.) বলেন– যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করলো এবং লোকেরা তদানুযায়ী আমাল করলো, সেও আমালকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে এবং তাতে আমালকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি বিদ'আতের প্রচলন করলে এবং তদানুযায়ী আমল করা হলে তার ওপর আমলকারীদের সমপরিমাণ পাপ বর্তাবে এবং তাতে আমলকারীদের পাপের বোঝা আদৌ হালকা হবে না।

◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২০৯।

◆ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.-এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৯২]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– সুন্নাহ তথা প্রকৃত হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস নং- ২১১

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ : اعْلَمْ. قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : اعْلَمْ يَا بِلاَلُ. قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلاَلَةٍ لاَ يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا .

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ (রহ.) বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বিলাল ইবনুল হারিস (রা.)-কে বলেন–* তুমি জেনে রাখো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কী জেনে রাখব? তিনি বললেন– হে বিলাল! তুমি জেনে রাখো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কী জেনে রাখব? তিনি বললেন– যে ব্যক্তি (আমার) এমন কোনো সুন্নত জীবিত করবে, যা আমার (মৃত্যুর) পর বিলীন হয়ে যাবে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নতের ওপর আমলকারীর সম-পরিমাণ সওয়াব। তবে তাদের সওয়াব হতে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার বিদ'আত চালু করে, যা আল্লাহ ও তার রাসূল (স.)-কে সন্তুষ্ট করে না, তার জন্য রয়েছে সেই বিদ'আতের ওপর আমলকারীর সম-পরিমাণ পাপ। তবে তাদের পাপ হতে কিছুই কমানো হবে না।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৭৭।

◆ হাদীসটির সনদ হাসান।[২৯৩]

---

২৯২. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪১।

২৯৩. আস-সুয়ূতি, *আল জামিউস সগীর মিন হাদীসিল বাশীর আন-নাসীর*, খ. ১, পৃ. ৯২; আব্দুর রউফ আল-মানায়ী, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল ইমাম আশ-শাফেয়ী, ১৯৮৮), খ. ১, পৃ. ৩৫৩।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২১০ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ২১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বুরদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ইবনে সালাম) (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ বুরদা (তাঁর পিতা আবূ মুসা আল-আশআ'রী থেকে) বলেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি পুণ্য রয়েছে। ১. আহলে কিতাব– যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ (স.)-এর ওপরও ঈমান এনেছে। ২. যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার একটি বাঁদী ছিল। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে, তার জন্য দুটি পুণ্য রয়েছে।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৯৭।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন হলো মূল প্রমাণিত জ্ঞান ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। তাই, দ্বীনী ইলমের প্রথমে থাকবে কুরআনের জ্ঞান এবং দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে সুন্নাহর জ্ঞান। তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ীও সুন্নাহর জ্ঞানের গুরুত্ব আপরিসীম।

হাদীস নং- ২১৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) সাহল বিন মু'য়াজ বিন আনাস (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আহমাদ বিন ঈসা আল-মিসরী থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* সাহল বিন মু'য়াজ (রা.) (তাঁর পিতা হতে) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি অন্যকে কোনো কিছু শেখালো এবং সেই ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করলো তাহলে ঐ আমলকারীর আমলের সমান সাওয়াব শিক্ষাদানকারীর আমলনামায় লেখা হবে, কিন্তু আমলকারীর আমলের সাওয়াবে কোনো কমতি হবে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৪০।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[২৯৪]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে শেখানোর বিষয় উল্লেখ করা হয়নি তথা অনির্দিষ্ট। তাই, এ বিষয় হবে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর যেকোনো বিষয়। আর তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ীও ইসলামে গুরুত্বের দিক দিয়ে সুন্নাহর জ্ঞানের অবস্থান হবে দ্বিতীয়।

হাদীস নং- ২১৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : مَنِ الوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا : رَبِيعَةُ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى. قَالُوا : إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمُزَفَّت . قَالَ شُعْبَةُ : رُبَّمَا قَالَ : النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ : المُقَيَّرِ قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জামরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার (ইবনে সালাম) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ জামরাহ (রা.) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও লোকদের মধ্যে ভাষান্তরের কাজ করতাম।

---

২৯৪. নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪৬।

একদা ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী (স.)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বললেন, তোমরা কোন গোত্রের? তারা বলল, রবী'আহ গোত্রের। তিনি বললেন, এ গোত্রকে অথবা এ প্রতিনিধি দলকে স্বাগতম। এরা কোনোরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, আমরা বহু দূর হতে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুযার' গোত্রের বাস। নিষিদ্ধ মাস ছাড়া আপনার কাছে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আমাদের এমন কিছু দিক-নির্দেশনা দিন, যা আমরা আমাদের গোত্রভূক্তদেরকে পৌঁছাতে পারি এবং তার দিয়ে জান্নাতে যেতে পারি।

তখন তিনি তাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করলেন। তিনি বললেন, এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কীরূপে হয় জানো? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা হলো এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং রমাদানের সিয়াম পালন করা আর তোমরা গণীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো কদুর খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরা দিয়ে রঙ করা পাত্র ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনও (আবূ জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরি পাত্রের কথাও বলেছেন। আবার তিনি কখনও আন-নাকীর এর স্থলে আল-মুকায়য়ার বলেছেন। রসূল (স.) বললেন, তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের গোত্রভূক্ত যারা রয়েছে তাদের কাছে তা পৌঁছে দাও।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৮৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– কিছু লোক রসূল (স.)-এর কাছে এমন কিছু বিষয়ের দিক-নির্দেশনা চাইলেন যা তাদের গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং যা আমল করার মাধ্যমে তারা জান্নাতে যেতে পারে। উত্তরে রসূল (স.) চারটি বিষয় পালন করতে আদেশ এবং চারটি বিষয় পালন করতে নিষেধ করেছেন। আদেশ করা চারটি বিষয় হলো ধর্মীয় বিষয় যা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায়। আর নিষেধ করা পরের চারটি বিষয় হলো সাধারণ-বিজ্ঞানের বিষয় যা শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে জানা যায়। তাই এ হাদীস অনুযায়ীও গুরুত্বের দিক দিয়ে সুন্নাহর জ্ঞানের অবস্থান দ্বিতীয়।

হাদীস নং- ২১৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

قَالَ : سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ : مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاقْنُوهُم. قُلْتُ لِلْحَكَمِ، مَا اقْنُوهُمْ، قَالَ : عَلِّمُوهُمْ.

অনুবাদ : ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হারেস বিন রাশেদ আল-মিসরী থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– তিনি (আবূ সাঈদ খুদরী) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের কাছে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন জ্ঞানার্জনের জন্য আসবে, তোমরা তাদেরকে দেখলে বলবে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর অসিয়ত অনুযায়ী তোমাদেরকে স্বাগতম এবং তাদেরকে 'উক্বনূ' কর। রাবী বলেন, আমি হাকাম ইবনে আবদাকে জিজ্ঞেস করলাম 'উকনূ' অর্থ কী? তিনি বললেন– এর অর্থ তোমরা তাদেরকে শিক্ষা দাও।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৪৭।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) এর মতে হাসান বা সহীহ।[২৯৫]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ (স.) মানুষেরা জ্ঞানার্জনের জন্য আসলে তাদের 'উক্বনূ' করতে তথা শিক্ষা দিতে বলেছেন। এ হাদীসটিতেও শেখানোর বিষয় উল্লেখ করা হয়নি তথা অনির্দিষ্ট। তাই, শিক্ষা দেওয়ার বিষয় হবে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর যেকোনো বিষয়। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও সুন্নাহর জ্ঞানের গুরুত্ব হবে কুরআনের পর তথা দ্বিতীয়।

হাদীস নং- ২১৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*- আবূ হুরায়রা বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, একজন মু'মিনের মৃত্যুর পর তার যেসব আমল তার আমলনামায় পৌঁছায় তা হলো-এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে। তার রেখে যাওয়া

২৯৫. আলবানী, সহীহ ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ২০১।

নেক সন্তান। তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে রেখে আসা কুরআন। তার বানানো মসজিদ অথবা মুসাফিরদের জন্য তার বানানো মুসাফিরখানা অথবা তার খনন করা খাল বা নদী অথবা তার জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় তার সম্পদ থেকে করা দান-খয়রাত। তার মৃত্যুর পরও উক্ত আমলগুলোর সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৪২।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) এর মতে হাসান বা সহীহ।[২৯৬]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যার সাওয়াব মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। ঐ বিষয়সমূহের মধ্যে দুটি হলো- এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে ও প্রচার করেছে এবং তার রেখে আসা কুরআনের কপি। এমন জ্ঞান যা ব্যক্তি কাউকে শিখিয়েছে ও প্রচার করেছে কথাটিতে জ্ঞানের বিষয়ের কথা উল্লেখ নেই। তাই, এটি মানুষের কল্যাণমূলক যেকোনো জ্ঞান হতে পারে। আর তাই, এ হাদীসটির আলোকেও সুন্নাহর জ্ঞানের গুরুত্ব হবে কুরআনের পর তথা দ্বিতীয়।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসমূহ থেকে সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– সুন্নাহর জ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সুন্নাহ শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। তবে ইসলামে ঐ সকল দিক দিয়ে সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদার অবস্থান কুরআনের পরে তথা দ্বিতীয়।

---

২৯৬. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ.১, পৃ. ২০১।

পরিচ্ছেদ-৪ : সুন্নাহর জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৩ : কুরআনের বিপরীত কথা ও কাজ সুন্নাহ (হাদীস) নয়

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা কখনো মূল বক্তব্যের বিপরীত হয় না। ব্যখ্যা হয় মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত। তাই, আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– সুন্নাহ কখনো কুরআনের বিপরীত হবে না। সুন্নাহ হবে কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত। আর এখান থেকে এটিও বলা যায়– যে হাদীস কুরআনের বিপরীত সেটি রসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন নয়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ . لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ .

অনুবাদ : আর সে যদি আমার সম্পর্কে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমি তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম (শক্ত করে ধরে ফেলতাম)। অতঃপর অবশ্যই আমি তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই, যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতো।

(সুরা হাক্কা/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রসূল (স.) কুরআনের বিপরীত কথা বললে বা কাজ ও অনুমোদন করলে মহান আল্লাহ তাঁকে হত্যা করে ফেলতেন। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ ও অনুমোদন রসূল (স.)-এর হাদীস হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আয়াত-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

অনুবাদ : রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত পথনির্দেশিকা ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত জ্ঞানের উৎস এবং এটি সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ ও অনুমোদন সুন্নাহ (হাদীস) হতে পারে না। কারণ, কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ ও অনুমোদন হলো মিথ্যা কথা, কাজ ও অনুমোদন। আর রসূল (স.) মিথ্যা কথা, কাজ ও অনুমোদন করতে পারেন না।
২. কুরআন না জেনে হাদীস পড়া উচিৎ নয়। কারণ এটি করলে জাল/মিথ্যা/ভুল হাদীস বুঝা বা ধরা যাবে না। ফলে জাল হাদীস চালু হয়ে মানব সভ্যতার ব্যাপক ক্ষতি হবে।

আয়াত-৩ (আয়াতগুচ্ছ)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.

অনুবাদ : (২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। (৩০) আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতের *(আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, হায়! আমি যদি রসূলের সাথে পথ গ্রহণ করতাম)* ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রসূল (স.)-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারত্মক ভুল করেছে।

২৮ নং আয়াতের *(হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম)* ব্যাখ্যা : উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নং আয়াতের *(অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)* এ অংশের ব্যাখ্যা : জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরোধী পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নং আয়াতের *(আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)* এ অংশের ব্যাখ্যা : শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নং আয়াতের *(আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল)* ব্যাখ্যা : রসূল (স.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীম বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (শাফায়াত) করছি।

আয়াতগুলোর শিক্ষা

আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কিয়ামতের দিন রসূল (স.) তাঁর উম্মতের কিছু লোককে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য শাফায়াত করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা, যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দেবে। আর যে কারণে রসূল (স.) ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির জন্য শাফায়াত করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল বা মিথ্যা তথ্য তারা সত্য মনে করেছে। আর সেগুলোর ওপর আমল করে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

১. কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ ও অনুমোদন রসূল (স.)-এর হাদীস হওয়ার প্রশ্নই আসে না।
২. রসূল (স.)-এর নামে প্রচারিত কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ ও অনুমোদন মিথ্যা হাদীস।
৩. কুরআন না জেনে হাদীস পড়া উচিৎ নয়। কারণ এটি করলে জাল/মিথ্যা/ভুল হাদীস বুঝা বা ধরা যাবে না। ফলে জাল হাদীস চালু হয়ে মানব সভ্যতার ব্যাপক ক্ষতি হবে।

৪. কুরআন পরিত্যাগ করলে তথা–
- কুরআন না পড়ে হাদীস বা অন্যগ্রন্থ পড়লে...
- কুরআনের চেয়ে হাদীস বা অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দিলে...
- কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ বা অনুমোদনকে হাদীস হিসেবে গ্রহণ ও আমল করলে...

পরকালে রসূল (স.)-এর শাফায়াতের কারণে জাহান্নামে যেতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ২১৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) যে কেউই, চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার কথা শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- ◆ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৪০।
- ◆ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ৫ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হাদীসটির আলোকে বলা যায়– সুন্নাহ তথা হাদীসের জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে, কুরআনের জ্ঞানার্জন না করে শুধু হাদীস পড়ার মাধ্যমে ইসলাম জানলে জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ–

১. ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা দুষ্কর হবে। ফলে মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয়ের ওপর আমল পালিত হবে। এ কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।
২. মিথ্যা হাদীস ধরা দুষ্কর হবে। তাই, মিথ্যা হাদীসের ওপর আমল পালিত হবে। আমলটি মৌলিক হলে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

৩. মুসলিম জাতি যদি কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানা শুরু করে তবে তারা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

হাদীস নং- ২১৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ `الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ' حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه ثنا مسدد بن قطن بن إبراهيم ثنا داود بن رشيد ثنا صالح بن عمر أنبأ إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إِنَّ هَذَا القرآنَ مأْدُبةُ اللهِ ، فَاقْبَلُوا مأْدُبَته مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ ، والنُّورُ الْمُبِيْنُ ، والشِّفَاءُ النافِعُ ، عصمةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَزِيْغُ فَيُسْتَعْتَبُ ، وَلَا يعوَجُّ فيُقَوَّمُ ، وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ ، وَلَا يَخْلَقُ مَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، اُتْلُوْهُ ؛ فإِنَّ اللهَ يأجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوتِه كُلَّ حَرْفٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ : (ألم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيْمٌ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূল ওয়ালীদ হাস্‌সান বিন মুহাম্মদ আল কুরশী থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– **নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক**। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো সাধ্যানুযায়ী। নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহর রশি এবং (জ্ঞানের) স্পষ্ট আলো এবং কল্যাণকর আরোগ্যদানকারী। **যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী**। যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রাণদাতা। এটি বিপথে নেয় না তাই প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো। এর নতুনত্বের শেষে হয় না। সুতরাং তোমরা এটাকে অধ্যয়ন কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াতের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। (হরফে মুকাত্তায়াত না বুঝে আর বাকি সব বুঝে পড়লে) প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি এ কথা বলছি না যে– আলিফ, লাম, মীম একটা অক্ষর। বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

- ♦ আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন, হাদীস নং-২০৪০।
- ♦ ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সদন সহীহ।[২৯৭] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন– এই হাদীসের সনদে কোনো সমস্যা নেই। এ সনদের সব রাবীই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে শুধু ইব্রাহীম ইবন মুসলিম আল-হুজুরী ছাড়া সকলেই সহীহ মুসলিমের রাবী।[২৯৮]

---

২৯৭. আয-যাহাবী (তা'লীক), আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৪১।

২৯৮. আল-আলবানী, নাসিরুদ্দীন, সিলসিলাতুস সহীহাহ, খ. ২, পৃ. ১৫৯।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশসমূহ থেকে উপ-পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায় যে–

১. 'কুর'আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস।

২. 'যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী' অংশের ব্যাখ্যা : যার কুরআনের জ্ঞান আছে সে মিথ্যা হাদীস বা অন্য মিথ্যা কথা দিয়ে পথভ্রষ্ট হবে না। এ তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনের বিপরীত বক্তব্যধারণকারী হাদীস মিথ্যা হাদীস। অন্যকথায় কুরআনের বিপরীত বক্তব্যধারণকারী হাদীস রসূল (স.)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাদীস নং- ২১৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي المُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنْ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না

যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন**। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত তথ্য ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'কুরআন সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশ থেকে জানা যায়– কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন। তাই, হাদীসটি থেকে উপ-পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায়–

১. কুরআনের বিপরীত কথা সুন্নাহ (হাদীস) হতে পারে না। কারণ, কুরআনের বিপরীত কথা হলো মিথ্যা কথা। আর রসূল (স.) মিথ্যা কথা বলতে পারেন না।
২. কুরআন না জেনে হাদীস পড়া উচিৎ নয়। কারণ এটি করলে জাল/মিথ্যা/ভুল হাদীস বুঝা বা ধরা যাবে না।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

১. কুরআনের বিপরীত কথা সুন্নাহ (হাদীস) হতে পারে না। কারণ, কুরআনের বিপরীত কথা হলো মিথ্যা কথা। আর রসূল (স.) মিথ্যা কথা বলতে পারেন না।

২. কুরআন না জেনে হাদীস পড়া উচিৎ নয়। কারণ এটিতে–

- ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা দুষ্কর হবে। ফলে মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয়ের ওপর আমল পালিত হবে। এ কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।
- মিথ্যা হাদীস ধরা দুষ্কর হবে। তাই, মিথ্যা হাদীসের ওপর আমল পালিত হবে। আমলটি মৌলিক হলে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।
- মুসলিম জাতি যদি কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানা শুরু করে তবে তারা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

পরিচ্ছেদ-৪ : সুন্নাহর জ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৪ : প্রচলিত হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
হাদীসের দু'টি অংশ সনদ (বর্ণনাধারা) ও মতন (বক্তব্য বিষয়)। সহজেই বোঝা যায় হাদীসের দুই অংশের মধ্যে মতন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, হাদীসের মতন অনুযায়ী মানুষ আমল করে। হাদীস ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তাই, হাদীসের মতন অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে। যে সকল দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায় প্রচলিত হাদীসের মতনের নির্ভুলতা যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে কি নেই তা হলো–

দৃষ্টিকোণ-১
কুরআন বা হাদীস থেকে বা অন্য কোনোভাবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রসূল (স.)-এর মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে সকল হাদীস একই শব্দে লিপিবদ্ধ ও পরে প্রচার করা হয়েছে তাহলে সহজে বলা যাবে যে– প্রচলিত হাদীসের মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতা যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

দৃষ্টিকোণ-২
কুরআন বা হাদীস থেকে বা অন্য কোনোভাবে যদি জানা যায়– প্রচলিত হাদীস হলো সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেই স্তরের কয়েক ব্যক্তির মুখ ঘুরে এসে বলা রসূল (স.)-এর কথার ভাব বর্ণনার (নিজ বুঝের স্বীয় শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা বর্ণনা) লিপিবদ্ধ হওয়া রূপ তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে– হাদীসের মতন গ্রহণ করার আগে অবশ্যই যাচাই করতে হবে। কারণ, ভাব বর্ণনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বর্ণনাকারী যত উচ্চ মানেরই হোক না কেন।

আমাদের গবেষণায়– একজন সাহাবীর (রা.) বলা একই মতন সম্বলিত হাদীসের, একাধিক গ্রন্থে থাকা বর্ণনা বা একটি গ্রন্থে উপস্থিত একাধিক সাহাবীর (রা.) বলা একই মতন সম্বলিত হাদীসের বর্ণনায় শব্দ একই পাওয়া যায়নি। এ তথ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে প্রচলিত সকল বা প্রায় সকল হাদীস, রসূল (স.)-এর কথার ভাব বর্ণনা। শাব্দিক বর্ণনা নয়। তাই, প্রচলিত হাদীসের মতন যাচাই করে নির্ভুল হাদীসের নতুন তালিকা মুসলিম জাতিকে অবশ্যই বের করতে হবে। আর এটি মুসলিম জাতির জীবন-মরণ প্রশ্ন।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَاى . اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَى.

অনুবাদ : আর সে (রসূল) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।

(সুরা আন নাজম/৫৩ : ৩, ৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– (নবুয়াতী দায়িত্ব পালনের সময়) রসূল (স.) নিজের মন গড়া কোনো কথা বলতেন না।

আয়াত-২

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অনুবাদ : রসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।

(সুরা আল হাশর/৫৯ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি গনিমতের সম্পদ বণ্টন কেন্দ্র করে নাযিল করা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। আর সে শিক্ষা হলো– রসূল (স.) কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে যা করতে বলেছেন তা অনুসরণ করতে হবে। আর যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করতে হবে।

আয়াত-৩

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ

অনুবাদ : যে রসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।

(সুরা নিসা/৪ : ৮০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, রসূল (স.)-এর আনুগত্য বা অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ তিনটি আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– রসূল (স.)-এর মুখ নিঃসৃত সকল কথাই (হাদীস) নির্ভুল। তাই, সে কথা যদি রসূল (স.)-এর মুখ থেকে শোনার সাথে সাথে একই শব্দে লেখা ও প্রচার করা হয়ে থাকে তবে তা নির্ভুল বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কুরআন এভাবে লেখা ও প্রচার করা হয়েছে। তাই কুরআন নির্ভুল।

আয়াত-৪

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ . اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ .

অনুবাদ : (হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের।

(সুরা কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে রসূল (স.) ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নেওয়ার জন্যে বারবার পড়তেন। রসূল (স.)-এর এ প্রবণতার প্রেক্ষিতে এখানে তাঁকে জানানো হয়েছে– কুরআনের আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয়ে তা মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত না হতে। কারণ, তিনি যেন স্থায়ীভাবে ভুলে না যান তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আল্লাহর।

আয়াত-৫

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ . إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তোমাকে (পুনরায়) পাঠ করাবো (Revision দেওয়াবো), তাই তুমি ভুলে যাবে না। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া।

(সুরা আ'লা/৮৭ : ৬, ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয়ে রসূল (স.) বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। আর এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে– Revision দেওয়ার ব্যবস্থা করে রসূল (স.) যেন কুরআন স্থায়ীভাবে ভুলে না যান তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : রসূল (স.)-এর ভয় এবং সে ভয় লাঘবের জন্য আল্লাহর করা ওয়াদার আলোকে সহজে বলা যায়, আল্লাহ জানেন যে– তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী রসূল (স.)-সহ সকল মানুষের, কোনো কথা একবার শোনার পর ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তার মাত্রার পার্থক্য হতে পারে। তাই, রসূল (স.) যেন স্থায়ীভাবে কুরআনের কোনো অংশ ভুলে না যান সে জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা Revision দেওয়ার ওয়াদাটি করেছিলেন। পরের আসা হাদীসের মাধ্যমে জানা যাবে আল্লাহ তাঁর করা ওয়াদা কীভাবে পূর্ণ করেছেন।

আয়াত-৬

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ . يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : (ভেবে দেখো সে বিষয়টি) যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা

(মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না।

(সুরা আন-নূর/২৪ : ১৫, ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটিসহ সুরা নূরের ১১-২০ নং আয়াতের শানে নুযুল হলো বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আয়েশা (রা.)-এর ওপর অপবাদ দেওয়ার ঘটনা (ইফকের ঘটনা)। ঘটনাটি সম্পর্কে বুখারী শরীফে বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত আছে।

প্রচারণাটি প্রথম শুরু করে মুনাফিক সর্দার আবুদুল্লাহ বিন উবাই। তারপর সাহাবীগণের মুখের মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সাহাবীগণ সবচেয়ে শক্তিশালী মু'মিন। তাই আয়াত তিনটির শিক্ষা হলো– মুনাফিক, দুর্বল মু'মিন, শক্তিশালী মু'মিন এমনকি সাহাবীগণের বলা কোনো কথা যাচাইয়ের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত না হওয়ার আগে গ্রহণ ও প্রচার করা যাবে না।

আয়াত-৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, তা না হলে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হবে।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : বনী মুস্তালিক নামক গোত্র মুসলমান হলে রসূল (স.) সাহাবী অলীদ ইবনে উকবাকে তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে পাঠান। তিনি ঐ এলাকায় পোঁছে কোনো কারণে ভয় পান এবং গোত্রের লোকদের সাথে কথা না বলে ফিরে যান। মদিনায় ফিরে তিনি রসূল (স.)-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। রসূল (স.) এ কথা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ গোত্রকে দমন করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বা সেনাবাহিনী পাঠান। এ সময় ঐ গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে জিরা একটি প্রতিনিধি নিয়ে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে রসূল (স.)-কে জানান আমরা অলীদকে দেখিনি। আর যাকাত দিতে অস্বীকার করা বা হত্যা করতে চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ তথ্য জানার পর রসূল (স.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।[২৯৯]

আল-কুরআনে ফাসিক শব্দটি দুর্বল মু'মিন, গুনাহগার মু'মিন, কাফির ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো– কাফির, জালিম, গুনাহগার মু'মিন এমনকি সাহাবীও যদি কোনো কথা বলে তবে তার সত্যতা যাচাই না করে গ্রহণ করা এবং তার আলোকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া নিষেধ।

---

২৯৯. ইবনে হিশাম, *আস-সীরাত*, পৃ. ২৩৭।

সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত আয়াতসমূহের নিশ্চিত শিক্ষা হলো–

১. ছান্দিকতার কারণে কুরআন মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখা অন্য যেকোনো গ্রন্থ মুখস্ত রাখার চেয়ে সহজ। অন্যদিকে, কারো বলা কথা শোনার পর শব্দে শব্দে তা মনে রাখা ও বলা সবচেয়ে কঠিন। আল কুরআনের উল্লিখিত ৪টি আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে কুরআনের আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয় রসূল (স.)-এর ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালা Revision দেওয়ার মাধ্যমে তাঁকে স্থায়ীভাবে ভুলে যেতে দেবেন না বলে আশ্বস্ত করেছেন। আর রসূল (স.) যে সাময়িকভাবে কুরআনের আয়াত ভুলে গেছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রতি বছর রসূল (স.)-কে কুরআন রিভিশান দিয়েছেন– এ তথ্যদু'টির সমর্থনকারী হাদীস পরে আসছে।

২. মুনাফিক, দুর্বল মু'মিন, শক্তিশালী মু'মিন এমনকি সাহাবীগণের বলা কোনো কথা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত না হওয়ার আগে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করা যাবে না।

তাই, রসূল (স.)-এর হাদীস বা অন্য কোনোভাবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কুতুবে সিত্তাহসহ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) অন্য হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহ রসূল (স.)-এর মুখ থেকে শোনার সাথে সাথে একই শব্দে লেখা ও প্রচার করা হয়েছে তবে সকল হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুল বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে রসূল (স.)-এর হাদীস বা অন্য কোনোভাবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কুতুবে সিত্তার হাদীসগুলো সাহাবী, তাবে'ঈ ও তাবে'-তাবে'ঈ স্তরের কয়েক ব্যক্তির মুখ ঘুরে এসে লিপিবদ্ধ হওয়া বক্তব্য, তবে ঐ প্রচলিত হাদীসের মতন, যাচাইয়ের মাধ্যমে নির্ভুল প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে না। আর এটি না করে প্রচালিত হাদীস নির্ভুল বলে গ্রহণ করলে হাদীসের রাবীগণের স্মরণশক্তি পৃথিবীর সকল দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর (স.) চেয়ে অনেক বেশি ছিল বলে ধরে নেওয়া হবে। এতে অবশ্যই কবীরা গুনাহ হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২২০

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْفَجْرِ فَتَرَكَ آيَةً. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ أُبَيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا وَكَذَا. أَوْ نُسِّيتَهَا؟ قَالَ: نُسِّيتُهَا.

অনুবাদ : *সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবজা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* সাঈদ বিন আব্দুর

রহমান বিন আবজা (রা.) তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসূল (স.)-ফজরের সালাতে ভুলে এক আয়াত না পড়ে সামনে চলে গেলেন, সালাত শেষে রসূল (স.) বললেন, এই! এখানে 'উবাই বিন কা'ব' উপস্থিত নেই? উবাই উত্তরে বললেন– হে আল্লাহর রসূল! এমন এমন (তিনি তিলাওয়াত করলেন) আয়াতটি কি রহিত হয়ে গেছে? নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তখন রসূল (স.) বললেন– না, আমি ভুলে গেছি।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৫৪০২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩০০]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– পৃথিবীর শ্রেষ্ট আরব ও মানুষ, কুরআনের আয়াত সাময়িকভাবে ভুলে গেছেন। অন্যদিকে কুরআনের কোনো আয়াত রহিত না হওয়ার বিষয়টি ধারণকারী কুরআন, হাদীস ও আকলের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে ৩ নং পরিচ্ছেদের ১৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে।

হাদীস নং- ২২১

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ نُسِّيتُهَا.

অনুবাদ : *আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-* আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার রসূল (স.) একজন লোককে একটি আয়াত পড়তে শুনলেন, তখন রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ লোকটির ওপর রহম করুন। লোকটি আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলো যা আমি ভুলে গিয়েছি।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২৪৩৮০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩০১]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরব ও মানুষ, কুরআনের আয়াত সাময়িকভাবে ভুলে গেছেন। অন্যদিকে রসূল (স.) যেন কুরআনের আয়াত স্থায়ীভাবে ভুলে না যান সে জন্য জিব্রাইল (আ.) প্রত্যেক রমাজানে রসূল (স.)-কে কুরআন একবার আবৃত্তি করে

---

৩০০. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৩, পৃ. ৪০৭।
৩০১. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৬, পৃ. ৬২।

শুনাতেন এবং রসূল (স.)-ও জিব্রাইল (আ.)-কে আবৃত্তি করে শুনাতেন। এন্তেকালের বছর এটি করা হয় দু'বার। এ তথ্যটি নিম্নের দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়–

হাদীস নং- ২২২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি মুসা ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবী (স.) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী (স.) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।

- ◆ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৯০২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ২২৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِى قُبِضَ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِى قُبِضَ { فِيهِ.}

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি খালিদ ইবন ইয়াযিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল

(স.)-এর কাছে প্রত্যেক বছর (রমযানে) কুরআন একবার আবৃত্তি করা হতো। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর আবৃত্তি করা হলো দু'বার। তিনি প্রত্যেক বছর এতেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু ইন্তেকালের বছর এতেকাফ করেন ২০ দিন।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৭১২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ২২৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্‌দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস (মুখে মুখে) বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে, তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৭০২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মাক্কী জীবনের। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মাক্কী জীবনে তথা নবুওয়াতের প্রথম ১৩ বছর সকল হাদীস প্রচারিত হয় রসূল (স.)-এর কাছ থেকে শোনার পর মুখে মুখে। আর এটি করার কারণ ছিল– কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মানব সভ্যতার মহাক্ষতি রোধ করা। শোনার সাথে সাথে কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বোঝার যোগ্যতা সাহাবীগণের সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল।

হাদীস নং- ২২৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা (আমার কাছ থেকে) শুনছো আর লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে শুনবে। আর তোমাদের কাছ থেকে যারা শুনেছে তাদের কাছ থেকে অন্য লোকেরা শুনবে।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৬১।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩০২]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণকে বলেছেন– 'তোমরা (আমার কাছ থেকে) শুনছো আর লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে শুনবে। আর তোমাদের কাছ থেকে যারা শুনেছে তাদের কাছ থেকে অন্য লোকেরা শুনবে'। রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন সাহাবীগণ। সাহাবীগণের কাছ থেকে শুনেছেন তা'বেঈগণ। আর তা'বেঈগণের কাছ থেকে শুনেছেন তা'বে-তা'বেঈগণ। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– তা'বে তা'বেঈ যুগ পর্যন্ত হাদীস প্রচারের প্রধান উপায় ছিল শোনো হাদীস মুখে মুখে প্রচার করা।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এটি ও ২২৪ নং হাদীসটি থেকে জানা যায় যে– সাহাবী, তা'বেঈ ও তাবে-তা'বেঈ যুগ পর্যন্ত হাদীস প্রচারের পদ্ধতি ছিল পূর্বের বর্ণনাকারীর (রাবী) কাছ থেকে শোনার পর মুখে মুখে প্রচার করা। তা'বে তা'বেঈ যুগ শুরু হয় ২২০হি. সালে।

হাদীস নং- ২২৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبِي دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ

৩০২. আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ, খ. ৮, পৃ. ১৫৯।

فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ : اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যা কিছু শুনতাম লিখে রাখতাম। মনে রাখার জন্যই আমি এরূপ করতাম। কুরাইশরা আমাকে সবকিছু লিখতে বারণ করলেন এবং বললেন– তুমি কি রসূলুল্লাহর (স.)-এর কাছ হতে শোনা সবকিছুই লিখে রাখো? তিনি তো একজন মানুষ, রাগ ও শান্ত উভয় অবস্থায় কথা বলে থাকেন। সুতরাং আমি লেখা স্থগিত রাখলাম। আমি এটা রসূলুল্লাহর (স.)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে বললেন– তুমি লিখে রাখো, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ হতে সর্বাবস্থায় সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।

- ◆ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৪৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩০৩]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২২৮ নং হাদীসের অনুরূপ।

হাদীস নং - ২২৭

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل بن خالد عن عمرو بن شعيب : أن شعيبا حدثه و مجاهدا أن عبد الله بن عمرو حدثهم : أنه قال : يَا رَسُوْلَ اللهِ أُكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : عِنْدَ الْغَضَبِ وَعِنْدَ الرِّضَا ؟ قَالَ : نَعَم. إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا.

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বলেন, (আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বললাম) হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছ থেকে যা শুনি তা কি লিপিবদ্ধ করবো? তিনি বললেন– হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনার রাগান্বিত ও খুশি উভয় অবস্থায়ই? তিনি বললেন– হ্যাঁ। কেননা হক কথা ছাড়া কোনো কথা বলা আমার জন্য শোভনীয় নয়।

---

৩০৩. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ*, খ. ৮, পৃ. ১৪৬।

♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৫৮।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩০৪] নাস্রুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ হাসান।[৩০৫] শু'আইব আল-আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।[৩০৬]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২২৮ নং হাদীসের অনুরূপ।

হাদীস নং- ২২৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–* আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– ক্ষতিপূরণ, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল–

১. আল্লাহর কিতাব।

---

৩০৪. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৮৭।

৩০৫. ড. মুহাম্মাদ মোস্তফা আল-আ'জামী, *সহীহ ইবন খুযাইমাহ (তাহকীক)*, খ. ৪, পৃ. ২৬।

৩০৬. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ২০৭।

২. মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে।

৩. কিছু হাদীস।

ব্যাখ্যা : এটি, ২২৬ ও ২২৭ নং হাদীস থেকে জানা যায়, মাদানী যুগ বা তারপর সাহাবীগণের মধ্যে যারা লেখা-পড়া জানতেন তারা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু হাদীস লিখে রেখেছিলেন। তবে সাহাবীগণের মধ্যে লেখা-পড়া জানতেন হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র।

তাই, সহজে বলা যায়– সাহাবী, তা'বেঈ ও তাবে-তা'বেঈ যুগ পর্যন্ত অধিকাংশ হাদীস প্রচার হতো মুখে মুখে। অর্থাৎ পূর্বের রাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনে পরের রাবী তা মুখে বর্ণনা করতেন।

হাদীস নং- ২২৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطبراني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ المعجم الكبير حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عَمْرٍو السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن سُلَيْمَانَ بن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا لَهُ: بِآبَائِنَا أَنْتَ، وَأُمَّهَاتِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ , فَلا نَقْدِرُ أَنْ نُؤَدِّيَهُ كَمَا سَمِعْنَاهُ؟ فَقَالَ: "إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلَمْ تُحَرِّمُوا حلالا، وَأَصَبْتُمُ الْمَعْنَى , فَلا بَأْسَ".

অনুবাদ : *ইমাম আত-ত্বাবারানী (রহ.) ইয়াকূব ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের তৃতীয় ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আব্দুল বাকী (রহ.) থেকে শুনে তার 'আল-মুজামুল কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইয়াকূব ইবন আব্দিল্লাহ ইবন সুলাইমান ইবন উকাইমাহ আল-লাইসিয়্যু (রহ.) তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আসলাম, অতঃপর বললাম– হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বাবা-মা। আমরা আপনার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করি, কিন্তু যেভাবে শ্রবণ করি ঠিক সেভাবে বর্ণনা করতে পারি না (শব্দে কিছু হের-ফের হয়ে যায়)। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– যদি তোমরা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল (হিসেবে বর্ণনা) না করো এবং অর্থ (মূল ভাব/শিক্ষা) ঠিক থাকে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

- ♦ আত-ত্বাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, হাদীস নং-৬৩৭২।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ না হওয়া সম্পর্কে কোনো বিখ্যাত মুহাদ্দিসের মন্তব্য নেই। অন্যদিকে ২২০ ও ২২১ নং হাদীস দু'টি এ হাদীসের শাহেদ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়– ভাব বর্ণনার মাধ্যমে হাদীস প্রচার করার অনুমতি রসূল (স.) নিজেই দিয়েছেন। আর এটি না দিলে হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছাতো না। উল্লেখ্য যে– হাদীসের ভাব বর্ণনার বিষয়টি একাধিক প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তা'বেঈ থেকে প্রমাণিত ও স্বীকৃত। এ সকল সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.), আবূ দারদা (রা.), আনাস ইবন মালিক (রা.), আমর ইবন দীনার (রহ.), আমির ইবন শা'বী (রহ.), ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.), সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (রহ.), ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-ক্বাত্তান (রহ.), আব্দুল্লাহ ইবন উবাইদ ইবন উমাইর (রহ.), হাসান বসরী (রহ.) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

(খতীব আল-বোগদাগী, আল-কিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়ায়াত, পৃ. ১৭৪)

আর এই ভাব বর্ণনার কারণেই মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার পরে বলেন– أُوكما قال، ونحو هذا অর্থাৎ "নবী (স.) এমন এমন বা অনুরূপ বলেছেন।"

সম্মিলিত শিক্ষা : ২২৪ নং থেকে ২২৯ নং (৬টি) হাদীসসমূহের বক্তব্য থেকে জানা যায়– সাহাবী, তা'বেঈ, তা'বে তা'বেঈ যুগ পর্যন্ত অধিকাংশ হাদীস প্রচার হতো মুখে মুখে ভাব বর্ণনা রূপে। শাব্দিক বর্ণনা রূপে নয়। অর্থাৎ পূর্বের রাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনে পরের রাবী যা বুঝতেন তা তিনি নিজ শব্দে মুখে বর্ণনা করতেন। তা'বে-তা'বেঈ যুগ শুরু হয় ২২০ হি. সালে।

কুতুবে সিত্তার (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) লেখকগণের জীবনকাল হলো– ইমাম বুখারী (রহ.) ১৯৪-২৫৬ হি., ইমাম মুসলিম (রহ.) ২০৪-২৬১ হি., ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ২০২-২৭৫ হি., ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৯-২৭৯ হি., ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ২০৯-২৭৩ হি. এবং ইমাম নাসায়ী (রহ.) ২১৫-৩০৩ হি.। তাই, কুতুবে সিত্তায় যে সকল হাদীস লেখা আছে সেগুলোর গ্রন্থকারগণ তা'বে-তা'বেঈ যুগের মানুষদের কাছ থেকে শুনে তাঁদের গ্রন্থে লিখেছেন। অন্যদিকে কুতুবে সিত্তায় গ্রন্থকারগণের কাছে হাদীস পৌঁছেছে সাহাবী, তা'বেঈ ও তা'বে তা'বেঈ যুগের ৫ থেকে ৭ জন ব্যক্তির মুখ ঘুরে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ বছর পরে।

কুরআনের আয়াত মনে রাখার তুলনায় কারো মুখের কথা শুনে তা শব্দে শব্দে বলা বহুগুনে কঠিন। ওপরের বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে, রসূল (স.)-এর কুরআনের আয়াত সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়ার প্রমাণ উল্লেখ আছে। আর ২২৯ নং হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা গেছে যে– সাহাবীগণকে ভাব বর্ণনার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনার অনুমতি রসূল (স.) নিজেই দিয়েছেন। অন্যদিকে আমাদের গবেষণায়– একজন সাহাবীর (রা.) বলা একই মতন সম্বলিত হাদীসের, একাধিক গ্রন্থে থাকা বর্ণনা বা একটি গ্রন্থে উপস্থিত একাধিক সাহাবীর (রা.) বলা একই মতন সম্বলিত হাদীসের বর্ণনায় শব্দ একই পাওয়া যায়নি।

তাই, খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (রিয়াওয়িত বিল মা'নি)। আর তাই, দু'টি কারণে প্রচলিত হাদীসের বক্তব্য বিষয়ে (মতন) ভুল থাকা সম্ভব–

১. শোনা কথা শব্দে শব্দে তথা নির্ভুলভাবে বলতে না পারার স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতা।
২. ভাব বর্ণনায় কিছু ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বর্ণনাকারী যতই উচ্চ মানের হোক না কেন।

হাদীস নং- ২৩০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ বিন মুয়াজ আল-আনবারী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষের মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট যখন সে শোনা বিষয় যাচাই-বাছাই ছাড়া বর্ণনা (প্রচার) করে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সরাসরি বক্তব্য হলো– শোনা কথা কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করা মানুষের মিথ্যাবাদী তথা কবীরা গুনাহগার বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। শোনা কথা– সাধারণ কথা বা হাদীসও হতে পারে।

হাদীস নং- ২৩১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ 'আসেম আদ-দাহহাক বিন মাখলাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– আমার হাদীস (সঠিকভাবে জানা থাকলে) অন্যের কাছে পৌঁছে দাও, তা একটি তথ্য হলেও। আর বনী ইসরাঈলদের (সঠিক) ঘটনাবলি বর্ণনা করো। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে ইচ্ছা করে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামকেই তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩২৭৪।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির প্রথমে রসূল (স.) তাঁর হাদীস সঠিকভাবে জানা থাকলে তা অন্যের কাছে পৌঁছাতে বলেছেন। সেটি একটি তথ্য হলেও। আর হাদীসটির শেষে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– কেউ ইচ্ছা করে মিথ্যা কথাকে তাঁর হাদীস হিসেবে প্রচার করলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

২২৪ নং থেকে ২২৯ নং (৬টি) হাদীসসমূহের বক্তব্য থেকে আমরা জেনেছি যে– কুতুবে ছিত্তার (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) হাদীসসমূহ হলো শোনা হাদীসের লিপিবদ্ধ রূপ। তাই, অত্র ও ২৩০ নং হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতা যাচাই ছাড়া যে কোনো গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস গ্রহণ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

হাদীস নং- ২৩২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ 'حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৪০৩।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির তথ্যটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য রসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা আরম্ভ করেছেন। রসূল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি তথা

রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। আর রসূল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য।

অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসূল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রসূল (স.) যাদের সামনে কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরব ও সাহাবী। তাহলে রসূল (স.) কেন এ কথাটি বলেছেন তা সকল যুগ বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর এ হাদীসটি বলার প্রধান কারণ হলো– ইচ্ছাকৃতভাবে বলা জাল হাদীস বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলা ভুল হাদীস ধরতে পারার পদ্ধতিটি জানিয়ে দেওয়া। যার কুরআনের জ্ঞান আছে; সে জাল বা ভুল হাদীস ধরতে পারবে, আর যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান নেই সে তা পারবে না। ফলে মৌলিক বিষয়ে জাল হাদীসের ওপর আমল করে তার পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

হাদীস নং- ২৩৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ `الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ' حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه ثنا مسدد بن قطن بن إبراهيم ثنا داود بن رشيد ثنا صالح بن عمر أنبأ إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إِنَّ هَذَا القرآنَ مأْدُبةُ اللهِ ، فَاقْبَلُوا مأْدُبَتَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ ، والنُّورُ الْمُبِيْنُ ، والشِّفَاءُ النافِعُ ، عصمةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَزِيْغُ فيُسْتَعْتَبُ ، وَلَا يعوَجُّ فيُقَوَّمُ ، وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ ، وَلَا يَخْلَقُ مَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، اُتْلُوْهُ ؛ فإِنَّ اللهَ يأجرُكُمْ عَلَى تِلَاوتِه كُلَّ حَرْفٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ : (ألم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيْمٌ .

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নিশাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল ওয়ালীদ হাস্সান বিন মুহাম্মদ আল কুরশী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– **নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করো।** নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহর রশি এবং (জ্ঞানের) স্পষ্ট আলো এবং কল্যাণকর আরোগ্যদানকারী; **যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী;** যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রাণদাতা। **এটি বিপথে নেয় না**

তাই প্রশান্ত-চিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো। এর নতুনত্বের শেষ হয় না। সুতরাং তোমরা এটাকে অধ্যয়ন করো। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এটি অধ্যয়নের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। (হরফে মুকাত্তায়াত না বুঝে আর বাকি সব বুঝে পড়লে) প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি এ কথা বলছি না যে– আলিফ, লাম, মীম একটা অক্ষর। বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

- ♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন*, হাদীস নং-২০৪০।
- ♦ ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সদন সহীহ।[৩০৭] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) বলেন– এই হাদীসের সনদে কোনো সমস্যা নেই। এ সনদের সব রাবীই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে শুধু ইব্রাহীম ইবন মুসলিম আল-হুজুরী ছাড়া সকলেই সহীহ মুসলিমের রাবী।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী' অংশের একটা ব্যাখ্যা হলো– যার কুরআনের জ্ঞান থাকবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে বলা জাল বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলা ভুল হাদীস শনাক্ত করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে নিজেকে মহাক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : ২৩১, ২৩২ ও ২৩৩ নং হাদীসের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– বর্তমান কুতুবে সিত্তাহসহ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) সকল হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত থাকা হাদীসকে আল্লাহ প্রদত্ত অন্য দু'টি উৎস– কুরআন ও আকলের ভিত্তিতে যাচাই করে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা বের করতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) হলো জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস। তবে এটি মূল নয়। এটি হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।
২. শুধু সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলাম জানার চেষ্টা করলে চলবে না, কুরআন অবশ্যই জানতে হবে।
৩. কুরআন না জেনে শুধু সুন্নাহ জেনে জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যেতে হবে।
৪. রসূল (স.)-এর মাক্কী জীবনে, কুরআনের সাথে মিশ্রিত হওয়া প্রতিরোধের জন্য হাদীস লেখা নিষিদ্ধ ছিল।
৫. রসূল (স.)-এর মাক্কী জীবনের পর থেকে শিক্ষিত সাহাবীগণ তাদের জানা কিছু হাদীস বিচ্ছিন্নভাবে লিখে রাখতেন।

---

৩০৭. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন (তা'লীক)*, খ. ১, পৃ. ৭৪১।

৬. খুব ছোটো হাদীস ছাড়া প্রায় সব হাদীসই ভাব বর্ণনা। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের ভাব বর্ণনা।

৮. কুতুবে সিত্তাহ (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং নাসায়ী শরীফ) ও অন্য হাদীসগ্রন্থে যে সকল হাদীস লেখা আছে সেগুলো গ্রন্থকারগণ তা'বে-তা'বেঈ যুগের মানুষদের কাছ থেকে শুনে তাঁদের গ্রন্থে লিখেছেন।

৯. প্রচলিত সকল হাদীসকে কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল ও প্রমাণিত জ্ঞান) ও আকল (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা বের করতে হবে।

প্রচলিত সহীহ হাদীস যাচাই করে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা বের করার প্রবাহচিত্র/নীতামালা যা হতে পারে

প্রচলিত সহীহ হাদীস যাচাই করে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা বের করতে হলে দু'টি বিষয় আগে জানতে হবে। বিষয় দু'টি হলো–

১. প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা।

২. যেকোনো বিষয়ের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ইসলাম প্রদত্ত স্থায়ী প্রবাহচিত্র/নীতামালা।

১. প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা

বিভিন্ন মনীষীর লেখা গ্রন্থে উপস্থিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা ভুমিকায় আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট যে– প্রচলিত মতে হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতনের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই, সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– প্রচলিত সহীহ হাদীসের মতন যাচাই করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

২. যেকোনো বিষয়ের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ইসলাম প্রদত্ত স্থায়ী প্রবাহচিত্র/নীতামালা

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

প্রবাহচিত্র/নীতামালাটির বিস্তারিত বর্ণনা আছে ৭ নং পরিচ্ছেদে।

প্রচলিত সহীহ হাদীসের মতন যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহচিত্র/নীতিমালা যা হতে পারে

ওপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে– হাদীসের ভান্ডার থেকে প্রচলিত সহীহ হাদীস বাছাই করার সময় বর্ণনাকারীদের গভীরভাবে যাচাই বাছাই করা হয়েছে যেন জাল বা ভুল হাদীস, সহীহ হাদীসের তালিকায় ঢুকে পড়তে না পারে। তাই, ঐ বর্ণনাকারীগণের বলা হাদীসকে নির্ভুল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।
অন্যদিকে–

১. কুতুবে সিত্তার (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) প্রায় সব হাদীস হলো রসূল (স.)-এর কথার ভাব বর্ণনা যা চাঁর (সাহাবী, তা'বেঈ, তাবে-তা'বেঈ, তাব-তাবে-তাবেঈ) স্তরের ৫ থেকে ৭ জন ব্যক্তির মুখ ঘুরে এসে প্রায় ২০০-২৫০ বছর পর লিপিবদ্ধ হওয়া।
২. চাঁর স্তরের ৫-৭ জন ব্যক্তির সকল ভাব বর্ণনা শতভাগ নির্ভুল ছিল এটি শতভাগে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না। যেখানে দেখা যায় (২২০ ও ২২১ নং হাদীস) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরব ও মানুষ রসূল (স.)-এরও কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতেও সাময়িক ভুল হয়েছে।
৩. সুরা নুরের আয়াত নং ১৫, ১৬ ও ১৭ এবং সুরা হুজুরাতের ৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফিক, দুর্বল মানের মুসলিম, শক্তিশালী মানের মুসলিম এমনকি সাহাবীগণের বলা কথাও যাচাই না করে মেনে নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তাই, প্রচলিত সহীহ হাদীসের মতন যাচাইয়ের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। অর্থাৎ সেখানে সনদ ও মতনকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত কোনো বিষয়ের

নির্ভুলতা যাচাইয়ের চিরসত্য প্রবাহচিত্র/নীতিমালার ভিত্তিতে সে প্রবাহচিত্র/নীতিমালা হতে পারে নিম্নরূপ–

প্রচলিত সহীহ হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়)

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান}-এর আলোকে যাচাই করে মতনটিকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেওয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে প্রচলিত অন্য সহীহ হাদীস দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

মতনটির বিষয়ে প্রচলিত অন্য কোনো সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে এবং হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের হলে তাকে সঠিক বলে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ করা। অন্যথায় প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ করা

পরিচ্ছেদ-৫ : আকল

উপ-পরিচ্ছেদ ১ : আকলকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের নীতিমালা

ব্যবহার নীতিমালা না জেনে কেউ যদি কোনো জ্ঞানকে ব্যবহার করে তবে ব্যক্তি নিজে ও সমাজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আকল হলো জন্মগতভাবে মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস। তাই ব্যবহার নীতিমালা না জেনে কেউ যদি আকলকে ব্যবহার করে তবে ব্যক্তি নিজে ও সমাজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

আকল ব্যবহারের নীতিমালা বিষয়ক অনেক তথ্য কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। ঐ তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত আমাদের গবেষণা অনুযায়ী আকল ব্যবহারের মূলনীতি হলো দুইটি–

১. আকলকে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. আকলকে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

মূলনীতি-১ : আকলকে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা
এ মূলনীতিটির সমর্থনকারী কুরআন ও হাদীস উল্লেখ রয়েছে অত্র গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ১-এর ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে {আকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত (অপ্রমাণিত) সাধারণ উৎস}।

মূলনীতি-২ : আকলকে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া
এ মূলনীতি বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন (উৎকর্ষিত) মন (মনে থাকা আকল/Common sense) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল/Common sense) যা অবস্থিত (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (Fore brain)।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : দেশ ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব বিষয় (উদাহরণ) দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। ফলে মানুষের মনে থাকা আকল উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত আকলের মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– কোনো বিষয় সম্পর্কে আকলে পূর্ব থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য দেখে পড়ে বা কানে শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায় না। তাহলে আয়াতটি অনুযায়ী– একটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে আকলকে প্রথমে এবং কুরআন ও সুন্নাহকে পরে ব্যবহার করতে হবে।

বাড়িতে কোনো অপরিচিত লোক আসলে প্রথমে দারোয়ান তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বা আটকায়। আর মালিক বা মালিকের নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাই, আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী আকলকে ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দিতে হবে তথা দারোয়ান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

আয়াত-২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ....

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হলে তোমরা ফিরে যাও (যাচাই করে নাও) আল্লাহ (কুরআন) ও রসূলের (সুন্নাহ) দিকে (আলোকে) ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ আয়াতটিতে প্রথমে সকল ঈমানদারকে বলেছেন আল্লাহ, রসূল এবং ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীলদের অনুসরণ করতে। অর্থাৎ এ সকল মাধ্যম থেকে আসা বক্তব্য বা তথ্য সত্য বলে মেনে নিতে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন– মতপার্থক্য হলে কীভাবে তার সমাধান করতে হবে। এ অংশটুকুর ব্যাখা বুঝতে হলে মতপার্থক্য কাদের সাথে কোন উৎসের মাধ্যমে করার কথা বলা হয়েছে সেটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। বিষয়টি যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায় তা হলো–

১. আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল (স.) তথা কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে মতপার্থক্য করার প্রশ্নই আসে না। মতপার্থক্য হতে পারে উলিল আমর তথা ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত, বক্তব্য বা লেখার সাথে।
২. একজন ঈমানদারের কুরআন-সুন্নাহর সকল তথ্য সব সময় জানা থাকে না। তাই, দায়িত্বশীলগণের কোনো বক্তব্যের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের মাধ্যমে মতপার্থক্য করা সকল ঈমানদারের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। কিন্তু আকল (জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সাধারণ জ্ঞান) সকল ঈমানদারের মধ্যে সকল সময় উপস্থিত থাকে। তাই কারো

বক্তব্য শোনার সাথে সাথে শুধু এ উৎসটির আলোকে মতপার্থক্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব। এখান থেকে বলা যায়– মতপার্থক্য প্রাথমিকভাবে করতে হবে আকলের আলোকে।

৩. মতপার্থক্য সমাধানের জন্য প্রথমে কুরআন তারপর সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আকলের ভিত্তিতে করা প্রাথমিক মতপার্থক্য প্রথমে কুরআন এবং পরে দরকার হলে সুন্নাহর মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে।

তাই, আলোচ্য আয়াত অনুযায়ীও আকলকে ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দিতে হবে তথা দারোয়ান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

এ মূলনীতি বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৩৪ (ফে'য়লী হাদীস)

আলোচ্য বিষয়ে রসূল (স.)-এর ফে'য়লী (কাজের মাধ্যমে জানানো) হাদীস হলো 'ইফক'-এর বিষয়ে তথা বনী মুস্তালিক যুদ্ধে আয়িশা (রা.)-এর ওপর দেওয়া অপবাদের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে রসূল (স.)-এর অনুসরণ করা কর্মপদ্ধতি। ঘটনাটি পরিচ্ছেদ ৭-এ (আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন সুন্নাহ ও আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র নীতিমালা) উল্লিখিত আছে। ঐ অপবাদের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গিয়ে রসূল (স.) প্রথমে আকলের মাধ্যমে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ঐ বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কুরআনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

তাই, এ ফে'য়লী হাদীস অনুযায়ী আকলকে ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দিতে হবে তথা দারোয়ান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

হাদীস নং- ২৩৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–* আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম– আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– ক্ষতিপূরণ, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।'

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১১১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল–

১. আল্লাহর কিতাব।

২. মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা থাকে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে।

৩. কিছু হাদীস।

ছবি : সংশ্লিষ্ট ছবি ৭৮ নং পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেওয়া হয়েছে–

১. কুরআন

২. সুন্নাহ (হাদীস)

৩. আকল/বিবেক/Common sense।

উৎস তিনটির মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

১. কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।

২. সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।

৩. Common sense : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাবহারিক (Practical) পার্থক্য

১. কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।

২. সুন্নাহ (রসূল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।

৩. Common sense : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

তাই, এ হাদীস অনুযায়ী আকলকে ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দিতে হবে তথা দারোয়ান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

হাদীস নং- ২৩৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ "سُنَنِهِ" أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ . فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ . وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন–* শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল (জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ জ্ঞান/বিবেক/বোধশক্তি/Common sense) ও সাধনা (Dedication)। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

- দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭১।
- হাদীসটির সনদ শায়খ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩০৮]
- **হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।**

ব্যাখ্যা : **হাদীসটি থেকে জানা যায়– কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করার পথে আকলের (বিবেক/Common sense) ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আকলের সে ব্যবহার হবে দারোয়ান হিসেবে। মালিক হিসেবে নয়। দারোয়ানের রায় মালিক পাল্টিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মালিকের রায় দারোয়ান পাল্টিয়ে দিতে পরে না। তেমনি আকলের রায় কুরআন পাল্টিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু কুরআনের রায় আকল পাল্টিয়ে দিতে পারবে না।**

---

৩০৮. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, খ. ১, পৃ. ৪১৪।

পরিচ্ছেদ-৫ : আকল

উপ-পরিচ্ছেদ ২ : আকল ও আকলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক বাস্তব/সত্য উদাহরণ
(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা বাকারা/২ : ২৬।)
জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে মানুষ প্রতি মুহূর্তে আকল ব্যবহার করছে। অন্যকথায় আকল ব্যবহার না করে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। যেটি ব্যবহার না করলে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে চায়। তাই, বাস্তবতার এ তথ্য অনুযায়ী ইসলামে 'আকল'-এর গুরুত্ব অপরিসীম হওয়াই স্বাভাবিক।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : যারা 'আকল'-কে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করে না তাদের ওপর তিনি অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করার জন্য মানব জীবনে ভুল চেপে বসবে বলে কুরআন বলেছে সেটি নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আয়াত-২

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা আকল-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল-আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ্ এখানে যারা জীবন পরিবচালনায় আকল-কে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিশ্চয়তা সহকারে নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন। আর জীবন পরিচালনা করে সফল হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কুরআন জানা ও বুঝা। আল্লাহ্ যাকে নিকৃষ্টতম পশু বলেছেন তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করার জন্য মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আয়াত-৩

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ . فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ . وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অনুবাদ : যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে, কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে– সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে, হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা আকলকে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না।

(সুরা আল-মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে পরকালে জাহান্নামী ব্যক্তিরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে, সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। জাহান্নামীরা বলবে– পৃথিবীতে সতর্ককারীরা তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর যে দাওয়াত দিয়েছিল সেটি যদি তারা গ্রহণ করতো অথবা আকল-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামে আসতে হতো না। লক্ষণীয় বিষয় হলো জাহান্নামীরা কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত গ্রহণ করা এবং আকল-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা বলেনি, তারা বলেছে কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত গ্রহণ করা অথবা আকল-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– আকলকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটি কারণ হবে। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে জাহান্নামে যেতে হবে সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

আয়াত-৪

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common Sense-এর) অধিকারী হতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(সুরা আল-হজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে পৃথিবী ভ্রমণ করলে (বিভিন্ন স্থানে থাকা সত্য উদাহরণ দেখার মাধ্যমে) এমন উৎকর্ষিত 'আকল'-এর অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝা যায়। যে জিনিসটি উৎকর্ষিত হলে কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝা যায় সেটি নিঃসন্দেহে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আয়াত-৫

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.

অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো, তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ, তাদের অধিকাংশই জাহিলীভাবে চলা ব্যক্তি।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– যারা জীবন পরিচালনার সময় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense ব্যবহার করে না, তাদের সামনে ফেরেশতারা উপস্থিত হলে, মৃতরা তাদের সাথে কথা বললে বা সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেও আল্লাহর প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনতে পারবে না। যে বিষয়টিকে ব্যবহার না করলে ঈমান আনা সম্ভব হয় না সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআন অনুযায়ী আকল এবং আকলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। কারণ, আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী–

১. যারা আকলকে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তারা নিকৃষ্টতম জন্তু।
২. আকলকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।
৩. আকল উৎকর্ষিত না হলে কুরআন ও সুন্নাহর অনেক তথ্য চোখে ধরা পড়বে না।
৪. আকলকে ব্যবহার না করলে ঈমান আনা সম্ভব হয় না।
৪. আকলকে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৩৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي 'مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু 'আমির (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা আমার

নামে বলা কোনো হাদীস শোনো তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) মেনে নেয় এবং যার প্রতি তোমাদের ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি (মনে থাকা আকল) নরম হয়ে যায় (সম্মতি দেয়) এবং তোমরা দেখতে পাও তোমরা হাদীসটি (গ্রহণ করার) কাছাকাছি, তখন জেনে নেবে যে, তোমাদের চেয়ে আমি সেটির অধিক কাছে (সেটি আমার হাদীস)। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শোনো, তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যেটি তোমাদের ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি (মনে থাকা আকল) অস্বস্তি বোধ করে এবং দেখতে পাও সেটি (গ্রহণ করা) থেকে তোমরা দূরে, তখন জেনে নেবে যে, আমি তোমাদের চেয়ে সেটির অধিক দূরে (সেটি আমার হাদীস নয়)।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬১০২।
- হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)।[৩০৯] শু'আইব আওরনাউত (রহ.)-এর মতে, হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন। [৩১০]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে জন্মগতভাবে একটি ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি আছে, যেটি হাদীস শুনলে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা ধারণা করতে পারে। মানুষের মনের এ ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তিই হলো– আকল, বোধশক্তি, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই-

১. হাদীসটিতে আকলকে হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের একটি বিষয় বলা হয়েছে।
২. হাদীসটিতে তোমার নয় তোমাদের আকল বলা হয়েছে। তাই, এখানে আকলের সম্মিলিত রায়কে রসূল (স.) হাদীসের সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে।

তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ীও আকল জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস।

হাদীস নং- ২৩৮

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن سلمة و أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال: قرىء على عبد الملك بن محمد هو ابن عبد الله القرشي ثنا أبي قال: ثنا مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ وَ مُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَ حَسَبُهُ خُلُقُهُ.

৩০৯. আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ আল-কামিলাহ*, খ. ২, পৃ. ২৩১।
৩১০. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৫, পৃ. ৪২৫।

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন, যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানো বা গ্রহণযোগ্য করার শক্তি হলো তার আকল, আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।

- ◆ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৪২৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩১১]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী আকল হলো যুক্তির মাধ্যমে দ্বীন তথা কুরআন ও সুন্নাহ বোঝানো বা গ্রহনযোগ্য করার শক্তি। তাই, সহজে বলা যায়– আকল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি।

হাদীস নং- ২৩৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ "سُنَنِهِ" أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ . فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ . وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল (জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ জ্ঞান/বিবেক/বোধশক্তি/Common sense) ও সাধনা (Dedication)। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

---

৩১১. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ২১২।

♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭১

♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩১২]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আকল (বিবেক/Common sense) যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে কুরআন সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তাই, আকল জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত মহাগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ও নিয়ামত।

হাদীস নং- ২৪০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمّاً وَقُلُوباً غُلْفاً

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হতে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, আকলের (বিবেক/Common sense) উপলব্ধিতে, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝরনা ধারা এবং কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) বলেন– তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা আকলকে) উন্মুক্ত করে দেবে।

♦ দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৩২৭।

♦ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৩১৩] হাদীসটির সনদ মুগীছ পর্যন্ত সহীহ। তবে মুগীছের উর্ধ্বে মাওকুফ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়, আকল ব্যবহার করে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়– আল কুরআন আল্লাহর কিতাব এবং এটি আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী আকল মহাগুরুত্বপূর্ণ এক নিয়ামত।

---

৩১২. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, খ.১, পৃ. ১১৬।

৩১৩. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *আস-সুনান (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ৫২৫।

হাদীস নং- ২৪১

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অনুবাদ : *আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে*– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, হে রসূল! গুনাহ কী? যে কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে (নিষেধ করবে) সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে।

- আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং-২২২২০।
- হাদীসটির সনদ শায়খ শু'আইব আরনাউতের মতে সহীহ।[৩১৪]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির একটি তথ্য হলো– যাকে সৎকাজ আনন্দ দেবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দেবে সে মু'মিন। সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার 'আকল' (বিবেক) জাগ্রত আছে। তাই এ হাদীসের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আকল' জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যে বিষয়টি জাগ্রত থাকা বা না থাকার ওপর ঈমান নির্ভরশীল সেটি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই এ হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– 'আকল' অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস নং- ২৪২

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِي عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ.

---

৩১৪. শুআইব আল-আরনাউত, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ২৫২।

فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ : *ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে*– ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসূল (স.)-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন– তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[৩১৫] আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শুআইব আল-আরনাউত হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।[৩১৬]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

৩১৫. আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৫১।
৩১৬. শুআইব আল-আরনাউত, *মুসনাদ আহমাদ* (তাহকীক), খ. ৪, পৃ. ২২৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের আকল (বিবেক/Common sense) সায় না দিলে কোনো ব্যক্তির বার বার দেওয়া ফতোয়া/রায়ও বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তির যত ডিগ্রিই থাকুক না কেন। তাই এ হাদীসটির আলোকেও সহজে বলা যায়– 'আকল' অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত।

হাদীস নং- ২৪৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষ খনিজ পদার্থ স্বরূপ; যেমন রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং পরিচ্ছেদ-এর ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে (আকল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অপ্রমাণিত/সাধারণ উৎস) আলোচনাকৃত আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় আকল মানুষের মর্যাদার প্রতীক (বিস্তারিত দেখুন– ১২১ নং পৃষ্ঠা)। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায় আকলের গুরুত্ব অনেক।

হাদীস নং- ২৪৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ: أَتْقَاهُمْ . فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সন্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহ সচেতন। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবী'র পুত্র, আল্লাহর নবী'র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৭৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং পরিচ্ছেদ-এর ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে (আকল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অপ্রমাণিত/সাধারণ উৎস) আলোচানাকৃত আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় আকল মানুষের মর্যাদার প্রতীক। তাই, এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায় আকলের গুরুত্ব অনেক।

হাদীস নং- ২৪৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُولُ : اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মাস'ঊদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) সলাতের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন– তোমরা সোজাসুজি দাঁড়াও এবং আগে পিছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/বিবেক/Common sense) মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আকল সম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এ গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে কাছাকাছি দাঁড়াবে। আবূ মাস'ঊদ (রা.) বলেন, কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১০০০

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : وَأُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى বলতে আকল সম্পন্ন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম নববীও এই মন্তব্য করেছেন।[৩১৭] তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– অধিক আকল সম্পন্ন লোকদের কম আকল সম্পন্নদের তুলনায় গুরুত্ব ও মর্যাদা বেশি। আর তাই হাদীসটি অনুযায়ী আকল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস নং- ২৪৬

أَخْرَجَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। **যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে।** অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১০০।

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– যখন কোনো প্রকৃত আলিম সমাজে থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে

---

৩১৭. ইমাম নববী, *সহীহ মুসলিম বিশারহিন নববী*, খ. ৪, পৃ. ১৫৫।

কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। তাই হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– আকল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের শক্তি।

হাদীস নং- ২৪৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবনিল সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মানুষের কাছ থেকে 'ইলম ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি 'আলিম সম্প্রদায়কে কবয করে 'ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন একজন 'আলিমও থাকবে না তখন মানুষেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৭১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২৪৬ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ২৪৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ

النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ‘উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হারামালাহ ইবন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ‘উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে ‘আয়িশা (রাঃ) বললেন– হে আমার বোনের ছেলে! আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্র (রা.) আমাদের সাথে হাজ্জব্রত পালনে এসেছেন। তাঁর সাথে তুমি দেখা করে প্রশ্ন করো। কেননা, নবী (স.) থেকে তিনি বহু জ্ঞানার্জন করেছেন। তিনি (‘উরওয়াহ্) বলেন, এমন সময় আমি তাঁর সাথে দেখা করে এমন বহু ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম, যা তিনি রসূলুল্লাহ (স.) হতে উল্লেখ করেছেন। ‘উরওয়াহ্ (রহ.) বলেন, যা তিনি আলোচনা করেছিলেন সে সকল বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল এই যে, নবী (স.) বলেছেন– আল্লাহ তা‘আলা মানুষের কাছ থেকে ইলম কেড়ে নেবেন না। তবে তিনি ‘আলিমদের উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। সুতরাং তাদের সাথে ‘ইল্মও উঠে যাবে। আর যখন মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। তারা না জেনে-শুনে মানুষদের ফাতওয়া দিবে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৭৪।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২৪৬ নং হাদীসটির অনুরূপ।

পরিচ্ছেদ-৫ : আকল

উপ-পরিচ্ছেদ ৩ : আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়া এবং তার মাত্রা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক বাস্তব/সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। বাকারা/২ : ২৬)

উদাহরণ-১

পৃথিবীতে মুসলিম থেকে অমুসলিম হয় না বললেই চলে। যা হয় তাও মিথ্যা তথ্য বা আর্থিক লোভ-লালসা বা ধোঁকায় পড়ে হয়। কিন্তু অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার ঘটনা অসংখ্য। কারণ সঠিক পরিবেশ ও তথ্য পেয়ে অমুসলিমদের সুপ্ত বা অবদমিত 'আকল' জেগে ওঠে, ফলে তারা মুসলিম হয়ে যায়। তাই, এ উদাহরণ থেকে জানা যায়– অনৈসলামিক পরিবেশের প্রভাবে আকল অবদমিত হয়, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

উদাহরণ-২

সাধারণ নৈতিকতার সকল বিষয়ে সব ধর্মের মানুষের মত একই। এটি প্রমাণ করে যে, বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশে আল্লাহ প্রদত্ত 'আকল' অবদমিত হয় কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ : অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে ('আকল'-কে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে ('আকল'-কে) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৯-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'টি থেকে জানা যায় যে, 'আকল' উৎকর্ষিত কিংবা অবদমিত হতে পারে।

আয়াত-২

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা এমন উৎকর্ষিত আকলের) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু দেখে

পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(সুরা আল-হজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে পৃথিবী ভ্রমণ করলে এমন উৎকর্ষিত আকলের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝা যায়। দেশ ভ্রমণ করলে আকল উৎকর্ষিত হওয়ার কারণ হলো– বিভিন্ন স্থানে বা দেশে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। আর ঐ অর্জিত সঠিক জ্ঞান আকলকে উৎকর্ষিত করে। এটি বর্তমানের কম্পিউটারের মেমোরি বাড়ালে বিশ্লেষণ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া বিষয়টির মতো বিষয়।

আয়াত-৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (আকলকে উৎকর্ষিত করে) দেবেন।

(সুরা আল-আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায় হলো– কুরআন, সুন্নাহ, প্রাকৃতিক নিদর্শন (বিজ্ঞান), সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদির আলোকে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদির আলোকে জ্ঞানার্জন করলে আকল উৎকর্ষিত হয়। তাই, এ আয়াতের আলোকে এটিও বলা যায়– কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞান বিরোধী তথ্য, মিথ্যা ঘটনা, মিথ্যা কাহিনি ইত্যাদির প্রভাবে আকল অবদমিত হয়।

আয়াত-৪

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অনুবাদ : যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো, তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের (পূর্বের আকাবের/মনীষীগণ) যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের বাপ-দাদারা আকল (বিবেক/Common sense) ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু এর শিক্ষা সর্বজনীন। কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ডাকা হলে অনেকে বলে ঐ বিষয়ে বাপ-দাদা তথা পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের বক্তব্য ও আমল তাদের জন্য যথেষ্ট। আয়াতটিতে মানুষের এই ধরনের কথাকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

একটি বিষয়ে পূর্বের সকল আকাবের/মনীষীর বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে ভুল হওয়ার একটিমাত্র কারণ হতে পারে। সেটি হলো সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে আকল (বিবেক/Common sense) উৎকর্ষিত না হওয়ায় তাদের পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই, সকল বিষয়ে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা ঠিক হবে না।

তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– 'আকল' উৎকর্ষিত বা অবদমিত উভয়টি হতে পারে।

আয়াত-৫

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ . فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا
نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ . وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ .

অনুবাদ : যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে, কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে, সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে, হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা আকল (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তাহলে আমরা আজ জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না।

(সুরা মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : জাহান্নামে যাবে কাফির, মুশরিক ও তাওবা ছাড়া কবীরাগুনাসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন। এ আয়াতে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন পরকালে জাহান্নামে যাওয়া ব্যক্তিরা জাহান্নামের পাহারাদারদের প্রশ্নের উত্তরে বলবে– তারা যদি কুরআন হাদীসের বক্তব্য শুনতো অথবা আকল ব্যবহার করতো তবে তাদের জাহান্নামে আসতে হতো না। কারণ, তারা বুঝতে পারতো কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য তাদের আকল সম্মত। ফলে তারা তা মেনে নিতে এবং তার ওপর আমল করতে পারতো। আর এর ফল স্বরূপ তাদের জাহান্নামে আসতে হতো না। শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে কাফিরদের আকল পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন বলছে ঐ পরিবর্তিত আকলকেও যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে আকল অবদমিত হলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তিদের আকলের অনেক রায় ভুল হলেও সকল রায় ভুল হয় না। আর এ আয়াতের ভিত্তিতে আকলের মাধ্যমে বলা যায়– সঠিক জ্ঞান

ও পরিবেশে আকল উৎকর্ষিত হতে হতে কুরআন ও সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায়, কিন্তু একে বারে সমান হয় না। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তিদের আকলের অধিকাংশ রায় সঠিক হয়, সকল রায় সঠিক হয় না।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

১. আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে।
২. কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদির আলোকে সঠিক জ্ঞানার্জন করলে এবং সঠিক পরিবেশে থাকলে আকল উৎকর্ষিত হয়।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞান বিরোধী তথ্য, মিথ্যা ঘটনা, মিথ্যা কাহিনি ইত্যাদি এবং অনৈসলামিক পরিবেশের প্রভাবে আকল অবদমিত হয়, কিন্তু একে বারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।
৪. সঠিক জ্ঞান ও পরিবেশে আকল উৎকর্ষিত হতে হতে কুরআন ও সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায়, কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৪৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজেব বিন ওয়ালীদ* (রহ.) *থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতে উদাহরণের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে– শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে 'আকল' পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ও

পরিবেশের প্রভাবে ‘আকল’ অবদমিত হয়। তবে কারো আকলের সকল রায় কখনো ভুল হয় না। অর্থাৎ আকল অবদমিত হয় কিন্তু শুন্য হয় না। তাই, হাদীসটির আলোকে এটিও বলা যায় যে– ইসলামের সম্পূরক শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশে ‘আকল’ উৎকর্ষিত হয়। তবে আকল কখনো কুরআন বা সুন্নাহর সমান হবে না।

হাদীস নং- ২৫০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষ খনিজ পদার্থ স্বরূপ; যেমন রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৬৩৮
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং পরিচ্ছেদের ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে (আকল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অপ্রমাণিত/সাধারণ উৎস) থাকা আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা (১২১ নং পৃষ্ঠা) থেকে জানা যায়– হাদীসটিতে বিভিন্ন মানুষের মর্যাদার পার্থক্যকে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের পার্থক্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর মর্যাদার এই পার্থক্যের কারণ বলা হয়েছে আকলের শক্তির পার্থক্য।

বিভিন্ন কারণে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্য কমলেও তা কখনো শূন্য হয় না। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী, বিভিন্ন কারণে আকল অবদমিত হলেও তা একেবারে শূন্য হয় না। সুতরাং হাদীসটির আলোকে এটিও বলা যায় যে– আকল উৎকর্ষিত হলেও তা কখনো কুরআন ও সুন্নাহর সমান হবে না।

হাদীস নং- ২৫১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قِيلَ يَا

رَسُولَ اللّٰهِ ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ:أَتْقَاهُمْ . فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ:فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيلِ اللّٰهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ:فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ* (রহ.) *থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সন্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহ সচেতন। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবী'র পুত্র, আল্লাহর নবী'র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

- ◆ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩১৭৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং পরিচ্ছেদের ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে (আকল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অপ্রমাণিত/সাধারণ উৎস) থাকা আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা (১২২ ও ১২৩ নং পৃষ্ঠা) অনুযায়ী এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায় যে– বিভিন্ন কারণে আকল অবদমিত হলেও তা একেবারে শূন্য হয় না। আর তাই, হাদীসটির আলোকে এটিও বলা যায় যে– আকল উৎকর্ষিত হলেও তা কখনো কুরআন ও সুন্নাহর সমান হবে না।

হাদীসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

১. আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে।

২. কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদির আলোকে সঠিক জ্ঞানার্জন করলে এবং সঠিক পরিবেশে থাকলে আকল উৎকর্ষিত হয়।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞান বিরোধী তথ্য, মিথ্যা ঘটনা, মিথ্যা কাহিনি ইত্যাদি এবং অনৈসলামিক পরিবেশের প্রভাবে আকল অবদমিত হয়, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

৪. সঠিক জ্ঞান ও পরিবেশে আকল উৎকর্ষিত হতে হতে কুরআন ও সুন্নাহর কাছে কাছে পৌঁছে যায়, কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

পরিচ্ছেদ-৫ : আকল

উপ-পরিচ্ছেদ ৪ : পূর্ববর্তীদের আকল থেকে পরবর্তীদের আকল উৎকর্ষিত

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক বাস্তব/সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। বাকারা/২ : ২৬)

দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে মানব সভ্যতার জ্ঞান তত বাড়ছে। আকল শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। তাই দিন যত অতিবাহিত হবে মানুষের আকল তত উৎকর্ষিত হবে– এটি খুবই যৌক্তিক তথা আকলসম্মত।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১ (আয়াতগুচ্ছ)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا .

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করল সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮নং আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে সুরা আল বাকারার ৩১নং আয়াতের বক্তব্যের সাথে মেলালে বলা যায় যে– রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যম মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন {সুরা আল বাকারার ৩১নং আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন- পরিচ্ছেদ ১-এর উপ-পরিচ্ছেদ ৩, ('আকল' আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অপ্রমাণিত (সাধারণ) উৎস} (পৃষ্ঠা নং ১১১)। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

সুরা আশ শামসের ৯ ও ১০নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে।

আয়াত-২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا........

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (আকলকে উৎকর্ষিত করে) দেবেন... ... ...। (সুরা আল-আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায় হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করলে আকল উৎকর্ষিত হয়। তাহলে এ আয়াতের আলোকে এটিও বলা যায় যে– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ বিরোধী তথ্য, সাধারণ ও ঐতিহাসিক মিথ্যা ঘটনা ও কাহিনির প্রভাবে আকল অবদমিত হয়।

আয়াত-৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতো যা দিয়ে (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। (সুরা আল-হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : দেশ ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় দেখে মানুষের আকল উৎকর্ষিত হয়। আয়াতটির আলোকে তাই সহজে বলা যায়– দেশ ভ্রমণসহ যেকোনোভাবে সঠিক (সত্য) জ্ঞানার্জন করতে পারলে আকল উৎকর্ষিত হয়। এটি বর্তমান যুগের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যের মতো একটি বৈশিষ্ট্য। কম্পিউটারের মেমোরী (জ্ঞান) বাড়াতে পারলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়।

আকল উৎকর্ষিত হলে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে বা শুনে তার সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝা সহজ হয়। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে– বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া, ইন্টারনেট ব্রাউজ করা, Geographic channel দেখা, Discovery channel দেখা ইত্যাদি।

আয়াত-৪

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অনুবাদ : যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা আকল ব্যবহার করে একটি বিষয় বুঝতে না পারার দরুণ সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু এর শিক্ষা সর্বজনীন। কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ডাকা হলে অনেকে বলে ঐ বিষয়ে বাপ-দাদা তথা পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের বক্তব্য ও আমল তাদের জন্য যথেষ্ট। আয়াতটিতে মানুষের এই ধরনের কথাকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

একটি বিষয়ে পূর্বের সকল আকাবের/মনীষীর বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে ভুল হওয়ার একটিমাত্র কারণ হতে পারে। সেটি হলো সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে আকল (বিবেক/Common sense) উৎকর্ষিত না হওয়ায় তাদের পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই, সকল বিষয়ে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– পরবর্তী যুগের মানুষের 'আকল' উৎকর্ষিত হবে।

আয়াত-৫

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ : বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মানুষকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে যে তথ্যটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো– যাদের জ্ঞান বেশি আর যাদের জ্ঞান কম তারা কোনো দিক দিয়ে সমান হতে পারে না। বাস্তবতা হলো– দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে মানব সভ্যতার জ্ঞান তত বাড়ছে। আর জ্ঞান যত বাড়ে আকল তত উৎকর্ষিত হয়। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– পূর্ববর্তীদের 'আকল' থেকে পরবর্তীদের 'আকল' উৎকর্ষিত হবে।

আয়াত-৬

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.

অনুবাদ : অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে?

(সুরা আন'আম/৬ : ৫০, সুরা আর-রা'দ'/১৩ : ১৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হলো– যাদের জ্ঞান আছে, তারা চক্ষুষ্মান। তাই, তারা জ্ঞানের আলোয় জীবন চলার সঠিক পথ দেখতে পায়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে, ভালো-মন্দ নির্ণয় করতে পারে। আর যাদের জ্ঞান নেই, তারা অন্ধ। তাই, তারা উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনোটিই পারে না।

তাই ৫নং আয়াতটির মতো এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– পূর্ববর্তীদের 'আকল' থেকে পরবর্তীদের 'আকল' উৎকর্ষিত হবে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– পূর্ববর্তীদের 'আকল' থেকে পরবর্তীদের 'আকল' উৎকর্ষিত হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৫২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ* (রহ.) *থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের

সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন, **প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়।** কেননা, **যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৬৫৪।
♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াত হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য। একটি কথা উপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি রূপ হতে পারে– পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের পরের প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তাই, হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। হাদীসটিতে এর কারণ বলা হয়েছে– অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে। পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টির কারণ হবে– সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে পরের প্রজন্মের মানুষদের আকল উৎকর্ষিত হওয়া।

হাদীস নং- ২৫২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ".

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ

করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

- ♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২৬৫৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩১৮]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২৫২ নং হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে পরের প্রজন্মের মানুষদের আকল উৎকর্ষিত হবে।

হাদীস নং- ২৫৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ : نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবান ইবন উসমান (রহ.) বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ.) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন– হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোনো কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং (মূল বক্তব্য) সঠিক রেখে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে যথাযথ জ্ঞানী নয়।

---

৩১৮. আলবানী, *সিলসিলাতুস সহীহাহ*, খ. ১, পৃ. ৭৬০।

♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৫৬।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর মতে হাসান সহীহ। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.) হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন।[৩১৯]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনে সঠিকভাবে মনে রেখে অবিকৃতভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি রূপ হতে পারে– পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অবিকৃতভাবে পরের প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, ২৫২ নং হাদীসটির মতো ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে পরের প্রজন্মের মানুষদের আকল উৎকর্ষিত হবে।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– পূর্ববর্তীদের আকল থেকে পরবর্তীদের আকল উৎকর্ষিত হবে।

৩১৯. আলবানী, সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানুত তিরমিযী, খ. ৬, পৃ. ১৫৬।

পরিচ্ছেদ-৫ : আকল

উপ-পরিচ্ছেদ ৫ : আকল, নফস, ক্বলব, সদর ও হৃৎপিণ্ডের শারীরিক অবস্থান, কাজ ও পারস্পরিক সম্পর্ক

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান (General knowledge) ও মানব শরীর বিজ্ঞান (Human biology)

উপ-পরিচ্ছেদের বিষয়টি সঠিকভাবে জানা ও বুঝার জন্য যে তথ্যগুলো আগে থেকে জানা থাকা বিশেষভাবে দরকার−

১. হার্টের (হৃৎপিণ্ড) শারীরিক অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান (General knowledge)।

২. শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী, হার্ট/হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা, অবস্থান (Position) ও কাজ (Function)।

৩. শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী, মনের (Mind) সংজ্ঞা, অবস্থান (Position) ও কাজ (Function)।

৪. আকল (عقل), ক্বলব (قلب), সদর (صدر) এবং নফস (نفس) শব্দ চারটির আভিধানিক অর্থ।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত তথ্য

১. হার্টের (হৃৎপিণ্ড) শারীরিক অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান (General knowledge)

তথ্য-১

প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞানে মনের ব্যথাকে প্রকাশ করা হয় তীরবিদ্ধ হার্ট/হৃৎপিণ্ডের ছবির মাধ্যমে। ছবি দেখুন-

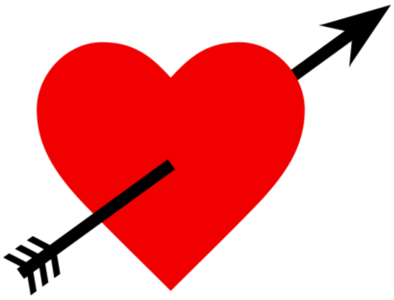

এ ছবি প্রমাণ করে প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মন তথা মনে থাকা প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির আধার হলো বুকে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ড। মাথায় থাকা ব্রেইন নয়।

তথ্য-২

মানুষ গভীর দুঃখ-কষ্টের সংবাদ পেলে বলে আমার বুকটা ফেটে গেল। এ তথ্য প্রমাণ করে প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মন তথা মনে থাকা দুঃখ-কষ্ট, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদির আধার হলো বুকে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ড। মাথায় থাকা ব্রেইন নয়।

তথ্য-৩

মানুষের মনের দুঃখ প্রকাশ করার শারীরিক ভাষা (Body language) হলো বুক চাপড়ানো। এ শারীরিক ভাষা প্রমাণ করে প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মন তথা মনে থাকা দুঃখ-কষ্ট, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদির আধার হলো বুকে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ড। মাথায় থাকা ব্রেইন নয়।

তথ্য-৪

মানুষ কোনো ভালো লাগার কথা শুনলে বলে আমার বুকটা ভরে গেছে। এ তথ্য প্রমাণ করে প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মন তথা মনের ভালো লাগা, খারাপ লাগা, দুঃখ-কষ্ট, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদির আধার হলো বুকে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ড। মাথায় থাকা ব্রেইন নয়।

তথ্য-৫

শক্ত মনের মানুষকে বলা হয় কঠিন হৃদয়/হার্টের মানুষ। এ তথ্য প্রমাণ করে প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মন তথা মনের কঠোরতা, সরলতা ইত্যাদির আধার হলো বুকে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ড। মাথায় থাকা ব্রেইন নয়।

উল্লিখিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মন তথা মনে থাকা প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, সুখ-দুঃখ, কঠোরতা-সরলতা ইত্যাদির আধার হলো বুকে থাকা হার্ট/হৃৎপিণ্ড। মাথায় থাকা ব্রেইন নয়।

প্রচলিত অর্জিত সাধারণ জ্ঞানে হার্ট/হৃৎপিণ্ড অঙ্গটিকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত করার প্রধান কারণ হলো–

১. ভয় পেলে অঙ্গটির স্পন্দনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং মানুষ তা বুঝতে পারে।
২. বুকের বাম দিকে হাত দিলে অঙ্গটির স্পন্দন/নড়া-চড়া বোঝা যায়।

২. শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী হার্ট/হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা, অবস্থান (Position) ও কাজ (Function)

সংজ্ঞা

হার্ট/হৃৎপিণ্ড মানব শরীরের ১টি অঙ্গ যার বস্তুগত অস্তিত্ব (Physical exhistense) আছে।

অবস্থান (Position)

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী, মানব শরীরে হার্ট/হৃৎপিণ্ডের অবস্থান হলো বুকের বাম দিকে, ডান ও বাম ফুসফুসের মাঝে। ছবি দেখুন–

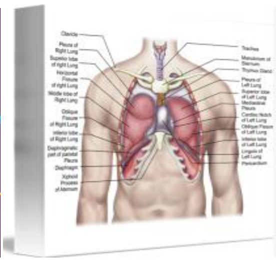

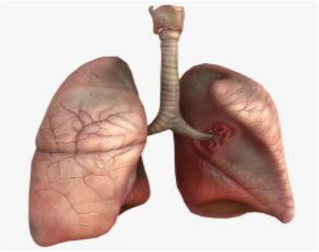

কাজ (Function)

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, জ্ঞান ইত্যাদির সাথে হৃৎপিণ্ডের (Heart) কোনো সম্পর্ক নেই। হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজ হলো শরীরে রক্ত পাম্প করা। ছবি দেখুন–

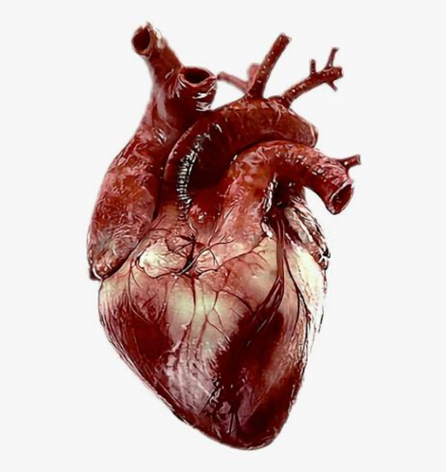

বিষয়টি অতি সহজে বোঝা যায়– হৃৎপিণ্ড (Heart) অপসারণ করে সে স্থানে একটি পাম্পিং মেশিন লাগিয়ে দিলে মানুষের অবস্থা কী হয় তা জানলে। এ ধরনের অপারেশন করা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে এবং তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। হৃৎপিণ্ডের এ ধরনের অপারেশন ইতোমধ্যে পৃথিবীতে আরম্ভ হয়ে গেছে।

হার্ট/হৃৎপিণ্ড সম্পর্কিত অন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. মানুষ ভয় পেলে হার্ট/হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়। এটি হার্ট/হৃৎপিণ্ডের ভয় অনুধাবন করতে পারার কারণে ঘটে না। ভয় অনুধাবন করে ব্রেইন। এরপর ব্রেইন স্নায়ুর মাধ্যমে হার্টে সংবাদ পাঠায় স্পন্দন বাড়ানোর জন্য। তখন হার্ট তার স্পন্দনের

মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ব্রেইন ও হার্টের মধ্যকার সংযোগ স্নায়ু কেটে দিলে ভয় পাওয়ার পর হার্টের গতি বাড়বে না।

২. ব্রেইন যে হার্টের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা অতি সহজে বোঝা যায় এ দু'টি অঙ্গের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর করা ব্যবস্থা দেখে। মহান আল্লাহ ব্রেইনের হাড়ের আধারকে হার্টের হাড়ের আধারের তুলনায় অনেক বেশি শক্ত করেছেন। কারণ, হার্ট ব্রেইনের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

৩. শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী মনের (Mind) সংজ্ঞা, অবস্থান (Position) ও কাজ (Function)

সংজ্ঞা

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী– মানব মন (Mind) বস্তুগত অস্তিত্ব (Physical exhistense) সম্পন্ন কোনো অঙ্গ নয়। এটি বিভিন্ন শক্তির একটি বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধার।

অবস্থান (Position)

মানব শরীরে মনের (Mind) অবস্থান হলো মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে। ছবি দেখুন–

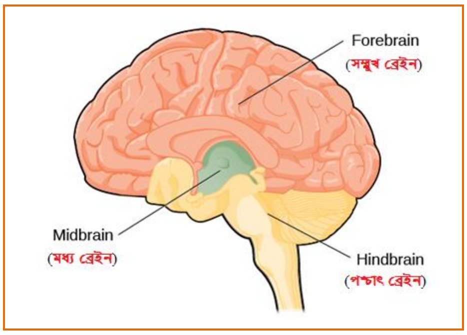

মানব ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত–

- সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)
- মধ্য ব্রেইন (Mid brain)
- পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)

সৃষ্টিগতভাবে মনের অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) চার ভাগে বিভক্ত–

১. Frontal lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার সম্মুখ দিকে। অর্থাৎ মানুষের কপালের পেছনে।
২. Parietal lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার দু'পাশে ওপরের দিকে।
৩. Temporal lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশ অবস্থিত মাথার দু'পাশে নিচের দিকে।
৪. Occipital lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার পেছনের দিকে।

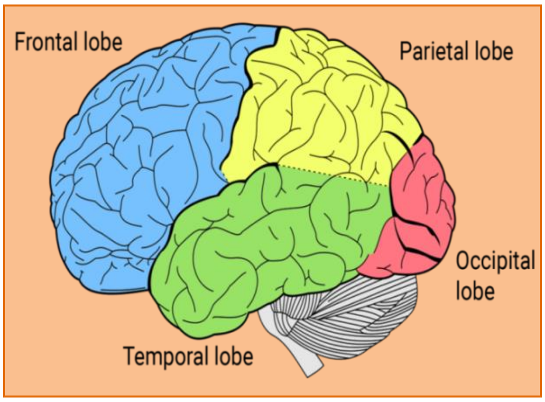

কাজ (Function)

মন (Mind) নামক বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধারটি সৃষ্টিগত/জন্মগতভাবে যে সকল শক্তি/ক্ষমতা ধারণ করে তা হলো–

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)
২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controlling power)
৯. স্মরণশক্তি (Memmory)
১০. বুঝের শক্তি (Understanding power)
১১. ভাষা শক্তি (Languistic power)
১২. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
১৩. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
১৪. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
১৫. বানান শক্তি (Spelling power)
১৬. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

আধারটির শক্তির বিষয়গুলো সৃষ্টিগতভাবে বিভক্ত হয়ে সম্মুখ ব্রেইনের বিভিন্ন অংশে নিম্নভাবে অবস্থিত–

ক. সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে (Frontal lobe) থাকা বিষয়সমূহ

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)

২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controllin power
৯. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

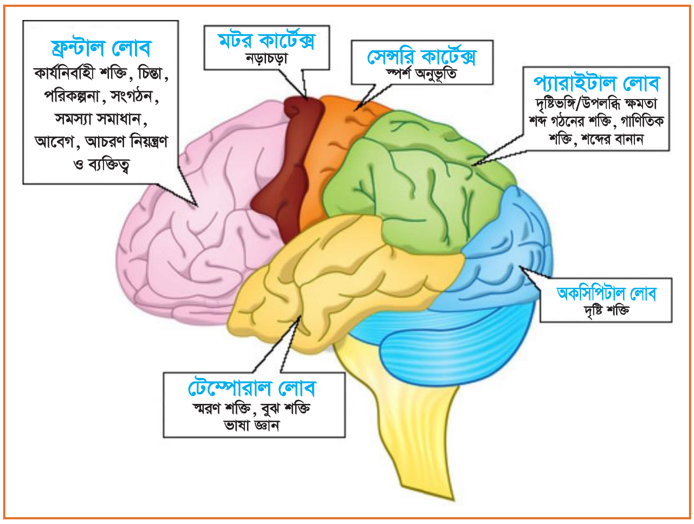

সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সামনের অংশটি (Frontal lobe)। এটি মানুষের মাথার সামনের দিকে তথা কপালের পেছনে থাকে।

খ. সম্মুখ ব্রেইনের Parietal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ

১. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
২. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
৩. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
৪. বানান শক্তি (Spelling power)

গ. সম্মুখ ব্রেইনের Temporal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ

১. স্মরণশক্তি (Memmory)
২. বুঝের শক্তি (Understanding power)
৩. ভাষা শক্তি (Languistic power)

ব্রেইন অকেজো হয়ে গেলে পুরো মানব শরীর অকেজো হয়ে যায়। এ অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে Clinical death বলে। ব্রেইন অকেজো হয়ে গেলে হার্টের স্পন্দন চালু থাকে। কিন্তু মেশিনের মাধ্যমে তখন ফুসফুসকে চালু না রাখলে বেঁচে থাকার প্রধান বিষয় অক্সিজেনের অভাবে হার্ট বন্ধ হয়ে যায়।

৪. আকল (عقل), ক্বলব (قلب), সদর (صدر) ও নফস (نفس) শব্দ ৪টির আভিধানিক অর্থ

শব্দ ৪টির যে সকল অর্থ আরবী অভিধানে পাওয়া যায় তা হলো–

আকল শব্দের আভিধানিক মূল (Root) বা উৎপত্তিগত (Derived) অর্থ

- মন
- বুদ্ধি, যুক্তি
- ব্রেইন, মাথা
- অনুভুতি, বোঝার ক্ষমতা, মানসিকতা।

ক্বলব শব্দের আভিধানিক মূল (Root) বা উৎপত্তিগত (Derived) অর্থ

- heart : হার্ট/হৃদপিণ্ড
- ফেরা
- পরিবর্তন
- কেন্দ্র
- অত্যন্ত আন্তরিকভাবে
- চিন্তা-ভাবনা করা
- পরিপূর্ণভাবে
- পূর্ণ মনোযোগ সহকারে
- পরিবর্তন।

সদর শব্দের আভিধানিক মূল (Root) ও উৎপত্তিগত (Derived) অর্থ

- বুক
- স্তন
- বক্ষ
- সামনে
- সম্মুখভাগ/অগ্রভাগ (front part, forepart)
- দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা।

নফস শব্দের আভিধানিক মূল (Root) ও উৎপত্তিগত (Derived) অর্থ

- মন
- সত্তা
- আত্মা
- জীবন

- মানুষ
- প্রাণী
- ঝোঁক
- অহংকার

তাই, আল কুরআন ও হাদীসে উপস্থিত ক্বলব, সদর ও নফস শব্দ তিনটির উল্লিখিত অর্থের যেকোনো একটি গ্রহণ করা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধ হবে। তবে–

১. কুরআনে উপস্থিত ক্বলব, সদর ও নফস শব্দের উল্লিখিত আভিধানিক অর্থের যেকোনো একটিকে ইচ্ছামত গ্রহণ করা যাবে না। অর্থসমূহের সেটিই নিতে হবে যেটি নিলে শব্দটি থাকা আয়াতটির অর্থ–
   - কুরআনের অন্য সকল আয়াতের সম্পূরক হয় এবং কোনো আয়াতের বিরোধী না হয়। কারণ, আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই (সুরা নিসা/৪ : ৮২)।
   - প্রতিষ্ঠিত শরীর বিজ্ঞানের তথ্যের বিপরীত না হয়। কারণ, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিষয় এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের বক্তব্য একই (সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)।
২. হাদীসে উপস্থিত ক্বলব, সদর ও নফস শব্দের উল্লিখিত আভিধানিক অর্থসমূহের সেটিই নিতে হবে যেটি নিলে শব্দটি থাকা হাদীসটির বক্তব্য–
   - কুরআনের কোন আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হবে না।
   - হাদীসটির বক্তব্য অন্যকোন বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত হবে না।

প্রাণিবিজ্ঞান ও মানব শরীর বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ..

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের ছোটো-খাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ : অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয় উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৮৫নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। তাই, এ আয়াতাংশ অনুযায়ী– শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর তাই, বলা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ : আর যারা কাফের তারা বলে– এ ধরনের (ক্ষুদ্র প্রাণীর) উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : যারা জীব বিজ্ঞান, এমনকি ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর উদাহরণকেও কুরআন বুঝার জন্য তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ : এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অনুবাদ : আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া আর কাউকে তিনি এটা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : আর গুনাহগাররা ছাড়া কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয় না।

পুরো আয়াতটিতে (বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শরীর বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

আয়াত-২

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

অনুবাদ : অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। (এ জীবন-ব্যবস্থা) আল্লাহর ফিতরাত (আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল), যে প্রকৃতির ওপর (সামঞ্জস্যশীল করে) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (সুরা রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহর প্রকৃতির সাথে ইসলাম ও মানুষের প্রকৃতি সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। আর মানুষের প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ হলো মানব শরীর বিজ্ঞান গ্রন্থ। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়–

- মানব শরীর বিজ্ঞান জানা থাকলে কুরআন জানা ও বোঝা সহজ হয়।
- কুরআনের জ্ঞান থাকলে মানব শরীর বিজ্ঞান জানা ও বোঝা সহজ হয়।

আয়াত-৩

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় তত দূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় তত দূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে মানব শরীর বিজ্ঞানের আবিষ্কার। আর তাই এ আয়াতটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে মানব শরীর বিজ্ঞান।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

১. শুধু আকল শব্দ ধারণকারী আয়াত থেকে আকলের শারীরিক অবস্থান ও কাজ জানা

আয়াত-১

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.

অনুবাদ (আকল শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : যারা আকলকে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করে না তাদের ওপর অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন (চেপে বসে)।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আকল শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধি, যুক্তি, বোঝার ক্ষমতা, ব্রেইন ইত্যাদি ধরলে আয়াতটির বক্তব্য দাঁড়ায়– যারা বুদ্ধি, যুক্তি, বোঝার ক্ষমতা, ব্রেইন ইত্যাদি যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাদের ওপর ভুল চেপে বসে। এ তথ্য বাস্তব সম্মত এবং কুরআনের কোনো আয়াতের (প্রকৃত) শিক্ষা ও মানব শরীর বিজ্ঞান বিরোধীও নয়। তাই, গ্রহণযোগ্য।

অন্যদিকে মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী–

১. বুদ্ধি, যুক্তি, বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি ব্রেইনে অবস্থিত মনের (Mind) কাজ।

২. মন থাকে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

তাই, আয়াতটি অনুযায়ী আকলের শারীরিক অবস্থান হলো– সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (Mind)।

আয়াত-২

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

অনুবাদ (আকল শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও অথচ তোমরা (আল্লাহর) কিতাব পাঠ করে থাকো? তবে কি তোমরা আকলকে কাজে লাগাও না?

(সুরা বাকারাহ/২ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আকল শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধি, যুক্তি, বোঝার ক্ষমতা, ব্রেইন ইত্যাদি ধরলে আয়াতটির বক্তব্য দাঁড়ায়– তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও অথচ তোমরা (আল্লাহর) কিতাব পাঠ করে থাকো? তবে কি তোমরা বুদ্ধি, যুক্তি, বোঝার ক্ষমতা, ব্রেইন ইত্যাদিকে কাজে লাগাও না? এ বক্তব্যও যৌক্তিক এবং কুরআনের কোনো আয়াতের (প্রকৃত) শিক্ষা ও মানব শরীর বিজ্ঞান বিরোধীও নয়। তাই, গ্রহণযোগ্য।

তাই, ১নং আয়াতের মতো ব্যাখ্যা করে এ আয়াতটির আলোকেও বলা যায়– আকলের শারীরিক অবস্থান হলো, সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (Mind)।

আয়াত-৩

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

অনুবাদ (আকল শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আকলকে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ২)

ব্যাখ্যা : আকল শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধি, যুক্তি, বোঝার ক্ষমতা, ব্রেইন ইত্যাদি ধরলে আয়াতটির বক্তব্য দাঁড়ায়– নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ

করেছি যাতে তোমরা আকলকে উৎকর্ষিত করে ব্যবহার করতে পারো। এ বক্তব্যও যৌক্তিক এবং কুরআনের কোনো আয়াতের (প্রকৃত) শিক্ষা ও মানব শরীর বিজ্ঞান বিরোধীও নয়। তাই, গ্রহণযোগ্য।

তাই, ১নং আয়াতের মতো ব্যাখ্যা করে এ আয়াতটির আলোকেও বলা যায়– আকলের শারীরিক অবস্থান হলো, সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (Mind)।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ধরনের অনেক আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– আকলের শারীরিক অবস্থান হলো, সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (Mind)।

২. শুধু নফস শব্দ ধারণকারী আয়াত থেকে নফসের শারীরিক অবস্থান ও কাজ জানা

আয়াত-১

وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ

অনুবাদ (নফস শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : আর তোমাদের নফসে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন।

(সুরা বাকারাহ/২: ২৮৪)

ব্যাখ্যা : নফস শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ হলো মন। আর নফস শব্দের অর্থ মন ধরলে আয়াতটির বক্তব্য দাঁড়ায়– আর তোমাদের নফসে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। এ বক্তব্য কুরআনের কোনো আয়াতের (প্রকৃত) শিক্ষা ও মানব শরীর বিজ্ঞান বিরোধী নয়। তাই, গ্রহণযোগ্য।

অন্যদিকে মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী– মন থাকে ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– নফসের শারীরিক অবস্থান হলো, সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (Mind)।

আয়াত-২

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.

অনুবাদ (নফস শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : পক্ষান্তরে যে নিজ রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে। নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাস। (সুরা যারিয়াত/৭৯: ৪০)

ব্যাখ্যা : কামনা-বাসনা নফসের একটি আভিধানিক অর্থ। মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী কামনা-বাসনা থাকে ব্রেইনে অবস্থিত মনে (Mind) এবং মন থাকে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। তাই, আয়াতটি অনুযায়ী নফসের অবস্থান হবে– সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

আয়াত-৩

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.

অনুবাদ (নফস শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : হে প্রশান্ত নফস! তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

(সুরা আল ফজর/৮৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– নফস প্রশান্তি, অস্থিরতা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী এটি ব্রেইনে অবস্থিত মনের (Mind) কাজ। তাই, আয়াতটি অনুযায়ী নফসের অবস্থান হবে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ধরনের অনেক আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– নফসের শারীরিক অবস্থান হলো, সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (Mind)।

৩. শুধু ক্বলব শব্দ ধারণকারী আয়াত থেকে ক্বলবের শারীরিক অবস্থান ও কাজ জানা

আয়াত-১

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

অনুবাদ (ক্বলব শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : আর আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে। যদি তুমি কঠিন ক্বলব-এর অধিকারী হতে তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৫৯)

ক্বলব শব্দের আভিধানিক অর্থ হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : আর আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে। যদি তুমি কঠিন হার্ট (হৃৎপিণ্ড)-এর অধিকারী হতে তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।

পর্যালোচনা : আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ–

১. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী হার্ট (হৃৎপিণ্ড) কোমলতা বা কঠিনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। হার্ট (হৃৎপিণ্ড) শুধু রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২. এ অনুবাদ আকল ও নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের বিরোধী।

ক্বলব শব্দের আভিধানিক অর্থ মন বা মনের কাজ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : আর আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে। যদি তুমি কঠিন মন সম্পন্ন হতে তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।

পর্যালোচনা : আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ অনুবাদ–

১. বাস্তব সম্মত।
২. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সম্পূরক। কারণ, কোমলতা বা কঠিনতা মনের কাজ।
৩. আকল ও নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের অনুরূপ।

মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী কোমলতা বা কঠিনতা থাকে ব্রেইনে অবস্থিত মনে (Mind) এবং মন থাকে ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)। তাই, আয়াতটি অনুযায়ী ক্বলবের অর্থ হবে মন এবং অবস্থান হবে মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশ (Fore brain)।

আয়াত-২

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

অনুবাদ (ক্বলব শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : মু'মিন শুধু তারাই যখন আল্লাহকে (আল্লাহর সিফাতকে) স্মরণ করানো হয় তাদের ক্বলব (ভয়ে) কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সম্মুখে (কুরআনের) আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।

(সুরা আনফাল/৮ : ২)

ক্বলব শব্দের আভিধানিক অর্থ হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : মু'মিন শুধু তারাই যখন আল্লাহকে (আল্লাহর শাস্তির কথা) স্মরণ করানো হয় তাদের হার্ট/হৃৎপিণ্ড (ভয়ে) কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সম্মুখে (কুরআনের) আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।

পর্যালোচনা : আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ–

১. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ভয়-ভীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। হার্ট (হৃৎপিণ্ড) শুধু রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২. এ অনুবাদ আকল ও নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের বিরোধী।

ক্বলব শব্দের আভিধানিক অর্থ মন বা মনের কাজ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : মু'মিন শুধু তারাই যখন আল্লাহকে (আল্লাহর শাস্তির কথা) স্মরণ করানো হয় তাদের মন (ভয়ে) কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সম্মুখে (কুরআনের) আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।

পর্যালোচনা : আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ অনুবাদ–

১. বাস্তব সম্মত।
২. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সম্পূরক। কারণ, ভয়-ভীতি মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৩. আকল ও নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের সম্পূরক।

মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী মন থাকে ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)। তাই, আয়াতটি অনুযায়ী ক্বলবের অর্থ হবে মন, অবস্থান হবে মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশ (Fore brain)।

আয়াত-৩

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا

অনুবাদ (ক্বলব শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : তাদের (জিন ও মানুষ) ক্বলব আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করে না। আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না। আর তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনে না।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭৯)

ক্বলব শব্দের আভিধানিক অর্থ হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : তাদের (জিন ও মানুষ) হার্ট (হৃৎপিণ্ড) আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করে না। আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না। আর তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনে না।

পর্যালোচনা : আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এ অনুবাদ–

১. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী হার্ট (হৃৎপিণ্ড) জ্ঞান বুঝের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। হার্ট (হৃৎপিণ্ড) শুধু রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২. আকল ও নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের বিরোধী।

ক্বলব শব্দের আভিধানিক অর্থ মন বা মনের কাজ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : তাদের (জিন ও মানুষ) মন আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করে না। আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না। আর তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনে না।

পর্যালোচনা : আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ অনুবাদ–

১. বাস্তব সম্মত।
২. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সম্পূরক। কারণ, জ্ঞান বুঝ মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেকের কাজ।
৩. আকল ও নফস শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের সম্পূরক।

মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী মন থাকে ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)। তাই, আয়াতটি অনুযায়ী ক্বলবের অর্থ হবে মন এবং অবস্থান হবে মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশ (Fore brain)।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ধরনের অনেক আয়াত থেকে জানা যায়– ক্বলবের অর্থ হবে মন এবং অবস্থান হবে মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশ (Fore brain)।

৪. সদর এবং ক্বলব, নফস বা আকল শব্দ ধারণকারী আয়াত থেকে সদরের শারীরিক অবস্থান ও কাজ জানা

আয়াত-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ (ক্বলব ও সদর শব্দ দু'টি অপরিবর্তিত রেখে): তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন ক্বলব সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে ক্বলব যা অবস্থিত সদরে।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ক্বলব শব্দটির অর্থ হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ও সদর শব্দটির অর্থ বক্ষ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন হার্ট (হৃৎপিণ্ড) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে হার্ট (হৃৎপিণ্ড) যা অবস্থিত বক্ষে।

পর্যালোচনা : আয়াতটিতে জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এ অনুবাদ–

১. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী হার্ট (হৃৎপিণ্ড) জ্ঞান বুঝের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। হার্ট (হৃৎপিণ্ড) শুধু রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২. ওপরে আলোচিত আকল, নফস ও ক্বলব শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের বিরোধী।

ক্বলব শব্দটির অর্থ মন এবং সদর শব্দটির অর্থ সম্মুখ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন (উৎকর্ষিত) মন (মনে থাকা আকল/Common sense) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতো (যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল/Common sense) যা অবস্থিত (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (Fore brain)।

পর্যালোচনা : আয়াতটির এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ অনুবাদ–

১. বাস্তব সম্মত।
২. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সম্পূরক। কারণ, মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী– মন (মনে থাকা আকল/Common sense) অবস্থিত (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (Fore brain)।
৩. ওপরে আলোচিত আকল, নফস ও ক্বলব শব্দ ধারণকারী আয়াতের তথ্যের সম্পূরক।

তাই, আয়াতটি অনুযায়ী–

১. ক্বলব শব্দটির অর্থ হবে মন (Mind) তথা মনে থাকা আকল/Common sense। এটি থাকে মানব ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)।
২. আর সদর শব্দটির অর্থ হবে সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত আকল/Common sense।

আয়াত-২

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অনুবাদ (ক্বলব ও সদর শব্দ দু'টি অপরিবর্তিত রেখে) : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে (কুরআনকে) অমান্য করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি নয় যাকে (অমান্য করার জন্য) বাধ্য করা হয় কিন্তু তার ক্বলব থাকে ঈমানে অবিচল, তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার বক্ষ উন্মুক্ত রাখে (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অমান্য করে) তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা নাহল/১৬ : ১০৬)

ক্বলব শব্দটির অর্থ হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ও সদর শব্দটির অর্থ বক্ষ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে (কুরআনকে) অমান্য করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি নয় যাকে (অমান্য করার জন্য) বাধ্য করা হয় কিন্তু তার হার্ট (হৃৎপিণ্ড) থাকে ঈমানে অবিচল, তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার বক্ষ (বক্ষে থাকা হৃৎপিণ্ড) উন্মুক্ত রাখে তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

পর্যালোচনা : ১নং আয়াতটির মতো পর্যালোচনা করে সহজে বলা যায়– এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

ক্বলব শব্দটির অর্থ মন এবং সদর শব্দটির অর্থ সম্মুখ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে (কুরআনকে) অমান্য করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি নয় যাকে (অমান্য করার জন্য) বাধ্য করা হয় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল। তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনকে উন্মুক্ত রাখে (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অমান্য করে) তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

পর্যালোচনা : ১নং আয়াতটির মতো পর্যালোচনা করে সহজে বলা যায়– এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। তাই, আয়াতটি অনুযায়ীও–

১. ক্বলব শব্দটির অর্থ হবে মন (Mind) তথা মনে থাকা আকল/Common sense। এটি থাকে মানব ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)।
২. আর সদর শব্দটির অর্থ হবে সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত আকল/Common sense।

আয়াত-৩

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

অনুবাদ (সদর ও ক্বলব শব্দ দু'টি অপরিবর্তিত রেখে) : আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইসলামের জন্য যার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর যে তার রব প্রদত্ত (জ্ঞানের) আলোতে রয়েছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ আল্লাহর স্মরণ থেকে ক্বলব কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য। তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে।

(সুরা যুমার/৩৯ : ২২)

সদর শব্দটির অর্থ বক্ষ এবং ক্বলব শব্দটির অর্থ হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইসলামের জন্য যার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর যে তার রব প্রদত্ত (জ্ঞানের) আলোতে রয়েছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ আল্লাহর স্মরণ থেকে বক্ষ (বক্ষে থাকা হৃৎপিণ্ড) কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য। তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে।

পর্যালোচনা : ১নং আয়াতটির মতো পর্যালোচনা করে সহজে বলা যায়– এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

সদর শব্দটির অর্থ সম্মুখ ও ক্বলব শব্দটির অর্থ মন ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইসলামের জন্য যার সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর যে তার রব প্রদত্ত (জ্ঞানের) আলোতে রয়েছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ আল্লাহর স্মরণ থেকে সম্মুখ ব্রেইন (সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মন) কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য। তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে।

পর্যালোচনা : ১নং আয়াতটির মতো পর্যালোচনা করে সহজে বলা যায়– এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। তাই, আয়াতটি অনুযায়ীও–

১. ক্বলব শব্দটির অর্থ হবে মন (Mind) তথা মনে থাকা আকল/Common sense। এটি থাকে মানব ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)।
২. আর সদর শব্দটির অর্থ হবে সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত আকল/Common sense।

৫. শুধু সদর শব্দ ধারণকারী আয়াত থেকে, সদরের শারীরিক অবস্থান ও কাজ জানা

আয়াত-১

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.

অনুবাদ (সদর শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : সে (মূসা) বললো, হে আমার রব! আমার সদরকে প্রশস্ত করে দিন।

(সুরা ত্বা'হা/২০ : ২৫)

সদর শব্দটির অর্থ বক্ষ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : সে (মূসা) বললো, হে আমার রব! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন।

পর্যালোচনা : এটি আল কুরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় একটি দোয়া। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী বক্ষ প্রশস্ত হয়ে যাওয়া একটি কঠিন রোগ। এ ধরনের দোয়া করা ইসলাম সিদ্ধ হতে পারে না। তাই, এ অনুবাদও গ্রহণযোগ্য হবে না।

সদর শব্দটির অর্থ সম্মুখ বা সম্মুখাংশ ধরে আয়াতটির অনুবাদ ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

অনুবাদ : সে (মূসা) বললো, হে আমার রব! আমার (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশকে (সম্মুখ অংশে থাকা মনকে) প্রশস্ত করে দিন।

পর্যালোচনা : মন প্রশস্ত হওয়া মানুষ হলো বড়ো মনের মানুষ। অর্থাৎ সেই মানুষ যার– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, ব্যক্তিত্ব, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি প্রশস্ত (বড়ো)। তাই, এ দোয়া করা ইসলাম সিদ্ধ হবে। সুতরাং এ অনুবাদও গ্রহণযোগ্য হবে। আর আমাদের সকলের এ অর্থে দোয়াটি করাও উচিৎ।

আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী 'সদর' শব্দের অর্থ হবে সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন। যে মনে আকল অবস্থিত।

আয়াত-২ (আয়াতগুচ্ছ)

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ .

অনুবাদ (সদর শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : আমরা কি তোমার জন্য তোমার 'সদর'-কে উন্মুক্ত করে দেইনি? আর (এর মাধ্যমে) তোমার ওপর থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছি। যা তোমার পিঠকে নুইয়ে দিচ্ছিলো।

(সুরা ইনশিরাহ/৯৪ : ১-৩)

আয়াতগুচ্ছের ব্যাখ্যা : আয়াতগুচ্ছের ১নং আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়েছেন যে– তিনি রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর সদরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর ২ ও ৩নং আয়াত দু'টিতে সদর উন্মুক্ত করার মাধ্যমে রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর কী কল্যাণ করা হয়েছে তা

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। সে কল্যাণ হলো– যে বোঝা রসূল (স.)-এর পিঠকে নুইয়ে দিচ্ছিল সে বুঝাকে হাল্কা করে দেওয়া। এ বক্তব্যের অর্থ এটি নয় যে– রসূল (স.)-এর পিঠে খুব ভারী এক বস্তুর বোঝা ছিল সেটি আল্লাহ নামিয়ে দিয়েছেন।

এ কথার প্রকৃত অর্থ হলো– যে জাহেলী সমাজে রসূল (স.) বসবাস করছিলেন সে সমাজে উপস্থিত থাকা অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি থেকে সমাজকে কলুষ মুক্ত করার জন্য তিনি অতিশয় পেরেশান ছিলেন। বিভিন্নভাবে তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা করছিলেন। যেমন– 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংগঠন তৈরি ও পরিচালনা করা। কিন্তু যথাযথ ফল পাচ্ছিলেন না। তাই, তার মনে অনেক কষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'য়ালা রসূল (স.)-এর মনের ঐ কষ্টকে দূর করে দেওয়ার কথাটি এখানে বলেছেন। আর কী উপায়ে তিনি সেটি করেছেন তা জানিয়ে দিয়েছেন ১নং আয়াতটির বক্তব্যের মাধ্যমে। সে উপায়টি হলো রসূল (স.)-এর সদরকে প্রশস্ত করা।

সদর শব্দের অর্থ বক্ষ ধরলে ঐ উপায়টি দাঁড়ায়– বক্ষকে প্রশস্ত করে দেওয়া। এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না তা আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। সদর শব্দের অর্থ সম্মুখ/সম্মুখাংশ ধরলে ঐ উপায়টি হয়– সম্মুখ ব্রেইন তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনকে প্রশস্ত করে দেওয়া। মন প্রশস্ত হলে মনে যা আছে তার সবকিছু প্রশস্ত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী মানুষের মনে আছে– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, ব্যক্তিত্ব, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। তাই, মন প্রশস্ত হলে মনে থাকা ঐ সকল বিষয়ই প্রশস্ত হয়। ফলে মানুষের পক্ষে বিভিন্ন কাজে সফল হওয়া সহজ হয়।

তাই, রসূল (স.)-এর মন প্রশস্ত হলেই শুধু তাঁর মনে থাকা কষ্টটি লাঘব হওয়া সম্ভব ছিল। সুতরাং, আয়াতটিতে থাকা 'সদর প্রশস্ত করে দেওয়া' কথাটির এ অর্থটিই গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব এ আয়াত অনুযায়ীও 'সদর' শব্দের অর্থ হবে সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন। মানুষের মনে থাকে জ্ঞানের শক্ত 'আকল'।

আর রসূল (স.)-এর সদর তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনকে প্রশস্ত করা হয়েছিল নবুওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে। এ কথাটি জানা যায় এভাবে–

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : আর এভাবে আমরা তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত ওহী প্রেরণ করেছি; (এর পূর্বে) তুমি জানতে না কিতাব ও ঈমান কী, কিন্তু আমরা একে বানিয়েছি একটি আলো, যা দিয়ে আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করি।

(সুরা আশ শুরা/৪২ : ৫১)

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

১. আকল হলো জ্ঞান বা বুঝের শক্তি। এটি অবস্থিত মানব মনে। আর মন থাকে মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)।
২. নফস শব্দটিও আল কুরআনে মন বা অন্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. ক্বলব শব্দটি আল কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে মন অর্থে। শব্দটি বুকের বাম দিকে থাকা হার্ট (হৃৎপিণ্ড) অর্থে আল কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি।
৪. সদর শব্দটি আল কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে সম্মুখাংশ তথা মানব ব্রেইনের সম্মুখ অংশ (Fore brain) অর্থে। মানব ব্রেইনের এ অংশেই থাকে মন। মনে থাকে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, ব্যক্তিত্ব, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। আল কুরআনে সদর শব্দটি বক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৫৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : " الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ : كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً : إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) নোমান বিন বশীর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ নুয়া'ঈম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* নুমান বিন বশীর (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে আছে অনেক অস্পষ্ট বিষয়, যার (প্রকৃত অবস্থা) অনেকেই জানে না। যে সেই অস্পষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে অস্পষ্ট বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের মতো যে তার পশুগুলো বাদশাহ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরও জেনে রাখো শরীরের মধ্যে একটি 'মুদগাহ' রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ (যন্ত্রণাদায়ক বস্তু তথা ফাসাদ) হয়ে পড়ে। জেনে রাখো, সেটি হলো 'ক্বলব'।

◆ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৫২।

- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে থাকা ক্বলব শব্দটির প্রধান দু'টি আভিধানিক অর্থ হলো– বুকের বাম পাশে থাকা হার্ট (হৃৎপিণ্ড) এবং মন বা মনের কাজ সম্পর্কিত বিষয়। তবে শব্দটির পরিচয় হিসেবে হাদীসটি থেকে সরাসরি দুটি তথ্য জানা যায়–

১. অঙ্গটিকে 'মুদগাহ' তথা মুদগাহ সদৃশ বলা হয়েছে। আরবিতে মুদগাহ হলো সে ধরনের নরম জিনিস যা চিবানোর কারণে আঁশবিহীন হয়ে যায় এবং যাতে কামড়ের ছাপ থাকে।

২. অঙ্গটি অসুস্থ হলে পুরো শরীর যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাসাদ) পরিণত হয়।

অন্যদিকে হাদীসটির প্রথম অংশে জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই হাদীসটির শেষে বলা শরীরের অঙ্গটির কাজ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে তা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। তাই, হাদীসটির শেষে মানুষের যে অঙ্গটিকে 'ক্বলব' বলা হয়েছে তার নিম্নের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে–

১. আঁশবিহীন, নরম ও কামড়ের ছাপ থাকতে হবে।

২. জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

৩. অসুস্থ হলে পুরো শরীর যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাসাদ) পরিণত হতে হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী সে অঙ্গটি বুকে থাকা হার্ট (হৃৎপিণ্ড) নয়। সেটি হলো মাথায় থাকা ব্রেইন। কারণ, ব্রেইন সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো–

১. ব্রেইন আঁশবিহীন ও নরম। আর ব্রেইনের উপরিভাগ দেখতে দাঁতের কামড়ের ছাপ থাকা জিনিসের মতো।

২. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩. ব্রেইন অসুস্থ হলে–

ক. পুরো শরীর মানুষটির জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাসাদ) পরিণত হতে পারে। এটি হয় যখন পুরো ব্রেইন অকেজো হয়ে যায় (ক্লিনিক্যাল ডেড)। এ অবস্থায় মানুষ জীবিত থাকে, কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অন্যে নাড়িয়ে না দিলে সে নাড়াতে পারে না। তাই, পুরো শরীর তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে পরিণত হয়।

খ. ব্যক্তি মানুষটি মানব সমাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাসাদ) পরিণত হতে পারে। এটি হয় সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগ ঠিকভাবে কাজ না করলে। এ অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যায় এবং এ মানুষটি পরিবার ও সমাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

আর হার্ট (হৃৎপিণ্ড) সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো–

১. হার্টের উপরিভাগ মসৃণ। দাঁতের কামড়ের ছাপ থাকা জিনিসের মতো নয় (ছবি আগে দেওয়া হয়েছে)।

২. হার্ট জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পৃক্ত।
৩. হার্ট অসুস্থ হলে পুরো শরীর মানুষটির জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাসাদ) পরিণত হয় না বা ব্যক্তি মানুষটিও মানব সমাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাসাদ) পরিণত হয় না।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– হাদীসটিতে উল্লিখিত 'ক্বলব' নামক অঙ্গটি হলো মন যা থাকে মানুষের মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে। আর ব্রেইনে মনের অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

হাদীস নং- ২৫৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ .فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ : نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হান্নাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এই দু'আ অধিক পাঠ করতেন– হে ক্বলব পরিবর্তনকারী! আমার ক্বলবকে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত (দৃঢ়) রাখুন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমরা ঈমান এনেছি আপনার ওপর এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর। আপনি আমাদের ব্যাপারে কি কোনো রকম আশঙ্কা করেন? তিনি বললেন– হ্যাঁ, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার আঙুলসমূহের মধ্যকার দুটি আঙুলের মাঝে সমস্ত ক্বলব অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন।

- ♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২১৪০।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩২০]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উল্লিখিত 'ক্বলব' নামক অঙ্গটির বিষয়ে হাদীসটি থেকে দু'টি তথ্য জানা যায়–

১. অঙ্গটি দ্বীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্বীন হলো জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার বিষয়।
২. অঙ্গটির অবস্থার পরিবর্তন হয়।

---

৩২০. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৫, পৃ. ১৪০।

তাই, ক্বলব শব্দটির আভিধানিক প্রধান দু'টি অর্থ বুকের বাম পাশে থাকা হার্ট (হৃৎপিণ্ড) এবং মন বা মনের কাজ সম্পর্কিত বিষয় হলেও হাদীসটিতে উল্লিখিত ক্বলব শব্দটির অর্থ হবে মন। যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। কারণ–

১. মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী মন জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর হার্ট (হৃৎপিণ্ড) শুধু রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২. ক্বলবের একটি অর্থ হলো পরিবর্তনশীল বিষয়। এ বৈশিষ্ট্য মনের সাথে মিলে। হার্টের (হৃৎপিণ্ড) সাথে মিলে না।

হাদীস নং- ২৫৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي كَعْبٍ صَاحِبِ الْحَرِيرِ حَدَّثَنِى شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ قُلْتُ لأُمِّ سَلَمَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ عِنْدَكِ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ .قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِىٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ .فَتَلاَ مُعَاذٌ (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا).

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) শাহর বিন হাওশাব (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ মূসা আল আনসারী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* শাহর বিন হাওশাব (রহ.) বলেন, উম্মু সালামাহ্ (রা.)-কে আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রসূলুল্লাহ (স.) আপনার কাছে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় কোন দু'আটি পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি অধিকাংশ সময় এ দু'আ পাঠ করতেন– 'হে মনের পরিবর্তনকারী! আমার ক্বলবকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির রাখো'। উম্মু সালামাহ্ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অধিকাংশ সময় 'হে মনের পরিবর্তনকারী! আমার ক্বলবকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির রাখো" দু'আটি কেন পাঠ করেন? তিনি বললেন– হে উম্মু সালামাহ্! এরূপ কোনো মানুষ নেই যার ক্বলব আল্লাহ তা'আলার দুই আঙুলের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত নয়। যাকে ইচ্ছা তিনি (দ্বীনের ওপর) স্থির রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা (দ্বীন হতে) বিপথগামী করে দেন। তারপর অধঃস্তন বর্ণনাকারী মু'আয (রহ.) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)– হে আমাদের রব! আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পর তুমি আমাদের ক্বলবসমূহকে বাঁকা করে দিও না।

♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৫২২।

♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩২১]

---

৩২১. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৮, পৃ. ২২।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ২৫৬ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ২৫৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– দুটি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের ক্বলব যুবক থাকে, দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্য।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৪৫৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩২২]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উল্লিখিত ক্বলব শব্দটি কামনা-বাসনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কামনা-বাসনা মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ী ক্বলব হলো মন।

হাদীস নং- ২৫৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدارمي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيٍّ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ . فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَاكْظِمُوا عَلَيْهِ وَلاَ تَشُوبُوهُ بِضَحِكٍ وَلاَ بِلَعِبٍ فَتَمُجَّهُ الْقُلُوبُ.

অনুবাদ : *ইমাম আদ-দারেমী (রহ.) উমাই আল মুরাদী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি শিহাব বিন ইবাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* উমাই আল মুরাদী *(রহ.)* বলেন, আলী (রা.) বলেছেন– ইলম শিক্ষা করো। আর যখন তোমরা ইলম শিক্ষা লাভ করবে, তখন তা (ভালোভাবে) সংরক্ষণ করবে। আর তোমরা একে হাসি-তামাশা ও খেলা-ধুলা'র সাথে মিশ্রিত করবে না। তাহলে ক্বলব একে (সংরক্ষণ না করে) বের করে দেবে।

---

৩২২. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৮।

- ◆ আদ-দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৫৮২।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩২৩]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উল্লিখিত ক্বলব শব্দটি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মনে থাকে– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, ব্যক্তিত্ব, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। তাই, এ হাদীসটি অনুযায়ীও ক্বলব হলো মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

হাদীস নং- ২৬০

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِي عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ : *ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর

৩২৩. হুসাইন সুলাইম আসাদ (তাহকীক), *সুনানুত দারেমী*, খ. ১, পৃ. ১৫২।

একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসূল (স.)-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!" এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন।

তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন– তোমার কৃলব ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- ◆ আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৮০৩০।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[৩২৪] আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শুআইব আল-আরনাউত হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।[৩২৫]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, হাদীসটিতে উল্লিখিত কৃলব, নফস ও সদর বলতে যে অঙ্গ বোঝানো হয়েছে তা জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

কৃলব ও নফস শব্দের অর্থ মন বা মনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় ধরলে–

১. হাদীসটির শর্ত পূরণ হয়। কারণ, মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী মনে জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সহ আরও বিষয় থাকে।
২. আভিধানিক দিক দিয়ে কৃলব ও নফস শব্দের একটি অর্থ জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়।

সদর শব্দের অর্থ সম্মুখ ধরলে–

১. হাদীসটির শর্ত পূরণ হয়। কারণ, মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী জ্ঞান থাকে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।
২. আভিধানিক দিক দিয়ে সদরের একটি অর্থ হলো সম্মুখ বা সম্মুখাংশ।

---

৩২৪. আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৫১।
৩২৫. শুআইব আল-আরনাউত, *মুসনাদ আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ৪, পৃ. ২২৮।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী ক্বলব, নফস ও সদর শব্দগুলো দিয়ে মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। সে অঙ্গ হলো ব্রেইন। আর মানব ব্রেইনে মন থাকে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

হাদীস নং- ২৬১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ ' أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ . فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ . وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের (রহ.) থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন*– শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল ও সাধনা। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

- ♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩২৬]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আকল কুরআনের জ্ঞানার্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী জ্ঞান থাকে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী আকলের শারীরিক অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

---

৩২৬. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, খ.১, পৃ. ১১৬।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

১. হাদীসে থাকা ক্বলব শব্দটি হার্ট (হৃৎপিণ্ড) অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মন (Mind) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল থাকে মনে।

৩. সদর অর্থ সম্মুখ ব্রেইন তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন। আর মনে থাকে– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি আকল, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, ব্যক্তিত্ব, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি।

পরিচ্ছেদ-৫ : আকল

উপ-পরিচ্ছেদ ৬ : 'আকল'-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলা ও জ্ঞানার্জন করা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক বাস্তবতা/সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। বাকারা/২ : ২৬)

বাস্তব অবস্থা/ সত্য উদাহরণ-১

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই উত্তর দেন বিষয়টি একটু ভেবে দেখে পরে জানাবো। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি প্রশ্নকারীকে উত্তরটি জানিয়ে দেন। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টি ঘটে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি 'আকল' এবং আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা আদান প্রদানের মাধ্যমে।

বাস্তব অবস্থা/সত্য উদাহরণ-২

বিজ্ঞান ও কুরআন গবেষণা যারা করেন তাদেরকে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পথপরিক্রমায় সঠিক না হওয়ার কারণে বারবার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়। এক পর্যায়ে গবেষক সঠিক বিষয়টি খুঁজে পায়। গবেষণার এ বিষয়টিও ঘটে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি 'আকল' এবং আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা আদান প্রদানের মাধ্যমে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ ؕ.

'ওহী' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াতটির সরল অনুবাদ : কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

(সুরা শুরা/৪২ : ৫১)

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : আয়াতটি সকল মানুষকে সামনে রেখে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আয়াতটিতে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি কথা আদান-প্রদান হতে পারে না। এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে–

১. ‘ওহী’-এর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ‘ওহী’-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসূলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রসূলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ‘ওহী’-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং সেটির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের ‘ওহী’-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বুঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের ‘ওহী’ হলো– SMS বা ক্ষুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

তাই আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝতে যে সকল বিষয় জানা থাকতে হবে–
১. মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি।
২. আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর)।
৩. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তথা মানব শরীর বিজ্ঞান।

মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি : SMS বা ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোনো একটি মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি একই পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেয় বার্তাটির প্রাপকের মোবাইল সেটে। প্রাপকের সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে। প্রাপক উত্তর দিলে সে উত্তর একই পদ্ধতিতে স্যাটেলাইটের সার্ভার (Server) হয়ে বার্তাটি যে ব্যক্তি পাঠিয়েছে তার মোবাইল সেটে চলে যায়।

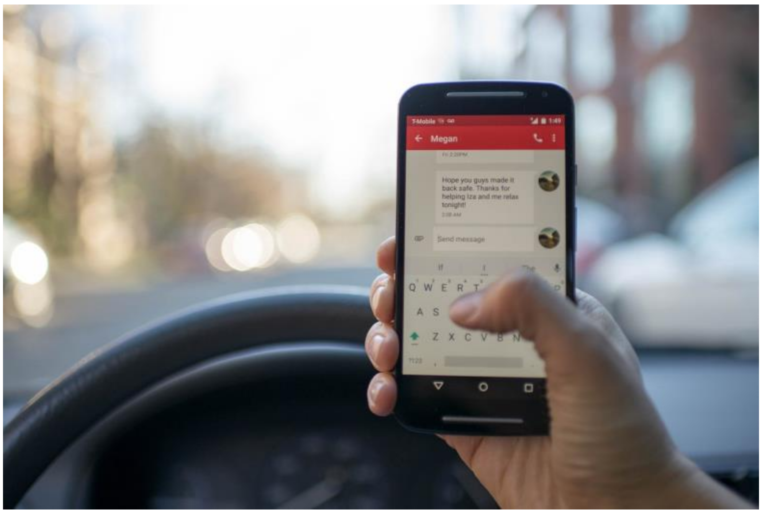

আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) : প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর হলো DNA নম্বর। এ নম্বর সকল মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট (Specific)।

মানুষের ব্রেইন যেভাবে কাজ করে : মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো, মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (ঢেউ) তৈরি হয়। প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী ওয়েভটির ধরনও ভিন্ন হয়। ছবি দেখুন–

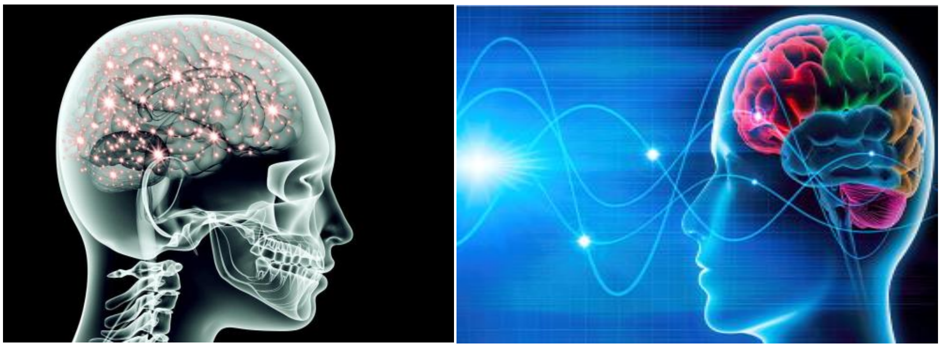

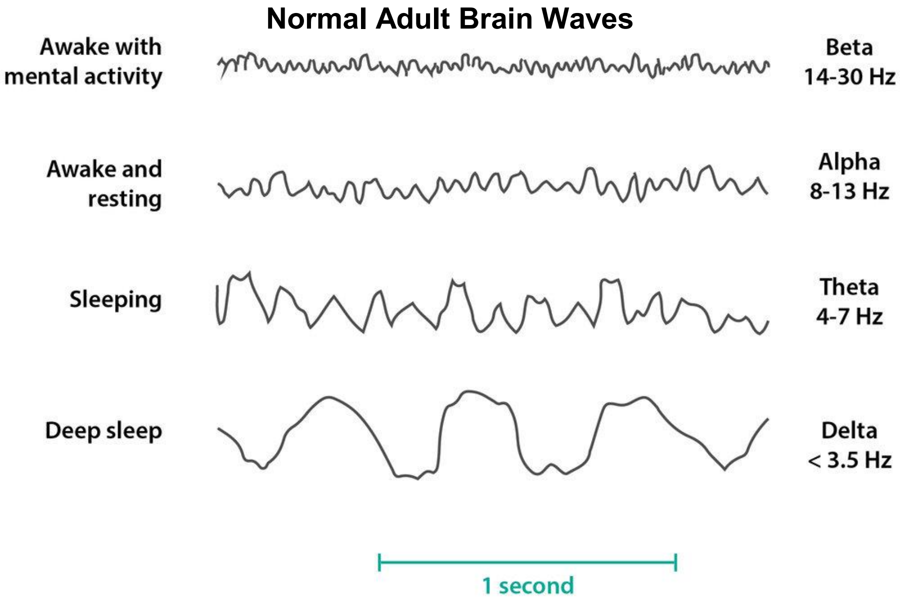

বর্তমানে, ব্রেইন থেকে নির্গত বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি কী চিন্তা করছে তা বের করার যন্ত্রও মানুষ আবিস্কার করে ফেলেছে। তবে তা প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান পদ্ধতি : মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি, আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) এবং মানুষের

ব্রেইন বিষয়ক উপর্যুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সামনে থাকলে আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ ওহীর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো–

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান হয় SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এ SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার (Server) এবং মানুষের ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলের মধ্যে। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলো এবং তার উত্তরও মেমোরী আকারে দেওয়া আছে। মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তৈরি হওয়া বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) আল্লাহর তৈরি করে রাখা সার্ভারে চলে যায়। আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন ID নম্বর (DNA নম্বর) থেকে প্রশ্নটি এসেছে। সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ ID নম্বর ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বার্তা/জ্ঞান যাওয়া আসার পদ্ধতিটির নাম হলো Quantum entanglement। এখানে সময়ের পরিমাণ প্রায় শূন্য। অবশ্য এটি এখনো প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

তবে এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার যোগ্যতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা আকল যার যত উৎকর্ষিত হবে সে ঐ ক্ষুদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আকল উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা ও সত্য কাহিনির আলোকে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না–

১. গ্রহণযোগ্য হবে– কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ।
২. গ্রহণযোগ্য হবে না– কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ।

আয়াত-২

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

অনুবাদ : তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা হিকমাহ দান করেন। আর যাকে হিকমাহ দেওয়া হয় তাকে অতীব কল্যাণকর একটি জিনিস দেওয়া হয়।

(সুরা বাকারা/২ : ২৬৯)

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ

অনুবাদ : আর তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামত এবং তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ (জ্ঞান) দেন তা স্মরণ করো।

(সুরা বাকারা/২ : ২৩১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কোনো কিছু হওয়ার অর্থ হলো– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে হওয়া। আর কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে জানা যায় হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলের (Common sense/বিবেক) উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

প্রথম আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে মানুষ হিকমাহ পায়। আর দ্বিতীয় আয়াতটি থেকে জানা যায়– হিকমাহ অবতীর্ণ হয়। তাই আয়াত দু'টির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা করলে আকলের অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত হওয়ার পদ্ধতি তথা হিকমাহ অর্জনের পদ্ধতি নাযিল হয়।

তাহলে ১ ও ২নং তথ্যের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে বলা যায়– একজন মানুষকে প্রথমে কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলের অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত করতে হবে। তারপর সে যখন কোনো নতুন বিষয় অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে তথা তার মনে প্রশ্নের উদয় হয়, তখন Quantum entanglement পদ্ধতি অনুযায়ী প্রায় শূন্য সময়ের মধ্যে আল্লাহর সার্ভার (Server) থেকে তার আকলে থাকা জ্ঞান ব্যবহার করে ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পদ্ধতি তথা আরও উন্নত হিকমাহ অর্জনের পদ্ধতি অবতীর্ণ হয়। এ তথ্যটি ব্যাখ্যামূলক আকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পরের আয়াতগুচ্ছের মাধ্যমে।

আয়াত-৩ (আয়াতগুচ্ছ)

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

(সুরা লাইল/৯২ : ৪-১০)

আয়াতভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ.

অনুবাদ : অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

ব্যাখ্যা : মানুষের জ্ঞান, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ.

অনুবাদ : অতঃপর যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়া কথাটির ব্যাখ্য হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া।

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ.

অনুবাদ : আর উত্তমকে সত্য প্রতিপন্ন করল।

ব্যাখ্যা : উত্তম বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– আর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ.

অনুবাদ : অতঃপর শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে।

ব্যাখ্যা : সহজটি বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, Quantum entanglement পদ্ধতির ভিত্তিতে SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে, তার জন্য সহজ জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

অনুবাদ : আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো।

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

অনুবাদ : আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো।

ব্যাখ্যা : আর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে।

ব্যাখ্যা : কঠিনটি হলো– অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থা। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, Quantum entanglement পদ্ধতির ভিত্তিতে SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার জন্য অনৈসলামিক পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৬২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ : " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূল (স.) আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন– তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দু'রাকাত সালাত আদায় করে নেয় এবং সালাত শেষে যেন এই দু'আ পড়ে "হে আল্লাহ্! আমি আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি। আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ, আপনি পারেন আমি পারি না, আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য এ কাজে আপনার নির্ধারিত কদর সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন। আর আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন। অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের কদরের ব্যবস্থা করুন সেটি যাই হোক না কেন। এরপর আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্ত করে তুলুন। তিনি বলেছেন– هَذَا الأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১০৯।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

প্রায় অভিন্ন ধরনের বক্তব্য ধারণকারী হাদীস হলো– আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭০৩; বায়হাকী হাদীস নং ১০৬০১; নাসায়ী (সুনানুল কুবরা), হাদীস নং ১০৩২২; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৪০ এবং তিরমিজি, হাদীস নং ৪০০।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ،

অনুবাদ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন– রসূল (স.) আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

ব্যাখ্যা :

১. ইস্তিখারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর জানানো জ্ঞান পাওয়া যায়। ইস্তিখারার মাধ্যমেও বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ হতে জ্ঞান লাভ করা যায়।

يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ،

অনুবাদ : তিনি বলেছেন– তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দু'রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।

ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

অনুবাদ : অতঃপর এ দুআ' পড়ে– হে আল্লাহ্! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ،

অনুবাদ : আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি।

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،

অনুবাদ : কারণ, আপনি (সকল) ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না, আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন, আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

অনুবাদ : হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য উহার কদর সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য উহার সফল হওয়ার প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন জানা, বুঝা ও অনুসরণ করা সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،

অনুবাদ : আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন (আমাকে তা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান দিন)।

وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي"

অনুবাদ : অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের কদরের ব্যবস্থা করুন, তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমকে তার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্ত করুন।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের প্রোগ্রাম জানা, বোঝা ও অনুসরণের ব্যবস্থা করুন, তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমকে তার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্ত করুন।

قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

অনুবাদ : তিনি বলেছেন– هَذَا الأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

ওমর (রা.)-এর করা একটি ইস্তিখারা

ওমর ফারুক (রা.)-এর সময় বিচ্ছিন্ন থাকা হাদীস সম্পদ সংকলন করার প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয়। ওমর (রা.) নিজেই এ বিরাট কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য সাহাবীর সাথে পরামর্শ করেন। মুসলিমরা তাঁর অনুকূলেই পরামর্শ দেন। কিন্তু পরে তাঁর নিজের মনে এ সম্পর্কে দ্বিধা ও সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় এক মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তিখারা করেন। পরে তিনি নিজেই একদিন বললেন–

انِّيْ كُنْتُ ذَكَرْتُ لَكُمْ مِنْ كِتَابَةِ السُّنَنِ مَا قَدْ عِلْمْتُمْ. ثُمَّ تَذَكَّرْتُ فَاِذَا اُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ قَدْ كَتَبُوْا مَعَ كِتَابِ اللهِ كُتُبًا فَاَكَبُّوْا عَلَيْهَا وَتَرَكُوْا كِتَابَ اللهِ وَ اَنِّيْ وَاللهِ لاَ اَلْبِسُ كِتَابَ اللهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَ كِتَابَ السُّنَنِ.

অনুবাদ : আমি তোমাদের হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কথা বলেছিলাম এ কথা তোমরা জানো। কিন্তু পরে মনে পড়লো তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবের কিছু লোক আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের নবীর কথা সংকলিত করে কিতাব রচনা করেছিল। অতঃপর

আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করে তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কোনো কিছু মিশাবো না। অতঃপর তিনি হাদীস সংকলিত করার সংকল্প ত্যাগ করেন।

সূত্র : মুকাদ্দামাতু তাহবীরুল হাওয়ালী (শারহু মুয়াত্তা ইমাম মালিক), পৃষ্ঠা নং-২, তকীয়াদুল ইলম, পৃষ্ঠা নং-৫০, জামিউল বায়ানিল ইলম, পৃষ্ঠা নং-৬৪ এবং কানযুল উম্মাল, খ. ৫, পৃষ্ঠা-২২১।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

ইস্তিখারা সম্পর্কিত হাদীস এবং ওমর (রা.)-এর করা ইস্তিখারাটি পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়, ইস্তিখারা সালাতের উদ্দেশ্য হলো–

১. নিখুঁত, নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ সকল জ্ঞানের আধার আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করার মাধ্যমে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা যে, বিশেষ কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কল্যাণকর হবে কি না।
২. কাজটি শুরু করলে তাতে সফল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর যে প্রোগ্রাম তথা প্রাকৃতিক আইন নির্ধারণ করা আছে তা জানা-বুঝার জন্য দিকনির্দেশনা পাওয়া।
৩. কাজটি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে যে ধরনের শক্তি দরকার তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে কথার আদান-প্রদান হয় SMS তথা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এ আদান-প্রদান কী পদ্ধতিতে হয় সেটি ওপরে বর্ণিত সুরা শুরার ৫১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ-৬ : বিজ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ১ : সার্বিকভাবে ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে এটা অতি সহজেই বলা যায়– বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের জীবন অচল। তাই, বর্তমানে এটি বলতে কোনো মানুষই দ্বিধা করবে না যে, মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল তথা কল্যাণময় করতে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরসীম।

ইসলাম মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল তথা কল্যাণময় করতে চায়। তাই, আকলের আলোকে সহজে বলা যায় ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম হওয়ার কথা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

يس . وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمُ

অনুবাদ : ইয়াসিন। শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ১, ২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতসহ আল কুরআনের অনেক জায়গায় কুরআনকে বলা হয়েছে حَكِيْمٌ অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কিতাব। ইসলাম তথা মুসলমানদের জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম বলেই মহান আল্লাহ কুরআনকে বিজ্ঞানময় গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

আয়াত-২

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

অনুবাদ : পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১, ২)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াতটি বিষয়ের দিক দিয়ে অনির্দিষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর সেটি হলো মানব ভ্রূণ বিজ্ঞান। অর্থাৎ আল

কুরআনের প্রথম বিষয়ভিত্তিক আয়াত হলো বিজ্ঞানের আয়াত। মহান আল্লাহ কোনো কারণ ছাড়া এটি করেননি। ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম বলেই তিনি এটি করেছেন।

আয়াত-৩.১

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ.

অনুবাদ : আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষা লাভ করে না (করতে পারে না)।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : উলুল আলবাব/উলিল আলবাব কুরআনের একটি পরিভাষা। এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তারা প্রকৃত আমল করতে পারবে এবং সঠিকভাবে অপরকে তা শিক্ষা দিতেও পারবে, এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা। তাই উলুল-আলবাব বলতে মহান আল্লাহ কাদের বুঝিয়েছেন তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে জানা ও বুঝা দরকার। উলুল-আলবাবের সংজ্ঞাটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

আয়াত-৩.২

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ....

অনুবাদ : নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য আয়াত রয়েছে। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিক'র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের যে সকল স্থানে 'আয়াত' শব্দটি কুরআনের আয়াত ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহার হয়েছে, সেখানে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। আর কুরআনে 'যিক'র করা' দিয়ে কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করাকে বুঝানো হয়েছে।

তাই, মহান আল্লাহ সুরা আলে ইমরানের ১৯০নং আয়াতটির মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলছেন– মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে উলুল আলবাবদের জন্য। এরপর ১৯১নং আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ 'উলুল আলবাব' পরিভাষাটির সংজ্ঞা তথা উলুল আলবাবদের বৈশিষ্ট্য বলে দিয়েছেন। সে বৈশিষ্ট্য হলো–

১. দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। মানুষ ২৪ ঘণ্টার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এ তিন অবস্থার কোনো একটা অবস্থায় থাকে। তাহলে আল্লাহ এখানে উলিল আলবাবদের প্রথম গুণ হিসেবে যা বলেছেন তা হলো– তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত

আল্লাহকে স্মরণ করে তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলে। অর্থাৎ উলুল আলবাবগণ হলেন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিগণ।

২. মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অর্থাৎ মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। এটি বিজ্ঞানীদের কাজ।

তাই, অব্যবহিত পূর্বের দু'টি আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদেরকে অপরিসীম গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। বিজ্ঞানীর গুরুত্ব অপরিসীম হলে বিজ্ঞানের গুরুত্বও অবশ্যই অপরিসীম হবে।

আয়াত-৪.১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

অনুবাদ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে গিয়েছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

আয়াত-৪.২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ

অনুবাদ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না?

(সুরা নিসা/৪ : ৮২)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের আয়াত দু'টিসহ আরও আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্যে তিরস্কার করেছেন বা করার জন্য উৎসাহ/উপদেশ দিয়েছেন। আয়াতগুলোতে বিষয় উল্লেখ না করে কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে। তাই ঐ গবেষণার বিষয় হবে কুরআনে উল্লিখিত মানব জীবনের সকল দিকের বিষয়। কুরআনের ১/৬ অংশ বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই, এ সকল আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– বিজ্ঞান গবেষণা তথা বিজ্ঞানকে কুরআন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

আয়াত-৫

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

অনুবাদ : তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাহ/প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে হিকমাহ/প্রজ্ঞা দেওয়া হয়, তাকে অতীব কল্যাণকর একটি বিষয় দেওয়া হয়।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে ব্যক্তি মানুষ হিকমা/প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। এরপর বলা হয়েছে– যে হিকমাহ/প্রজ্ঞার অধিকারী হয় সে অতীব কল্যাণকর একটি বিষয়ের অধিকারী হয়।

কুরআনের হিকমাহ/প্রজ্ঞা শব্দধারণকারী সকল আয়াত পর্যালোচনা করলে জানা ও বুঝা যায়, কুরআন অনুযায়ী হিকমাহ/প্রজ্ঞার সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষিত আকলের উন্নত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

তাই, হিকমাহ/প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিগণ সহজে কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য বিষয় অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই হিকমাহ/প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়ার জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও বলা যায়– বিজ্ঞানকে কুরআন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

আয়াত-৬

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

অনুবাদ : আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমা/প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়; যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রসূল (স.)-কে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী জনশক্তি তৈরি করার কর্মপদ্ধতিগুলো আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। একই ধরনের বক্তব্য আছে সুরা আল বাকারার ১২৯ ও ১৫১নং এবং সুরা জুম'আর ২নং আয়াতে। আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, রসূল (স.) যে চারটি উপায়ে মুসলিমদের গঠন করতেন তার একটি শিক্ষা ছিল হিকমাহ/প্রজ্ঞা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া।

সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে সহজেই বলা যায়, বিজ্ঞান এবং প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীকে কুরআন অপরিসীম গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। এর কারণ হলো–

১. ঈমান দৃঢ় হওয়া।
২. কুরআনের সত্যতা (নির্ভুলতা) প্রমাণিত হওয়া।
৩. কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। আর এটি হয় বিজ্ঞানের দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে–
   ক. বিজ্ঞানের সামগ্রিক সহায়তায়।
   খ. চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ সহায়তায়।
৪. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হওয়া।

এ বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তী উপ-পরিচ্ছেদগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৬৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ : " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ."

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-কে মসজিদে নববীর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে, এ আয়াতটি–

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ .

{অর্থাৎ- আর তোমরা (মুসলিমগণ) বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন (যাতে তারা আক্রমণ করতে সাহস না পায়)। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুরা আনফাল আয়াত নং-৬০ ।} তিলাওয়াত করার পর বলতে শুনেছি– জেনে রাখো প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা!

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে সুরা আনফালের ৬০নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে রসূল (স.) আয়াতটির শিক্ষা অনুযায়ী, ইসলাম বিরোধী শক্তির তুলনায় উন্নত মান ও অধিক পরিমাণের সমর শক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। বর্তমান যুগ অনুযায়ী ঐ শক্তি হবে–

১. সামরিক বস্তুগত শক্তি। অর্থাৎ রাইফেল, কামান, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, সাধারণ বোমা, আণবিক বোমা ইত্যাদি।
২. অর্থনৈতিক শক্তি।
৩. প্রচার শক্তি।
৪. অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শক্তি ।

এরপর রসূল (স.) তীর প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। তীর হলো ক্ষেপনাস্ত্র/মিসাইল। এটি হলো এমন অস্ত্র যা নিজেকে নিরাপদ রেখে বহুদূর থেকে নিক্ষেপ করা যায়।

যুগোপযোগী মানের সামরিক বস্তুগত শক্তি এবং প্রচার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রস্তুত করে রাখার জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী– বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

হাদীস নং- ২৬৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইব্নু ‘আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন– কোনো বিচারক গবেষণায় (ইজ্‌তিহাদ) সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর বিচারক গবেষণায় ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন/বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে গবেষণা করার কথা বলা হলেও এর শিক্ষার প্রয়োগ সর্বজনীন। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– বিজ্ঞান গবেষণাসহ যেকোনো বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস নং- ২৬৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব (রহ.), কুতাইবা বিন সা'দ (রহ.) ও ইবনে হুজর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব 'আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার 'আমল ছাড়া। ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে (মানুষের) উপকার হয়, ৩. নেক সন্তান যে তার জন্য (তার মৃত্যুর পর) দু'আ করতে থাকে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৩১০।
◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মৃত্যুর পর তিন ধরনের বিষয়ের সাওয়াব মানুষের আমলনামায় যেতে থাকে। তার একটি হলো– এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ উপকৃত হয়। একজন ব্যক্তির জ্ঞান সম্পর্কিত রেখে যাওয়া যে সকল বিষয় দিয়ে মানুষ উপকৃত হতে পারে, গুরুত্বের দিক দিয়ে তার প্রথম তিনটি হলো–

১. কুরআন শিখিয়ে তৈরি করা ছাত্র-ছাত্রী, কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ।
২. সুন্নাহ শিখিয়ে তৈরি করা ছাত্র-ছাত্রী, সুন্নাহর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ।
৩. বিজ্ঞান শিখিয়ে তৈরি করা ছাত্র-ছাত্রী, গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিক বিষয় বা বিজ্ঞানের অনুবাদগ্রন্থ।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা ব্যাপক।

হাদীস নং- ২৬৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– একজন মু'মিনের মৃত্যুর পর তার যেসব আমল তার আমলনামায় পৌঁছায় তা হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে।

তার রেখে যাওয়া নেক সন্তান। তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে রেখে আসা কুরআন। তার বানানো মসজিদ অথবা মুসাফিরদের জন্য তার বানানো মুসাফিরখানা অথবা তার খনন করা খাল বা নদী অথবা তার জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় তার সম্পদ থেকে করা দান-খয়রাত। তার মৃত্যুর পরও উক্ত আমলগুলোর সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে।

- ◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৪২।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[৩২৭]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী মু'মিনের মৃত্যুর পর তার যেসব আমল তার আমলনামায় পৌঁছায় তার একটি হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে। তাই, ২৬৫ নং হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– বিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাপক।

হাদীস নং- ২৬৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا : رَبِيعَةُ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى. قَالُوا : إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّت . قَالَ شُعْبَةُ : رُبَّمَا قَالَ : النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ : الْمُقَيَّرِ قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জামরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার (ইবনে সালাম) (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ জামরাহ (রা.) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.) ও লোকদের মধ্যে ভাষান্তরের কাজ করতাম। একদা ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন– আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী (স.)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বললেন– তোমরা কোন গোত্রের? তারা

৩২৭. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ২০১।

বলল, রবী'আহ গোত্রের। তিনি বললেন, এ গোত্রকে অথবা এ প্রতিনিধি দলকে স্বাগতম। এরা কোনোরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, আমরা বহু দূর হতে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুযার' গোত্রের বাস। নিষিদ্ধ মাস ছাড়া আপনার কাছে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আমাদের এমন কিছু দিক-নির্দেশনা দিন, যা আমরা আমাদের গোত্রভূক্তদেরকে পৌঁছাতে পারি এবং তার মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারি। তখন তিনি তাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করলেন। তিনি বললেন– এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কীরূপে হয় জানো? তারা বলল– আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা হলো এ সাক্ষ্য দেওয়া যে– আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং রমাদানের সিয়াম পালন করা আর তোমরা গণীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তাদের নিষেধ করলেন– শুকনো কদুর খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরা দিয়ে রঙ করা পাত্র ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনও (আবূ জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরি পাত্রের কথাও বলেছেন। আবার তিনি কখনও আন-নাকীর এর স্থলে আল-মুকায়য়ার বলেছেন। রসূল (স.) বললেন– তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের গোত্রভূক্ত যারা রয়েছে তাদের কাছে তা পৌঁছে দাও।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– কিছু লোক রসূল (স.)-এর কাছে এমন কিছু বিষয়ের দিক-নির্দেশনা চাইলেন যা তাদের গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং যা আমল করার মাধ্যমে তারা জান্নাতে যেতে পারে। উত্তরে রসূল (স.) চারটি বিষয় পালন করতে আদেশ করেছেন এবং চারটি বিষয় পালন করতে নিষেধ করেছেন। আদেশ করা চারটি বিষয় হলো ধর্মীয় বিষয়, যা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায়। আর নিষেধ করা পরের চারটি বিষয় হলো সাধারণ-বিজ্ঞানের বিষয়, যা শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে জানা যায়। রসূল (স.) যে বিষয় শিখিয়েছেন নিশ্চয় তার গুরুত্ব ব্যাপক। তাই এ হাদীস অনুযায়ীও বিজ্ঞান ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস নং- ২৬৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) সাহল বিন মুয়া'জ বিন আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আহমাদ বিন ঈসা আল-মিসরী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* সাহল বিন মুয়া'জ (রা.) (তাঁর পিতা হতে) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি অন্যকে কোনো কিছু শেখালো এবং সেই ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করলো, তাহলে ঐ আমলকারীর আমলের সমান সাওয়াব শিক্ষাদানকারীর আমলনামায় লেখা হবে, কিন্তু আমলকারীর আমলের সাওয়াবে কোনো কমতি হবে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৪০।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[৩২৮]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে শেখানোর বিষয় উল্লেখ করা হয়নি তথা অনির্দিষ্ট। তাই, ১০৯নং হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– বিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাপক।

সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজেই বলা যায়– বিজ্ঞান এবং ঈমানদার বিজ্ঞানীকে সুন্নাহ অপরিসীম গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। এর কারণ হলো–

১. বিজ্ঞানের মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হয়।
২. কুরআনের সত্যতা (নির্ভুলতা) প্রমাণিত হয়।
৩. কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হওয়া। আর এটি হয় বিজ্ঞানের দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে–
   ক. বিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে সহায়তা করে।
   খ. চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করে।
৪. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

এ বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তী উপ-পরিচ্ছেদগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

---

৩২৮. নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪৬।

পরিচ্ছেদ-৬ : বিজ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ২ : তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
মানুষের শরীরের মধ্যকার আল্লাহর তৈরি অপূর্ব কলা-কৌশল দেখে একজন ঈমানদার চিকিৎসকের ঈমান মজবুত হয়। অণু-পরমাণুর মধ্যকার অপূর্ব সৃষ্টি রহস্য দেখার পর একজন ঈমানদার পরমাণু বিজ্ঞানীর ঈমান মজবুত হয়। এগুলো সহজ বোধগম্য উদাহরণ। তাই, সৃষ্টি জগৎ নিয়ে যে যত গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে তার ঈমানও তত বেশি দৃঢ় হবে এটি অত্যন্ত যৌক্তিক তথা আকল সম্মত একটি কথা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

১. নবী-রসূলগণের ঈমান দৃঢ় করার জন্য বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে কুরআন
আয়াত-১

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অনুবাদ : আর যখন ইব্রাহীম বলেছিল– হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন কীভাবে আপনি মৃতকে পুনর্জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন– তুমি কি বিশ্বাস করো না? সে বললো– অবশ্যই (বিশ্বাস করি) তবে আমার মানসিক প্রশান্তির জন্য। তিনি বললেন– তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও, তারপর তাদের (কেটে কেটে) এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখো, এরপর তাদেরকে ডাকো, তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।
(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-এর তাওহীদের প্রতি ঈমান কীভাবে দৃঢ় করেছিলেন তা এখানে উপস্থাপন করেছেন। সহজে বোঝানোর জন্য বিষয়টা তিনি উপস্থাপন করেছেন ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে।

মৃতকে কীভাবে জীবিত করা হবে, ইব্রাহীম (আ.) তা আল্লাহর কাছে দেখতে চাইলেন। উত্তরে আল্লাহ বললেন, তোমার কি বিশ্বাস হয় না? আল্লাহর এ প্রশ্নের উত্তরে ইব্রাহীম (আ.) বললেন– বিশ্বাস তো হয়, তবে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করার জন্য আমি বিষয়টা একটু সরাসরি দেখতে চাই। তখন মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-কে ৪টা পাখিকে প্রথমে পোষ মানাতে বললেন। পরে তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে পাহাড়ের ওপরে রেখে আসতে এবং তারপর পাখিগুলোকে ডাকতে বললেন। ইব্রাহীম (আ.) ঐভাবে ডাক দেওয়ার পর পাখিগুলো জীবিত হয়ে চলে আসল। এটা দেখে, আল্লাহ যে মৃতকে জীবিত করতে পারেন, এ বিষয়ে এবং তাওহীদের প্রতি ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বাস ইস্পাত-কঠিনসম দৃঢ় হয়ে গেলো।

আয়াত-২

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.

অনুবাদ : আর এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব (সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতি) দেখাই যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৭৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে– তিনি ইব্রাহীম (আ.)-কে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতি সরাসরি দেখিয়েছেন। আল্লাহ এখানে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, এটা তিনি করেছেন ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান দৃঢ় করার জন্য।

আয়াত-৩

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

অনুবাদ : পবিত্র (ত্রুটিমুক্ত) তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার পাশকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা রসূল (স.)-কে মে'রাজে নেওয়ার পেছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যটা বর্ণনা করেছেন। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে– রসূল (স.)-কে বিশ্বজগতের সৃষ্টি তত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতির কিছু নিদর্শন সরাসরি দেখানো। আর এটা দেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈমান দৃঢ়তর করা, তা পূর্বোল্লিখিত কুরআনের দুটো তথ্য থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জেনেছি।

সম্মিলিত শিক্ষা : আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়– নবী-রসূলগণের ঈমান ইস্পাতদৃঢ় হওয়ার পেছনে–

- ক. মূল কারণ ছিল বিশ্বজগতের সৃষ্টি তত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতি, বিশেষ উপায়ে তাঁদেরকে সরাসরি দেখানো হয়েছিল।
- খ. সে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন আল্লাহ নিজেই।

২. সাধারণ মানুষের ঈমান দৃঢ় করার ব্যাপারে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে কুরআন

সাধারণ মানুষের ঈমান দৃঢ় করার জন্য বিশ্বজগতের সৃষ্টি তত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতি তাদের সরাসরি দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা কীভাবে ঈমান দৃঢ় করতে পারবে তা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

আয়াত-১

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

অনুবাদ : তারা কি দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মণ্ডলকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কীভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? ভূমণ্ডলকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সুরা গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতেও খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে- উটের সৃষ্টি, আকাশকে উঁচু করা, পর্বতমালাকে শক্ত করে দাঁড় করানো এবং ভূমন্ডলকে বিস্তৃত করার মধ্যে উপস্থিত থাকা বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে।

খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে কোনো কিছু দেখতে বলার অর্থ হলো বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে বলা। আর খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে–

১. উটের সৃষ্টি দেখতে বলার অর্থ হলো– জীব বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে বলা।
২. আকাশকে উঁচু করার বিষয়টি দেখতে বলার অর্থ হলো– মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে বলা।
৩. পর্বতমালাকে শক্ত করে দাঁড় করানোর বিষয়টি দেখতে বলার অর্থ হলো– পাহাড়-পর্বত বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে বলা।
৪. ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করার বিষয়টি দেখতে বলার অর্থ হলো– জল, স্থল ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে বলা।

এ আয়াতসমূহ থেকে তাই সহজেই বুঝা যায়– ইসলাম বিজ্ঞান গবেষণা তথা বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। আর এ গুরুত্ব দেওয়ার প্রধানতম কারণটি হলো– সৃষ্টি জগৎ নিয়ে যে যত গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে, তার আল্লাহ তথা তৌহিদের প্রতি ঈমান তত দৃঢ় হবে।

আয়াত-২

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ : আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখ না?

(সুরা যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির শিক্ষা হলো– যারা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চায় তাদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের

মধ্যে। আয়াতের শেষে 'তোমরা কি দেখ না? কথাটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঐ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করেছেন। অর্থাৎ এখানেও পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য, খালি চোখ, অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে না দেখার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তিরস্কার করেছেন। তাই, এ কাজটি ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আয়াত দু'টি থেকে জানা যায়– যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করবে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা দুইভাগে ভাগ করেছেন। পৃথিবীতে থাকা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য এবং মানব শরীরের মধ্যে থাকা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য। অর্থাৎ দৃঢ় ঈমাদার হওয়ার অর্ধেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থিত আছে মানুষের শরীরের মধ্যে। এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য জানার উপায় হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান। তাই এ আয়াত দু'টি থেকে জানা যায়– ঈমান দৃঢ় করার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক বিষয় হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়– সাধারণ মানুষের ঈমান দৃঢ় করার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ২৬৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন– আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন– হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছের উদাহরণের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। প্রকৃত মুসলিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তৌহিদের প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়া। তাই, খেজুর গাছের মধ্যে নিশ্চয় ঈমান দৃঢ় হওয়ার উপাদানও থাকবে।

আলোচ্য হাদীসটিতে খেজুর গাছের পাতা না ঝরা তথা খেজুর গাছ সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তাই খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদাহরণ দিতে বা জানতে পারলে নিশ্চয় মুসলিমের তাওহীদের প্রতি ঈমান আরও দৃঢ় হবে।

হাদীসগুচ্ছ

এ পরিচ্ছেদের ১নং উপ-পরিচ্ছেদ (সার্বিকভাবে ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা) এবং ৫নং উপ-পরিচ্ছদ (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব)-এ উল্লিখিত হাদীসসমূহ আলোচ্য উপ-পরিচ্ছেদের হাদীস হিসেবেও গণ্য হবে বা হতে পারে।

ঐ হাদীসসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– ইসলাম বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। আর এ গুরুত্ব দেওয়ার প্রধান কারণ হলো আল্লাহ তা'য়ালা তথা তৌহিদের প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়া।

পরিচ্ছেদ-৬ : বিজ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৩ : কুরআনের নির্ভুলতা (সত্যতা) প্রমাণের ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
কুরআন নাযিল শেষ হওয়ার পর বর্তমান কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে সকল প্রতিষ্ঠিত বিষয় আবিষ্কার হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আবিষ্কার হবে সেগুলো যদি ঐ বিষয়ে থাকা কুরআনের তথ্যের সাথে মিলে যায় তবে–

১. কুরআনের বক্তব্যের সত্যতা বা নির্ভুলতা প্রমাণিত হবে।
২. কুরআন মানুষের লেখা গ্রন্থ নয়, আল্লাহর পাঠানো গ্রন্থ বলে প্রমাণিত হবে।
৩. কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হবে।
৪. কুরআন অনুযায়ী আমল করতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে।
৫. কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে মানুষকে বিপথে নেওয়া কঠিন বা অসম্ভব হবে।

আকলের ভিত্তিতে বিষয়গুলো অত্যন্ত সহজে বোঝা যায়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আল কুরআনে উল্লিখিত সকল বক্তব্য নির্ভুল বা কুরআন আল্লাহর প্রেরিত কিতাব হওয়ার বিষয়ে মানুষের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য আল্লাহ দু'টি ব্যবস্থা নিয়েছেন–

১. কুরআনের সাহিত্য মানের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।
২. কুরআনে উল্লেখ থাকা বিজ্ঞানের তথ্য নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন।

এ দু'টি বিষয় কুরআন থেকে যেভাবে জানা যায়–

১. আল কুরআনের সাহিত্য মানের ভিত্তিতে কুরআনের সত্যতা প্রমাণের বিষয়ে কুরআন

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

অনুবাদ : আর যা আমাদের বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে অনুরূপ (সাহিত্য মানের) একটি সুরা তৈরি করে আনো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগীদের ডেকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।
(সুরা আল বাকারা/২ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আজ পর্যন্ত কেউ কুরআনের সাহিত্য মানের সমতুল্য একটি আয়াতও বানাতে পারেনি। আর কিয়ামত পর্যন্ত এটি কেউ পারবেও না। কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআনের সকল বক্তব্য নির্ভুল তার পক্ষে এটা অবশ্যই একটা বড়ো প্রমাণ।

২. কুরআনে উল্লেখ থাকা বিজ্ঞানের তথ্য নিয়ে গবেষণা করতে বলার মাধ্যমে কুরআনের সত্যতা প্রমাণের বিষয়ে কুরআন

আল কুরআনে বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয়– সরল, ব্যাপক অর্থবোধক বা ইঙ্গিত আকারে উল্লিখিত আছে। আল্লাহ তা'য়ালা বিজ্ঞানের ঐ তথ্যগুলো নিয়ে সকলকে চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা করতে বলেছেন অথবা তা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। এর একটি প্রধান কারণ হলো– ঐ বিষয়গুলোকে মূল ধরে চিন্তা-গবেষণা করলে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হবে। আর সে আবিষ্কার যদি সঠিক হয়, তবে তা কুরআনে উল্লেখ থাকা মূল তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। এর ফলে কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বক্তব্য যে সত্য বা নির্ভুল তথা কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তা প্রমাণিত হবে। কারণ, মানব সভ্যতার যে সময়ে কুরআন নাযিল হয়েছে তখন বিজ্ঞানের ঐ অসংখ্য বিষয় বা বিষয়ের মূল দিকগুলো নির্ভুলভাবে কোনো বইয়ে লিখে রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আর 'বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় যত আবিষ্কার হবে তত কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে'– এ তথ্যটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় তত দূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো– আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা। আর বর্তমানে দেখার বিভিন্ন উপায় হলো- খালিচোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় বিজ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

বিজ্ঞানের যে সকল আবিষ্কার ইতোমধ্যে কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করেছে তার কয়েকটি–

১. মায়ের গর্ভে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশ

মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্তে এসেছে খুব বেশি দিনের কথা নয়। আর এটা সম্ভব হয়েছে মানব দেহের ভেতরের বিভিন্ন অংশের প্রতিচ্ছবি (Image) নেওয়ার উন্নত প্রযুক্তি (Ultrasonography, CT scan, MRI ইত্যাদি) এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর। এ যন্ত্রগুলো আবিষ্কারের সময়কাল হলো–

- মাইক্রোসকোপ- ১৫৯০
- আল্টাসোনোগ্রাফি- ১৯৭২
- সিটি স্ক্যান- ১৯৭৭
- এম আর আই- ১৯৭৭

এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশের যে তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্তমানে জানতে পেরেছে, সেগুলো সাধারণভাবে উপস্থাপন করলে যা দাঁড়ায়, তা হলো–

১. ভ্রূণের শুরু

মানব ভ্রূণের শুরু হয় পুরুষের শুক্র (Sperm) এবং মহিলার ডিম্ব (Ovum) মিলনের মাধ্যমে। শুক্র ও ডিম্বের এই মিলন হয় মহিলাদের টিউবের (Fallopian Tube) মধ্যে। শুক্র ও ডিম্বের মিলনের পর যে ভ্রূণ তৈরি হয়, সেটা প্রথমে দেখা যায় তরল পদার্থের ফোঁটার মতো। মহিলাদের পরিপক্ব ডিম্ব (Matured ovum) তরল পদার্থের ফোঁটার মতো দেখা যায়। আবার শুক্র যে তরল পদার্থের (Semen) মধ্যে থাকে, সেটাও পুরুষের থেকে বের হওয়ার সময় তরলের ফোঁটা আকৃতিতে বের হয়।

এ স্তরের ভ্রূণের ছবি–

২. পরের স্তর

গঠিত ভ্রূণ (Zygote) ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্য দিয়ে গড়াতে গড়াতে মায়ের জরায়ুর (Uterus) মধ্যে পৌঁছে। জরায়ুতে পৌঁছে ভ্রূণ জরায়ুর গা হতে শক্তভাবে ঝুলে থাকে। ভ্রূণ গঠিত হওয়ার পর থেকেই তার বৃদ্ধি (Development) চলতে থাকে।

এ স্তরের ভ্রূণের ছবি–

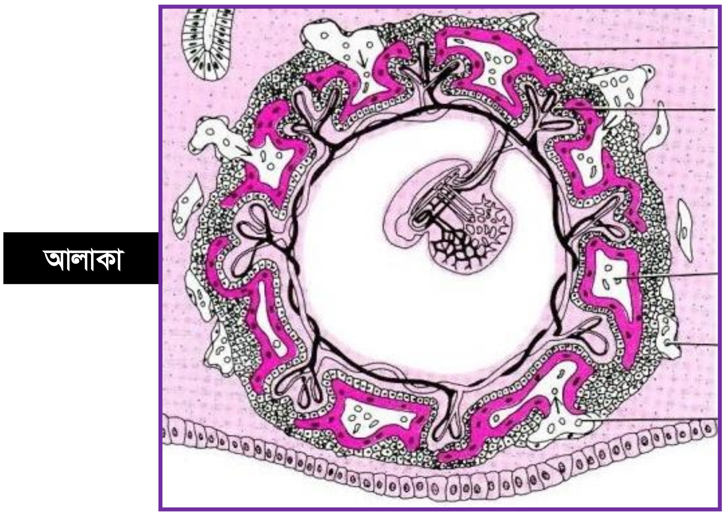

৩. এর পরের স্তর

পরের স্তরে বৃদ্ধি হয়ে ভ্রূণ যে আকৃতি ধারণ করে, তা দেখতে দাঁত দিয়ে চিবানো মাংসের মতো হয়। যাতে জোড়া দাঁতের ছাপ পড়ে থাকে।

এ স্তরের ভ্রূণের ছবি–

মুদগাহ

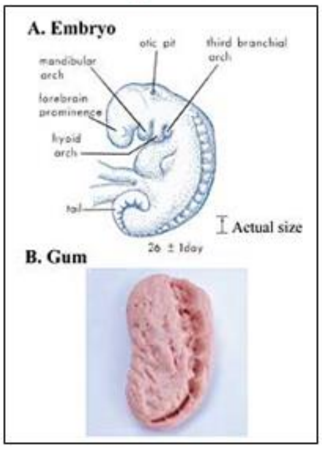

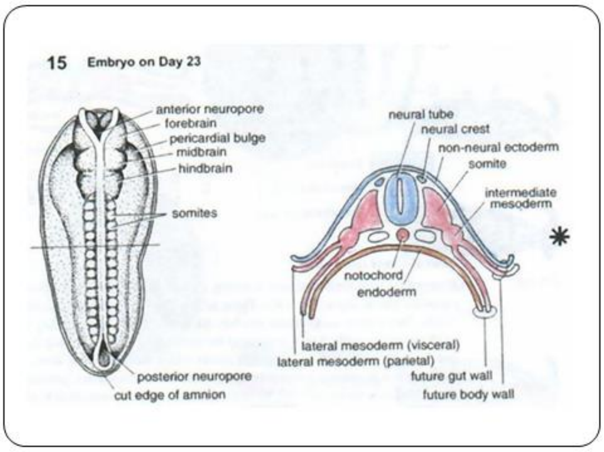

৪. তার পরের স্তর

এ স্তরে হাড় (Bone) তৈরি হয়। ছয় সপ্তাহের শুরু থেকে হাত ও পায়ের নরম হাড় (Certlage) তৈরির মাধ্যমে হাড় তৈরি শুরু হয় এবং ১২ সপ্তাহের মধ্যে শরীরের পুরো অস্থি (Skeletal System) প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়ে আকারে এসে যায়।

৫. পরের স্তর

অস্থিকে মাংস দিয়ে আচ্ছাদনের স্তর। ভ্রূণের মাংস তৈরি আরম্ভ হয় হাড় তৈরি আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে। কিন্তু সপ্তম সপ্তাহের শেষ হতে ৮ম সপ্তাহের আগে মাংস হাড়ের চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করে না।

৬. পরিপূর্ণ বৃদ্ধির পর ভ্রূণের আকার

পরিপূর্ণ বৃদ্ধির (Full Development) পর ভ্রূণ (Foetus) যে আকার (Shape) গ্রহণ করে, তা প্রথম দিকের আকৃতির সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তাহলে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তরসমূহের প্রবাহচিত্র হলো নিম্নরূপ–

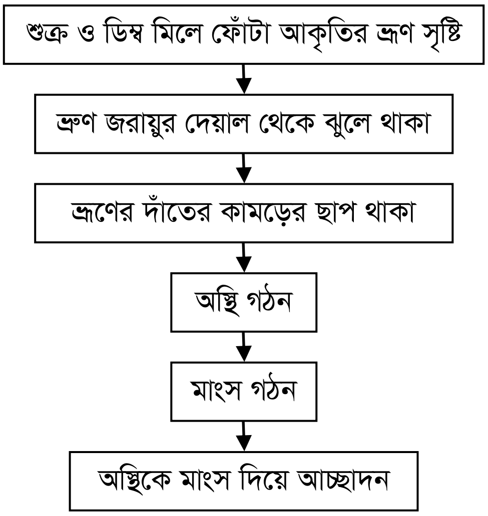

আল কুরআনে মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সুরা মুমিনুনের ১২-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

অনুবাদ : আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির মৌলিক উপাদান থেকে। অতঃপর আমরা তা ফোঁটার আকৃতিরূপে স্থাপন করেছি এক নিরাপদ পাত্রে (জরায়ু)। পরে আমরা ফোঁটাকে পরিণত করি 'আলাকা'-তে (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু সদৃশ), অতঃপর আলাকাকে পরিণত করি 'মুদগা'-তে (দু'পাটি দাঁতের ছাপ থাকা চর্বিত মাংসপিণ্ড সদৃশ জিনিস), অতঃপর মুদগা থেকে অস্থি তৈরি করি, তারপর অস্থিকে আচ্ছাদিত করি মাংস দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র এক সৃষ্টিরূপে। অতএব বরকতময় আল্লাহ তিনিই সর্বোত্তম স্রষ্টা।

ব্যাখ্যা : সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে, আল কুরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। তাই সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারে। আয়াতটিতে ১৪ শত বছর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবে মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরের বর্ণনাক্রম অনুযায়ী যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাথে পূর্বে উপস্থাপিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের তথ্যের কোনোই পার্থক্য নেই।

২. মদের অপকারিতা ও উপকারিতা

বর্তমান সময় পর্যন্ত মদের অপকারিতা ও উপকারিতা সম্পর্কে মানুষ যা জানতে পেরেছে তা হলো–

- **অপকারিতা**
  ১. বাড়িতে অশান্তি।
  ২. গাড়ী চালানোর সময় দুর্ঘটনা।
  ৩. বিভিন্ন কঠিন রোগ (লিভার সিরোসিস/Liver cirrhosis), অগ্নাশয়ে প্রদাহ/ Pancreatitis, আলসার/Peptic ulcer, কোনো কোনো স্থানের ক্যানসার ইত্যাদি) হওয়া।

- **উপকারিতা**
  ১. রক্তের শিরার অসুখে কিছু উপকার।
  ২. ক্ষুধামন্দা রোগে কিছুটা উপকার।

১৪ শত বছর আগে মদ সম্পর্কে আল কুরআন যা বলেছে–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলো– এ দু'টির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং উপকারিতার চেয়ে তাদের ক্ষতি অনেক বেশি; আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে; এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল বিষয়) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন, যাতে তোমরা (তার সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক বের করা এবং তার মাধ্যমে মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্য) গবেষণা করতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন– মদ ও জুয়ায় রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা। তিনি আরও বলেছেন– মদ ও জুয়ার খারাপ দিকটা ভালো দিকের থেকে অনেক বেশি। তারপর তিনি বলেছেন– আল কুরআনের এসব বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে। কারণ, তা করলে মানুষ জানতে পারবে, ঐ সব অপকারিতা ও উপকারিতা কী কী এবং তাতে মানব সভ্যতা উপকৃত হবে।

তাহলে, আজ থেকে ১৪শত বছর আগে আল কুরআন মদের ক্ষতি ও কল্যাণের বিষয়ে যা বলেছে, বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে। মদ নিয়ে গবেষণা চালু রাখলে মদের আরও অনেক অপকারিতা বা খারাপ দিক আবিষ্কার হবে। কী নির্ভুল কুরআনের বক্তব্য! তাই না?

৩. ভিডিও ক্যামেরা (VIDEO Camera)

স্যাটেলাইট (Sattelite) থেকে ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে ছবি নিয়ে কোনো কাজকে ধারণ করে রাখার প্রযুক্তি মানুষের আয়ত্তে এসেছে অল্প দিন আগে। বর্তমান বিশ্বের বৃহৎ ও উন্নত দেশগুলো স্যাটেলাইট ও ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে পৃথিবীর কোন্ দেশে কী কী কাজ হচ্ছে, তা রেকর্ড করছে এবং সেই রেকর্ড দেখে তাদের করণীয় ঠিক করছে এবং প্রয়োজন মতো মানুষকেও তা জানাচ্ছে। এই প্রযুক্তি বর্তমানে ঘরের বাইরের বড়ো বড়ো কাজকে রেকর্ড করতে পারে, কিন্তু ঘরের মধ্যের ছোটো ছোটো বা সূক্ষ্ম কাজকে রেকর্ড করতে পারে না।

মানুষের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের নিখুঁত ভিডিও রেকর্ড করা থাকলে জীবনের সকল কাজ বিচার করে সঠিক পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া সহজ ও নির্ভুল হয়। কথাটার সাথে বর্তমান বিশ্বের কেউ দ্বিমত করবে না। মহান আল্লাহ সকল মানুষের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব কর্মকাণ্ডের ভিডিও বা উন্নত মানের রেকর্ড রাখছেন এবং সে রেকর্ড দেখিয়ে শেষ বিচারের দিন নিখুঁত বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন। এ তথ্যটা কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه.

অনুবাদ : সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে যাতে তাদেরকে (বিচারের সাক্ষী-প্রমাণ হিসেবে) তাদের কৃতকর্ম (কৃতকর্মের ভিডিও) দেখানো যায়। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে (পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও রেকর্ডের মাধ্যমে) সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে (পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও রেকর্ডের মাধ্যমে) সে তা দেখতে পাবে।

(সুরা যিলযাল/৯৯ : ৬-৮)

ব্যাখ্যা : যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হলো– আয়াতগুলোতে দেখা বা দেখানো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। পড়া বা পড়ানো শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ সেদিন আমলনামা দেখানো হবে। এখান থেকে সহজেই বুঝা যায়, শেষ বিচারের দিন জীবনের সব কর্মকাণ্ড মানুষের সামনে উপস্থাপনের প্রধানতম পদ্ধতিটি হবে ভিডিও বা আরও উন্নত মানের রেকর্ডিং দেখানো। কারণ–

১. ভুলে যাওয়ার কারণে, অন্য কারো লিখে রাখা বিষয় আসলে সে করেছিল কি না সে ব্যাপারে ব্যক্তির মনে সন্দেহ হতে পারে।
২. ভিডিও বা আরও উন্নত রেকর্ড দেখতে পেলে ব্যক্তির মনে কাজটি নিজে করার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকবে না।

আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে– মানুষের কৃত অণু পরিমাণ কাজও রেকর্ড করে রাখা হবে। এখান থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ভিডিও ক্যামেরা এত শক্তিশালী যে তা দিয়ে ঘরের বা বাইরের, রাতের বা দিনের, বড়ো বা ছোটো সব কর্মকাণ্ডই রেকর্ড করা যায় এবং তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারীরা (ফেরশতাগণ) সর্বক্ষণ তা করছেন।

৪. আণবিক শক্তি (Atomic energy) ও হিমোগ্লোবিন (Hamoglobin)

আণবিক শক্তি (Atomic Energy) প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৩০ সালে। প্রথম আণবিক পরীক্ষা করা হয় ১৬ জুলাই ১৯৪৫ সালে এবং যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রথম আণবিক বোমা ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে। আল কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এই আণবিক শক্তি ও আণবিক যুদ্ধের কথা ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

অনুবাদ : আর আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতা।

(সুরা হাদিদ/৫৭ : ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে– লোহা বা ধাতুতে (Metal) রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ ধাতুর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি আছে তথ্যটা জানিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রচণ্ড শক্তির মাত্রা (Limit) বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে ধাতুর মধ্যে নিহিত শক্তির মাত্রার বিষয়টি উন্মুক্ত (Open) রেখেছেন। মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ধাতুর মধ্যে থাকা শক্তির মাত্রার যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো- তরবারির শক্তি > গাদাবন্দুকের শক্তি > রাইফেলের শক্তি > কামানের শক্তি > মিসাইলের শক্তি > এটম বোমার শক্তি > হাইড্রোজেন বোমার শক্তি>...। তাহলে সহজে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ ১৪০০ বছর পূর্বে ধাতুর মধ্যে নিহিত শক্তির ব্যাপারে যে শব্দটা আল কুরআনে ব্যবহার করেছেন, তাতে মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আণবিক শক্তির ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। মানুষ পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে ১৯৪৫ সনে।

আয়াতে কারীমার শেষাংশে আল্লাহ বলেছেন লোহার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ। লোহার কল্যাণ বলতে সাধারণভাবে বুঝা যায় লোহা দিয়ে তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, দা-খুন্তি, বিভিন্ন বাহন, অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস। কিন্তু লোহার প্রধান কল্যাণটি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে চিকিৎসা বিদ্যায় রক্তের হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) আবিষ্কারের পর। লোহিত কণিকা (Red Blood Cell) মানুষের শরীরে অক্সিজেন (O_2) বহন করে। যে অক্সিজেন না হলে মানুষ ৪-৫ মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না। লোহিত কণিকার মধ্যে থাকা হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ধরে রাখার কাজটি করে। এই হিমোগ্লোবিনের প্রধান উপাদান হলো লোহা (Iron)। মানুষ হিমোগ্লোবিন আবিষ্কার করেছে-১৮৭০ খ্রি. সনে।

৫. ক্লোনিং (Cloning)

মাত্র কয়েক বছর আগে জীবের একটি কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে আর একটি জীব তৈরি করার কৌশল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। ১৯৯৮ সালে ভেড়ার একটা কোষকে ক্লোনিং করে

ডলি নামের একই চেহারা, লিঙ্গ এবং বয়সের আর একটি ভেড়া তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষটিকে (হাওয়া আ.) আদম (আ.)-এর একটি কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল, এরকম ইঙ্গিতই আল্লাহ দিয়েছেন সুরা নিসার প্রথম আয়াতে। আয়াতটি হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً

অনুবাদ : হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন হও, যিনি তোমাদের একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

(সুরা নিসা/৪ : ১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতে প্রথমে বলেছেন– মানব জাতিকে একটি সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি সেই সত্তা তথা প্রথম মানুষটি হলেন আদম (আ.)। এরপর আল্লাহ বলেছেন– উহার থেকে তাঁর জোড় (স্ত্রী) বানিয়েছেন। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– আদম (আ.) থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, ঐ উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ এবং নারী সৃষ্টি করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে বলেছেন, আদম (আ.) থেকে তাঁর জোড়া বানিয়েছেন। তারপর বলেছেন, ঐ উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী বানিয়েছেন। সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী এখান থেকে বুঝা যায়– হাওয়া (আ.)-কে আদম (আ.)-এর কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানানো হয়েছিল। এরপর অনেক পুরুষ ও নারীর (পুত্র ও কন্যা) জন্ম হয়েছে তাঁদের যৌন মিলনের মাধ্যমে। তারপর স্বামী ও স্ত্রীর যৌন মিলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের বংশ বিস্তার চলছে।

মানুষের বর্তমান জ্ঞানে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে শুধু একই চেহারা, লিঙ্গ ও বয়সের জীব বানানো যায়। কিন্তু আল্লাহর ক্লোনিংয়ের পদ্ধতিতে ভিন্ন চেহারা, লিঙ্গ ও বয়সের জীব বানানো সম্ভব হওয়া তো কোনো ব্যাপারই না।

সম্মিলিত শিক্ষা : আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়– কুরআনের সত্যতা (নির্ভুলতা) প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ২৭০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ

يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا . فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ . وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ . فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ . فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ . فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ . فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ . فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) যায়েদ বিন ওয়াহাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আল হাসান বিন আর-রবীঈ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* যায়েদ বিন ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা.) বলেন– সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্লাহর রসূল (স.) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, **নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মতো চল্লিশ দিন) থাকে।** অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার 'আমল, তার রিয্ক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোনো ব্যক্তি 'আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় (উম্মুল) কিতাবে থাকা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে জাহান্নামীর আমল শুরু করে। আর একজন 'আমল করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে, এমন সময় (উম্মুল) কিতাবে থাকা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে জান্নাতীর আমল শুরু করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০৩৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে মায়ের পেটে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির যে স্তর বলা হয়েছে তা ওপরে উল্লিখিত সুরা মু'মিনুনের বক্তব্যের অনুরূপ।

হাদীস নং- ২৭১

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الأَعْرَابِيُّ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ .

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সর্বত্র হতে এক মুঠো মাটি নিয়ে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাই আদম-সন্তানরা মাটির বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন তাদের কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো বর্ণের আবার কেউ বা এ সবের মাঝামাঝি, কেউ বা নরম ও কোমল প্রকৃতির। আবার কেউ কঠোর প্রকৃতির, কেউ মন্দ স্বভাবের, আবার কেউ বা ভালো চরিত্রের।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩২১৩।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩২৯]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে তথা মাটির মৌলিক উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একই দেশের বিভিন্ন এলাকা এবং বিভিন্ন দেশের মাটির রং ও অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভিন্নতা স্পষ্ট। হাদীসটির তথ্য মানুষ মাটির মৌলিক উপাদান থেকে তৈরি হওয়ার একটি প্রমাণ।

হাদীসগুচ্ছ

অত্র পরিচ্ছেদের–

ক. ১নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়– সার্বিকভাবে ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

খ. ৫নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ গুরুত্ব দেওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো কুরআনের সত্যতা (নির্ভুলতা) প্রমাণিত হওয়া। এটি কীভাবে ঘটে তা এ উপ-পরিচ্ছেদের কুরআনের তথ্যসমূহের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। তাই, ঐ হাদীসসমূহ আলোচ্য উপ-পরিচ্ছেদের হাদীস হিসেবে গণ্য হবে।

---

৩২৯. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ৪৫৫।

পরিচ্ছেদ-৬ : বিজ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৪ : ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
আকল অনুযায়ী কোনো সমাজ বা দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি কোনো জীবন-ব্যবস্থার সক্রিয় বিরোধী থাকে তবে ঐ জীবন-ব্যবস্থা সে সমাজ বা দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তাই, আকল অনুযায়ী– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে মানুষের মন-মানসিকতাকে ইসলাম গ্রহণ ও পালন করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।
এ অবস্থা সৃষ্টি করার একমাত্র পথ হলো– ইসলামী জ্ঞানের নির্ভুলতা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরে মনে-প্রাণে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে মানুষকে আকৃষ্ট করা। পূর্বের উপ-পরিচ্ছেদগুলো থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, এ কাজটি করার ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
ইসলামী সমাজ হলো সে সমাজ যার সকল অঙ্গন তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি অঙ্গনে কুরআন তথা ইসলামের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত/বিজয়ী থাকবে। এ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য বুঝতে হলে প্রথমে কুরআন থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হবে।
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি বুঝা সহজ হয় মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ডগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করে নিলে। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড চার শ্রেণিতে বিভক্ত–

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

এখন কুরআনের আয়াত থেকে আলোচ্য বিষয়টি জানা যাক–

আয়াত-১

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি। তারা বললো– আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার মহিমা ঘোষণা করছি (উপাসনা করছি)। তিনি বললেন– নিশ্চয় আমি তা অধিক জানি যা তোমরা জানো না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরেশতাদের ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। ফেরেশতারা তখন জানতে চান, তিনি কি দুনিয়ায় এমন জীব পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা, রক্তারক্তি, হানাহানি ইত্যাদি অন্যায় কাজ করবে? আর যদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তবে ঐ উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে তারাই কি যথেষ্ট নয়? তখন আল্লাহ বলেন– 'নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জানো না'। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ ফেরেশতাদের জানিয়ে দিয়েছেন– 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমরা যে দু'টো কথা বললে, তার কোনোটাই আমার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়'। তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ দুটো বিষয়কে নাকচ করে দিয়েছেন। বিষয় দু'টো হলো–

১. বিশৃঙ্খলা, রক্তারক্তি, হানাহানি ইত্যাদি তথা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো।

২. উপাসনামূলক কাজ (তাসবিহ-তাহলিল, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি)।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী সেটি আয়াত থেকে সরাসরি জানা না গেলেও আয়াতটির আলোকে বলা যায়–

১. মানব জীবনের চার বিভাগের কাজের মধ্যে উপাসনামূলক বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়।

২. 'ন্যায় ও অন্যায়' বিভাগের 'অন্যায়' কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। তাহলে ধরে নেওয়া যায়– এ বিভাগের 'ন্যায়' কাজগুলো তথা 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন' মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে।

আয়াত-২

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

অনুবাদ : তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে, তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (সুরা আল-ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে উম্মাত (أُمَّةٌ) শব্দটি যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি হলো বিভিন্ন জাতিগত সৃষ্টি। যেমন–

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ

অনুবাদ : আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতো একটি উম্মত (সৃষ্টিগত জাতি) নয়।

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৮)

আয়াতটির অংশভিত্তিক শিক্ষা

'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত' অংশের শিক্ষা : মানুষ হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।

'তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে' অংশের শিক্ষা : মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।

'তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে' অংশের শিক্ষা : এ কথার অর্থ হলো– তোমাদের মন জন্মগতভাবে যে বিষয়গুলো জানে তা পালন বা বাস্তবায়ন করবে এবং যা অস্বীকার করে তা থেকে দূরে থাকবে বা তা প্রতিরোধ করবে। তাই, জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করা কথাটির প্রকৃত অর্থ হলো– তোমাদের জন্মগতভাবে জানা ন্যায় বিষয়গুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় বিষয়গুলো প্রতিরোধ করবে।

'আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে' অংশের শিক্ষা : ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির অর্থ হবে– আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও তা বিশ্বাস করা। আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিপূর্ণ আধার হলো আল-কুরআন। আবার কুরআন হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অর্থাৎ মানদণ্ড। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির সর্বাধিক তথ্যবহুল অর্থ হবে কুরআনকে সকল জ্ঞানের আধার ও মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন হলো– জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার সাথে কুরআনকে সকল জ্ঞানের আধার ও মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস করার কথাটিকে কেন যুক্ত করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তর–

১. ন্যায় ও অন্যায় কাজ কোনগুলো তা আল্লাহ প্রথমে রুহের জগতে সাক্ষ্য ও ক্লাস নিয়ে প্রত্যেক রুহকে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে সকল (গুণবাচক) ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : গুণবাচক ইসম হলো মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায়/সাধারণ নৈতিকতা/ বান্দার হক/ মানবাধিকারের বিষয়সমূহ। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, সকল মানব রুহকে মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায়/সাধারণ নৈতিকতা/বান্দার হক/ মানবাধিকারের সকল বিষয় মানুষকে শিখিয়েছেন।

(সুরা বাকারা/২ : ৩১)

অতঃপর ঐ বিষয়গুলো মহান আল্লাহ মানব জ্রূণের ব্রেইনে Common sense নামক জ্ঞানের উৎস (Micro Chips) হিসেবে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। তথ্যটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا .

অনুবাদ : শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি আকল/বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense)।

(সুরা আশ্ শামস/৯১ : ৭ ও ৮)

জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ উৎসটি শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তথ্যটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

অনুবাদ : অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense-কে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense-কে) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ্ শামস/৯১ : ৯ ও ১০)

তবে আল কুরআনে ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর তালিকা নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। তাই, মানুষকে তার জন্মগতভাবে জানা ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোকে কুরআনের আলোকে যাচাই করে সেগুলোর নির্ভুলতা ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

২. ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর মৌলিক বাস্তবায়ন পদ্ধতিও আল কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।
৩. আবার ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য যোগ্য মানুষ তৈরির প্রোগ্রামও কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

ঐ ধরনের যোগ্য মানুষ ছাড়া কেউ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে তা সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। তা হবে ব্যক্তি, পরিবার, দল বা নিজ (ভৌগলিক জাতির) স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।

তাই, এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে যা জানা যায়–

১. মানুষ হলো মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।
২. মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো– মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।

৩. সে কল্যাণের উপায় হলো– মানুষের জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করা।
৪. ঐ কাজসহ সকল কাজ করার সময় কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে।

আর এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে জানা যায়–
মানব জীবনের অন্য বিভাগের কাজগুলো হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় (মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ)।

তাই, আয়াতটি অনুযায়ী মানব জীবনের চার বিভাগের কাজগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের প্রবাহচিত্র হলো–

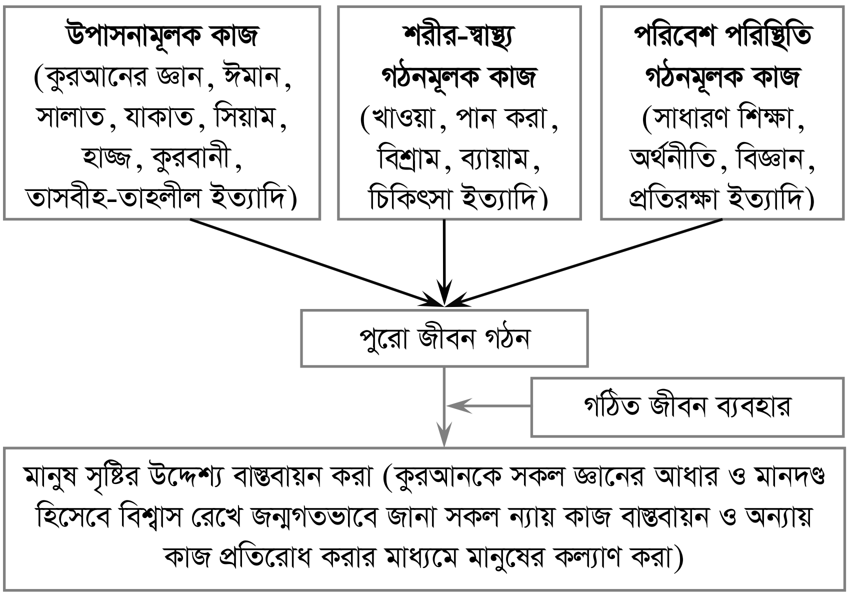

(মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনের যথাযথ অধ্যায়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত হবে, ইনশাআল্লাহ।)

সহজে বোঝা যায়– মানুষ সৃষ্টির উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত হওয়া সমাজই হলো ইসলামী সমাজ। অন্যকথায় বলা যায়– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে মানব জাতির কল্যাণ করা।

আল্লাহ তা'য়ালার নবী-রসূল প্রেরণের বুনিয়াদি উদ্দেশ্য হলো– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তথা মানব জীবনের সকল (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) অঙ্গনে কুরআন তথা ইসলামের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত/বিজয়ী করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। এ তথ্যটি অব্যবহিত পরের তিনটি আয়াতে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

আয়াত-৩.১

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য দ্বীনসহ, উহাকে (সত্য দ্বীনকে) বিজয়ী/প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে, যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা আত তাওবা/৯ : ৩৩)

আয়াত-৩.২

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য দ্বীনসহ, উহাকে (সত্য দ্বীনকে) বিজয়ী/প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে, যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা আস সফ/৬১ : ৯)

আয়াত-৩.৩

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا.

অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য দ্বীনসহ, উহাকে (সত্য দ্বীনকে) বিজয়ী/প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে; আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(সুরা আল ফাত্হ/৪৮ : ২৮)

আয়াত-৪

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

অনুবাদ : তবে কি (হে নবী!) তুমি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে তারা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত! আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৯৯, ১০০)

ব্যাখ্যা : ৯৯নং আয়াতটির উল্লিখিত অংশের মাধ্যমে রসূল (স.)-সহ সকল মানুষকে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ঈমান আনার (ও ইসলাম শেখানো) ব্যাপারে মানুষকে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। এর কারণ হলো– ঈমান তথা বিশ্বাস মানুষের মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। আর ঈমানের প্রমাণ বা দাবি হলো যথাযথ আমল। অন্যদিকে ঈমান আনা ব্যক্তি ঈমানের দাবিকৃত আমল শুধু তখনই করবে যখন সে মন থেকে ঈমান আনবে। তাই, জোর-জবরদস্তি করে তথা শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করলে ঈমানের দাবি কখনও পূর্ণ হবে না।

আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি হলো– আল্লাহর তা'য়ালার পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া। তাই, ১০০নং আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষকে ঈমান গ্রহণ করানোর জন্য আল্লাহর একটি প্রোগ্রাম বা বিধান আছে। ঐ প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারবে না। তবে সে প্রোগ্রাম কী তা এ আয়াতে বলা হয়নি।

আয়াত-৫

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

অনুবাদ : দ্বীনে (ইসলাম গ্রহণ ও শিক্ষাদানে) জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্যকে (সঠিক/নির্ভুল) স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যা (ভুল) থেকে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশে ওপরে উল্লিখিত সুরা ইউনুসের ৯৯নং আয়াতের মতো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ তথা ঈমান আনার (ও ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার) ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। এর কারণ পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতটির শেষ অংশের নিশ্চয়তা দিয়ে বলা বক্তব্য হলো– সত্যকে তথা সত্য জ্ঞানকে ভুল তথা ভুল জ্ঞান থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এ কথার শিক্ষা হলো– কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত সত্য জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।

তাই, আয়াতের প্রথম অংশের বক্তব্যের সাথে শেষ অংশের বক্তব্য মেলালে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো– ইসলাম গ্রহণ, শিক্ষা দেওয়া ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর-জবরদস্তি তথা শক্তি প্রয়োগের কোনো স্থান নেই। ইসলামের শক্তি হলো এর জীবন সম্পর্কিত সত্য (নির্ভুল) জ্ঞান, যা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আয়াত-৬

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

অনুবাদ : হে নবী! মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো; তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকলে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে; আর তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা (কাফিররা) এমন এক সম্প্রদায় যারা (জীবন-সম্পর্কিত) উৎকর্ষিত সঠিক জ্ঞান রাখে না।

(সুরা আনফাল/৮ : ৬৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির অব্যবহিত পূর্বের আয়াত দু'টির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– ইসলামে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করানোর (এবং শেখানো) সময় শক্তি প্রয়োগের কোনো স্থান নেই। তাই, ঐ দু'টি আয়াতের আলোকে বলা যায়– ইসলামে ঈমান আনা তথা

ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুমতি নেই। আর এ পরিচ্ছেদের ৬নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সুরা আনফালের ৬০নং এবং সুরা বাকারার ১৯০-১৯৩নং আয়াতের সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে– মুসলিমদের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ করার অনুমতি ও সে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য যুগ উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ/উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

তাই, আলোচ্য আয়াতটিতে মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। আয়াতটিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মুসলিমরা ধৈর্যশীল ও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হলে দশ গুণ বেশি সংখ্যক কাফির সৈন্যের বিপরীতে যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে। আর এর কারণ হিসেবে আয়াতটিতে বলা হয়েছে– কাফিররা জীবন সম্পর্কিত উৎকর্ষিত সঠিক জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহর উৎকর্ষিত জ্ঞান রাখে না। এ আয়াতের আলোকেও তাহলে বলা যায়– কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান হলো মুসলিমদের মূল শক্তি।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত আয়াতগুলো একসাথে পর্যালোচনা করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে–

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করা নিষেধ।
২. মানুষকে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য ইসলামের জ্ঞানের শক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষের মনে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করাতে হবে।
৩. ইসলামী জ্ঞানের মাধ্যমে এ কাজটি করে সফল হতে হলে ঐ জ্ঞানের নির্ভুলতা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে।

ইসলামী জ্ঞানের নির্ভুলতা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা স্পষ্ট করে তুলে ধরে মানুষের মনে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা জানা ও বোঝা যায় অত্র গ্রন্থের–

ক. ৩ নং পরিচ্ছেদের ৬ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত (কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব।) আয়াতগুলো থেকে।
খ. ৬ নং পরিচ্ছেদের ১ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।
গ. ৬ নং পরিচ্ছদের ২ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।
ঘ. ৬ নং পরিচ্ছদের ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।
ঙ. ৬ নং পরিচ্ছেদের ৫ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।

ঐ আয়াতগুলোর বক্তব্যের সাথে আলোচ্য উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতগুলোর বক্তব্য মেলালে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা/মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়ক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৭২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيحِه حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি সুলাইমান আবুর রবী' (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি– সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩৩।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি যে ঈমানের দাবি করে এবং প্রকাশ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য কিছু আমল করে কিন্তু অন্তরে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সে মু'মিন নয়। হাদীসটিতে তিনটি কাজ করা ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হয়েছে– মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাতের খিয়ানাত করা।

মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাতের খিয়ানাত করা হলো ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসটি অনুযায়ী অন্যায় কাজ পালন থেকে দূরে না থাকলে ঈমান আনা নামের উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। আর এর কারণ হলো– ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। অর্থাৎ ঈমান আনা আমলটির মাধ্যমে মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন তা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় (খিয়ানত না করা, ওয়াদা ভঙ্গ না করা ইত্যাদি) পালন করতে মানুষকে উৎসাহিত বা বাধ্য করে।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

হাদীস নং- ২৭৩

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أحمد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

অনুবাদ : *আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে–* আনাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন যার মধ্যে তিনি বলেননি– খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১২৪০৬।
- ◆ হাদীসটির সনদ হাসান।[৩৩০]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির একটি বক্তব্য হলো, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই। খিয়ানাত করা একটি অন্যায় কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসটি অনুযায়ী অন্যায় কাজ থেকে দূরে না থাকলে ঈমান আনা নামের উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

তাই, ২৭২ নং হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

---

৩৩০. শুআইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ* (তাহকীক), খ. ৩, পৃ. ১৩৫।

হাদীস নং- ২৭৪

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أحمد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে*– আবু হুরায়রা (রা.) বলেন– জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (স.)! অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তবে সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো– ইয়া রসূলাল্লাহ্ (স.)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম রাখে, সাদকা কম করে এবং সালাতও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রসূল স.) বললেন, সে জান্নাতী।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯৬৭৩।
- ◆ হাদীসটির সনদ হাসান।[৩৩১]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়া ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ। আর সালাত, সিয়াম ও যাকাত হলো উপাসনামূলক কাজ। হাদীসটিতে দেখা যায় প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে প্রথম মহিলাকে জাহান্নামে যেতে হবে। অর্থাৎ তার ঐ উপাসনামূলক আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

অন্যদিকে কম (ফরজ, ওয়াজিব বাদ না দিয়ে) সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ায় দ্বিতীয় মহিলা জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ তার ঐ উপাসনামূলক আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হবে। এর কারণ হলো, সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ থেকে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দিয়ে গঠন করতে চেয়েছেন। ঐ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করার উপযোগী করে মানুষকে গড়ে তোলা।

---

৩৩১. শুআইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ* (তাহকীক), খ. ২, পৃ. ৪৪০।

প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করলেও সে ইবাদাতগুলো থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়নি। তাই সে মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছে। ফলে তার ঐ আমলগুলো কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা ঐ আমলগুলো কম করলেও সেগুলো থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়েছে। তাই সে মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়নি। ফলে তার ঐ আমলগুলো কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়েছে।

যে বিষয় দিয়ে কোনো কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসটি থেকে জানা যায়, সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস নং- ২৭৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আদাম ইবন আবূ ইয়াস (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেওয়াতে (সিয়াম পালন) আল্লাহর কোনো দরকার নেই (আল্লাহর কাছে কবুল হবে না)।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ১৮০৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সিয়াম উপাসনা বিভাগের কাজ। আর মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজ। হাদীসটি অনুযায়ী তাই ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো না করলে উপাসনা বিভাগের আমল কবুল হয় না। এর কারণ হলো উপাসনামূলক আমলের উদ্দেশ্য হলো আমলগুলোর অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় (যদি থাকে) হতে শিক্ষা দিয়ে মানুষকে গঠন করা, যেন তারা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোকে যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

সিয়ামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এমন মানুষ গঠন করতে চেয়েছেন যারা পেটে ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা থাকলেও ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো থেকে দূরে থাকবে এবং ন্যায় কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করবে।

যে বিষয় দিয়ে কোনো কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস নং- ২৭৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ. قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বললেন– তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত (অন্যায়ভাবে) প্রবাহিত করেছে বা কাউকে (অন্যায়ভাবে) আঘাত করেছে। অতঃপর তার সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি কাজগুলোকে বিনিময় হিসেবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেওয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল নেক কাজ বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৭৪৪
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মানুষকে গালি দেওয়া, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করা, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা অন্যায় কাজ। হাদীসটিতে দেখা যায়– কেউ যদি দুনিয়ায় উল্লিখিত অন্যায় কাজগুলো করে তবে শেষ

বিচারের দিন তার সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি উপাসনামূলক আমল বিফলে যাবে এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই ২৭৪ ও ২৭৫ নং হাদীস দু'টির মতো এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়– ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর উপাসনমূলক কাজগুলো হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে– ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর জীবনের অন্য তিন বিভাগের কাজ (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন) হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

হাদীসগুচ্ছ

ইসলামী জ্ঞানের নির্ভুলতা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা জানা ও বোঝা যায় অত্র গ্রন্থের–

ক. ৩ নং পরিচ্ছেদের ৬ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।
খ. ৬ নং পরিচ্ছেদের ১ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।
গ. ৬ নং পরিচ্ছদের ২ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।
ঘ. ৬ নং পরিচ্ছদের ৩ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।
ঙ. ৬ নং পরিচ্ছেদের ৫ নং উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে।

ঐ হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা বা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়ক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐ হাদীসসমূহ আলোচ্য উপ-পরিচ্ছেদের হাদীস হিসেবে গণ্য হবে।

পরিচ্ছেদ-৬ : বিজ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৫ : ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে মানব শরীর বিজ্ঞান/চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

উপ-পরিচ্ছেদ ৪ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রধান তিনটি বিষয় হলো–

১. মানুষকে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না।
২. ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য ইসলামের জ্ঞানের শক্তির সাহায্যে মানুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে।
৩. ইসলামী জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করার ব্যাপারে সফল হতে হলে– ইসলামী জ্ঞানের নির্ভুলতা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে।

এ তিনটি বিষয়ে মানব শরীর বিজ্ঞান/চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকা কী, সেটিই হলো আলোচ্য উপ-পরিচ্ছেদের আলোচনার বিষয়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল, পরিপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় ও আকর্ষণীয় উৎস হলো আল কুরআন। তাই, ইসলামী জ্ঞানের নির্ভুলতা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হবে মানুষকে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে আকৃষ্ট করা। এ কাজটি করার ব্যাপারে মানব শরীর বিজ্ঞান/চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ভূমিকার পার্থক্য জানা যায় নিম্নোক্ত দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে।

দৃষ্টিকোণ-১ : 'বিষয়বস্তু' একই হওয়ার দৃষ্টিকোণ
কুরআনের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। তাই, কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় ও পারলৌকিক জীবন ইত্যাদি এবং মানুষের Embryology, Anatomy, Physiology, Psychology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি। আর কুরআনে যে সকল আমল (কাজ) মানুষকে পালন করতে বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে মানুষের Anatomy,

Physiology, Psychology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Limitations ইত্যাদি দিকে খেয়াল রেখে। এ কথাটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অনুবাদ : আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেন না।

(সুরা বাকারাহ/২ : ২৮৬)

অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি নিয়ে।

তাহলে দেখা যায় কুরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু একই তথা মানুষ। তবে কুরআনে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকের তুলনায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় ও পারলৌকিক জীবন ইত্যাদি দিক নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোচনা আছে শুধু মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের দিক নিয়ে। তাই আকলের আলোকে সহজে বলা যায়, কুরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য ও নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল থাকবে। আর তাই, একটির তথ্য ও নীতিমালা জানা থাকলে অন্যটির তথ্য ও নীতিমালা জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হবে।

দৃষ্টিকোণ-২ : ব্যক্তি মানুষের জন্য সরাসরি কল্যাণকর হওয়ার দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই, অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ বেশি মনযোগ দিয়ে শোনে এবং জানতে চায়।

দৃষ্টিকোণ-৩ : অন্য বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে পারার দৃষ্টিকোণ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে স্বাস্থ্য ভালো থাকা লাগে তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

দৃষ্টিকোণ-৪ : কিছু না কিছু জ্ঞান থাকার দৃষ্টিকোণ

প্রত্যেকে মানুষের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু না কিছু জ্ঞান বা উপলব্ধি আছে। কারণ– নিজের, পরিবারের বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য জীবনে একবারও চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাই, অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে।

আকলের এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়– অন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান বা উদাহরণের তুলনায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান বা উদাহরণ কুরআন (ও সুন্নাহ) জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক বেশি সহায়ক। আর তাই, আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়ক বিষয় হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব বিজ্ঞানের অন্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১.১

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

অনুবাদ : আর আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আছে (মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগের) চিকিৎসা এবং বিশ্বাসীদের জন্য রহমত।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৮২)

আয়াত-১.২

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার (মনোরোগের) চিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৫৭)

আয়াত-১.৩

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

অনুবাদ : বলো, মু'মিনদের জন্য এটা (কুরআন) পথনির্দেশিকা ও চিকিৎসা।

(সুরা হা-মিম-আস সাজদাহ/৪১ : ৪৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের তিনটি আয়াত থেকে জানা যায় আল কুরআনে মানুষের চিকিৎসা বিষয়ক অনেক তথ্য আছে। তাই, এ সকল আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের তথ্য ও নীতিমালার সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য ও নীতিমালার অনেক মিল থাকবে। তাই, চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য ও নীতিমালা জানা থাকলে কুরআন (ও সুন্নাহ) জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।

আয়াত-২ (আয়াতগুচ্ছ)

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

অনুবাদ : পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি 'আলাক' (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার রব মহাসম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (কুরআনের মাধ্যমে) মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর বেশ কয়েক মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। প্রথম আয়াতটির বিষয় অনির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভ্রূণ তত্ত্বের বিষয়। তাই দেখা যায়– চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়াত তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট

বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বিনা কারণে কোনো কাজ করার ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহ তা'য়ালার এ কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ আছে।

আয়াত পাঁচটিতে শুধু জ্ঞান বা জ্ঞানার্জনের সহায়তাকারী বিষয়ের (কলম) কথা বলা হয়েছে। শেষ আয়াতটিতে 'যা মানুষ আগে জানে না' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন সব বিষয় জানানো হয়েছে যা তাদেরকে জন্মগতভাবে জানানো হয়নি। তাই, চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে মহান আল্লাহ এ কথাটিই জানিয়ে দিয়েছেন যে– চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান বা উদাহরণ কুরআন তথা ইসলাম জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

আয়াত-৩

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ

অনুবাদ : আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে।

(সুরা আয-যারিয়াত/৫১ : ১৯, ২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ব্যাখ্যায় যদি বলা হয়– শুধু দৃঢ়বিশ্বাসীদের (দৃঢ় ঈমানদারদের) জন্য পৃথিবীতে এবং মানুষের শরীরের মধ্যে উদাহরণ রয়েছে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, দুর্বল ঈমানদারদের জন্যও পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে উদাহরণ রয়েছে। তাই, আয়াতটির বক্তব্য হলো– পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে বহু উদাহরণ রয়েছে সকল ঈমানদারদের জন্য।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী যে সকল উদাহরণের (আবিষ্কার) মাধ্যমে মানুষের ঈমান দৃঢ় হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (আবিষ্কার)। ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই এ আয়াতটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়– চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ তথা চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন তথা ইসলাম জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় করার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক বিষয়।

আয়াত-৪

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : পূর্বে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখে দেখা। বর্তমানে তার সাথে যুক্ত হয়েছে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় তত দূর। সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে

দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর আল্লাহ কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো– আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ, দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় তত দূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা বিষয় নিয়ে, আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার। আর তাই এ আয়াতটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়– চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন তথা ইসলাম জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক বিষয়।

আয়াত-৫

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : অতএব (হে নবী!) তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করো; (এ জীবন-ব্যবস্থা) আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা (পরিবর্তন) নেই। এটা স্থায়ীভাবে সঠিক জীবন-ব্যবস্থা; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

(সুরা রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতে রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে প্রথমে সকল মানুষকে বলেছেন– দ্বীন তথা ইসলামের ওপর নিজেদেরকে একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে। তারপর আল্লাহ বলেছেন, দ্বীন তথা ইসলাম হলো তাঁর প্রকৃতি (Nature)। আল্লাহর প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন মানুষকে তাঁর প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথার অর্থ হলো– মানুষের প্রকৃতি আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষের প্রকৃতির অনেক তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান।

তাই, আয়াতটির এ অংশের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআন, ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য, নীতিমালা ও বিধি-বিধানের মধ্যে ব্যাপক মিল আছে। তাই, একটির জ্ঞান অন্যটি জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সরাসরি ও ব্যাপকভাবে সহায়ক। তাই এ আয়াতটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞান– কুরআন তথা ইসলাম জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চয়তাসহ বলা যায় যে– চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান বা উদাহরণ, বিজ্ঞানের অন্য বিভাগের জ্ঞান বা উদাহরণের তুলনায় কুরআন তথা ইসলাম জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক বেশি সহায়ক।

তাই, এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়ক বিষয় হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব বিজ্ঞানের অন্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ২৭৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন্‌-নিশাপূরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাসান বিন হালীম থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

- ♦ হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং-৭৮৪৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৩২]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য অপরপার সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) যে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার ৪টি হলো– বার্ধক্যের পূর্বে যৌবন, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা, ব্যস্ততার পূর্বে অবসর এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবন। এ ৪টি বিষয়ই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। আর প্রধান ২টি কারণ হলো–

---

৩৩২. যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহহাইন লিল হাকিম মাআ তা'লীকাতিয যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ৪, পৃ. ৩৪১।

১. চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম।
২. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য সব বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

হাদীস নং- ২৭৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ."

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন দুটি নেয়ামত রয়েছে যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। (সে দুটি নেয়ামত হলো) সুস্থতা ও বিশ্রাম।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬০৪৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য অপরপার সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে সুস্থতা ও বিশ্রামকে নেয়ামত বলা হয়েছে। এ ২টি বিষয়ই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি নিয়ামত তথা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীসটির অন্য একটি তথ্য হলো– সুস্থতা ও বিশ্রাম নিয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। ধোঁকায় পড়ে থাকার অর্থ হলো ভুলের মধ্যে থাকা। 'অধিকাংশ' মানুষ কথাটির অর্থ হলো– অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক। তাই, হাদীসটির একটি তথ্য হলো– চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক ভুলের মধ্যে আছে।

স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ভুলের মধ্যে আছে বলা ও মেনে নেওয়া সহজ। কিন্তু বর্তমান যুগেও চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ চিকিৎসক ভুলের মধ্যে আছে কথাটি মেনে নেওয়া কঠিন। তবে কথাটি সঠিক। এ বক্তব্যটি সঠিক হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রমাণ হলো–

১. চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম। এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি প্রায় সকল চিকিৎসক জানে না।

২. বর্তমান যুগেও মানুষের অধিকাংশ রোগের কারণ (Etiology) ও নিরাময়মূলক চিকিৎসা (Curative treatment) চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসেনি, তাই চিকিৎসকরা জানেন না।

৩. সকল মানুষের মৃত্যুর সময় পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করা আছে যার এক মুহূর্তও পরিবর্তন হবে না। সাধারণ মানুষদের মতো প্রায় সকল চিকিৎসকও এটি বিশ্বাস করেন। কিন্তু কথাটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো– বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে, রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভেতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

হাদীসটির ব্যাখ্যায় উল্লিখিত মৃত্যুর প্রকৃত সময় সম্পর্কিত তথ্যের সমর্থনকারী ৪টি হাদীস–

হাদীস নং- ২৭৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ : قَالَتِ الأَعْرَابُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ : "نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ : دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا" قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ : الْهَرَمُ .

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযি (রহ.) উসামা বিন শরীক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি বিশর বিন মুয়া'জ আল-আকাদী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* উসামা বিন শরীক (রা.) বলেন, একদিন আমি রসূল (স.) এর সাথে ছিলাম। তখন কিছু আরব এসে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি রোগের জন্য ঔষধ গ্রহণ করব?' উত্তরে রসূল (স.) বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ঔষধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি, শুধু একটি রোগ ছাড়া।' তারা জিজ্ঞাসা করল, সেটি কী? তিনি বললেন– সেটি হলো বার্ধক্য।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২০৩৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৩৩]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য অপরপার সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

৩৩৩. আলবানী, *আল-জামিউস সগীর ওয় ঝিয়দাতুহু*, খ. ১, পৃ. ১৩৯০।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– কিছু লোক রোগের জন্য ঔষধ গ্রহণ করবে কি না জানতে চাইলে রসূল (স.) তাদেরকে ঔষধ খেতে বলেছেন। তারপর কেন ঔষধ খেতে হবে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন– বার্ধক্য ছাড়া সকল রোগের ঔষধ আছে। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করতে পারলে সকল রোগ ভালো হয়ে যায় এবং জীবন চলতে থাকে। তবে বার্ধক্যের (Aging process) কারণে সকল মানুষকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে, রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভেতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

হাদীস নং- ২৮০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন মুসান্না থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৩৫৪।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য অপরপার সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি থেকে জানা যায়– যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করতে পারলে সকল রোগ ভালো হয়ে যায় এবং জীবন চলতে থাকে।

হাদীস নং- ২৮১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– সকল রোগের জন্যে ঔষধ (চিকিৎসা) আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্যে প্রয়োগ করা হয় তখন রোগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে উঠে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৮৭১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য অপরপার সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির শিক্ষাও ২৮০ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ২৮২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الموطأ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ. فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ. وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ. فَنَظَرَا إِلَيْهِ. فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟ فَقَالاَ: أَوَفِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ.

অনুবাদ : *ইমাম মালেক (রহ.) যায়েদ বিন আসলাম (রা.)-এর বর্ণনা সূত্র ধরে তার 'মুয়াত্তা মালেক' গ্রন্থে লিখেছেন–* যায়েদ বিন আসলাম (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর সময় এক ব্যক্তি আহত হয় এবং তার ক্ষতে পঁচন ধরে। রসূল (স.) লোকটির চিকিৎসার জন্যে বনি আনসার গোত্র থেকে দুজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। তারা আসলে রসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসক? তারা উত্তরে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল (স.) চিকিৎসায় কি ভালো-খারাপ আছে?' যায়েদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বললেন– 'যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন'।

- ◆ মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, হাদীস নং-২৭৪০।
- ◆ শায়খ ফুয়াদ আবদুল বাকী বলেন, হাদীসটি মুরসাল। তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীসটির শাহেদ হাদীস রয়েছে।[৩৩৪] এসব শাহেদ হাদীসের বিচারে হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করা যায়।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য অপরপার সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

৩৩৪. শায়খ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *আল-মুয়াত্তা (তাখরীজ ওয়া তা'লীক)*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৫, পৃ. ৬৫০।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়, একজন সাহাবীর চিকিৎসার জন্য আনা দুইজন চিকিৎসকের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো তা রসূল (স.) জানতে চান। উত্তরে চিকিৎসকদ্বয় যে কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা হলো– মৃত্যুর সময় আগে নির্ধারিত আছে। তাই ভালো চিকিৎসা দিলেও ফলাফল যা হবে খারাপ চিকিৎসা দিলেও ফলাফল তাই হবে। এ কথার উত্তরে রসূল (স.) বলেছেন– 'যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন'। এ উত্তরের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে। তাই যে চিকিৎসক অপেক্ষাকৃত ভালো রোগ নির্ণয় ও ঔষধ দিতে পারবে তার হাতে রোগী সেরে উঠার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

অব্যবহিত পূর্বের ৪টি হাদীসের শিক্ষা

অব্যবহিত পূর্বের ৪টি হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে– সকল রোগের ঔষধ আছে শুধু বার্ধক্য (Aging Process) ছাড়া। অর্থাৎ সঠিক রোগ নির্ণয় করে যথাযথ ঔষধ দিতে পারলে সকল রোগ নিরাময় করা সম্ভব। তবে বার্ধক্যের ব্যাপারে এটি সম্ভব নয়। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভেতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক অন্য একটি হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّه قَالَ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعِيَ مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْغٍ.

অনুবাদ : আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসূল (স.) বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের বক্তব্য– ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী তার 'আল-হাভী লিল ফাতওয়া' গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে اَلْقَوْلُ الْأَشْبَهُ শিরোনামে ২৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন– এই হাদীসটি সহীহ নয়। এই বিষয়ে ইমাম নববীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন– এটি সুসাব্যস্ত হাদীস নয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন এটি মাওদু' বা বানোয়াট হাদীস। ইবনে সাময়ানী বলেন– এটি মূলত ইয়াহইয়া বিন মুয়া'জ আল-রাজী'র (ওয়ায়েজ) একটি বক্তব্য। শায়েখ তাজুদ্দিন বিন আতাউল্লাহ তাঁর 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আমি আমার শায়েখ আবূল আব্বাস মুরসীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন এই হাদীসের দু'টি ব্যাখ্যা আছে–

১. যে ব্যক্তি নিজেকে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দরিদ্রতাসহ চিনলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে তাঁর ইজ্জত, কুদরত ও অমুখাপেক্ষীতাসহ চিনলো।
২. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো এটিই প্রমাণ যে, সে তাঁর প্রভূকে আগেই চিনেছে।

প্রথমটি হলো একজন সালেকের অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ্ প্রেমে ডুবন্ত মাজযুব ব্যক্তির অবস্থা।

তাহলে দেখা যায়– বক্তব্যটিকে হাদীস হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা লিখেছেন এমন মনীষীও উপস্থিত আছে। হাদীসটির বক্তব্য সম্বলিত কথা রসূল (স.) অবশ্যই বলেছেন। কারণ, রসূল (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো কুরআনকে কথা, কাজ বা অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া। (নাহল/১৬ : ৪৪) । হাদীসটি 'আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দ্বীন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

হাদীসটির মতন সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩নং আয়াত এবং সুরা যারিয়াতের ২০ ও ২১ নং আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বললেও বেশি বলা হবে না। হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সাথে সংগতিশীল। হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। বিপরীত নয়।

হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকার কারণে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের অত্র সংকলনে হাদীসটি নাম্বারবিহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটির ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) বলেছেন– যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে। রবকে চিনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Behavior, Intellectuality, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Sex, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার দ্বিতীয় দিকটি সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী রবকে চেনা তথা কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি সহায়ক বিষয়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়ক বিষয় হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব, বিজ্ঞানের অন্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর আলোকে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়ক বিষয় হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব, বিজ্ঞানের অন্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি।

পরিচ্ছেদ-৬ : বিজ্ঞান

উপ-পরিচ্ছেদ ৬ : ইসলামী সমাজ টিকে থাকার সহায়ক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
প্রকৃত ইসলাম একটি সমাজ বা দেশে প্রতিষ্ঠিত (বিজয়ী) হলে, যারা নানবিধ অন্যায় কাজ করে মজা লুটছে (কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী) তাদের স্বার্থের হানি হবে। তাই তারা প্রতিরোধে নামবে তথা ঐ সমাজ বা দেশকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিতে চাইবে। আর একটি গোষ্ঠী যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হবে তার কাছ থেকে অনুরূপ পরিমাণের প্রতিরোধ আসবে।

ঐ প্রতিরোধ আসবে নিম্নের গোষ্ঠী বা শক্তিগুলোর সকলের কাছ থেকে (দু'একটি থেকে নয়)–

১. **প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি :** সকল সমাজে কোনো না কোনো ধর্মীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে সমাজে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে নেই, সেখানে ভ্রান্ত ইসলামী শক্তি কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভ্রান্ত ইসলামী শক্তির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ আসে। এই শক্তির একটা বিশেষ ক্ষতিকর দিক হলো– তারা ইসলামের নামেই কথা বলে, তাই সাধারণ মানুষ তাদের কথা সহজে গ্রহণ করে। আর চিরসত্য একটা কথা হলো– যে ভুল জানে তাকে সঠিক কথা গ্রহণ করানো, যে জানে না তাকে গ্রহণ করানোর চেয়ে অনেক কঠিন।

২. **অনৈসলামিক রাজনৈতিক শক্তি :** ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর অনৈসলামিক রাজনৈতিক শক্তিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. **অনৈসলামিক অর্থনৈতিক শক্তি :** অনৈসলামিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী হলে তাদেরও স্বার্থের যথেষ্ট হানি ঘটবে। তাই তারাও প্রতিরোধে নেমে পড়বে।

৪. **অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক শক্তি :** ইসলাম বিজয়ী হলে অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এ শক্তির কাছ থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে বা আসবে।

তাই, আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া সমাজকে স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে হলে– প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য শত্রুদের তুলনায় উন্নত মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে হবে। যা বিজ্ঞান ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ বা দেশ টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
পরিচ্ছেদ ৬-এর ৪নং উপ-পরিচ্ছেদে (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব) উল্লিখিত সুরা আলে ইমারানের ১১০নং আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে জানা গেছে যে, মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো– কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে বিশ্বাস রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। কুরআনে বর্ণিত মানব জীবনের অন্য বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি) কাজগুলো হলো ঐ উদ্দেশ্য সাধনের মৌলিক সহায়ক বিষয় তথা মৌলিক পাথেয়।

সহজেই বোঝা যায়– মানুষ সৃষ্টির উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত হওয়া সমাজই হলো ইসলামী সমাজ। অন্যকথায় বলা যায়– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে মানুষের কল্যাণ করা।

আল্লাহ তা'য়ালার নবী-রসূলগণকে প্রেরণের বুনিয়াদি উদ্দেশ্য হলো– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ মানব জীবনের সকল (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) অঙ্গনে কুরআন তথা ইসলামের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত/বিজয়ী করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। এ তথ্যটি অব্যবহিত পরের দু'টি আয়াতে কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

আয়াত-১.১

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য দ্বীনসহ, উহাকে (সত্য দ্বীনকে) বিজয়ী/প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে, যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা আত তাওবা/৯ : ৩৩)

আয়াত-১.২

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য দ্বীনসহ, উহাকে (সত্য দ্বীনকে) বিজয়ী/প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে, যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা আস ছফ/৬১ : ৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের আয়াত দু'টির শেষ অংশের বক্তব্য হলো– 'যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে'। মুশরিকরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। কাফির মুশরিক ও মু'মিন

মুশরিক। যারা একটি জিনিস অপছন্দ করে তারা অবশ্যই চাইবে জিনিসটি না থাকুক। তাই, আয়াত দু'টির শেষ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– মুশরিকরা তথা প্রকৃত ইসলামের শত্রুরা চাইবে ইসলামী সমাজ টিকে না থাকুক এবং সে জন্য যা কিছু করা দরকার তার সবকিছু তারা করবে।

আয়াত-২

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ .

অনুবাদ : তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমরা (এমনিতে) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ উদাহরণ (বিপদ/কষ্ট/দুঃখ-দুর্দশা) এখনও আসেনি; তাদের ওপর নেমে এসেছিল বিপদ ও কষ্ট এবং তারা (কষ্টে) এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে স্বয়ং রসূল এবং তাঁর সাথে থাকা মু'মিনগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখন তাদের বলা হয়েছিল) জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি কাছে।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২১৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন এসেছিল। আর তাঁরা যখন অত্যাচার-নির্যাতনে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন তখন আল্লাহ তাদের বলেছেন, তোমরা এতটুকু অত্যাচার-নির্যাতনে অধৈর্য্য হয়ে গেছো অথচ এখনও তোমাদের ওপর পূর্ববর্তীদের মতো কঠিন অত্যাচার-নির্যাতন উপস্থিত হয়নি।

তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– যথাযথ ইসলাম পালনকারী ব্যক্তি বা ইসলামী সমাজ যেন টিকে থাকতে না পারে সে ব্যাপারে শত্রুরা নানাদিক থেকে গভীর ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক চেষ্টা করবে।

আয়াত-৩

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ . فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

অনুবাদ : আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে (যারা তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে) যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো এবং তাদের বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছিল। আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়ে অনেক বেশি (ক্ষতিকর বিষয়); আর মসজিদুল

হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তারা যদি সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা যুদ্ধ করো। কাফিরদের প্রতিদান এমনই হয়। কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (অপপ্রচার, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি) নির্মূল হয়ে যায় ও জীবন-ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত/বিজয়ী হয়)। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ছাড়া আর কারো প্রতি শত্রুতা করা যাবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯০-১৯৩)

ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াত চারটির মাধ্যমে ইসলামের যুদ্ধের নীতিমালা স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরা বাকারা নাযিল হয় হিজরতের পর, রসূল (স.)-এর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে। আয়াত গুলোর শিক্ষাসমূহ–

১৯০ নং আয়াতটির বক্তব্য : 'আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না'। আয়াতটির স্পষ্ট শিক্ষা হলো–

১. প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের অনুমতি ইসলামে আছে।
২. ঐ প্রতিশোধমূলক যুদ্ধেও সীমালংঘন করা যাবে না।

১৯১ নং আয়াতটির বক্তব্য : 'আর তাদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো এবং তাদের বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছিল। আর ফিতনা (অপপ্রচার) হত্যার চেয়ে অনেক বেশি (ক্ষতিকর বিষয়)। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে; কিন্তু তারা যদি সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা যুদ্ধ করো। কাফিরদের প্রতিদান এমনই হয়'। আয়াতটির স্পষ্ট শিক্ষা হলো–

১. যুদ্ধ যারা বাধিয়েছে (আরম্ভ করেছে) তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করতে হবে।
২. শত্রুরা মুসলিমদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়ে থাকলে শত্রুদেরকেও তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিতে হবে।
৩. অপপ্রচার অর্থাৎ মিথ্যা তথ্য প্রচার করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ, এটিতে অনেক নিরাপরাধ মানুষ হত্যার শিকার হয়।
৪. মসজিদুল হারামের আশেপাশে যুদ্ধ করা নিষেধ হলেও প্রতিশোধ যুদ্ধ করা যাবে।

১৯২ নং আয়াতটির বক্তব্য : 'কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু'। এ আয়াতটির স্পষ্ট শিক্ষা হলো– যুদ্ধ আরম্ভ করা ব্যক্তিরা যদি সত্যিকারভাবে যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হয় তা হলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

১৯৩ নং আয়াতটির বক্তব্য : 'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (অপপ্রচার, অত্যাচার ইত্যাদি) নির্মূল হয়ে যায় এবং জীবন-ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ছাড়া আর কারো প্রতি শত্রুতা করা যাবে না'। এ আয়াতটির স্পষ্ট শিক্ষা হলো–

১. যুদ্ধ আরম্ভ করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সময়সীমা, শত্রুরা যুদ্ধ ক্ষান্ত দেওয়া পর্যন্ত নয়। প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে শত্রুকর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ না হওয়া এবং শক্তি/দাপট সম্পূর্ণ চূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত।
২. প্রতিশোধ যুদ্ধ যথাযথ সময়ে বন্ধ করার পর শত্রু সমাজের নিরপরাধ মানুষদের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। তবে ঐ সমাজে অত্যাচারীদের বিচার করে শাস্তির আওতায় আনা যাবে।

আয়াত-৪

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

অনুবাদ : আর তোমরা (মুসলিমগণ) তাদের (শত্রুদের) জন্য (বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে) যথাসাধ্য (যুগোপযোগী বস্তুগত) শক্তি ও অশ্ববাহিনী (সাঁজোয়া ও সেনাবাহিনী) প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন (যাতে তারা আক্রমণ করতে সাহস না পায়)। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(সুরা আনফাল/৮ : ৬০)

ব্যাখ্যা : সুরা আনফাল নাযিল হয় দ্বিতীয় হিজরী সালে বদর যুদ্ধের পর। আয়াতটির বিভিন্ন অংশের শিক্ষা–

'আর তোমরা (মুসলিমগণ) তাদের (শত্রুদের) জন্য যথাসাধ্য (বস্তুগত) শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে' অংশের শিক্ষা : অশ্ববাহিনী বর্তমান যুগের সাঁজোয়া সেনাবাহিনীর সাথে তুলনীয়। তাই আল্লাহ এখানে মুসলিমদেরকে শত্রুদের জন্যে দুটি জিনিস প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন–

১. বস্তুগত সামরিক শক্তি।
২. সাঁজোয়া সেনাবাহিনী।

বস্তুগত শক্তির কথাটি মহান আল্লাহ অনির্দিষ্ট (Non-specific)-ভাবে বলেছেন। অর্থাৎ এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা যুদ্ধের জন্য যত ধরনের বস্তুগত শক্তি প্রয়োজন হয় তার সবক'টির কথাই বলেছেন। যুগের চাহিদা অনুযায়ী শক্তির ধরন পাল্টে যাবে বলেই আল্লাহ কথাটি অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে সহজেই বলা যায় এই বস্তুগত শক্তির মধ্যে থাকবে–

১. আধুনিক প্রচার শক্তি।

২. আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক জনশক্তি।
৩. যুগোপযোগী মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত শক্তি (রাইফেল, কামান, মিসাইল, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, সাধারণ বোমা, আণবিক বোমা ইত্যাদি)।
৪. রোগ নিরাময় করার শক্তি।
৫. অর্থনৈতিক শক্তি।

'এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন' অংশের শিক্ষা : আয়াতে কারীমার এ অংশে মহান আল্লাহ শত্রুদের জন্য মুসলিমদেরকে কী মান এবং পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন– মুসলিমদের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তির মান ও পরিমাণে হতে হবে এমন যে সেটির খবর জেনে তাদের জানা-অজানা শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। শত্রুরা প্রতিপক্ষের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তির মান ও পরিমাণ নিজের শক্তির তুলনায় কম দেখলে অবশ্যই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। তাই, সহজে বলা যায়, আল্লাহ এখানে মুসলিমদেরকে বলেছেন– নিজেদের জানা-অজানা শত্রুদের জন্য যুগের মানের চেয়ে এমন উন্নত মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে হবে যেন সেটির খবর জেনে শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– আয়াতটিতে আল্লাহ উন্নত মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে শত্রুদের আক্রমণ করতে বলেননি। আতঙ্কিত/ভীত-সন্ত্রস্ত করতে বলেছেন। তাই, আয়াতটির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– মুসলিমদের উন্নত সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তির ব্যবহার হবে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্য। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য নয়।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–
১. ইসলামী সমাজ বা দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে শত্রুরা তা মিটিয়ে দিতে চাইবে।
২. প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা শত্রুদের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ বাধানো থেকে দূরে রাখার জন্য মুসলিমদের শত্রুদের তুলনায় অধিক উন্নত মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলা হয়েছে।
৩. প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলামে আছে।

প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা শত্রুদের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ বাধানো থেকে দূরে রাখার জন্য মুসলিমদেরকে যে মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলা হয়েছে তা বিজ্ঞান ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই কুরআনের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ বা দেশ তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া সমাজ বা দেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৮৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ : " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ."

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-কে মসজিদে নববীর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে এ আয়াতটি–

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

{**অনুবাদ :** আর তোমরা (মুসলিমগণ) বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন (যাতে তারা আক্রমণ করতে সাহস না পায়)। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুরা আনফাল আয়াত নং ৬০।} তিলাওয়াত করার পর বলতে শুনেছি– জেনে রাখো প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা!

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সুরা আল-আনফাল নাযিল হয় দ্বিতীয় হিজরী সালে বদর যুদ্ধের পর। তাই, বুঝা যায় হাদীসটি রসূল (স.) বলেছেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ মোকাবেলা করার পর। ঐ যুদ্ধে পরিমাণে কম হলেও মুসলিমদের কাছে সে যুগের মান অনুযায়ী সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি ছিল।

আয়াতটির উদ্ধৃতি দেওয়ার পর রসূল (স.) তীর প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। তীর (ক্ষেপনাস্ত্র/মিসাইল) ছিল রসূল (স.)-এর যুগের সবচেয়ে উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র। তাই, সুরা আল-আনফালের ৬০নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর হাদীসটি বলা থেকে বুঝা যায়, রসূল (স.)–

১. শত্রুদের মোকাবেলার জন্য যুগের মান অনুযায়ী যথাসাধ্য পরিমাণের সামরিক বস্তুগত শক্তি প্রস্তুত রাখতে বলেছেন।
২. ঐ শক্তি আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরোধ/প্রতিশোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন।
৩. শত্রুরা ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র মিটিয়ে দিতে চাইবে। তাই, তাদের মোকাবেলা করে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য রসূল (স.) এ হাদীসটি বলেছেন।

যুগোপযোগী সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখার একমাত্র উপায় হলো বিজ্ঞান গবেষণা। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী– ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস নং- ২৮৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আলী বিন হাফস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে (ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্য) ঘোড়া আবদ্ধ (প্রস্তুত) রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ঘোড়ার খাবার ও পানীয়, গোবর ও পেশাব, ঐ ব্যক্তির (আমলের সাথে) মাপের (হিসাব) আওতায় আনা হবে (মূল্যায়ন করা হবে)।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৬৯৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূল (স.)-এর সময় ঘোড়া ছিল যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ একটি বাহন। তাই রসূল (স.) এখানে বলেছেন– যে ঈমানদার ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের বাহন (বর্তমান যুগে সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাংক, প্লেন ইত্যাদি) তৈরি, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে, পরকালে আল্লাহ তাকে অনেক পুরস্কার দেবেন।

সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাংক, প্লেন ইত্যাদি তৈরি করার একমাত্র উপায় হলো বিজ্ঞান গবেষণা। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। ২৮৩ নং হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়– হাদীসটিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে অপরিসীম গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাপক হওয়া।

হাদীস নং- ২৮৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : مَنِ الوَفْدُ أَوْ مَنِ القَوْمُ؟ قَالُوا : رَبِيعَةُ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالقَوْمِ أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى. قَالُوا : إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمُزَفَّت . قَالَ شُعْبَةُ : رُبَّمَا قَالَ : النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ : المُقَيَّرِ قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জামরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার (ইবনে সালাম) (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ জামরাহ (রা.) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.) ও লোকদের মধ্যে ভাষান্তরের কাজ করতাম। একদা ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী (স.)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বললেন, তোমরা কোন গোত্রের? তারা বলল, রবী'আহ গোত্রের। তিনি বললেন, এ গোত্রকে অথবা এ প্রতিনিধি দলকে স্বাগতম। এরা কোনোরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, আমরা বহু দূর হতে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুযার' গোত্রের বাস। নিষিদ্ধ মাস ছাড়া আপনার কাছে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আমাদের এমন কিছু দিক-নির্দেশনা দিন, যা আমরা আমাদের গোত্রভূক্তদেরকে পৌঁছাতে পারি এবং তার মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারি। তখন তিনি তাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করলেন। তিনি বললেন, এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কীরূপে হয় জানো? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা হলো এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা

করা, যাকাত আদায় করা এবং রমাদানের সিয়াম পালন করা আর তোমরা গণীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো কদুর খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরা দিয়ে রঙ করা পাত্র ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনও (আবূ জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরি পাত্রের কথাও বলেছেন। আবার তিনি কখনও আন-নাকীর এর স্থলে আল-মুকায়য়ার বলেছেন। রসূল (স.) বললেন, তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের গোত্রভূক্ত যারা রয়েছে তাদের কাছে তা পৌঁছে দাও।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– কিছু লোক রসূল (স.)-এর কাছে এমন কিছু বিষয়ের দিক-নির্দেশনা চাইলেন যা তাদের গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং যা আমল করার মাধ্যমে তারা জান্নাতে যেতে পারে। উত্তরে রসূল (স.) চারটি বিষয় পালন করতে আদেশ এবং চারটি বিষয় পালন করতে নিষেধ করেছেন। আদেশ করা চারটি বিষয় হলো ধর্মীয় বিষয় যা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায়। আর নিষেধ করা পরের চারটি বিষয় হলো সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয় যা শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে জানা যায়। তাই এ হাদীস অনুযায়ী, ইসলামে গুরুত্বের দিক দিয়ে জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি হবে কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞান। ২৮৩ নং হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়– হাদীসটিতে বিজ্ঞানকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের ভূমিকা।

হাদীস নং- ২৮৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ : مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاقْنُوهُم. قُلْتُ لِلْحَكَمِ، مَا اقْنُوهُمْ، قَالَ : عَلِّمُوهُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হারেস বিন রাশেদ আল-মিসরী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– অচিরেই তোমাদের কাছে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন জ্ঞানার্জনের জন্য আসবে, তোমরা তাদেরকে দেখলে বলবে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর অসিয়ত অনুযায়ী তোমাদেরকে স্বাগতম এবং তাদেরকে 'উকনু' করো। রাবী বলেন, আমি হাকাম ইবনে আবদাকে জিজ্ঞেস করলাম 'উকনু' অর্থ কী? তিনি বললেন– এর অর্থ তোমরা তাদেরকে শিক্ষা দাও।

- ◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৪৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[৩৩৫]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ (স.) মানুষেরা জ্ঞানার্জনের জন্য আসলে তাদের 'উকনু' করতে তথা শিক্ষা দিতে বলেছেন। এ হাদীসটিতেও শেখানোর বিষয় উল্লেখ করা হয়নি তথা অনির্দিষ্ট। তাই, শিক্ষা দেওয়ার বিষয় হবে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর যেকোনো বিষয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর প্রথম তিনটি হবে কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞান। ২৮৩ নং হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়– হাদীসটিতে বিজ্ঞানকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের ভূমিকা।

সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

৩৩৫. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪৭, পৃ. ২০১।

পরিচ্ছেদ-৭

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

উদাহরণ-১ (সত্য উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। সুরা বাকারা/২ : ২৬)
চিকিৎসা বিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা নেওয়ার (চিকিৎসা করা) প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসা বিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional Diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবোরেটরীতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত বা নির্ভুল তথ্য। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং তার শুরু করা প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়। আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট তা ভিন্ন অন্য রোগ বলে তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে ও চালিয়ে যায়। বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসা বিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানধারী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই হয়।

অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত ধরা এবং প্রাথমিকভাবে আরম্ভ করা চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা

যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজ কর্তৃক (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই, চিকিৎসা বিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা হলো–

যেকোনো রোগী

↓

চিকিৎসা বিদ্যার সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করা ও প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা

↓

প্রমাণিত জ্ঞান (পরীক্ষার রিপোর্ট) দিয়ে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত ধরা এবং শুরু করা চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া

↓

পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই ও অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের পর

উদাহরণ-২

রাষ্ট্রের দুষ্ট লোক ধরা ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা

সকল দেশের পুলিশ তাকে শেখানো সাধারণ জ্ঞানের আলোকে কোনো ব্যক্তিকে দুষ্ট মনে হলে ব্যক্তিটিকে প্রাথমিকভাবে আটকায় এবং তার ব্যাপারে প্রাথমিক ব্যবস্থা নেয় (হাজতে রাখে)। এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্য তাকে কোর্টে হাজির করে। বিচারক তথ্য-প্রমাণ তথা প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে ব্যক্তিটিকে যাচাই করে। তথ্য-প্রমাণ যদি ব্যক্তিটি দোষী হওয়ার পক্ষে যায় তবে বিচারক ব্যক্তিটিকে দোষী বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এবং ব্যক্তিটিকে চূড়ান্তভাবে আটকায় (জেল দেয়)। আর তথ্য-প্রমাণ যদি ব্যক্তিটি নির্দোষ হওয়ার পক্ষে যায় তবে বিচারক ব্যক্তিটি নির্দোষ বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাকে ছেড়ে দেয়। এখানেও দেখা যায়– পুলিশ একাডেমিতে শেখানো যথাযথ সাধারণ জ্ঞানধারী পুলিশের প্রাথমিকভাবে আটকানো ব্যক্তিদের অধিকাংশই কোর্টে চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণিত হয়।

তাহলে সকল দেশের দুষ্ট লোক ধরা ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা হলো–

পুলিশ তার শেখা সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞানের আলোকে দুষ্টলোককে প্রাথমিকভাবে ধরে এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নেয় (হাজতখানায় রাখে)

↓

বিচারক, প্রমাণিত জ্ঞান (সাক্ষী বা অন্য প্রমাণ)-এর ভিত্তিতে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয় (জেল দেয় বা মুক্তি দেয়)

এ দু'টি উদাহরণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

১. জ্ঞান অর্জন (সিদ্ধান্ত গ্রহণ) ও ব্যবস্থা নেওয়ার দু'টি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।
২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে।
৩. চূড়ান্ত স্তরে, প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।
৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

এ দু'টি উদাহরণের শিক্ষার প্রয়োগ : আল্লাহ তা'য়ালাও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষকে দিয়েছেন– সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান হলো আকল। আর প্রমাণিত জ্ঞান হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তবে কুরআন হলো মূল প্রমাণিত জ্ঞান। আর সুন্নাহ হলো ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান। আর কিয়াস ও ইজমা হলো– চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে পূর্বের একজন চিকিৎসক ও কয়েকজন চিকিৎসক কর্তৃক করা রোগ নির্ণয়ের সমতূল্য একটি বিষয়। তাহলে, এ দু'টি উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– ইসলামে নির্ভুল জ্ঞানার্জন (নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা) এবং ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা জানা যায় তা হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

উদাহরণ-৩

মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে মানুষ ঢুকতে দেওয়ার প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিকের অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে কোন লোকের সহায়তা নিতে হবে তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন।

মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে লোক ঢুকতে দেওয়ার সর্বসম্মত প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা হলো–

যেকোনো লোক

↓

পরিচিত (পূর্বে যাচাইকৃত) লোক হলে ছেড়ে দেওয়া। অপরিচিত বা সন্দেহজনক লোক **দারোয়ান** কর্তৃক **প্রাথমিকভাবে** আটকানো

↓

মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে যাচাই করে **চূড়ান্তভাবে** ঢুকতে দেওয়া বা না দেওয়া

↓

মালিক অনুপস্থিত থাকলে **মালিক কর্তৃক জানিয়ে রাখা (নিয়োগ দেওয়া)** ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে যাচাই করে **চূড়ান্তভাবে** ঢুকতে দেওয়া বা না দেওয়া

উদাহরণটির শিক্ষার প্রয়োগ : ইসলামের ঘরের মালিক হলো আল্লাহ (কুরআন)। মালিক কর্তৃক নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হলো– রসূল স. (সুন্নাহ)। আর ইসলামের ঘরের মালিক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত দারোয়ান হলো আকল।

তাই, উদাহরণগুলোর ভিত্তিতে আকল অনুযায়ী বলা যায়– কুরআন, সুন্নাহ ও আকল মিলে ইসলামের ঘরে তথ্য ঢুকতে দেওয়ার প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা হবে নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

আয়াত-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা আকলের) অধিকারী হতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। (সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : দেশ ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা সত্য উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। ফলস্বরূপ মানুষের মনে থাকা আকল উৎকর্ষিত হয়। বর্তমানে দেশ ভ্রমণ ছাড়া অন্য যে সকল উপায়ে জ্ঞানার্জন করা যায় তা হলো– বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়া এবং জিওগ্রাফিক ও ডিসকভারি চ্যনেল দেখা।

তাই, আয়াতটির বক্তব্য হলো– দেশ ভ্রমণ বা অন্যভাবে জ্ঞানার্জন করে মানুষ যদি তার মনে থাকা আকল (বোধশক্তি/বিবেক/Common sense) উৎকর্ষিত করতে পারে তবে ঐ আকলের মাধ্যমে সে কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে

পারে। আর তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– কোনো বিষয় সম্পর্কে আকলে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায় না তথা বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এ কথাটাই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see। আর এর বাস্তব প্রমাণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান। একটি রোগের লক্ষণসমূহ (Symtoms & Sign) যদি একজন ছাত্রের মাথায় না থাকে তবে শত শত রোগী দেখেও ঐ ছাত্র রোগটি নির্ণয় (Diagnosis) করতে পারবে না।

অন্যদিকে, কুরআন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। রসূল (স.)-এর ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে অবস্থায় যতটুকু তথ্য দরকার কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে ততটুকু তথ্য জানানো হয়েছে। তাই, কুরআন থেকে একটি বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে। আর এই পর্যালোচনার সময় একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অন্য আয়াতের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হতে পারবে কিন্তু বিপরীত হতে পারবে না। কারণ, কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী তথ্য নেই এটি কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

আবার আল কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত) উল্লেখ আছে। তাই, ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কুরআনের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। অমৌলিক বিষয়ে (১টি তথা তাহাজ্জুদের সালাত ছাড়া) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হাদীসের প্রয়োজন পড়ে। তবে হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের মতো ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এই পর্যালোচনার সময় কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কুরআনের বিপরীত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ আয়াতের আলোকে তাই বলা যায়– কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে (সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে), বিষয়টি যদি সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক হয় তবে– প্রথমে সরাসরি আকল বা সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে নেওয়া আকলের তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর বিষয়টি যদি বিজ্ঞান বিষয়ক হয় তবে বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতঃপর ঐ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য খুঁজে বের করে সে তথ্য দিয়ে যাচাই করে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর সিদ্ধান্তে পৌঁছার পদ্ধতির প্রবাহচিত্রটি হবে নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

▼

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া

▼

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) ও সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

আয়াত-২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল; অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসূলের (সুন্নাহর) দিকে; যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো। এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।

(সুরা নিসা/৪ : ৫৯)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইসলামে উলিল আমর তথা দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলতে দু'ধরনের ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়–

১. ইসলামী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন– প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী বা সরকারি কর্মচারী।
২. ইসলামী সমাজ যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গ। যেমন– ইমামগণ, ইসলামী মনীষীবৃন্দ, আলেম সমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইত্যাদি।

'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের মাধ্যমে আল্লাহ সকল ঈমানদারকে বলেছেন আল্লাহ, রসূল এবং উলিল আমরদের অনুসরণ করতে অর্থাৎ এ সকল মাধ্যম থেকে আসা বক্তব্য বা তথ্য সত্য বলে মেনে নিতে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে।

'অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসূলের (সুন্নাহর) দিকে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে বিষয়গুলো আগে বুঝে নিতে হবে তা হলো–

১. আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল (স.) তথা কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে মতপার্থক্য করার প্রশ্নই আসে না। মতপার্থক্য হতে পারে উলিল আমর তথা ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত, বক্তব্য বা লেখার সাথে। অর্থাৎ উলিল আমরগণের সিদ্ধান্ত, বক্তব্য বা লেখার সাথে (প্রাথমিক) মতপার্থক্য করা ইসলামসিদ্ধ।
২. একজন ঈমানদারের কুরআন-সুন্নাহর সকল তথ্য সব সময় জানা থাকে না। তাই, উলিল আমরগণের কোনো বক্তব্যের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের মাধ্যমে মতপার্থক্য করা সকল ঈমানদারের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। কিন্তু 'আকল' সকল ঈমানদারের মধ্যে সকল সময় উপস্থিত থাকে। তাই কারো বক্তব্য শোনার সাথে সাথে শুধু এ উৎসটির আলোকে মতপার্থক্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব। এখান থেকে বলা যায়– মতপার্থক্য প্রাথমিকভাবে করতে হবে আকলের মাধ্যমে।
৩. মতপার্থক্য সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। মতপার্থক্য কুরআন বা সুন্নাহর মাধ্যমে হলে তা নিরসনের জন্য আবার কুরআন ও সুন্নাহর

দিকে ফিরে যেতে বলা যুক্তিসংগত হয় না। কিন্তু মতপার্থক্য আকলের মাধ্যমে হলে তা সমাধান করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলা যুক্তিসংগত। কারণ, আকল হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান এবং কুরআন ও সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান।

তাই, আয়াতটির এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– ইসলামী ব্যক্তিত্বদের (উলিল আমরদের) সিদ্ধান্ত, বক্তব্য, লেখা অথবা কুরআন বা হাদীসের অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সাথে মু'মিনদের মতপার্থক্য করার অনুমতি আছে। সে মতপার্থক্য প্রাথমিকভাবে করতে হবে আকলের মাধ্যমে। অর্থাৎ মু'মিনদের আকল যদি সায় না দেয় তবে দ্বিমত পোষণ করতে হবে। কারণ, এটি না করলে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সিদ্ধান্তে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটি সঠিক বলে সমাজে চালু হয়ে যাবে। তবে এ মতপার্থক্য চালু রেখে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না। এর সমাধান করতে হবে।

আয়াতাংশে সে সমাধান করার জন্য বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যাচাই করে ঐ মতপার্থক্যের সমাধান করতে বলা হয়েছে। লক্ষণীয় হলো প্রথমে কুরআন ও পরে সুন্নাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. প্রথমে মূল প্রমাণিত জ্ঞান কুরআনের মাধ্যমে যাচাই করে ঐ মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে।
২. সম্ভব না হলে সুন্নাহ তথা ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে ঐ মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে।

'যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের শিক্ষা হলো মতপার্থক্য নিরসন তথা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার উল্লিখিত প্রবাহচিত্র/নীতিমালা মু'মিনদের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এটি অমান্য করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

'এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের প্রথম তথ্যটি হলো– 'এটাই উত্তম'। এ কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এ প্রবাহচিত্রটি মানুষ বা অন্য যেকোনো সত্তার তৈরি করা প্রবাহচিত্রের তুলনায় উত্তম।

'এটাই পরিণামে উৎকৃষ্ট' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রবাহচিত্রটি ব্যবহারের ফলাফল মানুষ বা অন্য যেকোনো সত্তার তৈরি করা প্রবাহচিত্রের ফলাফলের তুলনায় উত্তম।

তাই, আয়াতটি থেকে মতবিরোধ নিরসন/সিদ্ধান্তে পৌঁছা/নির্ভুল জ্ঞানার্জনের যে প্রবাহচিত্র/ নীতিমালা পাওয়া যায়, যেটিকে ফলাফলসহ যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম নীতিমালা

বলা হয়েছে এবং যেটি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

আয়াত-৩

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًاق وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَاق سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে (মুখে মুখে) তা (আয়িশার চরিত্রের ওপর দেওয়া রটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। অথচ যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না।

(সুরা আন-নূর/২৪ : ১৫, ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটির শানে নুযুল (নাযিল হওয়ার পটভূমি) হলো বনী মুস্তালিক যুদ্ধের পর আয়িশা (রা.)-এর চরিত্রের ওপর ছড়ানো অপবাদ। অপবাদটির হোতা ছিল মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই। এরপর সাহাবীগণের মুখে মুখে অপবাদটি ব্যাপক প্রচার পায়। অপবাদটির বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কিত হাদীস এ পরিচ্ছেদে পরে আসছে। এ শানে নুযুলকে সামনে রেখে আয়াত গুলোর ব্যাখ্যা ও সে ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা–

১৫ নং আয়াতটির 'যখন তোমরা একে (আয়িশার চরিত্রের ওপর দেওয়া রটনা) মুখে মুখে বহন করছিলে এবং নিজেদের মুখে এমন কথা ছড়াচ্ছিলে যার (সত্য হওয়ার প্রমাণিত) জ্ঞান

তোমাদের ছিল না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ বক্তব্যের শিক্ষা হলো, একটি রটনা বা কথা শোনা বা জানার পর, সত্যতার (নির্ভুলতা) বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে তা মেনে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেওয়া সঠিক নয় বা নিষেধ।

১৫ নং আয়াতটির 'তোমরা এটাকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করছিলে। অথচ আল্লাহর কাছে এটা একটি গুরুতর বিষয় ছিল' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এখানে মহান আল্লাহ মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন– মুনাফিক হোক বা সাহাবী হোক কারো কাছ থেকে একটি কথা শোনা বা জানার পর, যাচাই করার মাধ্যমে তার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে সেটি প্রচার করা তথা সেটির বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া একটি গুরুতর অপরাধ।

১৬ নং আয়াতটির 'ঐ রটনা শুনেই তোমরা কেন বললে না– এ ধরনের কথা মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু তোমার গুণ হে আল্লাহ। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ বক্তব্যটির সঠিক ব্যাখ্যা করার পূর্বে যে পাঁচটি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার তা হলো–

১. একটি কথা শোনার সাথে সাথে সকলের জন্যে তার সত্যতার বিষয়ে ধারণা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রত্যেকের কাছে সবসময় উপস্থিত থাকা আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল (বোধশক্তি, বিবেক, Common Sense)।
২. একটি ঘটনার আলোকে কারো প্রতি দোষারোপ করা দু'ভাবে সম্ভব হতে পারে–
   ক. ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা দোষারোপ করা।
   খ. বুঝতে ভুল হওয়ার কারণে দোষারোপ করা ।
৩. প্রধান সেনাপতির স্ত্রীর সাথে একজন সাধারণ সৈনিক কুকাজ করে (নাউজুবিল্লাহ) দিনের বেলায় উভয়েই একসাথে কাফেলায় ফিরে আসবে, এটি একটি চরম আকল বিরোধী কথা।
৪. রসূল (স.)-এর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন) এবং একজন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী যাদেরকে রসূল (স.) নিজ হাতে গড়েছেন তাঁরা সুযোগ পেয়ে একটি চরম চরিত্রহীন কাজ করেছেন এটাও প্রকৃত মুসলিমদের মেনে নেওয়া ও প্রচার করা তো দূরের কথা ভাবাও আকল পরিপন্থি।
৫. মহান আল্লাহ উভয় প্রকার দোষারোপ করার ত্রুটি (ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা দোষারোপ করা বা ভুল হওয়ার কারণে দোষারোপ করা) থেকে মুক্ত। কিন্তু মানুষের মাধ্যমে এ উভয় প্রকার ত্রুটি হওয়া সম্ভব।

তাই ১৬ নং আয়াতটির এ অংশের বক্তব্য হলো– একটি ঘটনা বা তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে মানুষের অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। এ চিরসত্য তথ্যটি আকলের আলোকে তাদের জানা আছে। তাই, অপবাদটি শোনার সাথে সাথে নিজ আকলের আলোকে পর্যালোচনা করে বিষয়টি যে একটি বিরাট মিথ্যা দোষারোপ/অপবাদ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কথাটি বলাবলি না করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাই, এর উল্টা কাজটি করা তাদের একেবারেই উচিৎ হয়নি।

১৬ নং আয়াতটির সার্বিক শিক্ষা : একটি রটনা, কথা বা তথ্য কারো কাছ থেকে শোনা বা জানার পর আকলের মাধ্যমে বিষয়টি সঠিক বা ভুল হওয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে।

১৭ নং আয়াতটির 'আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো কথা, তথ্য, রটনা ইত্যাদি কারো কাছ থেকে (সে ব্যক্তি সাহাবী হলেও) শোনা বা জানার পর সেটি মেনে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে আয়িশা (রা.)-এর চরিত্রের ওপর দেওয়া অপবাদমূলক রটনাটি মেনে নেওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করার (রটনাটি প্রচার করা) ব্যাপারে মুসলিমগণ যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তার পুনরাবৃত্তি না করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আর কোনো ওজর ছাড়া (ইচ্ছাকৃতভাবে) এ ধরনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে ঈমান থাকবে না তথা সেটিতে কুফরীর গুনাহ হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। আর সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। অন্যদিকে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কুরআনের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। তাই, আয়াত তিনটি থেকে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা এবং যেটি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে বলে জানা যায় তা হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) বা সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া

আয়াত-৪

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ . فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ . وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ .

অনুবাদ : যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে– হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে

সতর্ককারী এসেছিল; আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি; নিশ্চয় তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো। তারা আরও বলবে– যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা আকল ব্যবহার করতাম, তাহলে আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মুলক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যে ধরনের ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে তারা হলো– কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহকে অস্বীকার করা ব্যক্তি। অর্থাৎ তারা কাফির বা অমুসলিম। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায় জাহান্নামে যাওয়া কাফির বা অমুসলিমরা বলবে তারা যদি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা আকল ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। অমুসলিমদের আকল অনেক অবদমিত।

কিন্তু এ আয়াত থেকে জানা যায়– তারা যদি ঐ আকল যথাযথভাবে খাটিয়েও পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতো তবে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– মানব আকলের একক সিদ্ধান্তও দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

ইসলাম জানা ও বুঝার ব্যাপারে একজন মুসলিমের আকল, অমুসলিমের আকল থেকে অনেক উৎকর্ষিত। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার জন্য মুসলিমের আকলের একক সিদ্ধান্ত অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

অন্যদিকে– যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না সে বিষয় ইসলামের কোনো প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় নয়, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ অমৌলিক বিষয়ও না। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– মুসলিমের আকলের (বা বিজ্ঞান) যে রায়কে কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে বর্জন করা যায় না, সে রায় ইসলামের রায় হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা আল আম্বিয়া/২১ : ৭, সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : এখানে কিতাবধারীদেরকে জানা না থাকলে তথা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে, কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে বলা হয়েছে। কিতাবধারীদের জন্য জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো আল্লাহর কিতাব, নবীদের সুন্নাহ ও আকল। আর একটি বিষয়ে কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের গবেষণার সামষ্টিক ফল বা সিদ্ধান্ত হলো ইজমা এবং একক ফল বা সিদ্ধান্ত হলো কিয়াস। তাই, এ বক্তব্য থেকে যে তথ্যগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় তা হলো–

১. কিতাবধারীদের সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. আল্লাহর কিতাব, নবী-রসূলগণের সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল কিতাবধারীদের করতে হবে।
৩. আল্লাহর কিতাব, নবী-রসূলগণের সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা করে তাদেরকে সেটি জেনে নিতে হবে।
৪. আল্লাহর কিতাব, নবী-রসূলগণের সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে।
৫. আল্লাহর কিতাব, নবী-রসূলগণের সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্য ভিত্তিকটা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই।
৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৭. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

তাহলে আয়াতটি থেকে আল্লাহর কিতাব কুরআনধারী মুসলিমদের শিক্ষা হলো–
১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা করে তাদেরকে সেটি জেনে নিতে হবে।
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে।
৫. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্য ভিত্তিকটা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই।
৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৭. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

সম্মিলিত শিক্ষা

আল কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নির্ভুল জ্ঞানার্জন (নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা) এবং ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা হলো-

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ২৮৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قَالَ لَهَا : أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، قَالُوا : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ،

فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، قَالَتْ : وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهْبِلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَ اللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ، قَالَتْ : فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، قَالَ عُرْوَةُ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ، وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا : لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فِي نَاسٍ آخَرِينَ لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، قَالَ عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ الَّذِي قَالَ :فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، قَالَتْ

: وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُوَلِ فِي البَرِّيَّةِ قِبَلَ الغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا : بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ : أَيْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ : وَقُلْتُ : مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، قَالَتْ : فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ تِيكُمْ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ : فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : يَا أُمَّتَاهُ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ : يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ، أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، قَالَتْ : وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ : أَهْلَكَ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ : أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟ .قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي .قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، قَالَتْ : وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ

اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ، وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّى إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي فِيمَا قَالَ: فَقَالَ أَبِي: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ: لاَ أَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ كَثِيرًا: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، لاَ تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِّي، فَوَاللهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف]: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ العَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ:

ﷺ يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ .قَالَتْ : فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : وَ اللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي لاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَتْ : وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العَشْرَ الآيَاتِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ : وَ اللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ : {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٨٣] ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : بَلَى وَ اللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ : وَ اللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ لِزَيْنَبَ : مَاذَا عَلِمْتِ، أَوْ رَأَيْتِ. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَ اللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ، قَالَتْ : وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ، فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلاَءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : " وَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ، قَالَتْ : ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ."

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ‘আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ... ... উরওয়া ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে নবী (স.)-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী ইবন শিহাব আয-যুহরী বলেন, তাদের প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য। আয়িশা (রা.) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই সঠিকভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ অপরের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

বর্ণনাকারীগণ বলেন– ‘আয়িশা (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) যখন সফরে যেতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা (হাওদা) ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। ‘আয়িশা (রা.) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হতো। এমনিভাবে

আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন।

রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দিয়ে তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গেছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরী হয়ে যায়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার ওপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ গোশতবহুল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে ওপরে রাখেন তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোনো আহবানকারী এবং কোনো জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রা.) (যাকে রসূলুল্লাহ স. ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন) সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাযিউন' পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোনো কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ........ পাঠ ছাড়া অন্য কোনো কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার ওপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল।

বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রা.) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে– তার ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হতো এবং আলোচনা করা হতো আর

অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করতো, খুব ভালো করে শুনতো আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। 'উরওয়াহ (রা.) আরও বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্সান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (রা.) ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ছাড়া তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রা.) বলেন, আয়িশা (রা.) এ ব্যাপারে হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মাদ (স.)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।

'আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদিনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরও দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রসূলুল্লাহ (স.) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালোবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ?" জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না।

উম্মু মিসতাহ (রা.) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। 'আয়িশা (রা.) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু 'আবদে মুনাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু 'আমির-এর কন্যা ও আবূ বাকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আববাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র" একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি? 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম– সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। 'আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরও বেড়ে গেল।

আমি (প্রকৃতির দাবি পুরণ করে) বাড়ি ফেরার পর রসূলুল্লাহ (স.) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাবার বাড়ি গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেলো। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হলো না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম।

তিনি আরও বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে দেরি হওয়ায় রসূলুল্লাহ (স.) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার জন্য 'আলী ইবনু আবূ তালিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, উসামাহ (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবী স.-এর) ভালোবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর 'আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ছাড়া আরও বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী (বারীরাহ রা.)-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বারীরাহ (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোনো সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ (রা.) তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার মাধ্যমে তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, সেদিন রসূলুল্লাহ (স.) সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভালো ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মুআয) (রা.) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেবো। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের

লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। আয়িশা (রা.) বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'ঈদ ইবনু উবাদা (রা.) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়িশা (রা.) বলেন– এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মুআয (রা.)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনু মুআয (রা.)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা.) সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রা.)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছো।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমনিভাবে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এমন মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রসূলুল্লাহ (স.) একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনো ওহী আসেনি। আয়িশা (রা.) বলেন, বসার পর রসূলুল্লাহ (স.) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন– 'আয়িশা তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তওবা করো। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর বের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী জবাব দেবো তা জানি না। তখন আমি আমার

আম্মাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী উত্তর দেবো তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আ.)-এর পিতার কথা ছাড়া আমি কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন– "কাজেই পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।"

অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোনো কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রসূলুল্লাহ (স.)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর ওপর ওহী অবতরণ শুরু হলো। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হতো তখনও সে অবস্থা হলো। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

'আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হলো, হে 'আয়িশা ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য) তাঁর কাছে যাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে যাব না। অতঃপর (এ বিষয়ে), অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করব না। আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হলো–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (তাদের নবীর স্ত্রীর প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল; আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে মহাশাস্তি।

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ.

অনুবাদ : যখন তারা তা শুনলো তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করলো না এবং বললো না এটা সুস্পষ্ট অপবাদ।

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

অনুবাদ : তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : আর দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে সে জন্য মহাশাস্তি তোমাদের স্পর্শ করতো।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়িশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ।

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না।

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অনুবাদ : আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও অখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি; আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

অনুবাদ : আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে (তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না) এবং আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। (আন নূর/২৪ : ১১-২০)

আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়িশা (রা.) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন–

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অনুবাদ : আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদের কিছুই দেবে না; অবশ্যই তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের (দোষ-ত্রুটি) উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আন নূর/২৪ : ২০)

আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রা.)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনরায় দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

আয়িশা (রা.) বললেন, আমার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) যায়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রা.)-কে বলেছিলেন, তুমি আয়িশা (রা.) সম্পর্কে কী জানো অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন– হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী (স.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। আয়িশা (রা.) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রা.) তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিল। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এই– 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কোনো রমণীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনোদিন দেখিনি। আয়িশা (রা.) বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৯১০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রটনাটির কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (তাদের নবীর স্ত্রীর প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে (এ রটনাকে) তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

(সুরা আন-নূর/২৪ : ১১)

তাই, নিশ্চিতভাবে বলা যায়– এ রটনা থেকে মানব সভ্যতার জন্য বিরাট কল্যাণকর শিক্ষা আছে। সেটি হলো– এ রটনা সম্পর্কিত মুনাফিক, সাহাবীগণের আচরণ, রসূল (স.)-এর কর্মপদ্ধতি (ফে'য়লী হাদীস) এবং কুরআনের বক্তব্য থেকে পাওয়া নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রবাহচিত্র/নীতিমালা সম্পর্কিত শিক্ষা।

হাদীসটির দু'টি ব্যাখ্যা ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

ক. একটি ব্যাখ্যা ও তার গ্রহণযোগ্যতার পর্যালোচনা

রটনাটি সম্পর্কিত একটি ব্যাখ্যা হলো– জানার পর রসূল (স.) রটনাটির সত্য-মিথ্যার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। আর তাঁর (আয়িশা রা.)-এর পক্ষ নিয়ে কথা না বলার কারণ হলো– লোকেরা মনে করবে তিনি অন্যায়ভাবে নিজ স্ত্রীর পক্ষ নিয়েছেন। তাই, তিনি কুরআনের আয়াতের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন'।

এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, রসূল (স.) জানার পর রটনাটি সত্য বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা বুঝা যায় নিম্নের দৃষ্টিকোণসমূহ থেকে–

দৃষ্টিকোণ-১ : বিচার ব্যবস্থার সাধারণ নীতির দৃষ্টিকোণ

বিচার ব্যবস্থার সাধারণ নীতি হলো– রায় হওয়ার আগ পর্যন্ত স্থিতি অবস্থা বজায় রাখা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে সে ব্যক্তির সে অবস্থায় থাকা। রটনাটি জানার পর রসূল (স.) স্থিতি অবস্থা বজায় রাখেননি। তিনি আয়িশা (রা.)-এর সাথে ব্যাপক দূরত্ব রেখে চলছিলেন। আর তাঁর ঐ আচরণ রটনাটি সত্য হওয়ার ইঙ্গিত সমাজে পৌঁছে দিচ্ছিল। তবে তিনি আয়িশা (রা.)-কে তালাক দেননি। এ থেকে বুঝা যায়– তিনি রটনাটি সত্য বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। রসূল (স.) যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন তবে তিনি আয়িশা (রা.)-কে অবশ্যই তালাক দিয়ে দিতেন।

দৃষ্টিকোণ-২ : নিজের বলা হাদীসকে নিজে অমান্য করার দৃষ্টিকোণ

রসূল (স.) যদি মনে করতেন রটনাটি মিথ্যা তবে তিনি অবশ্যই রটনাটির প্রতিবাদ করতেন এবং সাহাবীগণকে তা প্রচার করতে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন। আর সাহাবীগণ সে নির্দেশ অবশ্যই মেনে নিতেন। রটনাটি ছোটোখাটো কোনো বিষয় ছিল না। তা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীর চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ও এক চরম অন্যায়। আর অন্যায় প্রতিরোধের বিষয়ে রসূল (স.)-এর নিজের বলা হাদীস হলো–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي 'صَحِيحِهِ 'حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.), তারিক ইবনু শিহাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– তারিক ইবনু শিহাব (রা.) বলেন, ঈদের সালাত-এর পূর্বে মারওয়ান ইবনু হাকাম সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুতবার আগে হবে সালাত (নামাজ)। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত করা হয়েছে। এতে আবূ সাঈদ (রা.) বললেন, 'এ ব্যক্তি তো কর্তব্য পালন করেছে'। রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দিয়ে তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন মন দিয়ে তা করে (মনে অনুশোচনা রাখে এবং মনে মনে অন্যায়টি বন্ধ করার পরিকল্পনা করে)। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর (এর নীচে কোনো ঈমান নেই)।[৩৩৬]

তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বুঝা যায়– রসূল (স.) প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

দৃষ্টিকোণ-৩ : হাদীসটিতে উপস্থিত থাকা রসূল (স.)-এর কর্মকাণ্ডের দৃষ্টিকোণ

হাদীসটিতে দেখা যায়– রটনাটির বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত রসূল (স.) বিভিন্নভাবে ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। কারণ, তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা (তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত) নিতে পারছিলেন না।

দৃষ্টিকোণ-৪ : হাদীসটিতে থাকা রসূল (স.), আয়িশা (রা.)-এর বাবা ও মা এবং আয়িশা (রা.)-এর মধ্যকার কথোপকথনের দৃষ্টিকোণ

রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা– 'আয়িশা তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তওবা করো। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেন'।

আয়িশা (রা.)-এর কথা– 'আমি আমার আব্বাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী জবাব

৩৩৬. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭৮।

দেবো তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী উত্তর দেবো তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমরা (আমি ও আপনারা) যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আ.)-এর পিতার কথা ছাড়া আমি কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন– 'কাজেই পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল'।

এ কথোপকথন থেকে সহজে বুঝা যায়– রসূল (স.) রটনাটি সত্য বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

খ. হাদীসটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

রটনাটি জানার পর রসূল (স.) নিজ আকলের আলোকে প্রচারণাটি সঠিক বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সে ব্যবস্থা ছিল আয়িশা (রা.)-এর সাথে দূরত্ব বজায় রাখা কিন্তু তালাক না দেওয়া। এরপর আয়িশা (রা.) নির্দোষ বলে আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল (স.) তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে অপবাদটি মিথ্যা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেন। চূড়ান্ত ব্যবস্থাটি ছিল আয়িশা (রা.)-কে নিজ ঘরে ফিরিয়ে আনা।

এ ব্যাখ্যা কুরআন, হাদীস ও আকলের কোনো তথ্যের বিরোধী নয় এবং এ ব্যাখ্যাটির আলোকে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার যে প্রবাহচিত্র/নীতিমালা বের হয়ে আসে তা ওপরে আলোচনাকৃত কুরআন ও আকলের তথ্যের ভিত্তিতে জানা প্রবাহচিত্র/নীতিমালার অনুরূপ। তাই এ ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

এ ব্যাখ্যাটির আলোকে হাদীসটি থেকে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার যে প্রবাহচিত্র/নীতিমালা বের হয়ে আসে তা হলো–

ঘটনা, প্রচারণা, বক্তব্য, তথ্য, কাহিনী ইত্যাদি যেকোনো বিষয়

↓

Common sense-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে
প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং সে আলোকে **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে
চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা এবং তার আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া

হাদীস নং- ২৮৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ **فَتَمَارَوْا** فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেলো, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- ◆ শু'আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৩৭]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২৯০ নং হাদীসটির অনুরূপ।

---

৩৩৭. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮১।

হাদীস নং- ২৮৯

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল ‘আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে ‘মুসনাদে আহমাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন ‘আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) শুনতে পেলেন কিছু লোক (কুরআনের আয়াত সম্পর্কিত একটি বিষয়ে) অপরকে ভুল বোঝানোর জন্য বিতর্ক করছে। তখন রসূল (স.) বললেন– এই এ ধরনের বিতর্কের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে রহিত (মানসুখ) করেছিল। অথচ আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন (রহিত) করো না। তাই **এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৬৯১২।
- শায়খ শু‘আইব আল-আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৩৮]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২৯০ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ২৯০

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

---

৩৩৮. শুআইব আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

অনুবাদ : *আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তাই **এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৩৯]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'আল্লাহর কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও' অংশের মাধ্যমে জানা যায়– আল কুরআনের যে সকল বক্তব্য ইসলামের সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের আকলের আলোকে বুঝে আসে না সেগুলোর ব্যাপারে নিজেরা মতবিরোধ না করে ইসলামের মনীষী বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিত হবে।

তাই ওপরে উল্লিখিত সুরা আম্বিয়ার ৭ নং ও নাহলের ৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির আলোকে বলা যায়–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা করে তাদের সেটি জেনে নিতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে।

৫. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্য ভিত্তিকটা গ্রহণ করায় দোষ নেই।

৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৭. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

---

৩৩৯. শু'আইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)*, খ. ২, পৃ. ৩০০।

অন্য একটি হাদীস

(হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর। তবে তাখরিজে এটি যয়ীফ বা মুনকার। তাই, ভুল বুঝা-বুঝি দূর করার জন্য হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যসহ এখানে উল্লেখ করা হলো।)

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبِي دَاود رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ. قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) মু'আজ ইবনু জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি হাফ্স ইবন উমার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-এর কতিপয় সঙ্গীর সূত্র থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) যখন তাকে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেন, তোমার কাছে যখন কোনো বিচার আনা হবে, তখন তুমি কীসের ভিত্তিতে এর ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক। নবী (স.) বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে এর কোন ফায়সালা না পাও? মু'আয (রা.) বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহর (স.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী। নবী (স.) বললেন, তুমি যদি রসূলুল্লাহর (স.) সুন্নাত এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে এর ফায়সালা না পাও? মু'আয (রা.) বললেন, তাহলে আমি আকলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেব এবং এটিতে অলসতা করবো না। তখন নবী (স.) মু'আযের বুকে হাত মেরে বললেন– সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর রসূলুল্লাহর (স.) প্রতিনিধিকে আল্লাহ্‌র রসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন।

- ♦ আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৫৯৪
- ♦ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) সিলসিলাতুল আহাদীস-এ হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। শায়খ আলবানী (রহ.) হাদীসটা সিলিসিলাতুল আহাদীস আদ-দয়ীফাহ ওয়াল মাওদূআহ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে একাধিক মুহাদ্দিসদের বক্তব্যও উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউই এই হাদীসটিকে সহীহ বলেননি। বরং সেটিকে যয়ীফ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাই, হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ♦ হাদীসটির মতন/বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার সর্বসম্মত নীতিমালা হলো–

১. হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের বিপরীত হওয়া চলবে না।

২. একটি বিষয়ের সকল নির্ভুল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে পর্যালোচনার সময় একটির বক্তব্য বা ব্যাখ্যা অন্যটির সম্পূরক হতে হবে। কোনোভাবেই বিপরীত হতে পারবে না।

কোনো বিষয়ে বিচার করে ফয়সালা করার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সে মতবিরোধ যেমন হতে পারে ধন-সম্পত্তি নিয়ে তেমনই তা হতে পারে কোনো বক্তব্য, তত্ত্ব, তথ্য বা প্রচারণা নিয়ে।

হাদীসটির সরল বক্তব্য হলো− রসূল (স.)-এর প্রশ্নের উত্তরে মুয়ায বিন জাবাল (রা.) বলেছেন, তিনি বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন প্রথমে কুরআনের আলোকে। তাতে সম্ভব না হলে সুন্নাহর আলোকে। তাতেও সম্ভব না হলে আকলের আলোকে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা নির্ভুল জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রথমে কুরআন, তারপর সুন্নাহ ও শেষে আকল ব্যবহার করতে হবে। হাদীসটির সরল অনুবাদ থেকে পাওয়া এ মূলনীতিটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এটি পূর্বে উল্লিখিত কুরআন, সুন্নাহ এবং সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের ভিত্তিতে জানা মূলনীতির বিপরীত।

হাদীসটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা : হাদীসটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে−

১. সুরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আকলে (Common sense) যে বিষয়ে ধারণা নেই কুরআন ও হাদীসে থাকা সে বিষয়ের বক্তব্য পড়ে বা শুনে মানুষ তা বুঝতে পারে না। অর্থাৎ তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই, মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-এর ক্ষেত্রেও কুরআনের এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতি কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ তাঁর কাছে যে সকল বিচার-ফয়সালা চাওয়া হবে সে সকল বিষয়ে তার আকলের সরাসরি রায় বা সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের রায় মাথায় থাকতে হবে। অন্যথায় ঐ বিষয়ে থাকা কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য তাঁর চোখে ধরা পড়বে না।

২. কুরআন ও সুন্নাহ, কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা তথা সিদ্ধান্তে পৌঁছার সময় আকল ব্যবহার করাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে।

এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে হাদীসটিতে থাকা মুয়ায (রা.)-এর বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ−

১. 'আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী ফয়সালা করবো' অংশের ব্যাখ্যা− মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে বক্তব্য থাকলে আমি বিষয়টির ব্যাপারে আমার আকলের রায়কে কুরআনের তথ্য দিয়ে যথাযথভাবে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো।

২. 'রসূল (স.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করবো' অংশের ব্যাখ্যা− মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে হাদীসে বক্তব্য থাকলে আমি বিষয়টির ব্যাপারে আকলের রায়কে হাদীসের তথ্য দিয়ে যথাযথভাবে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো।

৩. 'সুন্নাহ-তে যদি চূড়ান্ত সমাধান না মিলে তখন আমার আকলের আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাব এবং এ ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধা বা ত্রুটি করব না' অংশের ব্যাখ্যা– মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো তথ্য না থাকলে আমি আমার আকলের রায়টিকেই বিষয়টির চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করবো এবং এটিতে কোনো দিধা-দ্বন্দ্ব করবো না।

হাদীসটির এ ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত কুরআন, সুন্নাহ ও উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে জানা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই এ ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। তাহলে, এ হাদীসটি অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে যে প্রবাহচিত্র/নীতিমালা জানা যায় তা হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা

পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর ভিত্তিতে– আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা পাওয়া যায় তা হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

পরিচ্ছেদ-৮ : জ্ঞান প্রচার

উপ-পরিচ্ছেদ ১ : সঠিক (সত্য) জ্ঞান প্রচার করার গুরুত্ব ও পুরস্কার এবং না করার শাস্তি

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
একটি বিষয় কারো জানা থাকলে সে যদি তা কথা, কাজ বা উভয়ের মাধ্যমে অপরকে না জানায় বা না শেখায় তবে তার ঐ জ্ঞান দিয়ে মানুষের বা সমাজের কোনো কল্যাণ হয় না। তাই, পৃথিবীর মানুষ তাকে মূল্যায়ন করে না বা মর্যাদা দেয় না। সুতরাং, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ তথা সঠিক/সত্য জ্ঞান জানার পর অন্যের কাছে তা পৌঁছাবে না তথা প্রচার করবে না আল্লাহ তা'য়ালারও ঐ ব্যক্তিকে মূল্যায়ন না করা (পুরস্কার না দেওয়া/শাস্তি দেওয়া) আকল সিদ্ধ।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

অনুবাদ : হে রসূল! তোমার রবের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো। যদি না করো তাহলে তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের (আক্রমণ) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ৬৭)

ব্যাখ্যা : আল কুরআন রসূল (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের সকল বক্তব্য সঠিক বা নির্ভুল। আর সুরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতে রসূল (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

তাই, এ আয়াতে রসূল (স.)-কে সরাসরি বা যেখানে প্রয়োজন সেখানে ব্যাখ্যা সহকারে কুরআনের বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে বলা হয়েছে। এরপর রসূল (স.)-কে সাবধান করা হয়েছে এটি বলে যে– কুরআন সরলভাবে এবং ব্যাখ্যা করে মানুষের কাছে না পৌঁছালে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করা হবে না। অর্থাৎ এটি না করা তাঁর জন্য অপরাধ হবে। এরপর বলা হয়েছে– 'আল্লাহ তোমাকে মানুষের (আক্রমণ) থেকে রক্ষা করবেন'। এ কথার মাধ্যমে

জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনের দাওয়াত পৌঁছাতে গেলে মানুষের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ তথা প্রতিরোধ আসতে থাকবে। তবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তিনি তা থেকে রক্ষা পাবেন বা আল্লাহ তা'য়ালা তাৎক্ষণিকভাব তাকে সে আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।

রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এ বক্তব্য সকল মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের দাওয়াত তথা ইসলামের সঠিক বা নির্ভুল জ্ঞান অন্যের কাছে পৌঁছানো সকল মুসলিমের জন্য ফরজ। আর না করা বড়ো গুনাহ।

আয়াত-২

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা, আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় (লাভ) করে (সামান্য ওজরের কারণে কুরআনের বিষয় গোপন করে), তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (ছোটো-খাটো গুনাহও মাফ করবেন না)। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত অনুযায়ী– জানার পর বড়ো ওজর ছাড়া কুরআনের আয়াত তথা ইসলামের সঠিক জ্ঞান গোপন করলে তথা প্রচার না করলে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

আয়াত-৩ ও ৪

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য যে সুস্পষ্ট বিষয়াদি ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আর (যা গোপন করেছিল তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫৯, ১৬০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দু'টিতে, জানার পর কুরআনের আয়াত (ইসলামের সঠিক বক্তব্য) গোপন করা তথা প্রচার না করা ব্যক্তি তাওবা করে নিজেকে শুধরিয়ে না নিলে তার ওপর আল্লাহ

এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীদের অভিশাপ বর্ষিত হবে তথা কবীরা গুনাহ হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত চারটি আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– জানার পর কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান (আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য) তথা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যের কাছে পৌঁছাতে হবে তথা প্রচার করতে হবে। আর এটি না করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ২৯১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ 'আসেম আদ-দাহহাক বিন মাখলাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– আমার হাদীস অন্যের কাছে পৌঁছে দাও, তা একটি বাক্য হলেও। আর বনী ইসরাঈলদের (সঠিক) ঘটনাবলি বর্ণনা করো। এতে কোনো দোষ নেই। আর যে কেউ ইচ্ছা করে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩২৭৪।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষাংশ থেকে সরাসরি জানা যায়– কেউ ইচ্ছা করে মিথ্যা কথাকে রসূল (স.)-এর হাদীস হিসেবে প্রচার করলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাই হাদীসটির প্রথম অংশে থাকা 'আমার হাদীস অন্যের কাছে পৌঁছে দাও, তা একটি বাক্য হলেও' কথাটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে– রসূল (স.)-এর একটিও প্রকৃত কথা, কাজ বা অনুমোদন তথা একটিও হাদীস সঠিক/নির্ভুলভাবে জানা থাকলে তা অপরের কাছে পৌঁছাতে হবে।

রসূল (স.)-এর প্রকৃত কথা, কাজ বা অনুমোদন হলো নির্ভুল জ্ঞান। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– একটিও নির্ভুল জ্ঞান জানা থাকলে প্রচার করতে হবে। আর তা না করলে গুনাহ হবে।

হাদীস নং- ২৯২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ সুলাইমান মালেক বিন আল হুয়াইরিস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ সুলাইমান মালিক বিন আল হুওয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা কয়জন নবী (স.)-এর দরবারে আসলাম। তখন আমরা ছিলাম সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা থাকলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি তাদের ব্যাপারে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তা তাঁকে জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়াদ্র। তাই তিনি বললেন– তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের শিক্ষা দাও এবং আদেশমূলক (মৌলিক/ফরজ) বিষয় শিক্ষা দাও। আর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো ঠিক তেমনভাবে সালাত আদায় করো। সলাতের ওয়াক্ত হলে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড়ো সে ইমামতি করবে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৬৬২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রাসূল (স.) তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা পাওয়া কিছু যুবক সাহাবীকে যে সকল আদেশ/উপদেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়–

১. তাদের এলাকায় ফিরে গিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিতে। অর্থাৎ তাদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে।
২. ইসালামের মৌলিক/ফরজ বিষয় শেখাতে।
৩. যেভাবে তারা রাসূল (স.)-কে সালাত আদায় করতে দেখেছে, সেভাবে সালাত আদায় করতে।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে জানা যায়–

১. মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।
২. ইসলামের মৌলিক বিষয় (জীবন সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান) আগে শেখাতে হবে।

৩. রাসূল (স.) যেভাবে সালাত আদায় করেছেন, সেভাবে সালাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ হাদীসটির ভিত্তিতে জানা যায়– নির্ভুল জ্ঞান জানা থাকলে তা প্রচার করতে হবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তা না করলে বড়ো গুনাহ হবে।

হাদীস নং- ২৯৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) সালামাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি মাক্কী ইবনু ইবরাহীম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– সালামাহ (রা.) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলবে– যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ১০৯
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মিথ্যা হাদীস প্রচার করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস নং- ২৯৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী (স.) উহুদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্র করেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন– তাঁদের মধ্যে কে অধিক কুরআন জানতো, মানতো ও প্রচার করতো? দু' জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তাঁকে কবরে প্রথমে রাখেন এবং বলেন– আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হবো। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায় তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের (জানাযার) সালাতও আদায় করা হয়নি।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২৭৮

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন হলো নির্ভুল জ্ঞান। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– অন্য যেকোনো জ্ঞান বা আমলের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান জানা, মানা ও প্রচার করা অধিক মর্যাদা তথা নেকীর কাজ।

হাদীস নং- ২৯৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আহমাদ বিন বুদাইল বিন কুরাইশ আল-ইয়ামী আল-কূফী থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে লোক এমন জ্ঞান (ইলম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়– যা সে (সঠিকভাবে) জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে কিয়ামত দিবসে আগুনের লাগাম পরানো হবে (জাহান্নামে যেতে হবে)।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৪৯।

◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪০]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট। তাই হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়– নির্ভুল জ্ঞান জানা থাকলে তা প্রচার করতে হবে। অন্যথায় জাহান্নামে যেতে হবে। আর ঐ জ্ঞানের বিষয়ের তালিকা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান।

হাদীস নং- ২৯৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

৩৪০. আল আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী, খ. ৬, পৃ. ১৪৯।

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আনাস বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমদ বিন আল আযহার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি (তার জানা সঠিক) জ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে সে যদি তা গোপন করে তাহলে কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৪।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪১]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– নির্ভুল জ্ঞান জানা থাকলে তা প্রচার করতে হবে। অন্যথায় জাহান্নামে যেতে হবে। আর ঐ জ্ঞানের বিষয়ের তালিকা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান।

হাদীস নং- ২৯৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আহমাদ বিন বুদাইল বিন কুরাইশ আল-ইয়ামী আল-কূফী থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– কারো যদি একটি নির্ভুল জ্ঞান (সঠিক তথ্য) স্মরণে থাকে কিন্তু সে তা গোপন করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত করবেন।

- ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬১।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[৩৪২]

---

৩৪১. আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৩৩৬।
৩৪২. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৪৯।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বলা হয়েছে স্মরণে থাকা নির্ভুল জ্ঞান (তথ্য) প্রচার করতে হবে। হাদীসটিতেও জ্ঞানের বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– নির্ভুল জ্ঞান (তথ্য) স্মরণে থাকলে তা প্রচার করতে হবে। অন্যথায় জাহান্নামে যেতে হবে। আর ঐ জ্ঞানের বিষয়ের তালিকা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান।

হাদীস নং- ২৯৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاود رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা (আমার কাছ থেকে) শুনছো আর লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে শুনবে। আর তোমাদের কাছ থেকে যারা শুনেছে তাদের কাছ থেকে অন্য লোকেরা শুনবে।

◆ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৬১।

◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪৩]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শিক্ষা হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য–

১. একই যুগের এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি শুনবে।
২. এক যুগের মানুষ থেকে অন্য যুগের মানুষেরা শুনবে।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. রাসূল (স.)-এর সময় থেকে কিছু কাল (প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ বছর) হাদীস প্রচারের প্রধান উপায় ছিলো মুখে মুখে প্রচার।
২. হাদীস তথা রাসূল (স.)-কথা, কাজ ও অনুমোদনের নির্ভুল ভাবকে প্রচার করতে হবে।

---

৩৪৩. আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ, খ. ৮, পৃ. ১৫৯।

হাদীস নং- ২৯৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطَبَرَانِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ حدثنا أحمد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني بن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وعبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله قال: مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَكْنِزُ الْكَنْزَ فَلاَ ينفق مِنْهُ.

অনুবাদ : *ইমাম আত-তবারানী (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আহমদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল মু'জামুল আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করলো কিন্তু তা অপরকে শিক্ষা দিলো না বা অপরের কাছে বর্ণনা করলো না তার উদাহরণ হলো যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের ভান্ডার গড়েছে কিন্তু তা থেকে কোনো খরচ করলো না।

- ◆ তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদীস নং-৬৮৯।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪৪]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ধন-সম্পদের ভান্ডার গড়া কিন্তু তা থেকে কোনো খরচ না করার অর্থ হলো ঐ ধন-সম্পদের কোনো কল্যাণ সে ভোগ করতে পারলো না। হাদীসটিতে জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– জানা থাকা জ্ঞান প্রচার না করলে ঐ জ্ঞানের কোনো নেকী ব্যক্তি পাবে না। আর ঐ জ্ঞানের বিষয়ের তালিকা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান।

হাদীস নং- ৩০০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِه حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِهُدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) সাহল বিন সা'দ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাঈদ বিন মানসুর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– সাহল ইবন সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আল্লাহর শপথ! যদি তোমার চেষ্টা দিয়ে আল্লাহ একজন লোককেও হিদায়াত দান করেন, তাবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।

---

৩৪৪. আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ১, পৃ. ২৯।

- ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৬৬৩।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪৫]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : তৎকালীন আরবে লাল উটের মালিক হওয়া গৌরবের বিষয় ছিল। হাদীসটিতে জানা থাকা জ্ঞান অন্যের কাছে পৌঁছানোকে গৌরবের বিষয় বলা হয়েছে। এখানে জ্ঞানের বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই, এটি মানুষের কল্যাণমূলক যেকোনো জ্ঞান হতে পারে। অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের বিষয়ের তালিকা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান।

হাদীস নং- ৩০১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– একজন মু'মিনের মৃত্যুর পর তার যেসব আমল তার আমলনামায় পৌঁছায় তা হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে। তার রেখে যাওয়া নেক সন্তান। তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে রেখে আসা কুরআন। তার বানানো মসজিদ অথবা মুসাফিরদের জন্য তার বানানো মুসাফিরখানা অথবা তার খনন করা খাল বা নদী অথবা তার জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় তার সম্পদ থেকে করা দান-খয়রাত। তার মৃত্যুর পরও উক্ত আমলগুলোর সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৪২।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান বা সহীহ।[৩৪৬]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

---

৩৪৫. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান আবী দাউদ*, খ. ৮, পৃ. ১৬১
৩৪৬. আলবানী, *সহীহ ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ২০১।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যার সাওয়াব মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। ঐ বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হলো– এমন জ্ঞান যা সে কাউকে শিখিয়েছে ও প্রচার করেছে। হাদীসটিতে জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট। তাই, এটি মানুষের কল্যাণমূলক যেকোনো জ্ঞান হতে পারে। অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের বিষয়ের তালিকা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান। তাই এ হাদীসটি থেকেও জানা যায় মানব জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান জানা থাকলে তা প্রচার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল।

হাদীস নং- ৩০২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : وَاللهِ، لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، شَيْئًا أَبَدًا، لَوْلَا قَوْلُ اللهِ : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ. (البقرة :) إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ মারওয়ান আল-‘ওসমানী মুহাম্মাদ বিন ‘ওসমান (রহ.) থেকে থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, (সুরা বাকারার) এ দুটি আয়াত যদি নাযিল না হতো তবে আমি তাঁর থেকে অর্থাৎ নবী (স.) থেকে কিছুই বর্ণনা করতাম না। আয়াত দুটি হলো– ‘নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (ছোটো ক্ষতি এড়ানো তথা ছোটো ওজরের জন্য গোপন করে তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা সঠিক পথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে; অতএব আগুনের (শাস্তির) ব্যাপারে এরা কতই না সাহসী।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৪ ও ১৭৫)।

- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-২৬২।
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪৭]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআনের আয়াত গোপন করা অর্থ হলো ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান/তথ্য জানার পর গোপন করা। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান/তথ্য জানার পর গোপন করলে তথা প্রচার না করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

---

৩৪৭. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনান ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৩৩৪।

হাদীস নং- ৩০৩

أخرج الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي 'سننه' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ : نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবান ইবনে উসমান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু ‘ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের কাছ হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন– হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোনো কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং অবিকৃতভাবে (মূল বক্তব্য ঠিক রেখে) অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৬২।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪৮] ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ বলেছেন।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর তা মনে রেখে এবং মূল বক্তব্য ঠিক রেখে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দু'টি ধরন হতে পারে–

১. ব্যক্তি একই যুগের অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে।

২. এক যুগের মানুষ অন্য যুগের মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

---

৩৪৮. আলবানী, *সহীহ ওয়া দয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৬, পৃ. ১৫৬।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য একই যুগের বা অন্য যুগের মানুষের কাছে পৌঁছানো বড়ো সাওয়াবের কাজ। আর এর একটি প্রধান করাণ হলো– যার কাছে পৌঁছানো হবে সে হয়তো বক্তব্যটির অধিক ভালো অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।

হাদীস নং- ৩০৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صحيحه' حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত, যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে

বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৬৫৪।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ৩০৩ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ৩০৫

أخرج الإِمَامُ التِّرمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي 'سننه' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ,"

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৫৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৪৯]
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ৩০৩ নং হাদীস দু'টির অনুরূপ।

---

৩৪৯. আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ৫, পৃ. ৩৪।

হাদীস নং- ৩০৬

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا جعفر بن محمد بن نصير إملاء ببغداد ثنا القاسم بن محمد بن حماد ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني محمد بن ثور ثنا ابن جريج قال : جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه فقلنا له : تحدث هذا و هو عراقي ؟ قال لأني سمعت أبا هريرة يحدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جِيْءَ بِهِ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আল-হাকিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসীর (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* যে লোক এমন জ্ঞান (ইলম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে (সঠিকভাবে) জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় হাজির করা করা হবে।

- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৪৪।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩৫০]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৩০৭ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ৩০৭

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن نَارٍ.

অনুবাদ : *ইমাম হাকিম (রহ.) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ' 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* যে ব্যক্তি ইলম গোপন করবে কিয়ামতের দিন তাকে মহান আল্লাহ আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

---

৩৫০. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৮১।

♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৪৬।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩৫১]

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জানা থাকা বিষয় গোপন করলে তথা প্রচার না করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়– কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান (তথ্য) প্রচার করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি নেক আমল। অন্যদিকে, কুরআন, সুন্নাহ ও জীবন সম্পর্কিত যেকোনো নির্ভুল জ্ঞান (তথ্য) জানার পর গোপন করলে তথা প্রচার না করা কবীরা গুনাহ। আর এ জন্য ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর এ প্রচারের ধরন হবে দু'টি–

১. একই যুগের অন্য ব্যক্তির কাছে প্রচার করা।

২. এক যুগের মানুষ অন্য যুগের মানুষের কাছে প্রচার করা।

আর মানব সভ্যতার জ্ঞান যত বাড়বে এ প্রচারের মাধ্যম/উপায় তত অধিক হবে।

---

৩৫১. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৮২।

পরিচ্ছেদ-৮ : জ্ঞান প্রচার

উপ-পরিচ্ছেদ ২ : শোনা কথা বিনা যাচাইয়ে বলা বা প্রচার করার গুনাহ ও শাস্তি

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
ভুল কথা, তথ্য, ঘটনা, প্রচারণা ইত্যাদি অগণিত মানুষের বিপুল ক্ষতি করতে পারে। তাই, কোনো কথা, তথ্য, ঘটনা, প্রচারণা ইত্যাদি শোনা বা জানার পর সেটির নির্ভুলতা যাচাই না করে প্রচার করা বড়ো (কবীরা) গুনাহ হবে– এটি আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১ (আয়াতগুচ্ছ)

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়িশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করবে না। (সুরা আন-নূর/২৪ : ১৫, ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটির শানে নুযুল হলো ইফকের ঘটনা তথা আয়িশা (রা.)-এর ওপর চাপানো চারিত্রিক অপবাদমূলক ঘটনা। বুখারী, মুসলিম, অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সিরাত গ্রন্থে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত আছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনাটি অত্র সংকলনের ২৮৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। শানে নুযুল সামনে রেখে আয়াত তিনটির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়–

১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়িশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়।

ব্যাখ্যা : প্রচারণাটি প্রথম শুরু করে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই। অতঃপর সাহাবীগণের (বিশেষ করে তিনজন) মুখ ঘুরে প্রচারণাটি ব্যাপকভাবে প্রচার পায়। তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবীগণকে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– একজন মুনাফিক থেকে শুরু হওয়া এবং পরে কিছু সাহাবীর বলা একটি গুরুতর কথা যাচাই করার মাধ্যমে নির্ভুল প্রমাণিত হওয়ার আগে তারা যে সেটি মুখে মুখে বলাবলি করে বেড়াচ্ছিল, এটি আল্লাহর কাছে একটি গুরুতর বিষয় তথা অপরাধ ছিল।

১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَاۤ أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ.

অনুবাদ : আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ।

ব্যাখ্যা : আয়াতটি ব্যাখ্যা করার সময় দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে–

১. কোনো কথা শোনার সাথে সাথে তার নির্ভুলতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যেকের কাছে সকল সময় উপস্থিত থাকা জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তথা আকল (বোধশক্তি/বিবেক/ Common Sense) ব্যবহার করে ধারণা পাওয়া।
২. একটি কথা বা ঘটনার প্রচার কারো প্রতি অপবাদ বলে গণ্য হওয়ার দু'টি অবস্থা হলো–
   - কথা বা ঘটনাটি ভুল বা মিথ্যা জানার পরও অপবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচার করা।
   - কথা বা ঘটনাটি যে মিথ্যা তা বুঝতে না পেরে প্রচার করা।

এ উভয় প্রকার ত্রুটি থেকে মহান আল্লাহ মুক্ত। কিন্তু মানুষ মুক্ত নয়। মহান আল্লাহ তাই এ আয়াতটির মাধ্যমে সাহাবীগণকে সরাসরি যা বলেছেন তা হলো–

- তিনি যে আকল তাদেরকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে তারা জানে, কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করতে মানুষের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। সে মানুষটি মুনাফিক, অমুসলিম, দুর্বল মুসলিম ও শক্তিশালী মুসলিম যেই হোক না কেন। শুধুমাত্র মহান আল্লাহ এ ত্রুটি থেকে মুক্ত।
- ঘটনাটি যে একটি মিথ্যা প্রচার তাও ঐ আকল দিয়ে সহজে বুঝা যায়। কারণ, প্রধান সেনাপতির স্ত্রীর সাথে একজন সাধারণ সৈনিক অনৈতিক কাজ করে (নাউযুবিল্লাহ) দিন-দুপুরে (সকলের উপস্থিতে) উভয়ে এক সাথে কাফেলায় ফিরে আসবে, এটি একটি চরম অবাস্তব কথা।
- তাদের জন্য ভালো হতো কথাটি শোনার সাথে সাথে নিজ আকলের আলোকে প্রচারণাটি এক বিরাট মিথ্যা অপবাদ বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রচারণাটি বলাবলি না করা।

১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ : আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করবে না।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবীগণকে সরাসরি বলেছেন যে– তারা যদি মু'মিন হয়ে থাকে তবে ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের আচরণ আর না করে।

আয়াত তিনটির সম্মিলিত শিক্ষা

আয়াত তিনটি সরাসরি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে নাযিল হলেও এর শিক্ষা সকল কালের মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন মুনাফিকদের সর্দার। আর সাহাবীগণ হলেন সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম। তাই এ আয়াত তিনটি থেকে কোনো কথা বা ঘটনা কারো কাছ থেকে শোনার পর তা প্রচার করার ব্যাপারে যে শিক্ষাসমূহ পাওয়া যায় তা হলো–

- কোনো কথা বা ঘটনা বুঝার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল সব মানুষের হতে পারে। সে মানুষ মুনাফিক, অমুসলিম, দুর্বল মুসলিম ও শক্তিশালী মুসলিম এমনকি সাহাবীও হতে পারে।
- কারো কাছ থেকে শোনা বর্ণনার সত্যতা/নির্ভুলতা যাচাই না করে প্রচার করা কঠোরভাবে নিষেধ বা বড়ো গুনাহ।
- যাচাই করার প্রাথমিক মাধ্যম হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস 'আকল'।

আয়াত-৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, তা না হলে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হবে। (সুরা হুজুরাত/৪৯ : ০৬)

আয়াতটির শানে নুযুল : মুস্তালিক নামক গোত্র মুসলমান হলে রসূল (স.) সাহাবী অলীদ ইবনে উকবাকে তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে পাঠান। তিনি ঐ এলাকায় পৌঁছে কোনো কারণে ভয় পান এবং গোত্রের লোকদের সাথে কথা না বলে ফিরে যান। মদিনায় ফিরে তিনি রসূল (স.)-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। রসূল (স.) এ কথা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ গোত্রকে দমন করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বা সেনাবাহিনী পাঠান। এ সময় ঐ গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে জিরার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে রসূল (স.)-কে জানান আমরা অলীদকে দেখিনি। আর

যাকাত দিতে অস্বীকার করা বা হত্যা করতে চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ তথ্য জানার পর রসূল (স.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। (সিরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-২৩৭, ইবনে কাছীর, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯)

আয়াতটির ব্যাখ্যা : আল কুরআনে ফাসিক শব্দটি দুর্বল মু'মিন, গুনাহগার মু'মিন, কাফির ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো– কোনো দুর্বল মু'মিন, গুনাহগার মু'মিন বা কাফির ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা খবর বা তথ্যের সঠিকত্ব/নির্ভুলতা যাচাই না করে গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া নিষেধ।

আয়াত-৫

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা (নির্ভুল কি না তা) তোমরা জানো না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ৩৩)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন এমন কয়েকটি কাজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজগুলো হলো–

- প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল কাজ।
- পাপ কাজ।
- অন্যায় বাড়াবাড়ি।
- শিরক করা।
- আল্লাহ তথা কুরআন বা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলা যা নির্ভুল কি না তা ব্যক্তির জানা নেই।

এ আয়াত অনুযায়ী যে সকল কাজ হারাম তার একটি হলো– এমন কথা বলা যার নির্ভুলতার ব্যাপারে ব্যক্তি নিশ্চিত নয়। তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– একটি কথা সত্য/নির্ভুল কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা হারাম তথা কবীরা গুনাহ। কারণ, কথা বা তথ্যটি যদি ভুল হয় তবে তাতে ব্যক্তি ও সমাজের বিপুল ক্ষতি হয়ে যাবে।

আয়াত-৬

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করা এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলার নির্দেশ দেয়, যা সম্পর্কে তোমাদের (নির্ভুল) জ্ঞান নেই।

(সুরা আল বাকারাহ/২ : ১৬৯)

ব্যাখ্যা : এখানে শয়তান যে সকল কাজ করতে নির্দেশ দেয় তেমন ধরনের তিনটি কাজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজ তিনটি হলো–

- অন্যায় কাজ।
- অশ্লীল কাজ।
- আল্লাহ তথা কুরআন বা ইসলাম সম্বন্ধে এমন কথা বলা যা সম্পর্কে ব্যক্তির নির্ভুল জ্ঞান নেই।

এ আয়াতে ঐ ধরনের কথা বলা বা প্রচার করাকে শয়তানের নির্দেশমূলক কাজ তথা বড়ো গুনাহ বলা হয়েছে যা নির্ভুল কি না সে ব্যাপারে ব্যক্তি নিশ্চিত নয়।

আয়াত-৭

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَـهًا وَّاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অনুবাদ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব বলে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়ামের পুত্র মাসীহকে; অথচ তারা এক উপাস্যের (ইলাহের) ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল; তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই; তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র!

(সুরা তাওবা/৯ :৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের উদহারণের মাধ্যমে সকল কিতাবধারীদের তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করেছেন। আর এটিকে শিরকী কাজ বলে আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রব হিসেবে মানা বা গ্রহণ করার বিভিন্ন অর্থের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো–

১. রব তথা আল্লাহর মতো শক্তিধর মনে করে শাস্তির ভয়ে তাদের সকল কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেওয়া।
২. রব তথা আল্লাহর মতো নির্ভুল মনে করে তাদের সকল কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা লেখা অন্ধভাবে মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করা।

এখানে ধর্মের পণ্ডিতদেরকে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে বলে রসূল (স.) তার হাদীসের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই, এ আয়াতের শিক্ষা হলো ধর্মের পণ্ডিতদের কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা লেখা যাচাই না করে নির্ভুল (সত্য) বলে মেনে নেওয়া ও প্রচার করা শিরকমূলক কাজ।

আয়াত-৮

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

অনুবাদ : বলো, হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই, (তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর

শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি; অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো– তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি আহলে কিতাবদের সামনে রেখে বলা হলেও এর বক্তব্য সর্বজনীন তথা কুরআনসহ সকল কিতাবধারীর জন্য প্রযোজ্য। এখানে সকল কিতাবধারীর নিজেদের শরীয়াতে থাকা অভিন্ন ধরনের কয়েকটি বিষয় মেনে চলতে আহবান করা হয়েছে। সে বিষয়ের একটি হলো– নিজেদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তিকে 'রব' হিসেবে গ্রহণ না করা।

তাই, অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে বলা যায়– এ আয়াতেরও শিক্ষা হলো ধর্মের পণ্ডিতদের কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা লেখা যাচাই না করে নির্ভুল (সত্য) বলে গ্রহণ ও প্রচার করা শিরক।

আয়াত-৯

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অনুবাদ : আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়ে অনেক বেশি (ক্ষতিকর)।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯১)

ব্যাখ্যা : ফিতনা তথা অপপ্রচার বা ভুল তথ্য, হত্যার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর হওয়ার কারণ হলো– একজন মানুষ হত্যা করলে শত শত মানুষকে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু একটি অপপ্রচার বা ভুল তথ্য কোটি কোটি মানুষ, এমনকি একটি জাতিকে শেষ করে দিতে পারে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. একটি কথা, তথ্য, ঘটনা, প্রচারণা শোনা বা জানার পর তার নির্ভুলতা যাচাই না করে প্রচার করা হারাম তথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর এ কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

২. কোনো কথা, তথ্য, ঘটনা, প্রচারণা ইত্যাদি প্রচার করার আগে, ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র/নীতিমালার (পরিচ্ছেদ-৭) ভিত্তিতে যাচাই করে, ব্যক্তিকে নিজে সেটির নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৩০৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ বিন মুয়াজ আল-আনবারী থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষের মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট যখন সে শোনা বিষয় যাচাই-বাছাই ছাড়া বর্ণনা (প্রচার) করে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৩১০ নং হাদীসের অনুরূপ।

হাদীস নং- ৩০৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) হাফস ইবন আছিম (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি 'উবাইদুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আম্বারী (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* হাফস ইবন আছিম (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৩১০ নং হাদীসের অনুরূপ।

হাদীস নং- ৩১০

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نعيم ثنا محمد بن رافع ثنا علي بن جعفر المدائني ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অনুবাদ : ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি *আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– গোনাহ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করে।

- ♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৮১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩৫২]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সরাসরি বক্তব্য হলো– শোনা কথা কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করা মানুষের মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই, এ হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায়– শোনা বা পড়ার মাধ্যমে একটি বিষয় জানার পর তার সত্যতা (নির্ভুলতা) যাচাই-বাছাই না করে প্রচার করা কঠোরভাবে নিষেধ তথা বড়ো গুনাহ।

হাদীস নং- ৩১১

أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في "المستدرك على الصحيحين" حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة : عن رسول الله ﷺ قال : سَيَكُون فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاس مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

অনুবাদ : *হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– শেষ যামানায় আমার উম্মতের এমন কিছু লোকে হাদীস বর্ণনা করবে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষ (আমার কাছ থেকে) শুনেনি, তাদের থেকে বিরত থাকো।

---

৩৫২. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৯৫।

- ♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৫১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩৫৩]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রাসূল (স.) জাল হাদীস প্রচার হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অতঃপর উম্মাহকে তা থেকে সতর্ক করেছেন।

হাদীস নং- ৩১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ 'আসেম আদ-দাহহাক বিন মাখলাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– আমার হাদীস (সঠিকভাবে জানা থাকলে) অন্যের কাছে পৌঁছে দাও, তা একটি তথ্য হলেও। আর বনী ইসরাঈলদের (সঠিক) ঘটনাবলি বর্ণনা করো। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে ইচ্ছা করে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামকেই তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৬৭৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির প্রথমে রসূল (স.) তাঁর হাদীস সঠিকভাবে জানা থাকলে তা অন্যের কাছে পৌঁছাতে বলেছেন। সেটি একটি তথ্য হলেও। আর হাদীসটির শেষে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– কেউ ইচ্ছা করে মিথ্যা কথাকে তাঁর হাদীস হিসেবে প্রচার করলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

তাই, ৩১১ নং হাদীসটির সাথে এ হাদীসের বক্তব্য মিলিয়ে বলা যায়– শুনে বা পড়ে জানতে পারা সাধারণ বিষয়, এমনকি রসূল (স.)-এর নামে বলা হাদীসের নির্ভুলতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা কঠোরভাবে নিষেধ।

---

৩৫৩. আয-যাহাবী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম মা'আ তা'লীকাত আয-যাহাবী ফীত তালখীস*, খ. ১, পৃ. ১৮৪।

পরিচ্ছেদ-৯ : শিক্ষাদান পদ্ধতি

উপ-পরিচ্ছেদ ১ : শিক্ষকের কাজ জ্ঞান (তথ্য) গিলিয়ে দেওয়া নয়, বরং জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
বহু নির্বচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষার প্রশ্ন করা বর্তমান বিশ্বে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। মানুষ তার আকলের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করেছে। আকল সম্মত বলেই মানুষ এটি প্রণয়ন করেছে ও প্রয়োগ করছে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي الَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ.

অনুবাদ : বলো– যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?
(সুরা যুমার/৩৯ : ৯)

আয়াত-২

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي الۡأَعۡمَىٰ وَالۡبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : বলো– অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি সমান? তবে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না?
(সুরা আন'আম/৬ : ৫০)

আয়াত-৩

مَثَلُ الۡفَرِيقَيۡنِ كَالۡأَعۡمَىٰ وَالۡأَصَمِّ وَالۡبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ : দু'টি দলের উদাহরণ হলো, দৃষ্টিহীন ও বধির ব্যক্তির সাথে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির তুলনা করার মতো; তুলনায় উভয়ে কি সমান? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?
(সুরা হুদ/১১ : ২৪)

আয়াত-৪

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي الۡأَعۡمَىٰ وَالۡبَصِيرُ أَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ

অনুবাদ : বলো– অন্ধ ব্যক্তি ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান?

(সুরা রা'দ/১৩ : ১৬)

আয়াত-৫

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ

অনুবাদ : আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন, এক ব্যক্তি যার শরীক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী এবং অন্য এক ব্যক্তি যে একজনের মালিকানাধীন। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এই দুইজন কি সমান?

(সুরা যুমার/৩৯ : ২৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : মহান আল্লাহ হলেন সকল জ্ঞানের আধার। অন্যদিকে কুরআনের রচয়িতা, মূল ব্যাখ্যাকারী ও মূল শিক্ষক হলেন আল্লাহ তা'য়ালা। আর তিনি মানুষকে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান শিখেয়েছেন কুরআনের মাধ্যমে।

উল্লিখিত আয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআনের মূল শিক্ষক, শিক্ষা দেওয়ার সময় মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চেয়েছেন। বিষয়টি এমন নয় যে– মানুষ তাঁর ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না জেনেও আল্লাহ প্রশ্নগুলো করেছেন। কারণ, এটি হলে বিষয়টি একটি নাটক হয়ে যায়। প্রকৃত তথ্য হলো– আল্লাহর জানা আছে, তিনি রুহের জগতে নিজে ক্লাস নিয়ে সকল মানব রূহকে একটি বিশেষ জ্ঞান শিখিয়েছেন এবং পরে জন্মগতভাবে মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। মানুষ সে উৎসটির মাধ্যমে তাঁর করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। সে উৎসটি হলো 'আকল'।

একটু চিন্তা করলে বুঝা যায়, কুরআনের পাঠকদের (শিক্ষার্থী) কাছে আল্লাহ যে সকল প্রশ্ন করেছেন তার একটি বিশেষ ধরন আছে। যেমন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : বলো– যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?

(সুরা যুমার/৩৯ : ৯)

আয়াতটির প্রশ্নটির ধরন

বলো, কোনটি সঠিক? যারা জানে আর যারা জানে না তারা–

১. সবদিক দিয়ে সমান।

২. কিছুদিক দিয়ে সমান।

৩. কোনো দিক দিয়ে সমান নয়।

৪. বলা কঠিন।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ

অনুবাদ : বলো– অন্ধ ব্যক্তি ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান?

(সুরা রা'দ/১৩ : ১৬)

এ আয়াতটির দ্বিতীয় প্রশ্নটির ধরন

বলো, কোনটি সঠিক? অন্ধকার ও আলো–

১. সবদিক দিয়ে সমান।

২. কিছুদিক দিয়ে সমান।

৩. কোনো দিক দিয়ে সমান নয়।

৪. বলা কঠিন।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ

অনুবাদ : আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন, এক ব্যক্তি যার মালিক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পরবিরোধী এবং অন্য এক ব্যক্তি যে একজনের মালিকানাধীন। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এই দুইজন কি সমান?

(সুরা যুমার/৩৯ : ২৯)

আয়াতটির প্রশ্নটির ধরন

কোনটি সঠিক? এক ব্যক্তি যার মালিক অনেক এবং তারা পরস্পরবিরোধী, অন্য এক ব্যক্তি যে একজন মালিকের অধীন; উদাহরণের দিক থেকে এই দুইজন–

১. মনে হয় সমান।

২. সমান নয়।

৩. অবশ্যই সমান নয়।

৪. বলা কঠিন।

তাহলে দেখা যায়– মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক বহু নির্বচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে তার ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই, কুরআনের আলোকে সহজে বলা যায়– ইসলামে, শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে বহু নির্বচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। এটি যেকোনো বিষয় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতগুলোর সম্মিলিত শিক্ষা

প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর অধিকাংশ শিক্ষার্থী আকল ব্যবহার করে দিতে পারবে। আর যারা ভুল উত্তর দেবে, শিক্ষক সামান্য বুঝিয়ে দিলেই তারা সেটি বুঝতে পারবে। তাই, সহজে বলা যায়– কুরআন তথা ইসলাম অনুযায়ী, শিক্ষক হলো জ্ঞান দানে সহায়ক এক ব্যক্তি (Facilitator)। জ্ঞানকে গিলিয়ে দেওয়া শিক্ষকের কাজ নয়। আর শিক্ষকের কাজ হবে– বহু নির্বচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের ভিত্তিতে একটি তথ্য শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করানোর মাধ্যমে, তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকে উৎকর্ষিত করতে সহায়তা করা। এটি যথাযথভাবে পালন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা অনেক বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে বা বুঝে নিতে পারবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৩১৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ : ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا : لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهَا الخَطَايَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি আল্লাহর রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছেন, "বলতো দেখি! যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তাঁর শরীরে কোনোরকম ময়লা থাকবে না। তখন রসূল (স.) বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ভুলসমূহ দূর করেন বা মিটিয়ে দেন।"

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির প্রশ্নের ধরন

বলো, কোনটি সঠিক? কারো বাড়ির সামনে থাকা নদীতে যদি সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তাঁর শরীরে কোনো ময়লা–

১. থাকবে।
২. থাকবে না।
৩. থাকতে পারে।
৪. বলা কঠিন।

হাদীস নং- ৩১৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : أَتَدْرُونَ

مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিত্রয় ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতাইবাহ ও ইবনে হুজর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা কি জানো, গীবত কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন– (গীবত হলো) তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে (তার অনুপস্থিতিতে) এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই-এর মধ্যে বাস্তবিকই থেকে থাকে তবে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে প্রকৃতই থেকে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৭৫৮ ।

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির প্রশ্নটি এভাবেও করা যায়–
বলোতো গীবত কোনটি ?

১. তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে।
২. তোমার ভাইয়ের উপস্থিতিতে এমন কিছু আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে।
৩. তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু আলোচনা করা যা তার মধ্যে নেই।
৪. বলা কঠিন

হাদীস নং- ৩১৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضى الله عنه قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ. فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا. فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، كَافِرٌ بِي.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) জায়েদ বিন খালেদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি খালেদ বিন মাখলাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* যায়েদ বিন খালেদ (রা.) বলেন, হুদাইবিয়ার বছর আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হলো। রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জানো কি তোমাদের রব কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– (বৃষ্টির কারণে) আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আর কেউ কেউ আমাকে অমান্য করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর দয়া এবং আল্লাহর ফযলে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং তারা নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকারকারী। আর যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমাকে অস্বীকারকারী কাফির।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩৯১৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির প্রশ্নটি এভাবেও করা যায়–
বলো তো আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন কারা?

১. যারা বলেছে, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর দয়া এবং আল্লাহর ফযলে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে।
২. যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে।
৩. কোনটি সঠিক নয়।
৪. বলা কঠিন।

হাদীস নং- ৩১৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কুতাইবা বিন সাঈদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র হলো সে, যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। অতঃপর তার সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি আমল ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় হিসেবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপ তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৭৪৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির প্রশ্নটি এভাবেও করা যায়–
তোমরা বলো তো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে?

১. যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই।
২. যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে।
৩. কোনটি সঠিক নয়।
৪. বলা কঠিন।

হাদীস নং- ৩১৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ

سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত, যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৬৫৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য এবং আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীসটির একটি প্রশ্ন এমন হতে পারে–

বলো তো কোনটি সঠিক?

১. অনেক ক্ষেত্রে যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে, শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।
২. যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি থাকবে না যে, শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।
৩. কোনটি সঠিক নয়।
৪. বলা কঠিন।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর অধিকাংশ শিক্ষার্থী আকল ব্যবহার করে দিতে পারবে। আর যারা ভুল উত্তর দেবে, শিক্ষক সামান্য বুঝিয়ে দিলেই তারা সেটি বুঝতে পারবে। তাই, হাদীসগুলোসহ আরও হাদীস থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগকৃত কুরআনের শিক্ষক তথা রসূল (স.), প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।

আর তাই, হাদীস অনুযায়ীও ইসলামে, শিক্ষক হলো জ্ঞান দানে সহায়ক এক ব্যক্তি (Facilitator)। জ্ঞানকে গিলিয়ে দেওয়া তার কাজ নয়। আর শিক্ষকের কাজ হবে– বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের ভিত্তিতে একটি তথ্য শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করানোর মাধ্যমে, তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকে উৎর্ষিত করতে সহায়তা করা। এটি যথাযথভাবে পালন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা অনেক বিষয়ে নিজেরা বুঝে নিতে পারবে।

পরিচ্ছেদ-৯ : শিক্ষাদান পদ্ধতি

উপ-পরিচ্ছেদ ২ : শেখানো, বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার সময় সত্য উদাহরণ (তথ্য) ব্যবহার করা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
উদাহরণের মাধ্যমে একটি জটিল বিষয়ও সহজে মানুষকে বোঝানো যায় এবং মানুষের পক্ষে সেটি মনে রাখা সহজ হয়। তাই এটি আকলসম্মত যে– কুরআন তথা ইসলাম বোঝাতে বা ব্যাখ্যা করতে হবে উদাহরণের মাধ্যমে। অন্যদিকে কুরআনের মূল বিষয় হলো মানুষ। আর মানব শরীর বিজ্ঞান (Human biology) সরাসরি মানুষের দেহ ও মন সম্পর্কে আল্লাহর তৈরি করা বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ শেখায়। তাই, আকলের ভিত্তিতে এটিও সহজে বলা যায় যে– মানব শরীর বিজ্ঞানের উদাহরণ কুরআন বোঝাতে বা ব্যাখ্যা করতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে। অন্যদিকে যে শিক্ষক, শিক্ষা দেওয়ার সময় যত বেশি উদাহরণ ব্যবহার করে সে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে তত বেশি ভালো শিক্ষক বলে পরিচিতি লাভ করে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১ (আয়াতগুচ্ছ)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ : তুমি কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ দিয়েছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে। (সুরা ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে কুরআনের রচয়িতা, মূল ব্যাখ্যাকারী ও শিক্ষক উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আয়াত-২

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ . فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ .

অনুবাদ : আর অবশ্যই তোমরা তাদেরকে জেনেছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও। অতঃপর আমরা একে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ (উদাহরণ/দৃষ্টান্ত) বানিয়েছি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৬৫, ৬৬)

ব্যাখ্যা : স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি হলো সে ব্যক্তি, যার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান আছে এবং সে তা মেনে চলে। তাই আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি হবে সে ব্যক্তি, যার আল্লাহ তথা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞান আছে এবং সে তা মেনে চলে (মুসলিম)।

এখানে প্রথম আয়াতটিতে একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। পরের আয়াতটিতে ঐ ঘটনাকে সমকালীন ও পরবর্তীতে আসা মানুষ এবং মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই, আয়াত দু'টির মাধ্যমে কুরআনের রচয়িতা ও মূল শিক্ষক ঐতিহাসিক সত্য ঘটনায় (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উদাহরণ) সমকালীন ও পরবর্তীতে আসা মানুষ এবং মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

আয়াত-৩

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ : আর রসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমি যে ঘটনা (কাহিনী) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমি তোমার হৃদয়কে দৃঢ় করি (ঈমানকে মজবুত করি); আর এর (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য (নির্ভুল শিক্ষা), উপদেশ এবং স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।

(সুরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে রসূলগণের ঘটনা তথা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি মু'মিনদের জন্য–

১. ঈমানকে দৃঢ় করার বিষয়।
২. নির্ভুল শিক্ষা নেওয়ার বিষয়।
৩. উপদেশ।
৪. স্মরণ রাখার বিষয়।

তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনায় (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উদাহরণ) সমকালীন ও পরবর্তীতে আসা মানুষ এবং মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আয়াত-৪

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ

অনুবাদ : আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন, এক ব্যক্তি যার শরীক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পরবিরোধী এবং অন্য এক ব্যক্তি যে একজনের মালিকানাধীন; দৃষ্টান্তের দিক থেকে এ দুইজন কি সমান?

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে সাধারণ জ্ঞানের একটি তথ্যের উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর একত্ববাদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে মানুষকে শিখিয়েছেন।

আয়াত-৫

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার রব মহাসম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (কুরআনের মাধ্যমে) মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানতো না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনে এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর কমপক্ষে ৩ মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। দ্বিতীয় আয়াতটি হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ধারণকারী আয়াত। আয়াত ৫টির ২টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ইসলামের প্রথম নির্দেশ তথা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ।
২. কুরআনের জ্ঞানার্জন করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২টি সহায়ক বিষয় হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কলম।

আয়াত ৫টিতে উল্লিখিত কুরআনের জ্ঞানার্জন করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয় দু'টির মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়টিকে আল্লাহ প্রথমে উল্লেখ করছেন। এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ (জ্ঞান) হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান)।

আয়াত-৬

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

আয়াতটি অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার। তাই আয়াতটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ তথা জ্ঞান।

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

উপ-পরিচ্ছেদের আয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জনা যায় কুরআনের রচয়িতা, মূল ব্যাখ্যাকারী ও শিক্ষক–

১. নিজে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন তথা বুঝিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে।
২. মানুষকে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন।

তাই, আয়াত সমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কুরআন তথা ইসলাম ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতে, বোঝাতে বা ব্যাখ্যা করতে হবে সত্য উদাহরণের মাধ্যমে। আর যে সকল উদাহরণ তিনি ব্যবহার করেছেন তা হলো– আকলের উদাহরণ. মানব শরীর বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উদাহরণ ও সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির উদাহরণ।
২. সবচেয়ে বেশি কর্যকর উদাহরণ হবে মানব শরীর বিজ্ঞানের উদাহরণ।

আয়াতসমূহের ভিত্তিতে অন্য যে কথাটি বলা যায় তা হলো– মুসলিম শিক্ষার্থীদের শুধু আরবী ভাষা ও গ্রামার কিংবা মাসলা-মাসায়েল শেখালে চলবে না। কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝা এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য তাদেরকে বিজ্ঞানের সকল মূল বিভাগ ও ইতিহাসের মৌলিক শিক্ষাও শেখাতে হবে। আর বিজ্ঞানের মধ্যে মানব শরীর বিজ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৩১৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়ে না; আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কী হবে তা শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হবে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

হাদীস নং- ৩১৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষ খনিজ ধাতু (Metal) স্বরূপ। যেমন রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অত্র সংকলনের ৩৬ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়, হাদীসটিতে বিভিন্ন মানুষের মর্যাদার পার্থক্যকে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের পার্থক্যের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। আর মর্যাদার এই পার্থক্যের কারণ বলা হয়েছে আকলের শক্তির পার্থক্য।

হাদীস নং- ৩২০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا القَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ .ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল আ'লা আস-সান'আনী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা.) বলেন, দু'জন লোকের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আলোচনা করা হলো। তাদের একজন 'আবিদ (জ্ঞানহীন ইবাদাতকারী) এবং অন্যজন 'আলিম (জ্ঞানী ইবাদাতকারী) । রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির ওপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন জ্ঞানীর মর্যাদা একজন 'আবিদের ওপর। তারপর রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতারা এবং আসমান-জমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দো'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।

♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৬৮৫।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে একজন জ্ঞানী ইবাদাতকারী ও একজন জ্ঞানহীন ইবাদাতকারীর মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য কী পরিমাণ তা বোঝানো হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.) ও একজন সাধারণ মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্যের পরিমাণের উদাহরণ দিয়ে।

হাদীস নং- ৩২১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ : ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا : لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি আল্লাহর রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছেন, "বলতো দেখি! যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তাঁর শরীরে কোনো রকম ময়লা থাকবে না। তখন রসূল (স.) বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (মানব জীবন থেকে) ভুলসমূহ (অন্যায় ও অশ্লীল বিষয়) দূর করা/মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।"

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি উদাহরণের মাধ্যমে সালাতের উদ্দেশ্য ও 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির ব্যাখ্যা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোসলের উদ্দেশ্য হলো– শরীর থেকে ময়লা তথা রোগ জীবাণু দূর করা। তাই, সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের জীবন থেকে ভুল তথা অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় দূর করা। সালাতের এ উদ্দেশ্য শুধু তখনই সাধিত হবে যখন সালাত আদায়কারী সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে। এটিই হলো– সালাত কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করার প্রকৃত ব্যাখ্যা।

হাদীস নং- ৩২২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ

الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মূসা ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপর। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২১০১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের উদাহরণের মাধ্যমে সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর কল্যাণ ও অকল্যাণ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাদীস নং- ৩২৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেন– আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করল; তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হলো না কেন? নবী (স.) বলেন– আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৫৩৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে বাড়ী নির্মাণের উদাহরণের মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাদীস নং- ৩২৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবাহীম ইবনিল মুনযিরী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মু'মিন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো, শস্যক্ষেতের নরম চারাগাছের মতো। যে কোনো দিক থেকেই তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার যখন বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বালা মুসিবত মু'মিনকে নোয়াতে থাকে। আর ফাসিক (কাফির) হলো শক্ত ভূমির ওপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের মতো, যাকে আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন ভেঙ্গে দেন।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৬৪৪।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে গাছের উদাহরণ দিয়ে মু'মিন ও কাফির ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মু'মিনকে বলা হয়েছে শস্যক্ষেতের নরম চারাগাছ। আর কাফিরকে বলা হয়েছে শক্ত ভূমির ওপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ। শস্যক্ষেতের নরম চারাগাছ ঝড়-ঝাপটা তথা বিপদ-আপদ আসলে নুইয়ে যায় কিন্তু ভাঙ্গে না। ঝড় চলে গেলে তা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শক্ত ভূমির ওপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে। মু'মিন ব্যক্তি বিপদ-আপদ আসলে কিছুটা দমে যায় তবে ভেঙ্গে পড়ে না। কারণ, তার আল্লাহর ওপর ভরসা থাকে। আর কাফির ব্যক্তি বিপদ-আপদ আসলে ভেঙ্গে পড়ে। কারণ, তার ভরসা করার কোনো স্থান নেই।

হাদীস নং- ৩২৫

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ **الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ** وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ...

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইমরান ইবন মূসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমাদের রব বলেন, "প্রতিটি সৎ কাজের প্রতিদান হলো দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত। কিন্তু সিয়াম শুধুমাত্র আমার জন্যই এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দেবো।" **সিয়াম জাহান্নাম হতে (বাঁচার) ঢালস্বরূপ**। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ কস্তুরী ও মিশ্‌ক আম্বরের গন্ধের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। তোমাদের কোনো সিয়াম পালনকারীর সাথে যদি কোনো জাহিল মূর্খতা সুলভ আচরণ করে, তবে সে যেন বলে– আমি সিয়াম পালন করছি।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৭৬৪।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৫৪]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সিয়ামের কল্যাণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঢালের উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাল যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের জীবন বাঁচায়। সিয়াম পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছেন। সিয়াম থেকে ঐ শিক্ষা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে মানুষ যদি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে তবে মহাশত্রু ইবলিস প্রতারণা করে তাকে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস করতে পারবে না। সিয়ামের সে শিক্ষা হলো পেটে ক্ষুধা বা জৈবিক চাহিদা থাকলেও আল্লাহ (কুরআন) যা নিষেধ করেছে তা থেকে দূরে থাকা।

হাদীস নং- ৩২৬

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه

---

৩৫৪. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুত তিরমিযী*, খ. ২, পৃ. ২৬৪।

وسلم فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمًا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ **وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ** الْمَاءُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. ثُمَّ قَرَأَ (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّى بَلَغَ (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ. قُلْتُ بَلَى. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ تَكُفُّ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ .

অনুবাদ : *ইবন মাজাহ (রহ.) মু'আজ ইবন জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আবী উমার আল-আদানী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* মুআয বিন জাবাল (রা.) বলেন, আমি এক সফরে নবী (স.)-এর সাথে ছিলাম। একদিন ভোরবেলা আমি তাঁর সাথে পথ অতিক্রমকালে বললাম– হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বলেন– তুমি এক কঠিন প্রশ্ন করলে। তবে বিষয়টি যার জন্য আল্লাহ সহজ করেন তার জন্য সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তার সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও, রমাদান মাসের সিয়াম পালন করো এবং আল্লাহর ঘরের হাজ্জ করো। অতঃপর তিনি বলেন– আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথসমূহ বলে দেবো না? (তাহলো) সিয়াম ঢালস্বরূপ, **যাকাত পাপরাশি মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়** এবং মানুষের গভীর রাতের সালাত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন-

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবের ডাকে আশা ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে তারা খরচ করে। কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ-জুড়ানো কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' (সুরা আস-সাজদা : ১৬-১৭)।

অতঃপর তিনি বলেন– আমি কি তোমাকে সব কাজের মাথা, তার স্তম্ভ ও শীর্ষ চূড়া সম্পর্কে অবহিত করবো? তা হলো জিহাদ (ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা)। তারপর তিনি বলেন– আমি কি তোমাকে এ সকল বিষয়কে ধ্বংসকারী বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বলেন– তুমি এটা সংযত রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা যা কিছু বলি সেজন্য কি পাকড়াও

হবো? তিনি বলেন– হে মুআয! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৯৭৯।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৫৫]
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে যাকাত ও দান-খয়রাতের কল্যাণকে আগুন ও পানির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। আগুন সবকিছুকে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। আর পানি দিলে আগুন তাৎক্ষণিকভাবে নিভে যায়। দরিদ্রতা মানুষকে বড়ো বড়ো গুনাহ এমনকি কুফরী ধরনের কাজ করতে বাধ্য করে। ফলে সমাজ অশান্তিময় (অগ্নিময়) হয়। যাকাত মানুষের ব্যক্তি ও সমাজকে দরিদ্রতাসৃষ্ট ঐ সকল অপরাধ থেকে দ্রুত মুক্ত করে (নিভিয়ে দিয়ে) শান্তিময় করে।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ হাদীসগুলোসহ আরও অনেক হাদীস থেকে জানা যায়– রসূল (স.) সত্য উদাহরণের মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়েছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন তথা শিখিয়েছেন। তাই, হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কুরআন তথা ইসলাম ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতে, বোঝাতে বা ব্যাখ্যা করতে হবে সত্য উদাহণের মাধ্যমে। আর যে সকল উদাহরণ তিনি ব্যবহার করেছেন তা হলো– আকলের উদাহরণ. মানব শরীর বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উদাহরণ ও সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির উদাহরণ।

২. সবচেয়ে বেশি কর্যকর উদাহরণ হবে মানব শরীর বিজ্ঞানের উদাহরণ।

---

৩৫৫. আলবানী, *সহীহ ওয়া দঈফ সুনানু ইবন মাজাহ*, খ. ৮, পৃ. ৪৭৩।

পরিচ্ছেদ-৯ : শিক্ষাদান পদ্ধতি

উপ-পরিচ্ছেদ ৩ : শেখানো, বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার সময় সত্য উদাহরণ বা তথ্য ব্যবহার করার পদ্ধতি

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
শিক্ষক হলো শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দানে সহায়তা করা একজন ব্যক্তি। আর সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা (সুরা বাকারা/২ : ২৬)। অন্যদিকে মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস জন্মগতভাবে দিয়েছেন। অর্থাৎ পাগল ছাড়া সকল মানুষের অনেক বিষয়ের জ্ঞান থাকে। তাই কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু ব্যাখ্যা করার সময় সত্য উদহরণের ভিত্তিতে আকলকে ব্যবহার করা যুক্তিসংগত। অন্যদিকে সত্য উদাহরণকে ব্যবহার করারও একটি কার্যকর ও যৌক্তিক পদ্ধতি থাকতে হবে। সে পদ্ধতি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান পদ্ধতি হওয়া আকল সম্মত।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ .

অনুবাদ : সে বলে– কে হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে? বলো– তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন; আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ৭৮, ৭৯)

ব্যাখ্যা : কাফিররা বলতো, আমাদের দেহ পচে গলে যাওয়ার পর আবার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই, মৃত্যুর পর (পরকালে) শাস্তি বা পুরস্কার পেতে হবে কথা সঠিক নয়। আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা কাফিরদের ঐ কথার উত্তর বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি সত্য উদাহরণ/তথ্যের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ/তথ্যেটি হলো যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে একটি জিনিস প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সেটি সৃষ্টি করা খুবই সহজ।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদান পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়টি শেখানো বা বোঝানোর প্রকৃত অবস্থা নিম্নরূপ–
প্রথমে নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–

কোনটি সঠিক? যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে একটি জিনিস প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সেটি সৃষ্টি করা–

১. সম্ভব নয়।
২. খুবই সম্ভব।
৩. মনে হয় সম্ভব।
৪. বলা কঠিন।

যাদের আকল কাজ করে না তারা ছাড়া সকলে উত্তর দেবে– খুবই সম্ভব।

এবার নিম্ন ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–
তাহলে কোনটি সঠিক? যে আল্লাহ শূন্য থেকে প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মানব দেহ পচে গলে যাওয়ার পর আবার সৃষ্টি করা–

১. সম্ভব নয়।
২. খুবই সম্ভব।
৩. মনে হয় সম্ভব।
৪. বলা কঠিন।

যাদের আকল কাজ করে না তারা ছাড়া সকলে উত্তর দেবে– খুবই সম্ভব।

এ পদ্ধতি ব্যবহার করে দুটি বিষয় শেখানো বা বোঝানোর উদাহরণ–
উদাহরণ-১ (সত্য উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আল বাকারা/২ : ২৬।)

- **'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বিষয়টির ব্যাখ্যা**

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

অনুবাদ : তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটি আদেশ আকারে আল কুরআনে **১৮**টি স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন। সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদান পদ্ধতি অনুসরণ করে সালাত প্রতিষ্ঠা করা বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যাটি শেখানো বা বোঝানোর পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ–
প্রথমে নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–
কোনটি সঠিক? 'চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো–

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
২. মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।
৩. বলা কঠিন।

যার সামান্যতম আকল আছে সে বলবে দ্বিতীয়টি।

এবার নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–
তাহলে কোনটি সঠিক? 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির ব্যাখ্যা হবে–

১. সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।
৩. বলা কঠিন।

আকলসম্পন্ন সকলেই উত্তর দেবে দ্বিতীয়টি। অর্থাৎ 'সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও আরবী গ্রামারের মাধ্যমে 'সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটির এ ব্যাখ্যা তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব হবে না। আর এ ব্যাখ্যা আকলে থাকা ব্যক্তি কুরআনে চোখ দিলে, ব্যাখ্যাটির সমর্থনকারী অনেক তথ্য সেখানে খুঁজে পাবে।

উদাহরণ-২

- **একজন মু'মিনের জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বা সাওয়াব বিষয়টি শেখানো**

প্রথমে নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–
একজন চিকিৎসক যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করেন তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ (সাওয়াবের কাজ) হলো–

১. টাইফয়েড রোগের চিকিৎসা সঠিকভাবে করা।
২. এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন সঠিকভাবে করা।
৩. অন্যকোনো একটি রোগের চিকিৎসা সঠিকভাবে করা।
৪. সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করা।
৫. বলা কঠিন।

আকলসম্পন্ন সকলেই উত্তর দিবে ৪ নম্বরটি।

এবার নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–
তাহলে কোনটি সঠিক? একজন মুসলিম যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন তার জন্য সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ (করণীয় কাজ) হবে–

১. সালাত সঠিকভাবে পড়া।
২. মানুষ হত্যা না করা।
৩. শিরক না করা।
৪. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।
৫. বলা কঠিন।

আকলসম্পন্ন সকলেই উত্তর দিবে ৪র্থটি। আর এ তথ্য আকলে থাকা ব্যক্তি কুরআনে চোখ দিলে, একজন মুসলিম যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন তার জন্য সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ (করণীয় কাজ) হবে 'কুরআনের জ্ঞানার্জন করা'– এ তথ্য সমর্থনকারী অনেক আয়াত খুঁজে পাবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআন, হাদীস বা অন্য জ্ঞান, ছাত্র-ছাত্রী বা মানুষদের শেখানো, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো সত্য উদাহরণের আলোকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান পদ্ধতি মাধ্যমে শেখানো।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ৩২৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত রসূল (স.) বলেছেন আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ন ও গবেষণা) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ। এর সনদ ধারাবাহিক ও বর্ণিত রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[৩৫৬]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও অন্য ইবাদাতের মধ্যে গুরুত্বের পার্থক্য কী পরিমাণ তা শেখানো হয়েছে। হাদীসটিতে উপস্থিত সত্য উদাহরণটির ভিত্তিতে বহু নির্বাচনী

৩৫৬. *তারীখু আস্পাহানী*, খ. ১, পৃ. ২০২

প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদান পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়টি শেখানো বা বোঝানো হয়েছে তার পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ–

প্রথমে নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–

কোনটি সঠিক? আল্লাহ তা'য়ালার মর্যাদা, অন্য যেকোনো সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার তুলনায়–

১. কম।
২. অপরিসীমভাবে বেশি।
৩. কিছু বেশি।
৪. বলা কঠিন।

সকলেই উত্তর দেবে অপরিসীমভাবে বেশি।

এবার নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–

তাহলে কোনটি সঠিক? কুরআনের জ্ঞানার্জন করার মর্যাদা বা নেকী, অন্য গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করা বা অন্য যেকোনো ইবাদাতের চেয়ে–

১. কম।
২. কিছু বেশি।
৩. অপরিসীমভাবে বেশি।
৪. বলা কঠিন।

সকলেই উত্তর দেবে অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস নং- ৩২৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬২।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কী হবে তা শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। হাদীসটিতে উপস্থিত সত্য উদাহরণটির ভিত্তিতে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদান পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়টি শেখানো বা বোঝানো হয়েছে তার পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ–

প্রথমে নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–
কোনটি সঠিক? খেজুর গাছের পাতা–

১. ঝরে পড়ে না।
২. ঝরে পড়ে।
৩. জানি না।
৪. বলা কঠিন।

সঠিক উত্তর হবে– ঝরে পড়ে না। শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে শিক্ষক সঠিক উত্তরটি বলে দেবেন।

এবার নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে–
মুসলিমদের উদাহরণ হলো খেজুর গাছের পাতার মতো। তাহলে কোনটি সঠিক? ঈমান আনার পর একজন প্রকৃত মুসলিম ঈমান ও আমলের দিক থেকে–

১. ঝরে পড়ে না।
২. ঝরে পড়ে।
৩. জানি না।
৪. বলা কঠিন।

সঠিক উত্তর হবে– ঝরে পড়ে না। শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে শিক্ষক সঠিক উত্তরটি বলে দেবেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : সত্য উদাহরণ ধারণকারী বহু হাদীস বর্তমান হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে। ঐ সকল হাদীসের তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআন, হাদীস বা অন্য জ্ঞান, ছাত্র-ছাত্রী বা মানুষদের শেখানো, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো সত্য উদাহরণের আলোকে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে শেখানো।

পরিচ্ছেদ-৯ : শিক্ষাদান পদ্ধতি

উপ-পরিচ্ছেদ ৪ : শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া বা প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য হলো একটি তথ্য শিক্ষার্থীদের জানানো এবং সেটিকে তাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেওয়া। এ উদ্দেশ্য সাধন হতে হলে তথ্যটির বিষয়ে ছাত্রদের মনে কোনো সন্দেহ সংশয় থাকা চলবে না। কারণ, সন্দেহ সংশয় বিশ্বাসকে দুর্বল করে। অন্যদিকে প্রশ্ন করতে হলে বিষয়টি নিয়ে নিজেকে আগে ভাবতে হয়। এটি একটি বিষয় বুঝার ব্যাপারে মানুষকে দারুণভাবে সহায়তা করে। তাই শিক্ষা দানের সময় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করাকে উৎসাহিত করা আকল সম্মত।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অনুবাদ : আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার রব, আমাকে দেখাও, তুমি কীভাবে মৃতকে জীবিত করবে। (আল্লাহ) বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? (ইব্রাহীম) বললো, বিশ্বাস অবশ্যই করি কিন্তু দেখতে চাইছি সে বিশ্বাসটা মজবুত করার জন্য। (আল্লাহ তখন) বললেন, চারটি পাখি ধরে সেগুলোকে পোষ মানিয়ে নাও। তারপর সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। অতঃপর সেগুলোকে ডাক দাও। সেগুলো (আবার জীবিত হয়ে) উড়ে তোমার কাছে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশীল এবং (সব ব্যাপারে) মহাজ্ঞানী।

(সুরা আল বাকারা/২ :২৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে দেখা যায় ইব্রাহীম (আ.) প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেননি। বরং তিনি প্রশ্নটির উত্তর বাস্তব কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে ইব্রাহীম (আ.)-এর ঈমানকে দৃঢ় করে দিয়েছেন।

আয়াত-২

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.

অনুবাদ : আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি। তারা বললো (প্রশ্ন করলো)– আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার মহিমা ঘোষণা করছি (উপাসনা করছি)। তিনি বললেন– নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জানো না। অতঃপর তিনি আদমকে সব গুণবাচক বিষয় (ইসম) শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ গুণবাচক বিষয়গুলো বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তারা বললো– পূত-পবিত্র (নির্ভুল) আপনার মহান সত্তা, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন– হে আদম! তুমি তাদের এগুলোর নাম বলে দাও। যখন সে (আদম) তাদেরকে সে সবের নাম বলে দিলো, তখন তিনি বললেন– আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আমি জানি এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো তাও আমি জানি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০-৩৩)

ব্যাখ্যা : এখানেও দেখা যায়– প্রশ্ন করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদের প্রতি রাগান্বিত হননি। বরং বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের দুর্বলতার বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানব সভ্যতাকে জানিয়ে দিয়েছেন–

১. অন্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষের সম্মান/মর্যাদা অধিক। আর এর কারণ হলো জ্ঞান। তাই, যে ব্যক্তি বা জাতি বস্তু জগতের জ্ঞানে উন্নত হবে সে বস্তু জগত তথা দুনিয়ায় অধিক সম্মানিত হবে। আর যে ব্যক্তি বা জাতি বস্তু জগতের জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞানে উন্নত হবে সে বস্তু জগত তথা দুনিয়া এবং আখিরাতে অধিক সম্মানিত হবে।
২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

আয়াত-৩

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

অনুবাদ : আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : অনুমতি দু'ধরনের– তাৎক্ষণিক ও অতাৎক্ষণিক। তাৎক্ষণিক অনুমতি দেওয়া হয় কার্যসম্পাদনের সময়। আর অতাৎক্ষণিক অনুমতি দেওয়া হয় কার্যসম্পাদনের পূর্বে প্রোগ্রাম, নীতিমালা বা বিধি-বিধানের মাধ্যমে। আয়াতটির উল্লিখিত অংশের ব্যাখ্যা হলো– কোনো মানুষ আল্লাহর পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম, নীতিমালা বা বিধি-বিধান অনুসরণ করা ছাড়া প্রকৃত ঈমান আনতে পারে না। ঈমান আনার প্রোগ্রাম, নীতিমালা বা বিধানের অন্তর্ভূক্ত থাকা কয়েকটি বিষয় (অনুঘটক/Factor) হলো–

১. তথ্য নির্ভুল ও দৃঢ় থাকা।
২. জোর-জবরদস্তি না করা।
৩. যুক্তি তথা আকল ব্যবহার করা।
৪. প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া বা উৎসাহিত করা এবং সকল প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর দেওয়া।
৫. প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তির মনে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।
৬. মহাবিশ্বের বিভিন্ন জিনিস দেখে ব্যক্তির মনে নিজ থেকে স্রষ্টা, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টি করার কারণ, মৃত্যুর পর কী হবে ইত্যাদি বিষয় জানার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া।

সম্মিলিত শিক্ষা : ওপরে উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআনের রচয়িতা, মূল ব্যাখ্যাকারী ও শিক্ষক প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেছেন। তাই, কুরআন অনুযায়ী যেকোনো বিষয়, বিশেষ করে ইসলাম শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতে হবে। আর শিক্ষককে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর যুক্তি (Common sense), কুরআন ও হাদীস দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
হাদীস নং- ৩২৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ : الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ . قَالَ : مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ : الإِسْلاَمُ : أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ . قَالَ : مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ . ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ ﷺ : {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ : رُدُّوهُ . فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ : هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা আল্লাহর রসূল (স.) জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কী? তিনি বললেন– ঈমান হলো, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কী? তিনি বললেন– ইসলাম হলো, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমাদানের সিয়ামব্রত পালন করবেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইহসান কী? তিনি বললেন– আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কবে? তিনি বললেন– এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি– বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড়ো বড়ো অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভূক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর আল্লাহর রসূল (স.) এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন, কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে ... ... (সুরা লুকমান/৩১ : ৩৪)। এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো। তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, ইনি জিবরীল (আ.)। লোকদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।

♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫০।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– জিবরাইল (আ.) প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে রসূল (স.)-কে ইসলাম শিখিয়েছেন।

হাদীস নং- ৩৩০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ

غَيْرُهَا؟ قَالَ : لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ : لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ : لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ত্বলহাহ ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ত্বলহাহ ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রা.) বলেন, জনৈক নজদবাসী আল্লাহর রসূল (স.)-এর কাছে এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। আল্লাহর রসূল (স.) বললেন, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বলল, আমার ওপর এ ছাড়া আরও সালাত আছে কি? তিনি বললেন– না, তবে নফল আদায় করতে পারো। আল্লাহর রসূল বললেন, আর রমাদানের সওম। সে বলল, আমার ওপর এছাড়া আরও সওম আছে কি? তিনি বললেন– না, তবে নফল আদায় করতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল (স.) তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, আমার ওপর এ ছাড়া আরও আছে কি? তিনি বললেন– না, তবে নফল হিসেবে দিতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, সে ব্যক্তি এ বলে চলে গেলেন; আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে অধিকও করব না এবং কমও করব না। তখন আল্লাহর রসূল (স.) বললেন, সে কৃতকার্য হবে যদি সত্য বলে থাকে।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কেউ রসূল (স.)-কে প্রশ্ন করলে তিনি রাগান্বিত হতেন না। বরং তিনি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন।

হাদীস নং- ৩৩১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن مَاجه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ . وَسُئِلَ : مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ : الأَجْوَفَانِ : الْفَمُ وَالْفَرْجُ .

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি হারুন ইবন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রাহ (রা.)

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবী (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিনিসের কারণে বেশিরভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন– তাক্বওয়া ও সচ্চরিত্র। তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন– দু'টি অঙ্গ– মুখ ও লজ্জাস্থান।

- ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৪২৪৬।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– কেউ রসূল (স.)-কে প্রশ্ন করলে তিনি রাগান্বিত হতেন না। বরং তিনি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন।

হাদীস নং- ৩৩২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. وَقَالَ: اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন 'আর'আরাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবী (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় 'আমাল কী? তিনি বললেন– যে 'আমাল সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা অল্প হয়। তিনি আরও বললেন, তোমরা সাধ্যের অতীত কাজ নিজের ওপর চাপিয়ে নিও না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১০০।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী(রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৩৩০ ও ৩৩১ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস নং- ৩৩৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ : الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ. قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ : أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا. قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ : تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ : تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ যর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ আর রবীঈ আয-যুহরানিয়্যি থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম 'আমাল কোনটি? তিনি বললেন– আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম– কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন– সে গোলাম আযাদ করা উত্তম যে মুনিবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যমান। 'আমি আরজ করলাম, আমি যদি তা করতে না পারি।' তিনি বললেন– তাহলে অন্যের কর্মে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দিবে। 'আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! যদি আমি এমন কোনো কাজ করতে অক্ষম হই? তিনি বললেন– তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে। এ হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সদাকাহ।'

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৬০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূল (স.)-কে বার বার প্রশ্ন করলেও তিনি রাগান্বিত হতেন না। বরং তিনি প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতেন।

হাদীস নং- ৩৩৪

أَخْرَجَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ : إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সিনান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা আল্লাহর রসূল (স.) মজলিসে জনসম্মুখে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর কাছে জনৈক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?' আল্লাহর রসূল (স.) তাঁর আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পছন্দ করেননি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনতেই পাননি। আল্লাহর রসূল (স.) আলোচনা শেষে বললেন– 'ক্বিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?' সে বলল– 'এই যে আমি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন– "যখন কোনো অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে।"

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আলোচনা চলার সময়েও কেউ রসূল (স.)-কে প্রশ্ন করলে তিনি রাগান্বিত হতেন না। আলোচনা শেষে তিনি প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ হাদীসগুলোসহ আরও অনেক হাদীস থেকে জানা যায়–

১. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শেখার জন্য প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২. বার বার ও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করলেও শিক্ষককে রাগান্বিত হওয়া যাবে না। বরং শিক্ষককে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর যুক্তি (Common sense), কুরআন ও হাদীস দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩. শিক্ষক একটি কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ও শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করলে কাজ শেষে তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

পরিচ্ছেদ-৯ : শিক্ষাদান পদ্ধতি

উপ-পরিচ্ছেদ ৫ : শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থার দিকে খেয়াল রাখা এবং জোর-জবরদস্তি নয়, বরং তথ্যের সত্যতা ও যৌক্তিকতার আলোকে শেখানো

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
আকল অনুযায়ী সহজে বুঝা যায়– পাঠ দানের সময় প্রত্যেক শিক্ষককে নিম্নের বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে–

১. শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাদান করা। এটি অনুসরণ না করলে শিক্ষা দিতে চাওয়া বিষয়টি শিক্ষার্থীর ব্রেইনে ঢুকবে না।
২. জোর-জবরদস্তি করে শেখানোর চেষ্টা পরিহার করা। কারণ, জোর-জবরদস্তি করে শেখানো ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের সামনে কিছু না বললেও মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। আর সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগও হয় না।
৩. তথ্যের সত্যতা (নির্ভুলতা) ও যৌক্তিকতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। কারণ, তথ্যে ভুল হলে পুরো শিক্ষাটাই মিথ্যা। আর শেখানো বিষয়টি যৌক্তিক না হলে মনে সন্দেহ থেকেই যায়।
৪. যেকোনো বিষয় শেখানোর সময় ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্যকে বুনিয়াদি ও নির্ভুল জ্ঞান এবং সুন্নাহকে (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) বুনিয়াদি ব্যাখ্যা ধরতে হবে। আর আকলের তথ্যকে দারোয়ানের কথামূলক বক্তব্য হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজন মতো যুগের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা। আর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মাথায় এ কথা বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে– আল কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। তাই, আল কুরআনের সরল অর্থ (আরবী ভাষায় বা অনুবাদ) তথা কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা পড়া।
৫. সত্য উদাহরণ উপস্থাপন করে, শেখাতে চাওয়া বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ বোধগম্য ও দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ

অনুবাদ : দ্বীনে জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই ভুল বিষয়/পথ থেকে সঠিক বিষয়/পথ সুস্পষ্ট হয়েছে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশের একটি বক্তব্য হলো– 'দ্বীনে জোর-জবরদস্তি নেই'। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ইসলাম শেখানো ও গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই। কারণ, জোর-জবরদস্তি করে শেখালে সে শিক্ষা মানুষ মন থেকে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে শিক্ষার বিষয়টি কাজে প্রয়োগ হয় না। তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– ইসলাম শেখানোর সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। জোর-জবরদস্তি করে শেখানোর চেষ্টা পরিহার করতে হবে।

আয়াতটির শেষ অংশের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল দিকটি বলে দেওয়া হয়েছে। যে বক্তব্যের মাধ্যমে এটি জানানো হয়েছে তা হলো– 'অবশ্যই ভুল বিষয় থেকে সঠিক বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে'। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানব জীবন সম্পর্কিত সঠিক বিষয় কোনগুলো ও ভুল বিষয় কোনগুলো তা কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই, আয়াতটির এ অংশ অনুযায়ী ইসলামে শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল দিকটি হলো– তথ্যের সত্যতা (নির্ভুলতা)। আর যেকোনো বিষয় শেখানোর সময় ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্যকে মূল ও নির্ভুল এবং কুরআনের ব্যাখ্যাকে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ধরতে হবে। সুন্নাহকে আল্লাহর নিয়োগ দেওয়া কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা ধরতে হবে। আর আকলের তথ্যকে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) তথ্য ধরতে হবে। অতঃপর প্রয়োজন মতো কুরআন, সুন্নাহ আকলের ভিত্তিতে যুগের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে।

আয়াত-২

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ.

অনুবাদ : তারা যা বলে তা আমরা জানি এবং তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও।

(সুরা ক্বাফ/৫০ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে রসূল (স.)-কে সামনে রেখে সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– ইসলামের তথ্য গ্রহণ করানোর জন্য জবরদস্তির স্থান নেই। তাই, এ আয়াতাংশের আলোকেও বলা যায়– ইসলাম শেখাতে হবে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনায় রেখে তথ্যের দৃঢ়তা ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে। জোর-জবরদস্তি করে শেখানোর চেষ্টা পরিহার করতে হবে।

আয়াত-৩

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ.

অনুবাদ : অতএব, তুমি উপদেশ দিতে থাকো; নিশ্চয় তুমি একজন উপদেশদাতা (শিক্ষক) মাত্র। তুমি তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী (জোর-জবরদস্তিকারী/পুলিশ) নও।

(সুরা গাশিয়া/৮৮ : ২১, ২২)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'টির মাধ্যমে জানা যায়– ইসলাম শেখাতে হবে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনায় রেখে তথ্যের দৃঢ়তা ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে। জোর-জবরদস্তি করে শেখানোর চেষ্টা পরিহার করতে হবে।

আয়াত-৪

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

অনুবাদ : আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : অনুমতি দু'ধরনের– তাৎক্ষণিক ও অতাৎক্ষণিক। তাৎক্ষণিক অনুমতি দেওয়া হয় কার্যসম্পাদনের সময়। আর অতাৎক্ষণিক অনুমতি দেওয়া হয় কার্যসম্পাদনের পূর্বে প্রোগ্রাম, নীতিমালা বা বিধি-বিধানের মাধ্যমে। আর ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস।

তাই, আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো– কোনো মানুষ আল্লাহর পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম, নীতিমালা বা বিধি-বিধান অনুসরণ করা ছাড়া ঈমান আনতে বা তাকে ঈমান প্রকৃতভাবে গ্রহণ করানো যেতে পারে না। ঈমান আনার প্রোগ্রাম, নীতিমালা বা বিধি-বিধানের অন্তর্ভূক্ত থাকা কয়েকটি বিষয় (অনুঘটক/Factor) হলো–

১. মহাবিশ্বের বিভিন্ন জিনিস দেখে ব্যক্তির মনে নিজ থেকে স্রষ্টা, সৃষ্টিতত্ত্ব, কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, মৃত্যুর পর কী হবে ইত্যাদি বিষয় জানার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া বা সৃষ্টি করা।
২. তথ্য নির্ভুল ও দৃঢ় থাকা।
৩. যুক্তি তথা আকল ব্যবহার করা।
৪. জোর-জবরদস্তি না করা।
৫. প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা এবং সকল প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর দেওয়া।
৬. প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তির মনে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।
৭. শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থা খেয়াল রাখা।

আয়াত-৫

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

অনুবাদ : আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ।

(সুরা কাহাফ/১৮ : ৫৪)

ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটির মতো ব্যাখ্যা করে বলা যায়– কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সবক'টিকে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ব্যবহার করেছেন। আয়াতটির শেষাংশে থাকা 'কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে সত্য উদাহরণ জানার পরও মানতে চায় না।

আয়াত-৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের ছোটো-খাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ : অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। তাই, এ আয়াতাংশ অনুযায়ী, শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর তাই, বলা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ : আর যারা কাফের তারা বলে– এ ধরনের (ক্ষুদ্র প্রাণীর) উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : যারা জীব বিজ্ঞান, এমনকি ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর উদাহরণকেও কুরআন বুঝার জন্য তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ : এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.

অনুবাদ : আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া আর কাউকে তিনি এটা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : আর গুনাহগাররা ছাড়া কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ এর মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয় না।

পুরো আয়াতটিতে (বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

সম্মিলিত শিক্ষা : সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– অল্প কয়েকটি অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় ভিন্ন চিরন্তনভাবে মানুষের আকলের বিরোধী কথা ইসলামে নেই। আর সুরা বাকারার ২৬ নং ও অন্য আয়াত থেকে জানা যায়– সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা। কুরআনের এ দুটি তথ্যের সাথে উপর্যুক্ত আয়াত ক'টির বক্তব্য মেলালে বলা যায়, ইসলামের শিক্ষাদানপদ্ধতির মূল দিকগুলো হবে–

১. শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাদান করা।
২. জোর-জবরদস্তি করে শেখানোর চেষ্টা পরিহার করা।
৩. তথ্যের সত্যতা (নির্ভুলতা) ও যৌক্তিকতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া।
৪. যেকোনো বিষয় শেখানোর সময় ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্যকে বুনিয়াদি ও নির্ভুল জ্ঞান এবং সুন্নাহকে (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) বুনিয়াদি ব্যাখ্যা ধরতে হবে। অতঃপর প্রয়োজন মতো যুগের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা।
৫. সত্য উদাহরণ উপস্থাপন করে শেখাতে চাওয়া বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ বোধগম্য ও দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৩৩৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে মাস'উদ (রা.) বলেন, নবী (স.) আমরা যাতে **বিরক্তি বোধ না করি** সেদিকে লক্ষ্য রেখে, নির্দিষ্ট দিনে আমাদের নসীহত করতেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৩৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস বিন মালেক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন– রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, **বিরক্তি সৃষ্টি করো না**।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৩৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ওসমান বিন আবী শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি আবূ

ওয়াইল বলেন, ইবনে মাসউদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বললো– হে আবূ আবদুর রহমান! আমার ইচ্ছা জাগে যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত করেন। তিনি বললেন, এ কাজ থেকে আমাকে যা বাধা দেয় তা হলো– আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার সময় তেমনিভাবে তোমাদের (মানসিক অবস্থার) প্রতি খেয়াল রাখি যেমনিভাবে নবী (স.) **ক্লান্তির আশঙ্কায়** আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭০ ।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৩৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مِرَارٍ، وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلاَ أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الِاجْتِنَابَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন সাকান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তুমি প্রতি জুমু'আয় লোকদের হাদীস শোনাবে। যদি এতে তুমি ক্লান্ত না হও তবে সপ্তাহে দু'বার। আরও অধিক করতে চাও তবে তিনবার। আরও অধিক নসীহত করে এ কুরআনের প্রতি মানুষের মনে **বিরক্তি সৃষ্টি করো না**। লোকেরা তাদের কথা-বার্তায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তুমি তাদের কাছে এসে তাদের নির্দেশ দেবে– আমি যেন এমন অবস্থায় তোমাকে না পাই। কারণ এতে তাদের কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং **তারা বিরক্ত হবে**। বরং তুমি এ সময় নীরব থাকবে। যদি তারা **আগ্রহ নিয়ে** তোমাকে নসীহত করতে বলে তাহলে তুমি তাদের নসীহত করবে। আর তুমি দু'আর মধ্যে ছন্দযুক্ত কবিতা বর্জন করবে। কারণ আমি রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে তা বর্জন করতে দেখেছি।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৯৭৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৩৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমার ধারণা হলো– সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।

◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিম তথা যে মুসলিম জেনে ও বুঝে ইসলাম গ্রহণ ও পালন করছে, ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

হাদীস নং- ৩৪০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদাহ বিন আবদুল্লাহ আস-সাফফার থেকে শুনে 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) বলেন, নবী (স.) যখন কোনো কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন যেন তা **বোধগম্য** হয়। আর যখন তিনি কোনো গোত্রের কাছে এসে সালাম দিতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৯৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ছাত্র বা শ্রোতাদের একটি বিষয়ের বুঝ পরিষ্কার করার জন্য বিষয়টি কয়েকবার বলা উত্তম।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল হাদীস থেকে অতি সহজে জানা যায়, ইসলামে শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল দিকগুলো হবে–

১. শিক্ষার্থীরা বিরক্তিবোধ করলে পাঠদান বন্ধ করা।
২. জোর-জবরদস্তি করে শেখানোর চেষ্টা পরিহার করা।
৩. তথ্যের সত্যতা (নির্ভুলতা) ও যৌক্তিকতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া।
৪. যেকোনো বিষয় শেখানোর সময় ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্যকে বুনিয়াদি ও নির্ভুল জ্ঞান এবং সুন্নাহকে (পালন বা বাস্তবায়ন করার দিক দিয়ে) বুনিয়াদি ব্যাখ্যা ধরতে হবে। অতঃপর প্রয়োজন মতো যুগের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা।
৫. সত্য উদাহরণ উপস্থাপন করে শেখাতে চাওয়া বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ বোধগম্য ও দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

পরিচ্ছেদ-৯ : শিক্ষাদান পদ্ধতি

উপ-পরিচ্ছেদ-৬ : শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার সময় লজ্জা পরিহার করা

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
শেখা বা জানার জন্য প্রশ্ন এবং শেখানোর তথ্য উপস্থাপনের সময় লজ্জা করা শেখা ও শেখানো উভয়টির জন্য এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তাই, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রে লজ্জা পরিহার করতে হবে কথাটি শতভাগ আকলসম্মত। অন্য সকল ক্ষেত্রে লজ্জা ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা বা কুরআনের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ কোনো প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না; যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে (আসা) সঠিক শিক্ষা; আর যারা কাফের তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) এ (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) এ (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল-বাকারা, ২/২৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা হলেন কুরআনের রচয়িতা ও মূল শিক্ষক। আয়াতটিতে কুরআনের মূল শিক্ষক সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে কুরআন শেখানোর সময় লজ্জা পরিহার করেন। তাই, এ আয়াতের আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায়– শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্রহণের সময় লজ্জা পরিহার করতে হবে।

আয়াত-২

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ .

অনুবাদ : অতঃপর, তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা উন্মুক্ত করার (এবং অন্যভাবে কষ্ট দেওয়ার) জন্য, শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো আর বললো– তোমরা দু'জনে যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা : শয়তানের কথা বিশেষ করে লজ্জাস্থান সম্পর্কিত কথা মানলে মানব সভ্যতার ব্যাপক ক্ষতি হবে। বর্তমান যুগের AIDS এ তথ্যের সত্যতার একটি বড়ো প্রমাণ।

আয়াত-৩

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ

অনুবাদ : এভাবে সে (ইবলিস) ধোঁকার মাধ্যমে তাদেরকে অধঃপতিত করলো। অতঃপর যখন তারা সেই গাছের (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগলো।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২২)

ব্যাখ্যা : লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে তা ঢাকার চেষ্টা করেছেন। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে এটি তাদেরকে কেউ বলেনি। তাহলে আদম ও হাওয়া (আ.) কোথা থেকে এ শিক্ষাটি পেলেন সেটি একটি বিরাট প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর হলো– এটি তাঁরা পেয়েছেন নিজের আকল/বিবেক/Common sense থেকে। যা এ ঘটনার পূর্বে আল্লাহ নিজ দরবারে ক্লাস নিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর এটি জ্ঞানের উৎস আকল ব্যবহার করার প্রথম উদাহরণ।

তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– লজ্জা পাওয়া এবং লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা মানুষের স্বভাবজাত তথা কল্যাণকর বিষয়। তাই, যারা বলে বা বলতে চায় মানুষের লজ্জা না থাকুক বা মানুষ লজ্জাস্থান বেশি বেশি উন্মুক্ত রাখুক, তারা মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তথা মানব সমাজের ক্ষতি সাধনাকারী। আর এ ক্ষতির বর্তমান উদাহরণ হলো যৌন অপরাধ ও AIDS রোগ।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায় যে– শেখা বা জানার জন্য প্রশ্ন করা এবং শেখানোর তথ্য উপস্থাপনের সময় লজ্জা করা, শেখা ও শেখানো উভয়টির জন্য এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তাই, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রে লজ্জা পরিহার করতে হবে কথাটি আকল ও কুরআন সম্মত। অন্য সকল ক্ষেত্রে লজ্জা ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপ-পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৩৪১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا رَأَتِ المَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ : نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) উম্মে সালামাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* উম্মে সালামাহ (রা.) বলেন, আল্লাহর রসূল (স.)-এর কাছে উম্মু সুলায়ম (রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই (আমি জিজ্ঞাসা করছি) মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী (স.) বললেন– হ্যাঁ, যখন সে (যোনিপথে) রস দেখতে পাবে। তখন উম্মু সালামাহ (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয় কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক। (তা না হলে) তাদের সন্তান তাদের আকৃতি পায় কীভাবে?

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৩০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের কোনো বক্তব্যের বিরোধী নয়। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৪২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আলী বিন আবী তালিব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আলী বিন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমার অধিক পরিমাণে 'মযী' বের হতো। তাই এ ব্যাপারে নবী (স.)-কে জিজ্ঞেস করার জন্য মিকদাদকে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহর রসূল (স.) বললেন– 'এতে কেবল উযূ করতে হয়।'

- ◆ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৩২।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের কোনো বক্তব্যের বিরোধী নয়। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৪৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مِنْهُ الْوُضُوءُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি ফাতিমার কারণে রাসূল (সা.)-এর কাছে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদকে বললাম, তখন তিনি রাসূল (স.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– তাতে (মযী বের হলে) শুধু ওযূ করতে হয়।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭২২।

♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের কোনো বক্তব্যের বিরোধী নয়। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ ধরনের হাদীসের আলোকে সহজে বলা যায় যে– শেখা বা জানার জন্য প্রশ্ন এবং শেখানোর তথ্য উপস্থাপনের সময় লজ্জা করা শেখা ও শেখানো উভয়টির জন্য এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তাই, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রে লজ্জা পরিহার করতে হবে কথাটি সুন্নাহ সম্মত। অন্য সকল ক্ষেত্রে লজ্জা ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পরিচ্ছেদ-১০ : আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণকারীর পরিণতি জাহান্নাম

পরিচ্ছেদ বিষয়ক আকল (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)
যেকোনো কাজ করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে থাকার অর্থ হলো সে কাজটি এমনভাবে পালন করতে হবে যেন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। অর্থাৎ কাজটি আল্লাহ তা'য়ালার জানানো ও রসূল (র.)-এর দেখানো পথে হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার জানানো ও রসূল (র.)-এর দেখানো পথে একটি কাজ করলে তাতে সকল মানুষের উপকার হবে এবং কারো ক্ষতি হবে না। কিন্তু একটি কাজ যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পালন করা হয় তবে তাতে অবশ্যই কারো না কারো ক্ষতি হবে। তাই, জ্ঞানার্জনসহ যেকোনো কাজ করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু সামনে থাকলে পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে– এটি আকলসম্মত।

পরিচ্ছেদ বিষয়ক কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)
আয়াত-১

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অনুবাদ : বলো– আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু শুধুমাত্র মহাবিশ্বের রব আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে।

(সুরা আল আনআম/৬ : ১৬২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– মানুষের জীবনের সকল কিছু করতে হবে তাঁর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়, সকল ধরনের জ্ঞানার্জন করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে।

আয়াত-২

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

অনুবাদ : অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিলো দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই দাসত্ব করতে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করতে ও যাকাত দিতে এবং এটাই শাশ্বত দ্বীন।

(সুরা আল-বায়্যিনাহ/৯৮ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির স্পষ্ট বক্তব্য হলো– দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর দাসত্ব করবে। অর্থাৎ মুসলিম জীবনের প্রতিটি কাজ এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা আল্লাহর দাসত্ব বলে গণ্য হয়। একটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হওয়ার ১ নং শর্ত হলো কাজটি করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে থাকা। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– সকল ধরনের জ্ঞানার্জন করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে।

আয়াত-৩

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

অনুবাদ : ওয়াইল নামক জাহান্নাম সেই সালাত আদায়কারীদের জন্যে যারা সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির) ব্যাপারে অবহেলা করে। যারা লোক দেখানোর জন্যে আমল (সালাত বা অন্য আমল) করে।

(সুরা আল মাউন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন, যারা লোক দেখানোর জন্যে সালাত বা অন্য আমল করে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কারণ, তারা ঐ সকল আমল করছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নয়, মানুষকে দেখানোর জন্যে। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছুকে সামনে রেখে যেকোনো ধরনের জ্ঞানার্জন করলে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

আয়াত-৪

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

অনুবাদ : আর যারা ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে, এরা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না পরকালের প্রতি।

(সুরা নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে, তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না। অর্থাৎ তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– জ্ঞানার্জনসহ যেকোনো আমল করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু সামনে থাকলে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা

এগুলোসহ আরও অনেক আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– যেকোনো ধরনের জ্ঞানার্জন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু সামনে থাকলে পরকালে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

পরিচ্ছেদ বিষয়ক হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস নং- ৩৪৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইবনে কা'ব বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূল আশ'আস আহমদ বিন মিকদাম আল-'ইজালী থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে কা'ব বিন মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য অথবা মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

- ♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২৬৫৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৫৭]
- ♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৪৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে না রেখে কেবল দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্য জ্ঞান শিখলো, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৬৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।[৩৫৮]

---

৩৫৭. আলবানী, *সহীহ আত-তারগীতব ওয়াত তারহীব*, খ. ১, পৃ. ২৫।

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৪৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কেউ যদি দ্বীনী ইলম শিক্ষা করে আলেমদের বা জ্ঞানীদের সাথে গর্ব করে বেড়ানোর জন্য বা বোকা লোকদের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য ও মানুষের দৃষ্টি তার দিকে ফেরানোর জন্য তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

◆ ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-২৬০।

◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ লিগাইরিহী বা সহীহ।[৩৫৯]

◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৪৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ : أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى

---

৩৫৮. যাহাবী, *মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন (তাহকীক)*, খ. ১, পৃ. ১৬০।
৩৫৯. আলবানী, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ২৬।

وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) সুলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারেসী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেন, একদা লোকজন যখন আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল (রহ.) বললেন, হে শায়খ! আপনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাদেরকে শুনান। তিনি বলেন, হ্যাঁ! (শুনাবো)। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছিল। তাঁকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ বলবেন, এর বিনিময়ে কী 'আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। **তুমি বরং এ জন্যই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর।** অতঃপর তোমাকে সেরূপ বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞানার্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নি'আমতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ বলবেন, এত বড়ো নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী 'আমল করেছিলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি। জবাবে আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। **তুমি জ্ঞানার্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে।** কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে বলে, তুমি একজন ক্বারী। অতঃপর তোমাকে সেরূপ বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুযায়ী তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা এবং সব রকমের ধন-সম্পত্তি দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাঁকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (এবং স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ বলবেন, এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী 'আমল করেছো? জবাবে সে

বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এজন্যে তা করেছিলে **যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে অভিহিত করে।** অতঃপর তোমাকে সেরূপ বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। অতঃপর নির্দেশ অনুযায়ী তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৯০৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৪৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ : مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তিদ্বয় আলী বিন মুহাম্মদ ও হুসাইন বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন, যদি 'আলিমরা ইলম হাসিল করার পরে তা সংরক্ষণ করে (মনে রাখে ও লিখে রাখে) এবং তারা তা যোগ্য আলিমদের কাছে রাখে (তা দিয়ে যোগ্য আলিম তৈরি করে), তাহলে অবশ্যই তারা সে যুগের অধিবাসীদের নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে, ফলে তারা তাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। আমি তোমাদের নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তার অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় একত্রিত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তায় লিপ্ত থাকবে, সে যেকোনো উপত্যকায় ধ্বংস হোক না কেন, আল্লাহ তার পরোয়া করেন না।

- ◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৫৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।[৩৬০]

৩৬০. আল আলবানী, *সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানু ইবন মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৩২৯।

♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

হাদীস নং- ৩৪৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم **إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى** فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ **وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ**.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামাহ ইবন কা‘নাব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– **প্রত্যেক ‘আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং কোনো ব্যক্তি কেবল তাই লাভ করবে যা সে নিয়ত করে।** যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরাত আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্য হিজরাত বলে গণ্য হবে, **আর যার হিজরাত হবে দুনিয়া লাভ** বা কোনো মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশে; তার হিজরাত হবে সে দিকেই যা সে নিয়ত করেছে।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৩৬।
♦ হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
♦ হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– যে আমলের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু হবে সে আমল কবুল হবে না।

হাদীস নং- ৩৫০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: **إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا** أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আলক্বামাহ ইব্‌নু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুমাইদি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন*– 'আলক্বামাহ ইব্‌নু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমি 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, (উমার রা. বলেন) আমি আল্লাহর রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, **কাজ (এর প্রাপ্য হবে তার) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। সুতরাং যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভ অথবা** কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ১।
- হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৩৪৯ নং হাদীসটির অনুরূপ।

সম্মিলিত শিক্ষা

হাদীসগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা ও বুঝা যায়– জ্ঞানার্জন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও আখিরাত ছাড়া অন্যকিছু সামনে থাকলে পরকালে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইবন হাজার, আবুল ফযল আহমাদ ইবন আলী আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহুল বুখারী* (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.)
২. ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ, মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ইবন আইয়ুব, *ঝাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরুল 'ইবাদ* (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৯৪ খ্রি.)
৩. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪০৪ হিজরী/১৯৮৪ খ্রি.)
৪. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.)
৫. মোল্লা নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন সুলতান, *শাহরু নুখবাতিল ফিক্র*, (বৈরূত : দারুল আরকাম, তা.বি.)
৬. ড. বাওয়াস কালাজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত : দারুল নাফাইস, ২০১০ খ্রি.)
৭. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দির রহমান ইবন মুহাম্মাদ, *আত-তাওযীহুল আবহুর লি তাযকিরাতি ইবন মুলাক্কিন* (রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, ১৯৯৮ খ্রি.)
৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (স.) গবেষণাপত্র সংকলন*-২ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.)
৯. ড. আকরাম দিয়া আল-'ওমরী, *বুহুসুন ফী তারীখস সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ* (বৈরুত : ৪র্থ সং, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৪খ্রি.)
১০. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.)
১১. দেহলভী, আব্দুল হক ইবন ইউসুফুদ্দীন, *মুকাদ্দামাহু ফী উসূলিল হাদীস* (বৈরূত : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.)
১২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৮ খ্রি.)
১৩. মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি।
১৪. আবূ আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো : মুআস্সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.।
১৫. তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরবী, তা.বি.)
১৬. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, তা.বি.)
১৭. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি.)
১৮. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (মিসর : মাতবাআতুস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.)

১৯. 'আব্দুল করীম ইবন মুহাম্মদ আস-সাম'আনী, *আল-আনসাব* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.)
২০. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায* (আল-হিন্দ, তাবি)
২১. আল-আসকালানী, *আল-খায়রাতুল হিসান* (ইস্তাম্বুল : দারুস সা'আদাহ, তাবি)
২২. প্রফেসর মুহাম্মদ আমীন, *মাসানীদুল ইমাম আবী হানীফাহ (রহ.)* (করাচী, তাবি)
২৩. *মানহাজুল ইমাম আবী হানীফাহ ফিল ইসতিদলালিস সুন্নাহ*, ZANCO Journal of Humanity Science, 2014.
২৪. 'আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ ইবন 'আলী আল-ঈয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)
২৫. ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.)
২৬. তাশ-কুবরা, *মিফতাহুস সা'আদাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তাবি)
২৭. আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ* (করাচী : মাকতাবাতুন নূর মুহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তাবি)
২৮. আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন আবী আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন জামালুদ্দীন, *আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনুস সালাহ* (রিয়াদ : আদওয়াউস সালাফ, ১৯৯৮ খ্রি.)
২৯. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (মিসর : মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.)
৩০. ইবনু তাগরী বারদী, *আন-নুযূমুয যাহিরাহ* (মিসর : ওয়ারাসাতুস সাকাদাহ, তাবি)
৩১. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান (বৈরুত : দারুস সাকাফাহ, ১৯৬৮ খ্রি.)
৩২. আব্দুল গণী আদ-দাকার, *আল-ইমামুশ শাফিঈ* (দামিস্ক : দারুল কলম, ২০০৫ খ্রি.)
৩৩. হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনুন* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.)
৩৪. ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)
৩৫. ড. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম* (কায়রো : মাকতাবাতুন নাহ্‌দা, ১৯৫৬ খ্রি.)
৩৬. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.)
৩৭. আল-কুনুযী, *আবূ আত-তুয়্যিব আস-সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিত তা'লীমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.)
৩৮. আস-সাখাভী, শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দির রহমান, *ফাতহুল-মুগীস* (লেবানন : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.)
৩৯. ড. আশ-শরীফ হাতিম ইবন আরিফ আল-আওনী, *মাসাদিরুস সুন্নাহ ওয়া মানাহিজু মুসান্নাফিহ* (মাকতাবাতুশ শমিলাহ, ২০১১ হি.)
৪০. অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন* (মিশর : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.)
৪১. আবূ বকর কাফী, *মানহাজুল ইমামিল বুখারী ফী তাসহীহিল আহাদীসি ওয়া তা'লীমিহা*, (বৈরূত : দারু ইবন হাজম, ২০০০ খ্রি.)
৪২. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.)

৪৩.ইবন হাজার আল-আসকালানী, *হুদা আস-সারী* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.)
৪৪. হাফিজ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবন কাসীর, *জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস-সুন্নাহ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫হি./১৯৯৪ খ্রি.)
৪৫. ইবনুল আসীর আল-জাযেরী, *জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রসূল* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত-তুরাসিল 'আরাবী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.)
৪৬. হুযাইফা শরীফ, আশ-শাইখ সালিহ আল-খতীব, *মানহাজুল ইমাম মুসলিম ফিত তা'লীল ফিল জামি'ইস সহীহ* (অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ খ্রি.)
৪৭. আশ-শায়খ রবী' ইবন হাদী, *মানহাজুল ইমাম মুসলিম ফী তারতীবি কিতাবিহিস সহীহ* (সৌদিআরব : মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি থিসিস, ১৯৮৮ খ্রি.)
৪৮.'আশুর দুহনী, *মানহাজুল ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ফী যিকরিল আখবার আল-মুআল্লালা* (জাযায়ের : জামিআতুল আকীদা হজ্জ, ২০০৪ খ্রি.)
৪৯. আবূ বকর মুহাম্মাদ আল-হাজিমী, *শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.)
৫০. মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ* (মিসর : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮২ খ্রি.)
৫১. ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন-নববী* (আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৬ হি./১৯৮২খ্রি.)
৫২. মুহাম্মাদ মুসলিহ মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, *আহকামুল ইমাম আন-নাসাঈ আল-হাদীসিয়্যাতু ফিস সুনানিল কুবরা দিরাসাতুন মুকারানাহ* (অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, জামি'আতু ইয়ারমুক, ২০০৫ খ্রি.)
৫৩.ইবন কাসীর, জামি'উল মাসানীদ ওয়াস সুনান, *মুকাদ্দামাহ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.)
৫৪. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআশ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি.)
৫৫.আল-খাত্তাবী, আবূ সুলাইমান হামদ ইবন মুহাম্মাদ, *মা'আলিমুস সুনান* (হালব : মাতবা'আতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫২ হি.)
৫৬.অধ্যাপক ড. শারফুল কুজাত, *ইলমু মুখতালাফিল হাদীস : উসূলু ওয়া কাওয়া'য়িদুহু* (ওমান : আল-জামি'আতুল আরদিনিয়্যাহ, ২০০১ খ্রি.)
৫৭. আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ* (করাচী : মাকতাবাতু নূর মুহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তাবি)
৫৮.যিরাকলী, *আল-লুবাব* (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮৭ খ্রি.)
৫৯.ড. মো. মিজানুর রহমান, *বিংশ শতাব্দীর বিশ্বনন্দিত হাদীসবিশারদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.)* (ঢাকা : আতিফা পাবলিকেশন্স, ২০১৬ খ্রি.)

৬০. মুহাম্মদ ইবরাহীম আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী* (কুয়েত : দারুস সালাফিয়া, ১৪১৯ হি.)
৬১. আনাস সুলাইমান আল-মিসরী, *মানহাজুল আলবানী ফী তাসহীহিল হাদীসি আলা শারতিশ শায়খাইন*, (IUG Journal of Islamic Studes, Gajha)
৬২. ড. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবূ শাহবাহ, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন* (মিসর : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তাবি)
৬৩. বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭ হি.)
৬৪. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দঈফাহ* (রিয়াদ : মাকতাবুল মাআরিফ, তা.বি.)
৬৫. ইবন মাজাহ, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াঝিদ, *আস-সুনান*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি।
৬৬. ড. সালাহুদ্দীন ইবন আহমদ আদলাভী, *মানহাজু নাকদিল মাতান 'ইনদা উলামাইল হাদীস* (বৈরুত : দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১০৬।
৬৭. আস-সুয়ূতী, আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর, *তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নববী* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, তা.বি.)
৬৮. ইমাম আন-নববী, আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন শারফ, *শারহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরবী, ১৩৯২ হি.)
৬৯. ড. মাহমূদ আত-তহহান, *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস* (করাচী : কাদিমী কুতুবখানা)
৭০. আবূ আমর উসমান ইবন আব্দুর রহমান (ইবনুস সালাহ), *মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ* (মাকতাবাতুল ফারাবী, ১৯৮৪ খ্রি.)
৭১. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *তামামুল মিন্নাহ ফী তা'লীকি 'আলা ফিকহিস সুন্নাহ* (আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৯ হি.)
৭২. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী* (মিসর : মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, তাবি)
৭৩. জামাল উদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়াইদুত তাহদীস ফী ফুনুনি মুসতালাহিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৩৯৯ হিজরী)
৭৪. মুফতী আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার* (ঢাকা : আল-বারাকাহ লাইব্রেরী)
৭৫. ইবনু কাসীর, *আল-বা'ইসুল হাসীস ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস* (পাকিস্তান : মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৩ হি./ ১৯৮৩ খ্রি.)
৭৬. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *নুযহাতুন নযর শরহি নুখবাতিল ফিকর* (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানভী, তাবি)
৭৭. শায়খ আলিয়াভী, *চার পাঁচ শো হিজরীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উসূলুল হাদীস* (কলকাতা : কওমী প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.)
৭৮. হাকিম আন-নিশাপুরী, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস* (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১ম সং, ১৪০৯ হি/১৯৮৯ খ্রি.)

৭৯. ফাওয়াঝ আহমাদ ঝামরালী, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.)
৮০. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *সহীহ অত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.)
৮১. মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আস-সুনানুল কুবরা (তাহকীক)* (বৈরুত : দারুল কুতুবির 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.)
৮২. আয-যাহাবী (তা'লীক), *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.)
৮৩. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *দঈফ সুনানুত তিরমিযী* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রি.)
৮৪. ফাওয়াঝ আহমাদ ঝামরালী, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৭ হি.।
৮৫. হুসাইন সুলাইম আসাদ, *সুনানুদ দারেমী (তাহকীক)*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৭ হি.।
৮৬. আয-যাহাবী (তা'লীক), *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহহাইন* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.)
৮৭. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *সহীহ অত-তারগীব ওয়াত তারহীব* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.)
৮৮. মোস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আস-সুনানুল কুবরা (তাহকীক)* (বৈরুত : দারুল কুতুবির 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.)
৮৯. শুআইব আল-আরনাউত, *মুসনাদে আহমাদ (তাহকীক)* (কায়রো : মুআস্‌সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.)
৯০. আব্দুল মালিক ইবনি হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, (মিসর : মুস্তাফা বাব হালবী এন্ড সন্স প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.)
৯১. আল-আলবানী, *দঈফ সুনানুত তিরমিযী* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রি.)

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?

২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

ব্যক্তিগত নোট

… …

… …

… …

… …

… …

… …

… …

… …

… …

… …

… … … …… …

… …

… …

… …

… …

… …

… … … … … …… … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … …

… …

… …

… …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …